মকতুবাত শরীফ

মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ)

মকতুবাত শরীফ ১

লিখিলাম, রয় যেন স্মৃতি নিদর্শন
স্থায়ী কাহারো যবে নহে এ-জীবন,
হয়তো কখনো কোন সাধু অলীজন—
আশীর্ব্বাদ সহ মোরে করিবে স্মরণ।

গাওছে ছাম্‌দানী মহ্‌বুবে ছোব্‌হানী এমামে রব্বানী

হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর

মকতুবাত শরীফ

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড - প্রথম ভাগ

অনুবাদক ঃ

শাহ্‌ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী

শাহ্‌ ফকীর

পরিবেশক ঃ

আফ্‌তাবীয়া খান্‌কাহ্‌ শরীফ, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ আবুল বারাকাত শাহ্ মোঃ ফতুহুজ্জামান হুমায়ূন আহ্মদী
শাহ্ ফকীর
আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, আরিচা রোড, সাভার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ শুক্রবার, ২৮শে ছফর ১৪০৫ হিজরী।
৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় প্রকাশ ঃ রবিবার ২৮শে ছফর ১৪২০ হিজরী।
৩০শে জৈষ্ঠ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

মুদ্রণে ঃ ফ্রেন্ড'স প্রিন্টিং প্রেস
১০৫, ফকীরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ আফ্তাবীয়া খান্কাহ্ শরীফ, সাভার, ঢাকা।
বরকতীয়া খান্কাহ্ শরীফ, আলম নগর, রংপুর।
রশীদ বুক হাউস, ৬ প্যারী দাস রোড, ঢাকা।
ও সকল প্রধান লাইব্রেরী।

হাদিয়া ঃ একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

কতিপয় জড়-বস্তু করিয়া প্রদান
খরিদ করিলে ভাই, আত্মার পরাণ।
অতীব সুলভ ইহা, ওহে বন্ধুগণ,
জানি না কাহার ভাগ্যে আছে এ-রতন।
মুতী আহ্মদ শাহ্ ফকীর

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

সূচীপত্র

মকতুবাত শরীফ

*****

ভূমিকা

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আল্লাহ্‌পাকের হাজার শোকর গোজারী করি যে, শেষ জমানার অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহ্ হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর লিখিত গ্রন্থ মকতুবাত শরীফের বঙ্গানুবাদ আমাদের অদৃষ্টে হইয়াছে। হজরত এমামে রব্বানী (রাঃ) যে শেষ জমানার মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক এবং চারি তরীকার এমাম ছিলেন, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধতা নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান এই মকতুবাত শরীফের অস্তিত্ব যে পৃথিবীর বুকে এখনও আছে, তাহা হয়তো অনেকে জানিতেছেন না, অথবা জানিলেও তাহাতে গুরুত্ব দিতেছেন না।

এই মকতুবাত শরীফ উচ্চাঙ্গের পার্শী ভাষায় লিখিত। আল্লাহ্‌র কি মহিমা যে, বঙ্গদেশ হইতে পার্শী ভাষা চির-বিদায়ের পথে। অল্পকাল মধ্যেই খোদানাখাস্তা হয়তো ইহার পাঠক ও ভাব উদ্ধারকারী ব্যক্তি দুর্লভ হইবে। পক্ষান্তরে আত্মীক উন্নতির ও পরকালের উদ্ধারের জন্য ইহার আলোচনা ব্যতীত নিস্তার নাই। অতএব ইহার বঙ্গানুবাদ যাবতীয় বিষয় হইতে জরুরী ভাবিয়া আমাদের পীর কেব্‌লা হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফ্‌তাবুজ্জমান শাহ্ ফকীর ছাহেবের সুযোগ্য পুত্র হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী শাহ্ ফকীর ছাহেব প্রায় এক যুগ হইতে বহু শ্রম ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া ইহার সরল বঙ্গানুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভূমিকাতেই পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করা পাঠকের স্বাভাবিক আগ্রহ। সেইহেতু উক্ত বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি।

ইছলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমান অন্যতম ও প্রধান। এই ঈমানের দুইটি পক্ষ— "এক্‌রার বিল্ লেছান" বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ ও "তছ্‌দিক্ বিল্ জানান" অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই শেষোক্ত প্রকারের ঈমানের মূল্য অধিক এবং তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে অন্তরে আল্লাহ্ ও রছুলের মহব্বত সৃষ্টি করিতে হইবে। এই মহব্বত সৃষ্টির পূর্ব্বের ঈমানকে বাহ্যিক ঈমান বলা হইয়া থাকে। যখন বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইবে তখনই বুঝা যাইবে যে, তাহার 'ফানা-ফিল্লাহ' অর্জ্জিত হইয়াছে এবং এই অবস্থা স্থায়ীত্ব লাভ করিলে প্রকৃত ঈমান লাভ হইয়াছে বলা যাইবে। ইহা অবশ্য অন্তর্জগতের ব্যাপার, যাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করা অপরিহার্য্য। কিভাবে যে ইহা অর্জ্জিত হইবে, তাহাই এই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্তু।

এই প্রসঙ্গে এল্‌ম (জানা) ও মারেফত (পরিচয় লাভ) এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা আবশ্যক। সর্ব্বসাধারণ এল্‌ম-এ সমতুল্য হইতে পারে; কিন্তু মা'রেফত অর্জ্জনের জন্য 'ফানা ফিল্লাহ' প্রাপ্তি শর্ত্ত। এই ফানা প্রাপ্তির প্রকৃত ও সহজ উপায় কি, তাহার জন্য কোন মাধ্যমের আবশ্যক আছে কিনা, যদি মাধ্যমের আবশ্যক থাকে তবে প্রকৃত মাধ্যম বা পীর বাছাই করার উপায় কি, ইত্যাদি সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা ও তাহার সমাধানের চেষ্টা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গণ্ডিভুক্ত।

অনুবাদকের পিতা ও পীর প্রশান্ত-চিত্ত কাইয়্যুমে জমান হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফ্‌তাবুজ্জমান (রাঃ) আমারও পীর। তাঁহাকে আমরা 'হুজুর কেব্‌লা' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তিনি সেই জমানার শ্রেষ্ঠ বোজর্গ অলী-আল্লাহ্ ছিলেন এবং জাহেরী বিদ্যায়ও তিনি অতুলনীয় ছিলেন। বৃত্তিসহ এফ, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করার পর তাঁহার পীর হজরত ছাহেব কেব্‌লা— শাহ্ ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী ছাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ী কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার তৎকালীন শেষ— 'জামাতে উলা' পাস করতঃ প্রায় আঠার বৎসর কাল তাঁহার খেদ্‌মতে হাদীছ, ফেকাহ্, তফ্‌ছীর ও যাবতীয় তরীকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই মকতুবাত শরীফ পাঠ, তাহা শিক্ষাদান ও তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা তাঁহার জীবনের মূল ব্রত ছিল। এই গ্রন্থের অনুবাদক তাঁহারই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র গদ্দিনসীন পীর হজরত শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী শাহ্ ফকীর ছাহেব। পিতার অক্লান্ত চেষ্টার প্রতীক পুত্রের এই যোগ্যতা অর্জ্জন, যাহার ফলে আজ আমরা এই গ্রন্থখানার অনুবাদ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। এই গ্রন্থ খানি প্রত্যেক মানুষের দীন, ঈমান ও অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জ্জনের পক্ষে যে কত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থখানা দ্বিতীয় হাজার বৎসরের সংস্কারক হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর স্বীয় পীর হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ নক্‌শবন্দী আহ্‌রারী কুদ্দেছাছেররুহের নিকট ও তদীয় মুরীদগণের নিকট তাছাওয়োফ্ এবং তাহার অনুসন্ধানকারীর বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় পার্শী ভাষায় ও কিছু আরবী ভাষায় লিখিত পত্রসমূহের অনুবাদ। এই গ্রন্থে মূল গ্রন্থের শুধু আভিধানিক অর্থ লইয়াই অনুবাদ করা হয় নাই, ভাবের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। মূল গ্রন্থে মোট ৫৩৬ খানা পত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অনুবাদের প্রথম খণ্ডে ১৫০ খানা পত্রের অনুবাদ দেওয়া গেল।

৭ নং হেমায়েত উদ্দীন রোড,
বরিশাল।
১৩৭৩/১৪ই ফাল্গুন।

আরজ গোজার
গোলাম সাত্তার চৌধুরী

অনুবাদকের আরজ

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুকম্পা যে, এ অধম বান্দার দ্বারা এবম্বিধ বৃহৎ কার্য্য সমাপন করাইয়াছেন। যদিও আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন তথাপি এই সাহসে লিখনী ধারণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌পাক আজীবন আমাকে স্বীয় পীর ও পিতা হুজুর হজরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফ্‌তাবুজ্জমান শাহ্ ফকীর ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ)-এর খেদমত পাকে এই মকতুবাত শরীফ শ্রবণ ও পঠনের সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। সাড়ে তিন বৎসর বয়সে আমি মাতৃহারা হই, পিতা ব্যতীত আপন বলিতে কেহই ছিল না ; একমাত্র তিনিই ছিলেন। এইহেতু তিনি আমাকে সকল সময় নিজের সঙ্গেই রাখিতেন ; এবং সকল সময় পুস্তকাদি পাঠ করাইতেন। গো-গাড়ীতে, ট্রেনে, ইষ্টিমারে ইত্যাকার যান-বাহনেও তিনি বেকার থাকিতে দিতেন না। ফলে আল্লাহ্‌পাকের শোকর-গোজারী যে, আমি যখন তাঁহার সহিত ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পবিত্র হজ্জ্ব করিতে গিয়াছিলাম, তখন আরববাসীদের সহিত অনর্গল আরবী ভাষায় কথা বলিতে আমার কোন প্রকার বাধা জন্মিত না। হুজুর কেব্‌লা বিশেষ বিশেষ সময় এই মকতুবাত শরীফ লইয়া আমাকে বুঝাইতেন এবং বাল্যকাল হইতেই মকতুবাত পাঠের সময় আমি উপস্থিত না থাকিলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন। ঘটনার সূত্র হইল, যখন আমি মিজানাদি কেতাব পাঠ করিতাম সেই সময়ের কথা ; একদিন মকতুবাত শরীফ পাঠ করিয়া বুঝাইবার সময় মাওলানা রুমী (আঃ রঃ)-এর মছ্‌নবীর একটি পদ্য তিনি বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু কি কারণে তাঁহার স্মরণ হইতেছিল না, মাত্র দুই-একটি শব্দ বলিয়া থামিয়া গেলেন ; উক্ত পদ্যটি তাঁহার পবিত্র মুখে আমি অনেকবার বলিতে শুনিয়াছিলাম তাই আমার স্মরণ ছিল। আমি উহা বলিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু ভয়ে যেন স্বর বন্ধ হইতেছিল। তিনি আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আদেশ করিলেন— 'বল' ; আমি সাহস করিয়া উক্ত পদ্যটি বলিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এদিকে মনোযোগ দেই। অতএব সেই ঘটনার পর হইতে তিনি বিশেষভাবে আমার প্রতি লক্ষ্য দিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ মকতুবাত শরীফের আলোচনার সময় কোন দিনই আমাকে অনুপস্থিত থাকিতে দিতেন না।

তিনি আমাকে ইহাও শুনাইয়াছিলেন যে, এক দিবস তিনি কোন কারণবশতঃ মকতুবাত শরীফ পাঠ করিতে পারেন নাই। সেই রাত্রেই হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) স্বপ্নে তাঁহাকে তাকিদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শাহ্ ছাহেব, মেরে মকতুবাত নাহিঁ পড়্‌তে" ? এই ঘটনা তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালীন ঘটনা।

তিনি এই খাদেমকে সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পীর কেব্‌লা হজরত মওলানা ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ ছাহেব (রাঃ)-এর খেদমতে লইয়া গিয়া তাঁহার পবিত্র হস্তে বয়াত করাইয়াছিলেন। তারপর হইতে প্রায় সময় তিনি আমাকে লইয়া কলিকাতায় উক্ত খানকাহ্ শরীফে থাকিতেন। এইভাবে সাত-আট বৎসর পর্য্যন্ত যাতায়াত করার পর যখন হজরত ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ ছাহেব (রাঃ)-এর ওফাত শরীফ হয়, তখন তিনি পুনরায় আমাকে নিজেই তজদীদে বয়াত বা মুরীদ করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি সকল সময় আমাকে সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহার পবিত্র খেদমতে অবস্থান হেতু বরং তাঁহারই দোওয়া ও আত্মিক তাওয়াজ্জোহের বরকতে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ মেহেরবাণী ও সাহায্যে আমি সাহস করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি ; নতুবা জাহেরী বিদ্যা বা ভাষা জ্ঞানের সাহায্যে ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ শুধু ইহার বাহ্যিক অর্থ বুঝিলে চলিবে না, যাহা লিখা যায় তাহা নিজেও কিছুটা উপলব্ধি করা আবশ্যক। যেহেতু আত্মিক বিদ্যা অবস্থাধীন, তথায় মৌখিক জ্ঞানলাভের কোনও মূল্য নাই।

এ স্থলে শোকর গোজারী হিসাবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর কেব্‌লা (রাঃ) অল্প বয়স (ষোল-সতের বৎসর) হইতেই আমার দ্বারা মুরীদ বা তরীকা প্রচার করাইতেন এবং ওরছ শরীফের দোওয়া ও মিলাদ শরীফ ইত্যাদিও করাইতেন। তৎপর যখন রংপুর শহরে খান্‌কাহ্ শরীফ নির্ম্মিত হইল, তাহার কিছুদিন পর একদিন রাত্র চারি ঘটিকার সময় আমাকে অন্দর মহলে (সাঝিয়া আম্মার গৃহের বারান্দায়) ডাকিয়া তরীকা সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর ফরমাইলেন "মুতী আহ্‌মদ, আমার পীর হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) যে যে ভাবে আমাকে সকল তরীকার পৃথক পৃথক ফাতেহা পাঠ করতঃ পৃথক পৃথক এজাজত (খেলাফত) প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও তোমাকে সেই সেই ভাবে এজাজত প্রদান করিলাম"। তৎপর তিনি তাহাই করিলেন। তখন হইতেই আমি স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্য প্রকার পাইতে লাগিলাম। আল্লাহ্ হাফেজ। সত্যিই কবি বলিয়াছেন ঃ—

কঠোর সাধনা বলে—
এই হৃদয়ের তলে,
এমন রতন এক—
লভিবারে পেরেছি,
যার জন্য এ সংসার—
পদ দলে দিয়েছি,
চিনেছি আমায় আমি—
ভুলিয়াছি, পাগল আমি,
আমি আর আমি নই—
অনন্তের হয়েছি।

কাল প্রবাহে যে কালিমার বৃদ্ধি হয় তাহা সত্য, প্রদীপ তুল্য বোজর্গানে দীন হইতে দূরবর্ত্তী জমানাগুলি যে অন্ধকারময়, তাহা বাস্তব। পাঠক মাত্রেই একটু চিন্তা করিলে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'কাল'— শানিত-অসি তুল্য, নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকে বাধা দিবার মত কোন শক্তিই নাই। ইহার অতীতের দুঃখ এবং ভবিষ্যতের চিন্তা আমাদের দৈনিকের ব্রত। বর্ত্তমান কাল নামে মাত্র। মানব সন্তান কেহই বর্ত্তমান কাল স্বচক্ষে দেখিতে পায় নাই, শুধু শুনিয়াছে। আকাশ-কুসুম যথা। যে-স্থলে ইহার একটি মুহূর্ত্তেরও স্থায়ীত্ব নাই সে-স্থলে 'বর্ত্তমান' শব্দ উচ্চারণ করাও অনুচিত। হাঁ! সেই চির-সুখময় আল্লাহ্‌পাকের পছন্দনীয় দেশ বেহেশ্‌তের মধ্যে বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব চির-বর্ত্তমান থাকিবে। বেহেশ্‌তই উহার অধিকারী মাত্র। অতীত, ভবিষ্যতের বিড়ম্বনা তথা হইতে তিরোহিত। তাই আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— "ওকোলোহা দায়ে মুন্ ওয়া জিল্লোহা"— তথাকার বৃক্ষের ফল-মূল ছায়া সবই স্থায়ী, অর্থাৎ সদা-বর্ত্তমান, পরিবর্ত্তন রহিত, এবং ইহজগত স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তনশীল। প্রদীপের নিকট হইতে একটু দূরবর্ত্তী হইলেই অন্ধকারময় হইয়া থাকে। যখন 'কাল' স্থায়ী নহে, তখন যাহারা উহার বৃত্তের অধীন আছে[1] তাহাদিগকে লইয়া সে নির্ভিক ও বেপরোয়া ভাবে চলিতেছে, কিন্তু যিনি উহার বৃত্তের বহির্ভূত হইয়াছেন[2] তাঁহার প্রতি উহার কোনই অধিকার নাই। তিনি যে স্থানে নিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই স্থায়ী ভাবে আছেন ; অতএব তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণের দূরবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত উপায় কি ?

আধ্যাত্মিক পথের একমাত্র অবলম্বন এই মকতুবাত শরীফ। শৈশব হইতে ইহার যেরূপ আলোচনা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ইদানীং তাহার শত অংশের এক অংশ ; বরঞ্চ সহস্রেরও এক অংশ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। পাঠক থাকিলেও শ্রোতা নাই। বিনা শ্রোতায় পঠন বিফল। আল্লাহ্-রছুলের আলোচনা দেখিলেই সকলে যেন সরিয়া পড়ে। ইহার প্রতি কাহারও যেন আগ্রহ নাই। যদি কেহ শ্রবণ করে তাহাও অরুচীর সহিত ; পিত্ত-প্রবল ব্যক্তির শর্করা ভক্ষণের ন্যায়। অন্তরের তমসা ও ব্যাধির জন্যই যে তাহাদের এই দুরবস্থা তাহার অবগতিও তাহাদের নাই, এবং বলিলেও বিশ্বাস করে না। উপরন্তু পার্শী ভাষা বঙ্গদেশের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তরালে। ইহাও কালের এক প্রকার তমসা বটে। এছলামী উপদেশ-পূর্ণ অধিকাংশ গ্রন্থ আবার এই পার্শী ভাষায় লিখিত। যথা— মকতুবাত শরীফ, মছনবী শরীফ, গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, পন্দনামা, করীমা ইত্যাদি। অপিচ আমাদের হুজুর কেব্‌লা (রাঃ)-এর বাচনিক বহুবার শুনিয়াছি যে, অলী-আল্লাহ্‌গণ সকলেই বলিয়া থাকেন, যতক্ষণ মকতুবাতে এমামে রব্বানী ভক্তি-বিশ্বাস সহ পঠন ও শ্রবণ করা যায়, ততক্ষণ তাহাদের নাম পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অন্তর্ভুক্ত থাকে ; এবং মছনবী রুমী (আঃ রঃ) পঠন ও শ্রবণ কালে অলী-আল্লাহ্‌গণের শামিল থাকে, যদিও তাহারা অলী-আল্লাহ্ না হয়।

টীকা ঃ—১। জীবিত আছে। ২। মৃত্যু হইয়াছে।

বিধায়, এ বিষয় বহুদিন হইতে এ অধমের মনে চিন্তা জাগে, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ থাকি। পরে মনে হইল যে, এই পথের শ্রেষ্ঠ কেতাব মকতুবাত শরীফ ; অতএব ইহার বঙ্গানুবাদ হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে। সুতরাং দৃঢ় সংকল্পের সহিত আল্লাহ্‌পাকের প্রতি নির্ভর ও পীরানে কেরামের আত্মীক সাহায্য লইয়া দশ-এগার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার অনুবাদ আরম্ভ করি। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই অর্দ্ধেক অনুবাদ হইয়াছে। তখন উহা মুদ্রণের চেষ্টা করিলাম। কয়েকবার বিফল হওয়ার পর আমাদের স্বনামধন্য পীর ভাই ও খালেছ মোহেব্‌ খান বাহাদুর আলহাজ্জ শাহ্‌ আব্দুর রউফ ছাহেবের উৎসাহে ও আর্থিক সাহায্যে ৩২ মকতুব সম্বলিত একখণ্ড ছাপান হইল। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে উহাতে ছাপার ভুল এত রহিয়া গেল যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। অবশেষে নীরব হইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। তৎপর পুনরায় মুদ্রণের চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু বিফল হওয়ায় যখন নিরাশ হইয়া পড়িলাম তখন আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু বরিশালস্থিত জাকারিয়া লাইব্রেরীর মালিক মাওলানা মাহবুবুর রহমান খান ছাহেবকে ডাকিয়া ইহার স্বত্ত্ব বিক্রির পরামর্শ করায়, তিনি তাহা পছন্দ করিলেন না ; বরং অতি আগ্রহ সহকারে সাহস প্রদান করতঃ বলিলেন "আল্লাহ্‌ চাহে আর ভুল হইবে না। আপনি নিজেই ছাপাইতে চেষ্টা করুন। আমরা ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া মুদ্রণ কার্য্য সমাধা করিব ও আমি নিজেই প্রুফ দেখিব, উপস্থিত আপনি পাঁচশত টাকা দিন।" তখন আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিয়া আমি কিছু টাকা দিলাম এবং মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপর বরিশাল নিবাসী খাছ পীর ভাইগণের সহায়তায় ও অন্যান্য জেলার অনেক পীর ভাইগণের সাহায্যে বিশেষতঃ বরিশাল কালার আর্ট প্রেসের মালিক জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেবের বিশেষ সহযোগিতায় আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবাণী ক্রমে ১৫০ মকতুব সম্বলিত একখণ্ড বঙ্গানুবাদের মুদ্রণ কার্য্য সমাধা হইল। ইহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করিতেছি। সাহায্যকারী বন্ধুগণকে অন্তর হইতে দোওয়া ও অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আল্লাহ্‌চাহে অবশিষ্ট মকতুব সমূহ পরপরই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমার কোনই শক্তি নাই ; তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভর করিলাম ও তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

যাঁহার কৃপায় ইহা লব্ধ, তাঁহারই পবিত্র চরণ যুগলে ইহার যাবতীয় ছওয়াব সমর্পিত হইল।

অনুকম্পা-বশে যদি করহ গ্রহণ
সম্মান পাইবে দাস তাতে অগণন।
ওয়াচ্ছালাম।

অনুবাদক ঃ
খাদেমে কওম
শাহ্‌ মোঃ মুতী আহ্‌মদ আফ্‌তাবী
শাহ্‌ ফকীর।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সমুদয় সৃষ্টি—স্বীয় স্রষ্টার যত প্রশংসা করিয়াছে ও করিবে এবং যেরূপ প্রশংসা তাঁহার উপযোগী ও যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট ঐরূপ যাবতীয় প্রশংসার দ্বিগুণ প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের কল্‌ব বা অন্তর্জগতকে এরূপ যোগ্যতা প্রদান করতঃ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উন্নতি করিলে উহা তাঁহার আবির্ভাবস্থল হইতে পারে এবং তদীয় চরিত্রে-চরিত্রবান ও গুণে-গুণান্বিত ও নূরে-নুরান্বিত হইয়া তাঁহার প্রেম-ভালবাসার পাত্র ও প্রতিনিধি হইবার উপযোগী হয়। যিনি এইরূপ রত্নলাভ করিতে সক্ষম হইল তিনি আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত[১] বটে। তাঁহার নিকট পার্থিব ধন-রত্ন, সুখ-সম্পদ ইত্যাদি সবই তুচ্ছ। সত্যই কবি বলিয়াছেন—

গুপ্ত নিবিড় প্রেম যে পেয়েছে
হেম[২] সে কখনও যাচে ?
মণি কাঞ্চন তুচ্ছ-রতন
পরম ধনের কাছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দাগণ যতক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ রাখেন এবং গাফেল বান্দাগণ যতক্ষণ ভুলিয়া থাকে, উক্ত সকল সময় যাবতীয় প্রকারের উপযুক্ত দরূদ ও ছালাম ঐ মহানবী (দঃ) এবং তাঁহার পবিত্র বংশধর ও সহচরগণের প্রতি বর্ষিত হউক, যাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা তদীয় হাবীবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র অজুদে এবম্প্রকার রূপ ও গুণ সমষ্টিভূত আছে, যাহা অন্য কাহারো মধ্যে নাই, এবং যাহার কারণে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রিয়জন হইবার উপযোগী হইয়াছেন। অপ্রশংসনীয় যাবতীয় বস্তু তাঁহার পবিত্র 'জাত' হইতে তিরোহিত, তাই তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম 'মোহাম্মদ' বা প্রশংসিত। তদীয় মর্ত্তবায় অন্যকোন সৃষ্ট-বস্তুর অবকাশ নাই ; তাই তিনি (দঃ) সৃষ্টির অদ্বিতীয়। তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে উপনীত হইবার দ্বিতীয় পথ নাই; তাই তিনি (দঃ) সকলের শীর্ষ স্থানীয়। আল্লাহ্‌তায়ালার নব-নবতি অংশ রহমত তাঁহারই মাধ্যমে সমাগত ; তাই তিনি 'রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন' বা বিশ্বের-শান্তি ও মঙ্গল। তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে বা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে সকল সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে অথবা হইবে এই যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহারই মাধ্যমে 'নূর' প্রাপ্ত। তাই তিনি (দঃ) ছেরাজাম্‌ মোনীরা বা প্রদীপ্ত-প্রদীপ।

টীকা ঃ—১। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ২। হেম=স্বর্ণ।

দীপ্তিদাতা দীপ্ত-প্রদীপ
সত্য নবী, নূর-খোদার
উলঙ্গ ঐ হিন্দী অসি, ঐশী—
অসি সত্যিকার।

যেহেতু সৃষ্টির বিধান 'নূর' সমাগমের জন্য অবলম্বন আবশ্যক, বিনা অবলম্বনে 'নূর' স্থানান্তরিত হয় না। ইহ-জগতে অগ্নির স্বভাব চিন্তা করিলেই তাহা কিছু উপলব্ধি হয়। আল্লাহ্‌পাক আছমান-জমিনের নূর। ইহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহা বিনা মাধ্যমে কাহারো লাভ হইবে না বলিয়া প্রত্যেক যুগেই তিনি ইহার সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন। মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা ছিল তাহা যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত, তথাপি কিঞ্চিৎ আভাষ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। মানব সৃষ্টির পর হইতে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত মহাজন পয়গাম্বর (আঃ)-গণই এই অবলম্বন ও মধ্যস্থ বটে।

কাল প্রবাহে কালিমার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত নবী (আঃ)-গণ সকলেই সমুজ্জ্বল প্রদীপ তুল্য। প্রদীপ হইতে দূরবর্ত্তী স্থান ক্রমান্বয় অন্ধকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ পয়গাম্বর (আঃ)-গণ হইতে যে সকল জমানা দূরবর্ত্তী, দূরত্বের ক্রমানুযায়ী সে সকল যুগে তমসাচ্ছন্নতা ঘটিয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের তিরোধানের পর হইতে প্রত্যেক যুগের পর ও শতকের পর এবং সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ক্রমান্বয়ে কালিমার বৃদ্ধি ও তমসার আধিক্য প্রবল হইয়া থাকে ; সুতরাং উক্ত কালিমা নিবারণার্থে প্রত্যেক যুগে 'নবী' বা সাধারণ পয়গাম্বর ও শতকের পর রছুল বা বিশিষ্ট পয়গাম্বর এবং সহস্রের পর 'উলুল আজম' বা দৃঢ় সংকল্পযুক্ত অসাধারণ পয়গাম্বর অবতারিত হইতেন।

ভাস্কর সমুদিত হইলে শশধর ও তারকারাজি যেরূপ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ আরবীয় ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) সমুজ্জ্বল প্রভায়ে সমুদিত হওয়ার পর অন্য কোন পয়গাম্বরের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। ইহা হাদীছ, কোরআন ও প্রকৃতি দ্বারা প্রমাণিত। এইহেতু হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতের সত্যবাদী আলেমবৃন্দ বণী ইছরাইলের পয়গাম্বর তুল্য"। এস্থলে আলেমের অর্থ সাধারণ আলেম নহে ; তাহা হইলে হাদীছের মর্ম্ম বিপরীত হইয়া যায়। কেননা এ জমানার অনেক আলেমই অপকর্মে লিপ্ত; তাহারা কি করিয়া পয়গাম্বরের তুল্য হইবে ? সুতরাং এই আলেম অর্থে আধ্যাত্মিক আলেম, যাহাদের জাহের বাতেন পূর্ণ- নূরানী ও আলোকিত। কাজেই এই উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক যুগে সে- যুগ রক্ষা করার উপযোগী নিশ্চয় কোন অলী-আল্লাহ্ থাকিবেন। তদ্রূপ শতকের পর নিশ্চয় কোন মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক থাকিবেন এবং উলুল আজম পয়গাম্বরের স্থানে যে মোজাদ্দেদ হইবেন তাঁহাকে মোজাদ্দেদে আল্‌ফ বা সহস্রের সংস্কারক বলা হয়। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর হিজরতের সহস্র বৎসর পর যখন

ইছলাম ধর্ম্ম বে-দীনীর তমসায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল তখনই হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব **ইনি যে উলুল আজম পয়গাম্বরের কামালাত ও গুণ বিশিষ্ট সহস্রের মোজাদ্দেদ**, তাহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। উপরন্তু হাদীছ শরীফের মধ্যেও এ সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে।

যথা— আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতকের প্রারম্ভে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি ইছলাম ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া থাকেন"। এই হাদীছ এমাম ছুয়ুতী 'মের্‌কাতুছ ছুউদ' কেতাবে ও এমাম হাকেম 'মুছতাদরাক' কেতাবে এবং এমাম বয়হাকী 'মাদ্‌খাল' নামক কেতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবুল ফজল এরাকী এবং হাফেজ এব্‌নে হজর এই হাদীছকে ছহী বলিয়াছেন। (ছীরাতে এমামে রব্বানী ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। "জামীউদ্দোরার" নামক পুস্তকেও উক্ত হাদীছ বর্ণিত আছে। উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বিশদভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিজরীর শত বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীন ইছলাম তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ এলম সম্পন্ন কোন এক বোজর্গ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যাঁহার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টায় উক্ত তমসা বিদূরীত হইয়া ইছলাম নূতন আলোকপ্রাপ্ত ও পুনর্জ্জীবিত হয়। উক্ত ব্যক্তিকে 'মোজাদ্দেদে মেয়াত' বা শতকের সংস্কারক বলা হয়। একশত বৎসর অতিবাহিত হইলে ইছলামের মধ্যে যেরূপ তমসাচ্ছন্নতা ঘটে তাহা হইতে বহুগুণ অধিক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ঘটিয়া থাকে। এইহেতু সহস্র বৎসরের পর যে সংস্কারক আগমন করেন, তিনি শতকের সংস্কারক হইতে বহুগুণে পূর্ণ হইয়া থাকেন। হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ) স্বীয় মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ড ২৬১ মকতুবের শেষে লিখিতেছেন, "ইহা এমন এক পূর্ণতা, যাহা সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকাশ পাইয়াছে"। ইহা শেষ ; কিন্তু অবিকল যেন প্রারম্ভের মত। তাই হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতগণের প্রথম দল শ্রেষ্ঠ বা শেষ দল শ্রেষ্ঠ তাহা অনুমান করা যায় না।" তিনি ইহা বলেন নাই যে, প্রথম বা মধ্যবর্ত্তী দলের প্রভেদ করা যায় না। অতএব প্রথম ও শেষ দলের মধ্যে সামঞ্জস্য অত্যধিক, তাই সন্দেহের স্থল। হজরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন— "আমার উম্মতের প্রথম এবং শেষ উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যবর্ত্তী দল কদর্য্য ....". আরও বলিয়াছেন যে, ইছলাম প্রারম্ভে পথিক তুল্য ছিল, অবশেষেও তদ্রূপ হইবে। সুতরাং পথিক তুল্য (অল্প-সংখ্যক) যাহারা, তাহাদের জন্যই সুসংবাদ। হিজরতের দ্বিতীয় সহস্রের প্রথম হইতে শেষ জমানার আরম্ভ। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ তাছির আছে, যাহাতে প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্ত্তন ঘটে ; কিন্তু এই উম্মতের মধ্যে যখন হুকুম বাতিল বা পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন নিয়ম নাই, তখন পূর্ববর্ত্তী কালের আত্মীক সম্বন্ধ অবিকৃতভাবে পুনরায় পরবর্ত্তীগণের মধ্যে আবির্ভূত [illegible] তাহাদের দ্বারা দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কার ও ইছলামের পোষকতা করা হইয়াছে।

আবার প্রথম খণ্ডের ২৩৪ মকতুবে লিখিতেছেন, "হে বৎস ! ইহা একটি ঐরূপ সময় যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বরগণের কালে পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া যাইত, তখন উলুল আজম পয়গাম্বর প্রেরিত হইতেন এবং নূতন শরীয়তের প্রচলন করিতেন। এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের মধ্যে ইহাদের পয়গাম্বর 'শেষ নবী' বলিয়া ইহাদের আলেমগণকে ইয়াকুব বংশীয় পয়গাম্বরগণের মর্ত্তবা প্রদত্ত হইয়াছে"। পয়গাম্বর প্রেরণের আবশ্যকতা ইঁহাদের দ্বারাই পূর্ণ করা হইয়াছে। এইহেতু প্রত্যেক শত বৎসরের প্রারম্ভে ইঁহাদের আলেমগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক নির্দ্দিষ্ট করা হয়, যেন তিনি শরীয়ত পুনর্জ্জীবিত করেন। বিশেষতঃ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ব্ববর্ত্তীকালে উলুল আজম পয়গাম্বর প্রেরিত হইতেন। তখন সাধারণ পয়গাম্বর দ্বারা যথেষ্ট হইত না। ইদানীংও উক্তরূপ অবস্থা ; সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত কোন এক বোজর্গ ব্যক্তির আবশ্যক, যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের উলুল আজম পয়গাম্বরের স্থলাভিষিক্ত হন।

সাহায্য করেন যদি জিব্রীল আমায়,
আমিও করিব— যাহা করিছে ঈছায় (আঃ)।

হে বৎস, আমি যাহা লিখিলাম ইহা আল্লাহ্তায়ালার সত্য বিজ্ঞপ্তি বলিয়া আশা রাখি। কেননা, যখন আমি এ সকল বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিলাম ও আল্লাহ্পাকের জাত পাকের প্রতি মনোযোগী হইলাম তখন দেখিতে পাইলাম ফেরেশ্তা (আঃ)-গণ আমার গৃহের চতুস্পার্শ্ব হইতে শয়তান বিতাড়িত করিতেছে। এমনকি গৃহের নিকটে তাহাদিগকে ঘুরাফিরা করিতেও দিতেছে না। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান সম্পন্ন।

তৃতীয় খণ্ডের ৮০ মকতুবে লিখিতেছেন, "এইরূপ বোজর্গ ব্যক্তি কোন সময় একাধিক হন না। কারণ তাঁহারা বহুদিন পর পর প্রকাশ পাইয়া থাকেন"। এবং দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ মকতুবে লিখিতেছেন "আইনুলইয়াকীন (প্রত্যক্ষ-বিশ্বাস) ও হক্কোল ইয়াকীন (দৃঢ়-বিশ্বাস)" সম্বন্ধে কি আর বর্ণনা করিব ! যদি বলি তবে কে তাহা উপলব্ধি করিবে ! এবং কেইবা লাভ করিতে পারিবে ! এই রহস্য বেলায়েত বা নৈকট্যের গণ্ডির বহির্ভূত। বেলায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বাহ্যিক আলেমগণের ন্যায় ইহার তত্ত্বের অবগতি হইতে বঞ্চিত ও অনুভূতি হইতে অক্ষম। এই এল্ম মারেফত সমূহ নবূয়তের 'তাক' হইতে সংগৃহীত। নবূয়তের নূর যাহা সহস্র বৎসরের পর হজরত (দঃ)-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে আল্ফেছানীর সংস্কার দ্বারা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে, তাঁহার আবির্ভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তি "দ্বিতীয় সহস্রের মোজাদ্দেদ" বটে। জানা আবশ্যক যে প্রত্যেক শতকের প্রারম্ভে একজন মোজাদ্দেদ হইয়া থাকেন ; কিন্তু শতকের মোজাদ্দেদ পৃথক এবং সহস্রের মোজাদ্দেদ পৃথক ; যেরূপ শত বৎসর ও সহস্র বৎসরের মধ্যে পার্থক্য, ইহাদের মোজাদ্দেদের

মধ্যেও তদ্রূপ বা ততোধিক পার্থক্য আছে। মোজাদ্দেদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁহার মাধ্যমে সে যুগের সকল উম্মত ফয়েজ[1] নূরাদী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা কোতব্-আওতাদই হউক না কেন অথবা আবদাল-নজীবই হউক না কেন !

সকলের মঙ্গলার্থে এক সাধুজন—
দয়াময় প্রভু— খোদা, করে নির্ব্বাচন।

অতএব বুঝা গেল যে, সহস্রের মোজাদ্দেদ উলুল আজম পয়গাম্বরগণের 'কামালাত' প্রাপ্ত অলী-আল্লাহ্, যাঁহার সহিত অন্য কোন মোজাদ্দেদের তুলনা হয় না। সাধারণ অলীগণের কথা আলোচনার বহির্ভূত। আমাদের আলোচ্য বিষয় জনাব হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর পরিচয় প্রদান। তিনি যে দ্বিতীয় সহস্রের মোজাদ্দেদ ছিলেন তাহাতে কাহারও বলিবার কিছুই নাই। ইঁহার সম্বন্ধে আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) নিজেই যাহা পরিচয় দান করিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে ইনি এ জমানার মোজাদ্দেদ ও সকলের শীর্ষ স্থানীয় অদ্বিতীয়-অলী।

'জামেউদ্দোরার' নামক কেতাবে হাদীছ বর্ণিত আছে যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "হিজরতের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্পাক এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, যিনি একটি বৃহৎ নূর। তাঁহার নাম আমার নামের অনুরূপ হইবে। দুই অত্যাচারী বাদশাহের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার শাফায়াতে শত সহস্র ব্যক্তি বেহেশ্তে দাখিল হইবে। 'রওজাতুল কাইওমিয়া' নামক গ্রন্থেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে। উল্লিখিত হাদীছটি পূর্ণরূপে হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য; যেহেতু তাঁহার পবিত্র নাম— 'শায়েখ আহ্মদ' ছিল, এবং তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথমে আকবর ও জাহাঙ্গীর-দুই অত্যাচারী ইছলাম বিরোধী সম্রাটের যুগে মোজাদ্দেদ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর ইছলাম ধর্ম্মের ভয়াবহ শত্রু হিসাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।[2] তখন মোছলমানদিগের দুরবস্থার সীমা ছিল না। ভারতবর্ষে কোন ইছলামী কানুন জারী করিলে তাহাকে বধ করা হইত। দৈনিক শত শত

টীকা ঃ— ১। ফয়েজ=ঐশিক বর্ষণ। ২। সম্রাট আকবর দৈনিক চারিবার সূর্য্যের উপাসনা করিত ও উহার হিন্দী ভাষায় এক হাজার এক নাম অজিফা স্বরূপ পাঠ করিত। নিজে পৈতা ধারণ করিত। তারকারাজিরও পুজা করিত। পুনর্জন্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিত। তাহার দীন-ই-এলাহীর কলেমা ছিল "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ আকবর খলিফাতুল্লাহ্"। ছালামের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎকালীন একে বলিত "আল্লাহু-আকবর" ও অপরে বলিত 'জাল্লাজালালুহু'। সম্রাট আকবর প্রকারান্তরে স্বীয় নাম 'আল্লাহ্' হিসাবে প্রবর্তিত করার নিয়াতে এইরূপ করিয়াছিল; যেহেতু 'আকবর' ও 'জালাল' তাহারই নামের অংশ মাত্র। তাহার মোহরে অংকিত ছিল "জাল্লাজালালুহু মা আকবারা শানুহু"। (মোন্তাখাবাত তাওয়ারিখ)।

লোক সম্রাটকে সেজ্দা করার জন্য আনিত হইত। সেজ্দা না করিলে সে নিহত হইত। গরু জবাহ্ পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছিল। তাহার উজির 'আবুল ফজল' সম্রাটকে একখানা পুস্তক আনিয়া দিয়া বলিয়াছিল যে, ইহা আছমানী কেতাব। ফেরেশ্তা ইহা লইয়া আসিয়াছে। সম্রাট তাহাই বিশ্বাস করিয়া উহার মধ্যে লিখিত কানুন প্রচারের আদেশ প্রদান করিয়াছিল। উল্লিখিত পুস্তকে লিখিত ছিল "ইয়া আইয়োহাল্ বাশার লা তাজ্বাহেল্ বাকার। ইন তাজ্বাহেল্ বাকার ফা মাওয়াকাছ ছায়ার।" অর্থাৎ হে মানব তোমরা গো-হত্যা করিও না। যদি কর তবে তোমাদের স্থান নরকে হইবে। সুদ-জুয়া হালাল করা হইয়াছিল। মদ্য-পান, দাড়ী মুণ্ডন জায়েজ করা হইয়াছিল। ফরজ গোছল রহিত করা হইয়াছিল। 'পর্দ্দা' ও খাৎনা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মকে দীন-ই-এলাহী নাম দেওয়া হইয়াছিল। ফলকথা, ইছলাম যখন চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই সময় হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর আবির্ভাব হয়। তিনি উল্লিখিত প্রকারের অত্যাচার অবিচার দেখিয়া সম্রাটের দরবারে তাঁহার যে সকল মুরীদান ছিল, যথাঃ— খান খানান, খানে আজম, ছৈয়দ ছদ্‌রে জাহান এবং মোর্ত্তজা খান ও মাহাবৎ খান প্রমুখের নিকটে সংবাদ দিলেন যে, সম্রাট যখন ইছলাম ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়াছে, তখন তোমরা তাহাকে আমার পক্ষ হইতে বলিয়া দাও যে, তাহার বাদ্শাহী ক্ষণস্থায়ী ও তাহার আড়ম্বর চলিয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালা প্রতিশোধ লইবেন ; ফেরেশ্তা আজাব লইয়া আসিবে; তাহার দুর্গ, সৈন্য সবই ধ্বংস হইবে। অতএব তাহার উচিত যে, তওবা করতঃ এ সকল অসৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকে, নতুবা আল্লাহ্র গজব নাজেল হইবে। উক্ত মুরীদান সম্রাট আকবরকে বহুপ্রকার উপদেশাদি দিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তৎপর তাহারা হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর আধ্যাত্মীক ক্ষমতার ভীতি-প্রদর্শন করিয়া এবং অনেক বুঝাইয়া মাত্র এই পর্য্যায় উপনীত করিল যে, বল পূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইত তদ্স্থলে সর্ব্বসাধারণকে অধিকার দেওয়া হইল। যাহার ইচ্ছা সেজ্দা করিবে এবং যাহার ইচ্ছা করিবে না।

কিছুদিন পর সম্রাট আকবর দুইটি দরবার নির্ম্মাণ করিল— একটি 'মোহাম্মদী দরবার' তাহা সকল প্রকার ছিন্ন তাবু, ছিন্ন ফরাস বস্ত্রাদি দ্বারা নির্ম্মাণ করিল ; অপরটি 'আকবরী দরবার' তাহাতে নূতন নূতন তাবু, ফরাস, সুন্দর গালিচা মখ্মল জরিদার কারুকার্য্য খচিত বিছানা ইত্যাদি ছিল ; এবং মোহাম্মদী দরবারের জন্য লজ্জতবিহীন সাধারণ খাদ্য ছিল ও আকবরী দরবারের জন্য নানাপ্রকার সুমিষ্ট খাদ্য ফল-মূল ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। সম্রাটের আদেশ, যাহার যে দরবারে প্রবেশ করার ইচ্ছা, সে তথায় প্রবেশ করিতে পারে। লোভী দুন্ইয়াদার ব্যক্তিগণ সকলেই আকবরী দরবারে প্রবেশ করিল এবং দীনদার সাধু ব্যক্তিগণ হজরত এমামে রব্বানী (রাঃ)-এর সহিত মোহাম্মদী

দরবারে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট আকবর স্বীয় প্রাসাদে উপবেশন করতঃ উক্ত ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিল। যখন উভয় দল আহারে প্রবৃত্ত হইল তখন হজরত এমামে রব্বানী (রাঃ)-এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "তুমি যাও, মোহাম্মদী দরবারের চতুষ্পার্শে যষ্ঠি দ্বারা একটি বৃত্তাকার আঁক দিয়া আস এবং একমুষ্ঠি ধুলি তাহাকে দিলেন যে, ইহা সম্রাটের গৃহের দিকে নিক্ষেপ কর"। সে ব্যক্তি উক্তরূপ করিবামাত্র উত্তরদিক হইতে একটি ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়া আকবরী দরবারের তাবু, বিছানা, খাদ্যের বাসন-পত্র উলোট-পালট করিয়া দিল এবং তাবুর স্তম্ভগুলি উঠিয়া তাহাদের মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে সম্রাটের মস্তকেও সাতটি কঠিন আঘাত লাগিল। যাহার ফলে কয়েকদিন পরই সম্রাট ইহ-জগত হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মোহাম্মদী দরবারের মধ্যে উহার একটি ধুলিকণাও প্রবেশ করিল না। তাহারা শান্তির সহিত আহার সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর সংস্কারের পঞ্চম বর্ষে ঘটিয়াছিল।

তৎপর সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিল। উল্লিখিত ঘটনাবলী তাহার জানা সত্ত্বেও পিতার পুত্র হিসাবে কিছু কিছু বেদীনি চর্চ্চা আরম্ভ করিল, সেজ্দা দরবারের সম্মান হিসাবে প্রচলন করিল, ছালাম বন্ধ করিয়া দিল। এই সময় হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ) ছুন্নতের প্রচলন ও ইছলাম প্রচারের জন্য স্বীয় মুরীদানগণকে দেশ বিদেশে পত্রাদি দ্বারা তাকিদ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে এতদ্বিষয় যত্নবান হইয়া পড়িলেন। অল্পকাল মধ্যে ইহা ইছলাম বিরোধী উজিরের কর্ণগোচর হইল। তখন সে হজরতের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সুযোগ মত সম্রাটকে বুঝাইয়া বলিল যে, 'শায়েখ আহ্মদ' আপনার দরবারের শৃঙ্খলা অমান্য করে। পরীক্ষার্থে দরবারস্থ হজরতের মুরীদগণকে বিভিন্নস্থানে সরাইয়া দিয়া যথা— খান্ খানান্কে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দিয়া, ছৈয়দ ছদ্‌রে জাহানকে বাংলার শাসনকর্ত্তা করিয়া এবং খানে জাহান লুধিকে মালয়ে, খানে আজমকে গুজরাটে ও মহাবাত খানকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিল।

তৎপর সে একদিন হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-কে পত্র দ্বারা আহ্বান করিল। তিনি শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রচলন অনুযায়ী সেজ্দা বা মস্তক অবনত কিছুই করিলেন না। তখন সম্রাট হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন আমার দরবারের শৃঙ্খলা পালন করিলেন না"? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনার দরবারে ছালামের প্রথা নাই, অতএব আমিও তাহা করি নাই এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সেজ্দাহ করা জায়েজ নহে, অতএব আমি তাহা করি নাই"। তখন সম্রাট বলিল, হজরত আপনি ঐ নীচু কামরা হইতে একটু নতশিরে আমার দিকে আসুন, কিন্তু তিনি তাহাও

স্বীকার করিলেন না, বরং উচ্চঃস্বরে বলিয়া দিলেন যে, এই ললাট আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সম্মুখে কখনই অবনত হইবে না। এতদ্শ্রবণে সম্রাট রাগান্বিত হইয়া হজরতকে তাঁহার সঙ্গীগণ সহ গোয়ালিয়রের কেল্লায় বন্দী করিল। কিন্তু আল্লাহ্র হেকমত, তথায়ও পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকট লোকজনের সমাগম হইতে লাগিল। হজরতের এই বন্দী হওয়ার সংবাদ দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাট ইছলাম-বিরোধী মন্ত্রীর কুপরামর্শে যে সমস্ত হজরতের মুরীদ— উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়াছিল তাহারা হজরতের নজর-বন্দীর সংবাদ শ্রবণে অস্থির হইয়া গেলেন এবং পরস্পর পত্রাদি আদান-প্রদান পূর্ব্বক কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহাবাত খানকে তাহাদের সর্দ্দার নিযুক্ত করতঃ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। তৎপর চতুর্দ্দিক হইতে কাবুলে সৈন্য সমবেত হইতে লাগিল। প্রচুর সৈন্য সমবেত হওয়ার পর মহাবাত খান প্রথমে খোৎবা ও মুদ্রা হইতে সম্রাটের নাম উঠাইয়া দিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সম্রাটের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণও তাঁহার সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। এই সংবাদ শ্রবণে মন্ত্রী হজরতকে নিহত করার জন্য সম্রাটকে পরামর্শ দিল। যদিও প্রথমে উহা সম্রাটের পছন্দনীয় হইয়াছিল তথাপি ক্ষণেক পরেই উহা বিলীন হইয়া গেল। কেননা সে চিন্তা করিয়া দেখিল যে, তাহা হইলে বিরোধী দলের হস্ত হইতে রাজত্ব রক্ষা করা তো দূরের কথা, বরং তাহার জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। অপরদিকে মহাবাত খান বহু সংখ্যক সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদল বিদ্রোহী হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-কে রাজ সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন। তৎপর 'ঝিলাম' নদীর তীরে উভয় দলের সৈন্য সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইল। সম্রাটের সৈন্যদলে হজরতের অনেক মুরীদ ছিল কিন্তু তাহা সম্রাটের জানা ছিল না। সম্রাট মহাবাত খানের সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিল। তখন মহাবাত খান কৌশল-মূলক পলায়ন করিলেন, সম্রাট স্বয়ং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। যখন সম্রাট স্বীয় সৈন্যদল হইতে দূরে সরিয়া গেল, তখন সুযোগ বুঝিয়া মহাবাত খাঁ উভয় দলের সৈন্য একত্র করিয়া সম্রাটকে পরিবেষ্টন করতঃ বন্দী করিলেন। ইতিমধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) কোন এক বিশ্বস্ত মুরীদের মাধ্যমে মহাবাত খানকে পত্র দিলেন যে, ফেৎনা ফাছাদ বন্ধ করুন। হজরতের এই আদেশে পত্র প্রাপ্তি মাত্র তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। অতঃপর হজরতকে মুক্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা পত্র লইয়া সম্রাটকে মুক্তি দিলেন ও পুনরায় সিংহাসনে বসাইলেন। সম্রাট তিন বা ততোধিক দিবস বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

শাহ্জাদা শাহ্জাহান পূর্ব্ব হইতেই হজরতের মুরীদ ও ভক্ত ছিলেন। তিনি হজরতের মুক্তির জন্য পিতার নিকট অনেক সুপারিশও করিয়াছিলেন ; উপরন্তু রাজ্যব্যাপী

বিদ্রোহ ও অসন্তুষ্টির কালিমাচ্ছন্নতা দৃষ্টে সম্রাট হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর মুক্তির আদেশ দিতে বাধ্য হইল[১]। তখন হজরত কতিপয় শর্ত্ত পেশ করিয়া বলিলেন যে, সম্রাট যদি এই সকল শর্ত্ত মানিয়া লয় তবে তিনি তাহার নিকট যাইতে প্রস্তুত আছেন। সম্রাট অম্লান বদনে তাহা মানিয়া লইল ও হজরতকে মুক্ত করতঃ শাহী দরবারে সসম্মানে আনিল। আসার পথে হজরত তিন দিবস স্বীয় ভবন ছেরহেন্দ শরীফে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপর দরবারে ঃ—

১। তাজীমি সেজ্দা বন্ধ হইয়া গেল।
২। ভগ্ন মস্জিদ সমূহ 'আবাদ' করা হইল।
৩। গরু জবাই আরম্ভ হইল, বাজারে প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি হইতে লাগিল।
৪। "দরবারে আ'ম"-এর সম্মুখে একটি সুন্দর 'মস্জিদ' নির্ম্মিত হইল।
৫। প্রত্যেক নগরে 'কাজী' ও 'মুফ্তীর' ব্যবস্থা করা হইল।
৬। 'জিয়্য়া' কর পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল।
৭। শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় হুকুম রদ্ করা হইল।
৮। সকল প্রকার 'বেদ্আৎ' কার্য্য বন্ধ করা হইল।
৯। রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল।

তৎপর সম্রাট নিজেও হজরতের পবিত্র হস্তে বয়াত গ্রহণ করিল এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সামিল হইল। উত্তোরোত্তর তাহার ভালবাসা ও মহব্বত এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, হজরতকে না দেখিয়া সম্রাট শান্তি পাইত না। এক সময়ের ঘটনা, হজরত সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ছেরহেন্দ শরীফে গিয়াছিলেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর সম্রাট দিল্লী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন হজরত ফরমাইলেন যে, আমাকে এখন ছেরহেন্দে থাকিতে দাও। তদোত্তরে সম্রাট বলিলেন যে, আপনাকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। অতএব আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন, আমিও আপনার সহিত থাকিব। তৎপর হজরত তথায় চার মাস কাল অবস্থান

টীকা ঃ— ১। কেহ কেহ ইহাতে লিখিয়াছেন যে, হজরতের মুক্তির কারণ এই ছিল যে, হঠাৎ একদিন জাগ্রত অবস্থায় সম্রাটের সিংহাসন উল্টিয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য সম্রাট ভীত হইয়া অসুস্থ হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুস্থতা চলিতে ছিল। অবশেষে একদিন স্বপ্নে দেখিল যে, কেহ বলিতেছে, হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর মুক্তির উপরই তোমার সুস্থ হওয়া নির্ভর করে। তাহার পর সম্রাট হজরতের মুক্তির আদেশ প্রদান করতঃ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হজরত কয়েকটি শর্ত্ত সম্রাটকে দিলেন যে, ইহা ব্যতীত আমার যাওয়া সম্ভব নহে। উক্ত শর্ত্তগুলি মানিয়া লওয়ায় তিনি সম্রাটের নিকট গেলেন এবং অজু করিয়া সম্রাটের রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন ও সম্রাটকে স্বীয় পাপ স্মরণ করতঃ মনঃক্ষুণ্ন হইয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট তওবা-এস্তেগফার ও কাঁদাকাটি করার জন্য আদেশ দিলেন। আল্লাহ্পাকের মেহেরবাণী, অল্পকাল মধ্যেই সম্রাট সুস্থ হইয়া গেল।

করিয়া সম্রাটসহ দিল্লী প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা হজরতের তজ্দিদের[1] বিংশতি বৎসরে হইয়াছিল। প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত সম্রাট হজরতকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের ইছলাম-বিরোধী কার্য্য দৃষ্টে অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অপরদিকে নূর-জাহানের কারসাজি ও কুপরামর্শে জাহাঙ্গীরের মন তদীয় পুত্র শাহ্জাহনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। শাহ্জাহান পিতার নিকট স্থান পাইত না। সুযোগ বুঝিয়া শাহ্জাহান আমীর-ওমরাগণের সহিত পরামর্শ করতঃ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সম্রাটের সৈন্য যখন পরাজয় হইবার উপক্রম হইল, তখন নিরূপায় হইয়া সম্রাট হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর স্মরণাপন্ন হইল। হজরতের দোওয়ার ফলে সম্রাট জয়লাভ করিল। শাহ্জাহান ইহা জানিতে পারিয়া হজরতের নিকট আগমন করতঃ নিবেদন করিল যে, হুজুর আমি পূর্ব্ব হইতেই আপনার গোলাম, কি কারণে আমার প্রতি বিরোধ হইয়া আমার বিরুদ্ধে দোওয়া করিলেন! আপনার বন্দী অবস্থায় পিতার সহিত আপনার জন্য কতই না প্রতিবাদ করিয়াছি। তদুত্তরে হজরত ফরমাইলেন, "বৎস! শান্ত হও; অল্পকালের মধ্যে তোমার পিতার জাহেরী রাজত্ব তোমার হস্তগত হইবে, এবং আমার বাতেনী বাদ্শাহী, বৎস মোহাম্মদ মাছুমের প্রতি ন্যস্ত হইবে"। এই ঘটনার কিছুদিন পর সম্রাট জাহাঙ্গীর এন্তেকাল করিলেন, এবং শাহ্জাহান সাম্রাজ্য লাভ করিল।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি হজরতের জীবনের উল্লেখযোগ্য বস্তু হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহা বাহ্যিক ব্যাপার, তাঁহার বাতেনী হালত সমূহের বর্ণনা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভবপর নহে। একেতো বাতেনী অবস্থা গোপনীয় বস্তু তদুপরি অন্যান্য বোজর্গগণ হইতে হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) অধিকতর সংযমী ছিলেন বিধায় তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করা সাধারণ ব্যাপার নহে। মাত্র বিশেষ বিশেষ দুই একটি ঘটনা যাহা আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে প্রকাশ করার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করা যাইতেছে।

'জাময়ুল্ জাওয়ামে' কেতাবে আল্লামা এমাম ছুয়ুতী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হইবেন যাহাকে **'ছেলা'** অর্থাৎ সংযোজক বলা হইবে। তাঁহার শাফায়াতে অসংখ্য লোক জান্নাতবাসী হইবে।" শেখ বদরুদ্দীন (রাঃ) স্বীয় 'হাজারাতুল্ কোদ্ছ' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি এমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)। আবার হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) স্বয়ং এক মকতুবে লিখিয়াছেন— "আল্লাহ্র প্রশংসা যে আমাকে দুই সমুদ্রের **'ছেলা'** বা সংযোজক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন"। সুতরাং এই হাদীছটি তাঁহারই প্রতি প্রযোজ্য।

টীকা ঃ—১। মোজাদ্দেদী পদ প্রাপ্তির।

তিনি মাব্দা ওয়া মায়াদ্ পুস্তকে লিখিয়াছেন— আমি একদিন বন্ধুগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আমার দৃষ্টি স্বীয় খারাবীর প্রতি পতিত হইল; কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকার পর মনে হইতেছিল যে, ফকীরী-দরবেশীর সহিত আমি পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিহীন। "আল্লাহ্র জন্য যে অবনত হয় আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে উচ্চ করেন"। এই হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ্পাক মৃত্তিকা হইতে যেন আমাকে উত্তোলন করিলেন এবং আমি স্বীয় অন্তঃকরণে শব্দ শুনিতে পাইলাম— "গাফার্তো লাকা ওয়ালেমান্ তাওয়াছ্ছালা বেকা এলাইয়া বেওয়াছ্তাতেন্ আও বেগায়রে ওয়াছ্ তাতেন্ এলা ইয়াওমেল্ কেয়ামাতে" অর্থাৎ আপনাকে ক্ষমা করিলাম এবং যে ব্যক্তি মধ্যস্থতায় অথবা বিনা-মধ্যস্থতায় আমার দিকে আপনাকে রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত 'অছিলা' করিল তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম, ইহা আমার অন্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। অবশেষে যখন আমি নিঃসন্দেহ হইলাম তখন উক্ত নেয়্মত প্রকাশ করার জন্য আদিষ্ট হইলাম। (রওজাতুল কাইওমিয়া)।

হজরতের এই এল্হাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সঠিকভাবে জানা যাইতেছে যে, সত্য মোজাদ্দেদী তরীকায় কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা বয়াত গ্রহণ করিবে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উক্ত বয়াত কায়েম রাখিবে তাহাদের পরকালের উদ্ধার সুনিশ্চিত। হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ) স্বীয় মকতুবাতের মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমাদের তরীকায় কেহই মহরুম বা বঞ্চিত হইবে না, এবং যে আজন্ম বদ্বখ্ত সে আমাদের তরীকায় দাখিল হইবে না; যদিও দাখিল হয় তথাপি সে কায়েম থাকিবে না। হজরতের এই বাক্যও উল্লিখিত এল্হামের পোষকতাকারী। এইরূপ সত্য-এল্হাম দ্বারা তাঁহার মোজ্তাহেদ[1] হওয়াও প্রমাণিত হইয়াছে। এই মর্ম্মে তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'মাব্দা ওয়া মায়াদে' লিখিয়াছেন যে, একদা তিনি আধ্যাত্মিক হালতে নিমজ্জিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) তাঁহাকে ফরমাইলেন, "তুমি বিশ্বাস-শাস্ত্রের মোজ্তাহেদ"। তাহার পর হইতে উক্ত বিষয়ে প্রত্যেক 'মছ্য়ালার' মধ্যে তিনি নিজের বিশিষ্ট মত পাইতে লাগিলেন।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের ২৫৯ মকতুবে লিখিয়াছেন যে, "পর্ব্বত গুহাবাসী কাফেরগণ যাহাদের নিকট পয়গাম্বর (আঃ) গণের আহ্বান পৌঁছে নাই, তাহাদিগকে এমাম আবুল মনছুর মাতুরিদী দোজখী বলিয়াছেন, যেহেতু এমাম আবু হানিফা ছাহেবের মতে আল্লাহ্পাকের একত্ব প্রমাণের জন্য মানবের 'জ্ঞানই' যথেষ্ট এবং আল্লাহ্পাক শেরেকের গোনাহ্ ক্ষমা করিবেন না; অতএব উক্ত মোশরেকগণ দোজখী। পক্ষান্তরে এমাম শাফেয়ী ছাহেব 'আশায়েরা' গণের মতানুযায়ী বলিতেছেন যে, "আমি কাহাকেও শাস্তি দিব না যেপর্য্যন্ত তাহাদের নিকট সংবাদ বাহক রছুল প্রেরণ না করি" (আল্লাহ্পাকের বাণী)। অতএব উক্ত পর্ব্বত গুহাবাসী কাফেরগণ বেহেশ্তী। এ-স্থলে হজরত এমামে রব্বানী (রাঃ)-এর স্বীয় এজতেহাদ বা অভিমত এই যে, রছুল প্রেরণ না করিয়া শাস্তি প্রদান— অবিচার; অতএব এরূপ অবিচার আল্লাহ্পাক কখনই করিতে

টীকা ঃ—১। মোজ্তাহেদ=মাছ্আলা উদ্ধারকারী এমাম।

পারেন না. ; পক্ষান্তরে আল্লাহ্পাকের সহিত শেরেক করিয়া, কাফের অবস্থায় মৃত্যু হইয়া বেহেশ্তী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং ইহারা পুনরুত্থান ও বিচারের পর চতুষ্পদ জন্তুগুলির ন্যায় মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইবে। দারুল হর্ব বা কাফেরী রাজ্যের মোশরেক শিশুদিগের ব্যাপারেও তিনি এরূপ 'মত' প্রকাশ করিয়াছেন ; ইহা হজরতের অতি চমৎকার সর্ব্ববাদী সম্মত এজতেহাদ।

এতদ্ভিন্ন হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ) যাবতীয় তরীকার খলিফা ও এমাম ছিলেন। নক্শবন্দী তরীকার শ্রেষ্ঠ বোজর্গ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট বয়াত গ্রহণ করতঃ ১০০৯ হিজরীতে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাদেরীয়া তরীকায় হজরত গাওছে আজম ছৈয়দানা আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) স্বীয় 'জোব্বা' মোবারক ফয়েজ-বরকত পরিপূর্ণ করতঃ তদীয় ছাহেবজাদা ও গদ্দিনশীন ছৈয়দ তাজুদ্দিন আব্দুর রাজ্জাক (রাঃ)-এর হস্তে আমান রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "যখন শায়েখ আহ্মদের আবির্ভাব হইবে তখন তাহাকে এই 'জোব্বা' সমর্পন করিও"। তাঁহার বংশে হজরত শাহ্ সেকেন্দার কাদেরী (রাঃ) স্বীয় পীর শাহ্ কামাল কেথ্লী (রাঃ)-এর নির্দ্দেশানুযায়ী হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) কে স্বীয় খান্দানের খেলাফত প্রদান করতঃ উক্ত 'জোব্বা' মোবারক সমর্পন করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর ওয়ালেদ ছাহেব শায়েখ আব্দুল আহাদ (রাঃ) তাঁহার চিস্তীয়া খান্দানের 'ফরদিয়াৎ'—সম্বন্ধ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যদ্দারা তিনি সে কালের অদ্বিতীয় 'অলী' হইয়াছিলেন। তাঁহার ওফাত শরীফের পূর্ব্বে সকল পুত্রগণকে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) কে ছহরওয়ার্দ্দীয়া তরীকার খেলাফত ও খারকা এবং চিস্তীয়া তরীকার খেলাফত ও খারকা ও কাদেরীয়া তরীকার খেলাফত ও খারকা হজরতের প্রতি সমর্পন করতঃ তাঁহাকে পঞ্চদশ ছেলছেলার খেলাফত প্রদান করিয়াছিলেন। ফলকথা তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যাপূর্ণ করিয়া এবং সকল তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া 'মোহাদ্দেছ' উপাধি লাভ করতঃ তরীকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। **এক হাজার দশ হিজরীর দশম রবিউল আউয়াল জুমার দিবস** প্রভাতে যখন তিনি হলকায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন দেখিলেন যে, হজরত রছুলুল্লাহ্ (দঃ) অতি সুন্দর ও মূল্যবান একখানা পোষাক লইয়া আসিয়া তাঁহাকে পরিধান করাইলেন এবং বলিলেন যে, "আল্ফেছানীর মোজাদ্দেদের পোষাক ইহাই"। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি মোজাদ্দেদ উপাধি লাভ করিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর অজুদ পাক, হজরত রছুল মকবুল (দঃ)-এর অজুদ পাক যে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবশিষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। নূহ্ আলায়হেচ্ছালামের তুফানের সময় মদীনা শরীফের রওজা পাকের মৃত্তিকা কিয়দাংশ ছেরহেন্দ শরীফে আসিয়াছিল, সেই স্থলেই হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর মাজার শরীফ হইয়াছে। তিনি স্বীয় মকতুবাতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তদীয় পীর কেব্লা (রাঃ) তাঁহার বিষয় বলিয়াছিলেন, "শায়েখ আহ্মদ এমন একটি সূর্য্য যাহার সম্মুখে আমাদের মত শত সহস্র ছেতারা নিশ্চিহ্ন"।

হিল্য়া শরীফ

মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর গঠন মধ্যবর্ত্তী ছিল। তাঁহার বর্ণ শুভ্র, ইষৎ বাদামী ছিল। ভ্রূ-যুগল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম ছিল। গণ্ডদ্বয় চমকদার ছিল। অতিরিক্ত লোম পূর্ণ ছিল না। এমনকি তদ্দিকে তাকান যাইত না। ললাট মোবারক প্রশস্ত ও সমতল ছিল ; তাহার মধ্যে ছেজ্দার চিহ্ন ছিল। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ঈষৎ লোহিতাভ ও কৃষ্ণ অংশ গাঢ় কৃষ্ণ ছিল। নাসিকা উচ্চ ও দীর্ঘ ছিল। নাসিকা হইতে ললাটের শেষ পর্য্যন্ত একটি ঈষৎ লোহিত বর্ণের সরল রেখা ছিল। ইহা তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার চিহ্ন। ওষ্ঠদ্বয় লোহিত বর্ণ ছিল। মুখমণ্ডল মধ্যম। দন্তসমূহ সম্মিলিত ও চমকদার ; শ্মশ্রু মোবারক ঘন ও চতুষ্কোণ-মধ্যম প্রকারের। হস্তদ্বয় প্রশস্ত, অঙ্গুলীসমূহ চিকন ও দীর্ঘ। পদদ্বয় হাল্কা পার্শ্বদেশ পরিস্কার ; বক্ষস্থলে লোম পূর্ণ একটি সরল রেখা নাভি পর্য্যন্ত ছিল। কটিদেশ সূক্ষ্ম কোমল ছিল। তাঁহার পবিত্র দেহ কখনও মলিন হইত না এবং কোন ঋতুতেই তদীয় ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ হইত না বরং সুগন্ধ আসিত। প্রায় সময় তিনি শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) ব্যবহার করিতেন। তাহার 'পুচ্ছ' অধিক দীর্ঘ করিতেন না স্কন্ধ পর্য্যন্তই রাখিতেন এবং উহার পার্শ্বে মেছওয়াক (দন্তন) বাঁধিয়া রাখিতেন। 'কোর্ত্তা' পরিধান করিতেন কিন্তু তাহার 'আস্তিন' সেলাই করিতেন না। 'পাজামা' চরণ-সন্ধ্যাস্থির উপরে পরিধান করিতেন। সাধারণ পাদুকা ব্যবহার করিতেন। হস্তে যষ্টি ধারণ করিতেন। স্কন্ধে জায়নামাজ রাখিতেন। জুম্আ এবং ঈদের সময় সুসজ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর জীবন চরিত সংক্ষেপে কিছু প্রদত্ত হইল, আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে যাহা এই সংকীর্ণ স্থানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে ছিরাতে এমামে রব্বানী, মাকামাতে এমামে রব্বানী, রওজাতুল্ কাইয়োমিয়া, হাজারাতুল কোদ্ছ, মকতুবাত শরীফ, ছিরাতে মোজাদ্দেদ, মাব্দা ওয়া মায়াদ ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ) পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত পাতিয়ালা মহারাজার ওমর গড় নিজামাত-এর অধীনস্থ ছেরহেন্দ শরীফ নামক নগরে ১৪ই শাওয়াল ৯৭১ হিজরী জুম্আর রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেব কেব্লা তাঁহার নাম "আবুল বারাকাত বদরুদ্দিন শায়েখ আহ্মদ" রাখিয়া ছিলেন। তিনি ১০৩৪ হিজরীতে ২৮শে ছফর বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ৬৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন"। ওফাত শরীফের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার হাঁপানী হইয়াছিল। তাঁহার ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ) যিনি "আকাবেরে আউলিয়া" পদপ্রাপ্ত তাঁহার মাজার শরীফের 'কোব্বা' মোবারক-এর মধ্যে হজরতের মাজার শরীফ স্থাপিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর ২৭/২৮শে ছফর তথায় ওরছ

শরীফের বিরাট মহফিল হইয়া থাকে। আমার হুজুর কেব্‌লা (রাঃ)-এর বাচনিক শুনিয়াছি, "নক্‌শবন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরীকার 'ছবক' সমূহের পূর্ণ কামালিয়াত লাভ করিতে হইলে তাঁহার মাজার শরীফ জীবনে অন্ততঃ একবার জেয়ারত করিতেই হইবে। অন্যথায় সে পূর্ণ কামালাত লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবে"। তাঁহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তাঁহার নয় লক্ষ মুরীদ ও পাঁচ সহস্র খলীফা ছিলেন, এই খলীফাবৃন্দের মধ্যে সাত শত খলীফা পূর্ণ কামালাত সম্পন্ন ছিলেন। সকলের শীর্ষস্থানীয় তদীয় কনিষ্ঠ ছাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ) ছিলেন।

মদীয় পীর মওলানা হজরত হাজী শাহ্ মোহাম্মদ আফ্‌তাবুজ্জমান কেব্‌লা ও কা'বা (রাঃ) তাঁহারই ছেলছেলা ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহগণের কাদেরীয়া চিস্তিয়া তরীকারও খলীফা ছিলেন। তিনি হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন, ও তাঁহার পিতার চতুর্থ পুরষগণ বাগদাদ শরীফ হইতে আগমন করতঃ বাংলায় বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম ভ্রাতা মহীউদ্দীন শাহ্ ফকীর; দ্বিতীয় ভ্রাতা গোলাবুদ্দীন শাহ্ ফকীর; তৃতীয় ভ্রাতা শাহাবুদ্দীন শাহ্ ফকীর। ইঁহারা রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে ষ্টেশন সৈয়দপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে হাশিমপুর মৌজায় প্রথমে বসবাস করেন। তৎপর তাঁহাদের মধ্যম ভ্রাতা গোলাবুদ্দীন শাহ্ ফকীর ছাহেব স্বীয় সহধর্ম্মিনী সহ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পার্ব্বতীপুর থানার ফকীর পাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি চিস্তিয়া ও কাদেরীয়া তরীকার বোজর্গ ছিলেন। নিজ মুরীদগণকে শিক্ষা প্রদান মানসে তিনি যে চেল্লাগাহ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ উক্ত গ্রামে এখনও পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রামটি ইঁহাদের নামানুযায়ী 'ফকীর পাড়া' বলিয়া বিখ্যাত। গোলাবুদ্দীন শাহ্ ফকীর ছাহেবের পুত্র জয়শাহ্ ফকীর এবং তাঁহার পুত্র নয়ীমুদ্দীন শাহ্ ফকীর, তাঁহার পুত্র ছেরাজুদ্দীন শাহ্ ফকীর। এই ছেরাজুদ্দীন শাহ্ ফকীর ছাহেবের পুত্র আমাদের পীর কেব্‌লা হজরত মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ 'আফ্‌তাবুজ্জমান' শাহ্ ফকীর ছাহেব (রাঃ)। ইঁনি বিগত বাংলা ১২৮৮ সালের ১২ই কার্ত্তিক উক্ত ফকীর পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'আফ্‌তাবের নূর' নামক পুস্তকে ১২৮৭ সাল ৩০শে কার্ত্তিক লিখিত আছে ; তাহা ছাপার ভুল বশতঃ হইয়াছে।

তাঁহার শারীরিক গঠন বাঙালীদিগের অনুরূপ ছিল না। তাঁহার শরীরের রং আজন্ম অতি শুভ্র ও মস্তকের কেশ ও লোমরাশী শ্বেত বর্ণ ছিল। তিনি এবং তাঁহার এক সহোদরা ভগ্নীর একইরূপ আকৃতি ছিল। সহসা কেহ দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া ধারণা করিতে পারিত না। এইহেতু তদীয় পীর কেব্‌লা তাঁহাকে "গোরা শাহ্ ছাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার সাধারণের মত ছিল না। শৈশবেও তাঁহার খেলাধুলার প্রবৃত্তি ছিল না। অন্য ছেলেরা খেলিত, তিনি বসিয়া দেখিতেন। প্রবীণদিগের বাচনিক শুনিয়াছি যে, ছেলেরা যখন খেলার সময় প্রখর রোদে কষ্ট পাইত তখন তাঁহার নিকট তাহাদের কেহ আসিয়া অনুরোধ করিলে তিনি হাত উঠাইয়া দোওয়া করা মাত্র

মেঘ আসিয়া ছায়া করিত। জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই তিনি কখনও নামাজ রোজা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যে 'মাদার জাদ' বা জন্মগত-অলী ছিলেন তাঁহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। শৈশবে তাঁহার পিতা এন্তেকাল করার ফলে বহু কষ্টে তাঁহাকে শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছিল। তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে, বিদ্যালয়ের কঠিন পাঠ্য পুস্তকগুলি দুই/একবার পাঠ করিলেই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। শিক্ষকদিগের নিকট হইতে তিনি যাহা একবার শ্রবণ করিতেন তাহা চিরদিনের জন্যই তাঁহার স্মরণ থাকিত। এই কারণে তাঁহাকে শিক্ষকগণ 'শ্রুতিধর' আখ্যা দিয়াছিলেন। রংপুর জিলা স্কুলে তিনি বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপর কলিকাতায় 'সেন্ট জেভিয়ার্স' কলেজে বৃত্তিসহ অধ্যয়ন করেন। এফ,এ, দ্বিতীয় বৎসর টেষ্ট পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইবার পর তদীয় পীর কেব্‌লা পাঞ্জাব নিবাসী হজরত মওলানা ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ ছাহেব (রাঃ)-এর ইঙ্গিতে ইংরেজী শিক্ষা পরিত্যাগ করতঃ কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন এবং জামাতে উলা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সে যুগে জামাতে উলা আরবী শিক্ষার শেষ স্তর ছিল। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত তিনি সাধারণ জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন ধরণের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ব্যাকরণে তাহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি উক্ত শাহ্ ছাহেবের খলীফা যশোহর নিবাসী মওলানা শায়েখ আব্দুল মজিদ ছাহেব (রাঃ)-এর নিকট ইতিপূর্ব্বেই বয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগমনের পর উক্ত শায়েখ আব্দুল মজিদ (রাঃ)-এর পীর ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ ছাহেবের খান্‌কাহ্ শরীফে তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন, যথা— কলেজ ছুটির পর খান্‌কাহ্ শরীফে উপস্থিত হইয়া হজরত ছাহেব কেব্‌লার পশ্চাতে আছর, মাগ্‌রেব ও এশার নামাজ সমাপ্ত করতঃ রাত্রি প্রায় ১১/১২টার সময় বাসায়[১] ফিরিতেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে খান্‌কাহ্ শরীফে উপস্থিত হইয়া প্রায়ই ফজরের নামাজ ও খত্‌মে খাজাগান পাঠ করিতেন। তৎপর হজরত ছাহেব কেব্‌লার পবিত্র সমীপে কোরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ ও মকতুবাতে এমামে রব্বানী প্রতিদিন অধ্যয়ন করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য। মাদ্রাসার অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পর তিনি আর জায়গীর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন না। দিবা-রাত্রি খান্‌কাহ্ শরীফে থাকিতেন।

তিনি হজরত ছাহেব কেব্‌লার স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি ও তরীকতের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে সহজ অনুধাবনই তাঁহার এই স্নেহাস্পদ হওয়ার হেতু বলিয়া মনে হয়। এক সময় যশোহর নিবাসী হজরত ছাহেব কেব্‌লা [মওলানা আব্দুল মজিদ ছাহেব (রাঃ)] কলিকাতায় গিয়া তদীয় পীর হজরত সৈয়দ আবু মোহাম্মদ বরকত আলী শাহ্ ছাহেব কেব্‌লাকে

টীকা ঃ— ১। তাঁহার জায়গীর ছিল হাফেজ আব্দুর রহমান ডাক্তার ছাহেবের বাসায়। ইহার পূর্ব্বে আব্দুল আলী বোথ্‌রাইলী ছাহেবের বাসায় অতি সম্মানের সহিত ছিলেন।

অনুরোধ করেন, "হুজুর শাহ্ ছাহেবকে মুরীদ করিয়া লউন"। তদুত্তরে তিনি ফরমাইয়াছিলেন, "আপনার যখন মুরীদ তখন আমারই মুরীদ, শাহ্ ছাহেবের সম্পুর্ণ ভার আমিই গ্রহণ করিলাম"।[১] কয়েক বৎসর পর যখন মওলানা আব্দুল মজিদ ছাহেব (রাঃ) এন্তেকাল করিলেন, সেই বৎসর 'ওরছ শরীফের' পর, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে আমাদের হুজুর কেব্‌লা বলিলেন, "হুজুর এ গোলামকে মুরীদ করিয়া লউন"। তিনি প্রথমতঃ ফরমাইলেন, "শাহ্ ছাহেব আপনার কি কিছু বাকী আছে" ? তৎপর বলিলেন— 'আসুন' এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এত জোরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা যাবত উভয়ের ক্রন্দনের পর বহু কষ্টে বয়াত করিলেন।

তাঁহার শেষ জীবনে বাৎসরিক ওরছ শরীফে যে সকল আলেম মুরীদ আগমন করিতেন তাহাদিগের অনেককে ছবক বা আধ্যাত্মীক দীক্ষা প্রদানের জন্য আমাদের পীর কেব্‌লা (রাঃ)-কে হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) আদেশ করিতেন। শেষ ওরছ শরীফের সময় ত্রিপুরা নিবাসী জনাব মওলানা কলিমুল্লাহ্ ছাহেবকে যখন ছবক দেওয়ার আদেশ করিলেন তখন তদীয় জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা ছৈয়দ আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ছাহেব বাধা প্রদান করতঃ বলিলেন— "আব্বাজী ইয়ে লোগ আপছে ছবক লেনেকো আয়া হ্যায়, শাহ্ ছাহেবছে নাহী"। তদুত্তরে তিনি আমাদের পীর কেব্‌লার দিকে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে ফরমাইলেন "শাহ্ ছাহেব, আপ পড়হা দিজিয়ে না"।

কোন এক সময় আমাদের পীর কেব্‌লা (রাঃ) স্বীয় বাসভবনে ছিলেন। তখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছৈয়দ কারামত আলী শাহ্‌কে উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারামত আলী, শাহ্ ছাহেবের বাড়ী যাইতে কোন ষ্টেশনে নামিতে হয়"? তিনি উত্তর দিলেন, "ভবানীপুর ষ্টেশনে"। "সেখান থেকে যান বাহন কি?" বলিলেন, 'গো-গাড়ী'। তারপর কেরামত আলী ছাহেব বলিলেন, "ভাইজি, কেন জিজ্ঞাসা করেন"? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাত করি"। তিনি বলিলেন, "আজ টেলিগ্রাম করিলেই তিনি আগামীকল্য হাজির হইবেন।" তখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) ফরমাইলেন, "না টেলিগ্রাম করার আবশ্যক নাই, তিনি যে কোন ব্যস্ততায় আছেন, তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আর তো কিছু নয়, এই মাত্র যে, তিনি তরীকত খুবই ভাল বুঝেন"।

একদিন তরীকার শেষ ছবকের অতি রহস্যপূর্ণ একটি জটিল বিষয় সমাধানের উল্লেখ করতঃ হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) ফরমাইলেন যে, এই মাছ্‌আলার সমাধান সীমান্ত প্রদেশের মাহ্‌মুদ শিরাজী ছাহেব ব্যতীত আর কেহ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব না, কারণ ছাহেবজাদা হজরত

টীকা ঃ— ১। তাঁহার এই বাক্য দ্বারা আধ্যাত্মিক নিয়মানুযায়ী 'জিমনিয়ত'-নামক পদ প্রমাণিত হয়।

শাহ্ ছেরাজুদ্দীন ছাহেব (রাঃ) কোন কারণে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট আছেন। আমাদের হুজুর কেব্‌লা বলিলেন, "হুজুর যদি ফরমাইতেন উহা কোন মাছ্‌আলা, তবে বড়ই মেহেরবাণী হইত"। তখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) বিষয়টি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, ইহার সমাধান বড়ই কঠিন। আমাদের হুজুর কেব্‌লা একটু চিন্তা করিয়া আরজ করিলেন যে, হুজুর ইহার সমাধান এইরূপ নহে কি? তদ্‌শ্রবণে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "শাহ্ ছাহেব, আপ মেরে গাফ্‌লাত পার মোতানাব্বেহ্ কারদিয়া"। অর্থাৎ আপনি আমার গাফ্‌লাতের[১] প্রতি হুঁশিয়ার করিয়া দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) তাঁহাকে আরোও অধিক ভাবে ভালবাসিতেন।

প্রত্যেক বৎসর ২২শে শাবান বাৎসরিক ওরছ শরীফের কার্য্য সমাপ্তির পর সকল বিদায়-প্রার্থীদিগকে বিদায় দিতেন। অন্যান্য খলীফাগণ বিদায়কালে কাঁদিয়া অস্থির হইতেন এবং হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) তাহাদিগকে সান্তনা প্রদান করিয়া হাসিমুখে বিদায় দিতেন। কিন্তু আমাদের হুজুর কেব্‌লা (রাঃ)-এর বিদায়ের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী হইত ; অর্থাৎ সহজেই তো বিদায়ের আদেশ হইত না, এমন কি শেষ ওরছ শরীফের পর সাত দিবস অপেক্ষা করাইবার পর বিদায় প্রার্থনা করিলে দাদাপীর কেব্‌লা (রাঃ) বড় মাই ছাহেবা (তদীয় বড় সহধর্ম্মিনী)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খাতুন তোম্ ভি রোখ্‌তী ন্যাহী"। তখন মাই ছাহেবা পর্দ্দার আড়াল হইতে আমাদের হুজুর ছাহেব কেব্‌লাকে আরোও কিছুদিন অবস্থান করার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা উর্দ্দুতে ফরমাইলেন, "না এবার যাইতে দাও, পরে দেখা যাইবে।" এতাদৃশ ঘটনার পর যখনই বিদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন তখনই উভয়ে গলা মিলাইয়া শিশুদের ন্যায় সজোরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন ; প্রত্যেক বৎসরই এইরূপ হইত। অতএব ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কত যে প্রগাঢ় মহব্বত ছিল তাহা পাঠক মাত্ররেই অনুমেয়।

এক দিবস কলিকাতা নিবাসী জনৈক অর্থশালী ব্যক্তি হজরত ছাহেব কেব্‌লাকে নিমন্ত্রণ করতঃ স্বয়ং তাঁহাকে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি লইলেন। পর দিবস যখন উক্ত ব্যক্তি বাহন লইয়া উপস্থিত হইল, তখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) আমাদের হুজুর কেব্‌লাকে যাইতে আদেশ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, "এনকো লে যাও ; আওর ইয়ে না ছামাঝ্ না কে ম্যাঁয় নাহী গিয়া"। অর্থাৎ ইঁহাকে লইয়া যাও এবং তুমি ভাবিও না যে, আমি গেলাম না।

কোন এক সময় আমাদের হুজুর কেব্‌লার চাচাতো শ্বশুর মৌলবী শাহ্ অছিমুদ্দীন আহ্‌মদ ডাক্তার ছাহেব (নানাজী) কলিকাতায় গিয়া হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ)-এর

টীকা ঃ— ১। গাফ্‌লাতের=অমনোযোগীতার।

নিকট হুজুরের মুরীদ বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিলেন ; তদ্‌শ্রবণে তিনি ফরমাইলেন, "শাহ্ ছাহেব ! উয়োতো হাম্‌ছে বেহ্‌তের হ্যায়"।

জনৈক ব্যক্তি হজরত ছাহেব কেব্‌লার খেদ্‌মতে, তিনি আমাদের হুজুর ছাহেবের 'নানা' বলিয়া সাধারণভাবে তাঁহার নাম ধরিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তদুত্তরে হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া ফরমাইলেন যে, "বাঙ্গালীদের নিকট তাহাদের নাতী পয়গাম্বর হইলেও তাঁহার আদব করা আবশ্যক করে না।"

উল্লিখিত প্রকারের অনেক ঘটনায় দেখা গিয়াছে যে, হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ) আমাদের হুজুর কেব্‌লা ছাহেবকে অত্যন্ত স্নেহ ও অত্যধিক সম্মান প্রদান করিতেন। হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ)-এর ওফাত শরীফের সময় যখন আমাদের হুজুর কেব্‌লা তাঁহার সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলেন, তখন এ নগণ্য খাদেমও তাঁহার সহিত ছিল। তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। শেষ বিদায়ের সময় যখন হজরত ছাহেব কেব্‌লা (রাঃ)-এর একটু চৈতন্য দেখা দিল, তখন তিনি বিদায়ের জন্য আবদার করিলেন, শেষ মোছাফাহা বা করমর্দনকালে হজরত ছাহেব কেব্‌লা ফরমাইলেন, "শাহ্ ছাহেব দোওয়া কিজিয়ে মেরা রাবেতা ঠিক রাহে"। অর্থাৎ আপনি দোওয়া করুন যেন আমার আত্মীক বন্ধন বা স্বীয় পীরের তাছাওয়োর ঠিক থাকে।

ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষকগণের অনুমোদন কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক পথের শিক্ষক-পীরের অনুমোদনে মুরীদগণের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-কে যেরূপ তাঁহার পীর কেব্‌লা শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, আমাদের হুজুর কেব্‌লার বিষয়ও আমরা অবিকল তদ্রূপ দেখিতে পাইয়াছি ; বরং উহা শ্রুত বাক্য এবং ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা।

ইউছুফ (আঃ) সুন্দর ছিল, করেছি শ্রবণ,
প্রত্যক্ষ তোমায় সদা করি দরশন,
শ্রুত বাক্য প্রত্যক্ষের তুল্য নাহি হয়,
বাস্তব বিধান ইহা সকলেই কয়।

মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক, শতকের হউক বা সহস্রের হউক তিনি সে জমানার শ্রেষ্ঠ অলী। যিনি মোজাদ্দেদ হইবেন তাঁহার পীর নিশ্চয় উহা অবগত থাকেন। এইহেতু তিনি পীর হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় মুরীদ মোজাদ্দেদ বলিয়া তাঁহাকে সম্মান ও স্নেহ করিয়া থাকেন ; অবশ্য ইহা বিরল, বহুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারের বোজর্গকে অনুরূপ বাক্যে 'কোত্‌বে এরশাদ'ও বলা হয়।

হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) স্বীয় মাব্‌দা ওয়া মায়াদ্ পুস্তকে এবং মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডে ২৬০ মকতুবের শেষে লিখিতেছেন। 'কোত্‌বে এরশাদ' যিনি একক

গুণ[১] সম্পন্ন তিনি অতি বিরল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবম্বিধ রত্নের আবির্ভাব হয়, তাঁহার নূর দ্বারা তমসাচ্ছন্ন জগত আলোকিত হইয়া থাকে। তদীয় নূর আর্‌শ হইতে ভূ-তল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, যে কেহই ঈমান বা বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌পাকের পথপ্রাপ্তি ও পরিচয় লাভ করুক না কেন, তাহা তাঁহারই মাধ্যমে লাভ হইয়া থাকে ; তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতীত কেহই উহা প্রাপ্ত হয় না। যাহারা তাঁহার প্রতি মনোযোগী হন তাহারা ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা শুধু আল্লাহ্‌র জেকেরে লিপ্ত থাকেন তাহারাও উঁহারই মাধ্যমে ফয়েজ প্রাপ্ত হন। অবশ্য প্রথম দল অধিকভাবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বোজর্গকে অমান্য করে অথবা কোনও কারণবশতঃ তিনি যদি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, এই দুই দল যতই আল্লাহের জেকের করুক না কেন প্রকৃত হেদায়েত, ফয়েজ-বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে; অবশ্য উক্ত বোজর্গ তাহার অনিষ্টের ইচ্ছা মোটেই করেন না। তাঁহাকে অমান্য করা ও কষ্ট প্রদানই প্রতিবন্ধক বটে। পক্ষান্তরে যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার সহিত বিশিষ্ট মহব্বত রাখেন, যদিও তাঁহারা আল্লাহের স্মরণ হইতে বিস্মৃত থাকে, তথাপি ফয়েজ-বরকত পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়।

হজরত মওলানা রুমী ছাহেব মছনবী শরীফের ২য় খণ্ডে ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিই সেই যুগের 'এমাম' এবং প্রতিনিধি ; তিনি হজরত ওমর (রাঃ)-এর বংশের হউন অথবা হজরত আলী (রাঃ)-এর বংশেরই হউন না কেন ; তিনি সেকালের মহ্‌দী (আঃ) তুল্য পথ-প্রদর্শক।

আল্লাহ্‌পাক স্বীয় কালাম পাকে ফরমাইতেছেন, "হে ইব্রাহীম, আমি আপনাকে মানুষ জাতির জন্য এমাম করিয়াছি"। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহ্ আমার বংশধরগণের মধ্যেও এইরূপ করিও"। তদুত্তরে আল্লাহ্‌পাক ফরমাইলেন যে, "অত্যাচারীগণ আমার এই প্রতিশ্রুতি লাভ করিবে না"।

আমাদের পীর কেব্‌লার জীবনী বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি নিশ্চয় শতকের মোজাদ্দেদ ছিলেন, এবং জিমনিয়াতের পদও অবশ্য তাঁহার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার পীর কেব্‌লা তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। অবশ্য অলী-আল্লাহ্‌গণ কখনও বিনা আবশ্যকে বিনা ঐশিক নির্দ্দেশে স্বীয় আত্মীক অবস্থা ব্যক্ত করেন না।

তাঁহার চরিত্র অতীব সুন্দর ছিল, এমনকি বালকদিগকেও 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সম্মুখে কাহাকেও অপদস্থ করিতেন না। শিশুদের মত সরলচিত্ত সম্পন্ন ছিলেন, যে যাহা বুঝাইত তাহাই মানিয়া লইতেন। দৃশ্যতঃ অবুঝের মত থাকিতেন,

টীকা ঃ—১। যে গুণ দ্বারা তিনি সেই যুগে অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ তাঁহার মত জ্ঞানী সেকালে কেহই ছিল না। তিনি পার্থিব হিসাবে নাম প্রচার আদৌ পছন্দ করিতেন না ; একারণে প্রায় সময় আমাদিগকে নিম্নলিখিত ইংরাজী পদ্যটি শুনাইতেন।

"লেট মি লিভ্ আন্‌ছিন্ আন্‌নোন্ ; আন্‌ল্যামেন্টেড লেট মি ডাই
ষ্টিল ফ্রম ওয়ার্ল্ড ; নট ষ্টোন টেল হয়ার আই লাই"।

তাঁহার চরিত্র বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিলে উপলদ্ধি হয় যে, তিনি অবিকল হজরত রছুলে মকবুল (দঃ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান ও তদীয় গুণে-গুণান্বিত ছিলেন। আজীবন কাল স্বীয় পিতৃব্যের অত্যাচার তাঁহাকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবং ছুন্নত জামাতের বিরোধী দলগুলির সহিত মোকাবেলা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত 'বরকতের নূর' ও 'না'তে রছুল' (দঃ) পুস্তকদ্বয় ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী স্বীয় বিশ্বাস দুরস্ত করার জন্য এবং তরীকতপন্থীগণের আধ্যাত্মিক সহায়তা ও অসৎ বিশ্বাস যাহা বাতেনী উন্নতির পক্ষে অনিষ্টকর ও ফয়েজ-নূরাদী প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার উক্ত পুস্তকদ্বয় পঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহার বিস্তারিত জীবনী জানিতে হইলে 'আফ্‌তাবের নূর' নামক পুস্তক যাহা মদীয় নানাজী ডাক্তার শাহ্ অছিমুদ্দীন ছাহেব লিখিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য।

১৩৩৭ সালে তিনি এ নগণ্যকে সঙ্গে লইয়া পবিত্র 'হজ্জ'-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। হজ্জের ছফরেও তাঁহার অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ছৈয়েদ শারাফত হোসেন' নামীয় জনৈক বোজর্গ, যিনি হজরত গাওছে আজম ছৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর পবিত্র আওলাদ এবং যাঁহার নিকট হজরত বড় পীর ছাহেব (রাঃ)-এর স্বহস্তে লিখিত কোরআন শরীফ, যাহা একটি শ্বেতচন্দন কাষ্ঠের বাক্সে রক্ষিত ছিল, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। উক্ত বোজর্গ আমাদের হুজুর কেব্‌লার একান্ত প্রেমিক ও ভক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আহারের পর তিনি রেজওয়ানী নামক জাহাজে হুজুর কেব্‌লার পদ-সংবাহনের জন্য তশরীফ আনিতেন ; প্রায় এক/দেড় ঘন্টাকাল অতি ভক্তি সহকারে পদ মর্দন করিতেন। কথিত আছে যে, অলীকে অলীগণই চিনেন।

আরব দেশীয় মদীনাবাসী আব্দুল্লাহ্ আরব ছাহেব তাঁহার হস্তে বয়াত হন এবং জেদ্দা নিবাসী ছদ্‌কা বাহাদুর মোয়াল্লেম ছাহেবও তদীয় খেদ্‌মতে মুরীদ হইয়াছেন। ইনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

মদীনা শরীফের শেষ জেয়ারতকালে হুজুর কেব্‌লা (রাঃ) প্রায় তিন চার ঘন্টা পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় কাছিদায়ে বোরদা ও অন্যান্য দোওয়া পাঠ করিয়াছিলেন।

টীকা ঃ—১। ইঁহার বাসস্থান ও ঠিকানা, মহল্লা এতওয়ারা, কাশ্মিরী বাজার, লাহোর।

আমরা সকলেই অস্থির হইয়া গেলাম ; কিন্তু তিনি এক দাঁড়ান অবস্থায় স্বীয় পাঠ সমাপ্ত করিলেন। বিদায়ের সময় মাজার শরীফ হইতে স্পষ্টভাবে আরবী ভাষায় ছালামের জবাব ও "আমি আপনার সঙ্গেই আছি," আওয়াজ হইল ; আমরা অনেকেই তাহা শ্রবণ করিয়াছি। হজ্জের ছফরে তিনি নিরামিষ ব্যতীত কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন নাই। মুগের ডাল ও আলু তাঁহার প্রধান ব্যঞ্জন ছিল।

হজ্জের দুই বৎসর পূর্ব্বে এনগণ্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারতের প্রায় অলী আল্লাহ্‌গণের মাজার শরীফ জেয়ারত করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর পবিত্র মাজার জেয়ারত উদ্দেশ্যে ছেরহেন্দ শরীফে উপনীত হইলেন তখন জেয়ারতের পূর্ব্বে তদীয় গদ্দীনশীন পীর ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য গেলেন, তিনি দেখিবামাত্র বহুদিনের সুপরিচিত বন্ধুর ন্যায় এমন সুমিষ্ট ব্যবহার আরম্ভ করিলেন যাহাতে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তৎপর তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, হজরত মোজদ্দেদ (রাঃ)-এর আদেশ— "বাঙ্গালাদেশ হইতে আমার মেহ্‌মান আসিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার আওলাদগণের খাছ বাস-ভবন খুলিয়া দাও"। উক্ত পীর ছাহেব তদ্রূপ করিলেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রাঃ) যিনি হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ও শ্রেষ্ঠ খলীফা তাঁহার মাজার শরীফের 'কুঞ্জিকা' যাবত আমাদের হুজুর কেব্‌লা তথায় ছিলেন, তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহার জন্য সাধারণ লঙ্গরখানার খাবার দিতেন না, বরং মোহ্‌তামেম্ ছাহেব স্বীয় গৃহ হইতে খাছ খানা পাঠাইতেন। সাত-আট দিবস অবস্থানের পর তথা হইতে রোখ্‌ছত হইলেন। ফলতঃ এইভাবে যে কোন মাজারে তিনি তশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন তথায় সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহা আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি।

আমাদের হুজুর কেব্‌লা (রাঃ) যদিও অত্যন্ত সংযমী ছিলেন তথাপি অনিচ্ছাকৃত তাঁহার দ্বারা অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়াছি। এস্থলে সংক্ষেপে দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। যদিও কারামত বা অলৌকিক ঘটনাবলী আল্লাহের অলী হওয়ার প্রতি নির্দ্দেশক নহে, যেহেতু অনেক সময় কাফের-ফাছেক ব্যক্তিদের দ্বারাও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তথাপি আল্লাহের অলীগণ আল্লাহ্-প্রেমিক বলিয়া আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। সত্যই কবি বলিয়াছেন—

আল্লার সাহায্যে অলী হয়— ক্ষমবান,
ফিরাইতে পারে তাঁরা নিক্ষেপিত বাণ।

আমাদের হুজুর কেব্‌লা (রাঃ)-এর উক্তরূপ অনেক কারামত আছে, তন্মধ্যে তাঁহার অস্তিত্ব বা অজুদ পাকই শ্রেষ্ঠ কারামত ছিল। বহিদৃষ্টিতে তাঁর অজুদ পাক যেরূপ সুন্দর ও সুঠাম, শ্বেত-গোলাপের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অতি মনোহর ছিল, তাঁহার শরীরে কোনরূপ

দুর্গন্ধ ও মলিনতা ছিল না, তদ্রূপ তাঁহার পবিত্র অজুদ-পাক মধ্যে সদাসর্ব্বদা আল্লাহ্‌র জেকের হইত। তদীয় আদেশক্রমে অনেকেই কর্ণ স্থাপন করতঃ তাহা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করার জন্য আসিতেছিল ; পথে চিন্তা করিল যে, পীর ছাহেব যদি টাকা চাহেন, সঙ্গে থাকিতে না বলা উচিত হইবে না। অতএব পথে বনের মধ্যে উহা রাখিয়া আসিল। মোছাফাহা করা মাত্র হুজুর কেব্‌লা বলিলেন, "মণ্ডল ছাহেব, টাকা ঐখানে রাখিয়া আসিতে হয় ? কেহ যদি লইয়া যায় ; যান,— আনুন"।

রংপুর মুন্সীপাড়াস্থিত স্কুল ইন্‌স্পেক্টর জনাব মেছের মিয়ার সহধর্ম্মিনী আজিজা খাতুন মুরীদ হওয়ার সময় তাহার জানাজা করার জন্য হুজুর কেব্‌লার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর সময় হুজুর কেব্‌লা গাইবান্ধায় মোর্তজা আলী দারোগা ছাহেবের বাসায় ছিলেন। উক্ত দিবস ভোরে তিনি দারোগা ছাহেবকে বলিলেন, "এখন কোন ট্রেন আছে ? এখনই আমাকে রংপুর যাইতেই হইবে।" তৎপর তিনি রংপুর আগমন করতঃ আজিজা খাতুনের জানাজা পাঠান্তে তথায় ফিরিয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত মৃত্যু সংবাদ তাঁহার নিকট কেহ পৌছায় নাই বা অত অল্প সময়ের মধ্যে তথায় পৌছান সম্ভবও ছিল না।

আমাদের নানা জনাব ডাক্তার অছিমুদ্দীন ছাহেব ফুলবাড়ী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আশুড়ালের বিলে শিকার করিতে যাইয়া কাদার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিলেন। মৃতপ্রায় অবস্থায় তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে, হুজুর কেব্‌লা তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ তাঁহাকে তীরের দিকে টানিয়া আনিলেন। তৎপর তিনি রক্ষা পাইলেন।

আরবজাতির ইতিহাস লেখক কাজী শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেবের পাকস্থলীতে 'আল্‌ছার' হইয়াছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আজীবন মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিল। তদ্‌শ্রবণে হুজুর কেব্‌লা তাঁহাকে একখণ্ড মাংস প্রদান করতঃ বলিয়াছিলেন, "কাজী ছাহেব, মাংস না খাইলে কি পারা যায় ! লন, ইহা খান ; আজ আর খাইবেন না, আগামীকাল হইতে যত পারেন খাইবেন"। অদ্যাবধি তিনি মাংস খাইতেছেন এবং এখনও জীবিত আছেন। আল্লাহ্‌চাহে তাঁহার পেটে আর কোনই অসুবিধা নাই।

উল্লিখিত কাজী ছাহেবের বাটীতে একটি 'জ্বীন' ছিল। প্রায় ৩০/৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত সে উপদ্রব করিয়া আসিতেছিল। হুজুর কেব্‌লা তথায় তশরীফ নেওয়ার পর উক্ত জ্বীনটি স্বপরিবারে তাঁহার হস্তে বয়াত হয় ; এবং প্রতিজ্ঞা করে "আমি আজ হইতে চলিয়া গেলাম"। তাহার পর হইতে উহার কোন উপদ্রব ও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

মালদাহ ছফরে একদিন গঙ্গা নদীর বুকে নৌকায় হুজুর কেব্‌লা দ্বি-প্রহরে খাইতে বসিয়াছেন, আমাদের নানা ছাহেব খাওয়াইতেছেন। শুধু মুসুরির ডাল ও আলু ভাজি ছিল।

হুজুর কেব্‌লা ফরমাইলেন, "ডাক্তার ছাহেব, এত বড় নদীতে শুধু ডাল-ভাত খাইব ? ইহা বলা মাত্র পানি আলোড়িত হইয়া একটি মৃগেল মৎস ভাসিয়া উঠিল। আমরা তখন গোছল করিতে ছিলাম। উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। দেখি যে, কিসে যেন উহার মস্তকটি ছেদন করিয়া লইয়াছে। তৎপর তাড়াতাড়ি উহার কিয়দংশ ভুনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম।

তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের দ্বারাও এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এখনও যে কোন ব্যক্তি তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফে পার্থিব বালা-মুছিবৎ, রোগ-শোক, মামলা-মোকর্দ্দমা যে-কোন প্রকারের কঠিন ও অসাধ্য বিষয় লইয়া বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে দরবারে হাজির হয়। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী তাহার কার্য্য-সিদ্ধি ও মনস্কাম সফল হইয়া থাকে। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতি কল্পেও যদি কেহ তাঁহার মাজার শরীফ জেয়ারত করে, তবে তাহার অশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

দেশবাসী ও ছুন্নত জামাতের প্রতিকূল দলের উৎপীড়নে তিনি শেষ জীবনে রংপুর শহরে বসবাস আরম্ভ করেন। পবিত্র হজ্জ্ব হইতে ফেরার পর-বৎসর ১৩৩৯ সালে রংপুর শহরে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ১৩৪১ সালে খান্‌কাহ্‌ শরীফ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। রংপুর অবস্থান কালীন প্রায় সময় তিনি অসুস্থ থাকিতেন কিন্তু সে অবস্থায়ও তাঁহার প্রাত্যহিক এবাদতের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। একদিনের কথা তাঁহার ওফাত শরীফের অনুমান দুই মাস পূর্ব্বে রাত্র চারি ঘটিকার সময় আমি আমাদের নানাজি সহ অন্দর মহলে হুজুর কেব্‌লার নিকট গেলাম, তখন তাঁহার হাঁপানী রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। দেখিলাম তিনি তাহাজ্জোদ নামাজে লিপ্ত আছেন। নামাজান্তে আমাদের দিকে তাকাইবা মাত্র নানাজী ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর কেমন আছেন, তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, "আল্লাহ্‌পাক যেমন রাখেন তাহাতেই শোকর গোজারী"। নানাজী ছাহেব বলিলেন যে, "হুজুর এত কষ্ট পাইতেছেন, এক মুহূর্তও বিরাম নাই। এরকম সময়েও কি এবাদত না করিলে হয় না"? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন যে, "ডাক্তার ছাহেব! রোগের কাজ রোগে করুক, আমার কাজ আমি করি"। ছোব্‌হানাল্লাহ্‌ কি সহ্যগুণ !

তাঁহার ওফাত শরীফের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার হাঁপানী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মনে হয় কোন ঔষধ অপব্যবহারে এইরূপ হইয়াছিল। তিনি ১৩৫২ সালের ২১শে চৈত্র দিবাগত রাত্র ৩টা ৫৫ মিনিটে ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

সরল-চিত্ত সুধী পাঠকগণের পক্ষে অলী-আল্লাহ্‌গণের পরিচয়ের জন্য সংক্ষেপে যাহা লিখা হইল তাহাই যথেষ্ট। মনের কালিমা, হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিবে, নিশ্চয়ই তাহার অন্তর্জগত নূরানী ও আলোকিত এবং তাহার ঈমান দৃঢ় ও কামেল হইবে। এখন আমাদের পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর হিল্‌য়া শরীফ সম্বলিত কয়েকটি পদ্য এ স্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করি। পাঠক ভক্তি ও মহব্বত সহকারে পাঠ করতঃ তাঁহাকে মানসচক্ষে অবলোকন করার ও ভালবাসার সূত্র দৃঢ় করার প্রতি যত্নবান হইবেন।

হিল্য়া শরীফ

ওহে পীর কেব্‌লা রাজীঃ আফ্‌তাবে জমান,
তবপূত হিল্‌য়া ইথে করিব বয়ান।
জ্ঞানসিন্ধু গরিয়ান ওহে শ্রুতিধর ;
বিশ্বব্যাপী, তব নূর যথা—দিবাকর।
স্বীয় প্রেমে শিষ্যকুলে দগ্ধ করি আজ—
ছাড়িয়াছ ; তাই কর হৃদয়ে বিরাজ।
মুগ্ধকর-ছবি তব পাই যেন সদা,
তোমার স্মরণ—আলো মনে দেয় খোদা।
আপদ-বিপদে প্রভু তুমি দস্তগীর
ভুলিওনা এ দাসেরে, ওহে জেন্দাপীর।
হাদীছ-কোরাণে তুমি অতি পূর্ণজ্ঞানী ;
ছুন্নতের জেন্দাকারী ওহে দীনমণি।
অস্তিত্বের নূরে সবে কর আলোকিত ;
প্রাণ হতে নাস্তি, মোহ কর বিদূরিত।
বিভু-প্রেমে মুগ্ধ করি শিষ্যকুল চয়ে—
তত্ত্ব জ্ঞানে কর এবে—নূরাণী-হৃদয়।
খোদা-সন্নিধানে নাহি, তবতুল্য আজ,
সঠিক 'কেরাত' পেল তোমাতে সমাজ।
সকল-সঙ্কটে তুমি স্বীয় দাসগণে—
উদ্ধার করহ, প্রভু অম্লান-বদনে।
তব রাঙ্গা পদ হেরি হই-পুণ্যবান ;
পদধুলি শিরে নিয়ে হই-ভাগ্যবান।
শ্বেত-পাথরের তথা অতীব সুন্দর—
প্রতিমা গড়াত যথা—সেকালে আজর।

তাহা হতে সুশ্রী বটে তোমার গঠন ;
মনোহর মূর্ত্তি তব, না যায় কহন।
নয়নে কাজল মাখা জলন্ত কিরণ
তিল-ফুল তুল্য নাসা বংশীর মতন।
শারদীয়-শশীসম অতুল্য বদন ;
শ্বেত-গোলাপের মত দেহের বরণ।
ললাটে সরল রেখা পাঁচটি তোমার
দেখিলে জানিত সবে অতি-গুণাধার।
কান্তিময়-কর্ণ তব আছিল বৃহৎ ;
শুনিতে খোদার বাণী, দেখিতে নিখুঁত।
ভবদীয় বক্ষোদর আছিল সমান ;
বক্ষে কিছু লোম ছিল দয়ার-নিশান।
আজন্ম হইতে তব মস্তক কুন্তল—
নূর-পূর্ণ শুভ্রছিল, অতীব উজ্জ্বল।
নহে খর্ব্ব, নহে দীর্ঘ তোমার আকার,
সুন্দর সুঠাম বটে গঠন তোমার।
জগতে দেখেছি বহু 'ছবি' মনোহর,
তব তুল্য দেখি নাই, ধরার ভিতর।
প্রেমময় মূর্ত্তি তব করি দরশন,
খোদার প্রণয়ে পাই অনন্ত জীবন।
ওহে প্রভু তব নাম আফ্‌তাবে জমান (রাঃ)
আফ্‌তাবের প্রায় তুমি অতীব মহান।
এ-দাসের মন-আশা করিও পূরণ,
চরণে স্থান দিও ওহে গুরুজন।
জানিনা কি দিয়া তোরে তুষিবে এ-দাস,
শুধু তব গোলামীর করি পরকাশ।
এ-জীবনে করিতেছি যে-সব আমল,
তব পদে সমর্পিনু তাহা অবিরল।

দাসের সাধনা প্রভু করিও কবুল,
ভবদীয় প্রেম মম-ঈমানের মূল।
দোয়া কর তব দাস হয় গরীয়ান,
যদিও অধম তবু তোমারি সন্তান।
আত্মীয়-স্বজন আর সব মুরীদান
তব 'কর' ধরি যেন পায় পরিত্রাণ।
চিরতরে রয় মম নূরাণী বাহার,
পরাণ ভরিয়া পাই প্রণয় তোমার।
রূহানী আকারে পাই তব আলিঙ্গন—
ইহাই দাসের আশা চির-চিরন্তন।

শাহ্ মোহাম্মদ মুতী আহ্মদ আফ্তাবী
শাহ্ ফকীর

পীরের কিরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য তাহার বর্ণনা

হজরত এমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ) মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ড ২৯২ মকতুবে মঙ্গলকোট নিবাসী শায়েখ আবদুল হামীদ (রাঃ)-এর নিকট পীরের 'আদব'— সম্মানের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার সংক্ষেপ এস্থলে কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। আল্লাহ্-প্রেমিক, সত্য-সাধক ও খাঁটী মুরীদদিগের ইহা পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে।

তিনি ফরমাইতেছেন যে—

কামেল পীরকে স্পর্শমণি তুল্য জানিতে হইবে। তাঁহাকে যথেষ্ট ভাবিয়া তাঁহার হস্তে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মধ্যেই স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল জানিবে। নিজের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিবে, যেন পীরের ইচ্ছার বিপরীত মুরীদের কোন স্পৃহা না থাকে। আদব-সম্মান পালন করা আধ্যাত্মিক পথের অতি আবশ্যকীয় বস্তু, অন্যথায় কোনই ফল ভাল হইবে না।

১। স্বীয় পীর ব্যতীত অন্য কোন পীরের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

২। পীর উপস্থিত থাকাকালীন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত নফল এবাদত ও জেকেরাদিতে লিপ্ত হইবে না।

৩। পীরের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি মনোযোগী হইবে না, পূর্ণরূপে পীরের দিকে লক্ষ্য রাখিবে, এমনকি জেকের-এর খেয়ালও করিবে না। কিন্তু তিনি আদেশ করিলে তখনই খেয়াল করিবে।

৪। ফরজ, ছুন্নত ব্যতীত তাঁহার সম্মুখে অন্য কোন প্রকার নামাজ পাঠ করিবে না। যদি কোন 'অজিফা' ইত্যাদি থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইয়া পাঠ করিবে।

৫। এমন স্থানে দাঁড়াইবে না যাহাতে তাহার ছায়া— পীরের উপর বা তাঁহার ছায়ার উপর পতিত হয়।

৬। পীরের জায়নামাজের উপর পা রাখিবে না।

৭। পীরের অজুর স্থানে অজু করিবে না।

৮। পীরের বিশিষ্ট কোনও ভাণ্ড ব্যবহার করিবে না।

৯। পীরের সম্মুখে তাঁহার বিনা এজাজতে (আদেশে) পানাহার করিবে না।

১০। পীরের সম্মুখে অন্য কাহারো সহিত কথাবার্তা বলিবে না এবং কাহারো প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

১১। পীরের অনুপস্থিতিকালে তিনি যে দিকে আছেন, সেইদিকে 'পা' লম্বা করিয়া দিবে না এবং 'থুথু' ফেলিবে না।

১২। পীর যে কার্য্য করিবেন তাহা দৃশ্যতঃ ভুল মনে হইলেও তাহাকে ঠিক বলিয়া জানিবে। কারণ তিনি যাহা করেন তাহা আল্লাহ্‌র নির্দেশে করিয়া থাকেন। তাহাতে কাহারও বলার কিছু নাই।

১৩। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে স্বীয় পীরের অনুকরণ করিবে। আহার নিদ্রাই হউক অথবা পোষাক-পরিচ্ছদই হউক কিংবা নামাজ রোজাতেই হউক।

১৪। তিনি যে ভাবে নামাজ পাঠ করেন, সেই ভাবেই পাঠ করিতে হইবে।

১৫। তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে 'ফেকাহের' মছ-আলা শিখিতে হইবে।

১৬। তাঁহার কার্য্যকলাপ ও গতিবিধির প্রতি এতেরাজ বা সমালোচনা করিবে না যদিও উহা অতি সামান্য হয় না কেন। ইহাতে মহরুম ও পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত কোনই ফল লাভ হইবে না।

১৭। পীরের দোষ-ত্রুটি কখনও অনুসন্ধান করিবে না। যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে বদবখ্ত ঐ ব্যক্তি যে অলী-আল্লাহ্‌গণের ছিদ্রান্বেষণ করে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

১৮। স্বীয় পীরের নিকট কখনো 'কারামত' দেখিতে চাহিবে না। যেহেতু কোন মো'মেন কোন পয়গম্বরের নিকট হইতে 'কারামত' দেখিতে চাহে নাই।

১৯। পীরের প্রতি যদি কখনো কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে অবিলম্বে তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে। তিনি সমাধান করিয়া দিবেন। যদি তাহাতে তাহার মনের তৃপ্তি না হয়, তবে নিজেরই ত্রুটি জানিয়া ক্ষান্ত থাকিবে।

২০। স্বপ্নে যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয়, তাহা পীরকে জানাইবে।

২১। স্বীয় কাশ্‌ফ বা আত্মীক বিকাশের প্রতি কখনো নির্ভর করিবে না। অন্যথায় বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

২২। পীরের আদেশ ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে না।

২৩। বিনা আবশ্যকে পীরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে না।

২৪। পীরের শব্দের উপর নিজের 'শব্দ' উচ্চ করিবে না।

২৫। পীরের সহিত উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা বলিবে না। ইহা অত্যন্ত বেয়াদবী।

২৬। যাহার নিকট হইতে যে কোন 'ফয়েজ-বরকত' লাভ হউক না কেন, তাহা স্বীয় পীরের উপলক্ষে বলিয়া জানিবে। ইহা একটি পদস্খলনের স্থান বটে।

তরীকার অর্থই 'আদব'। কোন বে-আদব আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ না করুন, যদি কেহ 'আদব' রক্ষা করিতে না পারে, তবে সে বঞ্চিত হইবে।

২৭। পীরের কোন বস্ত্র বা অন্য কোন দ্রব্য তাঁহার তবারক হিসাবে প্রাপ্ত হইলে, তাহা অজু সহ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং তাহা পরিধান করতঃ 'জেকের', 'মোরাকাবা' করা আবশ্যক। হজরত মির্জা ছাহেব (রাঃ) তিনি তাঁহার পীরের টুপী তবারক প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। উক্ত টুপী তিনি রাত্রে ভিজাইয়া রাখিতেন এবং প্রাতে তাহা মর্দ্দন করতঃ তাহার মলীন পানি পান করিতেন। তিনি ফরমাইয়াছেন যে, ইহাতে যেরূপ বাতেন উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অন্য কোন আমল দ্বারা সাধিত হয় নাই।

বিষয়বস্তু

এই মকতুবাত শরীফ হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)-এর জীবমান কালেই একত্রিত করা হইয়াছে। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ জদীদ ইহার প্রথম খণ্ড একত্রিত করিয়াছেন এবং ২য় খণ্ড মওলানা আবদুল হাই এব্‌নে খাজা হেছারী ও ৩য় খণ্ড খাজা মোহাম্মদ হাশেম ছাহেব একত্রিত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে ৩১৩ মকতুব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৯ মকতুব ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৪ মকতুব সর্ব্বমোট ৫৩৬টি মকতুব আছে। বঙ্গভাষায় অনুবাদ করার পর দেখা গেল যে, প্রথম খণ্ড ৩১৩ মকতুব রাখিলে পুস্তকের কলেবর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইবে, উহার মূল্য এত অধিক হইবে যে, হয়তো উহা অনেকে ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে না। যেহেতু আল্লাহ্ রছুলের প্রতি মনোযোগী অধিকাংশই গরীব হইয়া থাকেন। সুতরাং ১৫০ মকতুব দ্বারাই প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ সমাপ্ত করা গেল। ইহার পদ্যগুলি পদ্যে এবং গদ্যগুলি গদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের অবশিষ্ট মকতুবগুলি আল্লাহ্‌চাহে পরবর্ত্তী দুই ভাগে সমাপ্ত করা যাইবে। যদিও মকতুব সংখ্যায় বেশী থাকিবে কিন্তু উহাতে মুখবন্ধ, জীবনী ইত্যাদি থাকিবে না, কাজেই সমান কলেবর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সকল মকতুবের শিরোনামগুলি সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থখানি নির্ভুল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা মাঝে মাঝে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌চাহে কোন মারাত্মক ভুল নাই। আল্লাহ্‌চাহে উহা দ্বিতীয়বার সংশোধনের চেষ্টা করিব।

পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যে, এই পুস্তকের অনুবাদের মধ্যে অথবা যে কোন প্রকারের ভুল হউক না কেন তাহা আমার ঠিকানায় লিখিয়া জানাইবেন। তাহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইহ-পরকালের যাবতীয় উন্নতি বিশেষতঃ আখেরাতের কল্যাণ সাধনার্থে এই মকতুবাত শরীফের আলোচনা যে একান্ত আবশ্যকীয় তাহা সুধী পাঠক মাত্রই আল্লাহ্‌চাহে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

— ওয়াচ্ছালাম।
অনুবাদক

উৎসর্গ

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যাহা ছিল লুক্কায়িত
নাস্তির আড়াল হতে হ'ল প্রকাশিত।
আল্হাম্দু বলিয়া শুরু করিনু ইহায়,
ভুল-ত্রুটি হতে রক্ষা কর দয়াময়।
অক্ষয় রতন সম এই মকতুবাত—
বর্ণনা করিবে খোদার জাত ও ছেফাত।
প্রত্যেক অক্ষর ইহার কস্তুরী-কাফুর,
প্রিয়ার মিলন সুরভ ইথে ভরপুর।
কিন্তু ভাই কফাশ্রিত নাসিকা যাহার,
কি করি মেশকের গন্ধ পাইবে সে আর !
ইহার লেখক সেই মহারথীজন,
বিভু প্রেম-সিন্ধু নীড়ে করে সন্তরণ।
তাঁহার নূরের জ্যোতিঃ করি দরশন,
দিবাকর জর্‌রা সম লাজে ক্ষুণ্নমন।
ফারুকী বংশের তিনি মহান তনয়,
এখনও তদমুখে খোদা কথা কয়[১]।
আপাদ-মস্তক তিনি ফারুকের ছবি,
বেদাত-তমসা নাশে যে উজ্জ্বল রবি।
নক্‌শবন্দী তরীকার প্রদীপ্ত চেরাগ,
তদপদে পর মায়া হয় পরিত্যাগ।
লেখনী লিখিবে কি-সে তাঁর গুণগান,
পাবে কি শিশির বিন্দু সাগর-সন্ধান ?
ইহা হ'তে ভাল যদি— হইগো শ্রবণ[২],
শুনিব প্রিয়ার বাণী যাবত-জীবন।
অথবা কুসুম সম রইব নীরব,
হয়তো পালিত হবে তাঁহার আদব।

টীকা ঃ— ১। আলহাক্কু ইয়ান্তেকো আলা লেছানে ওমর ; ওমরের মুখে আল্লাহ্‌তায়ালা কথা বলে। এই হাদীছের প্রতি ইশারা। ২। শ্রবণ=কর্ণ।

সাইত্রিশ

ওহে মোর কেব্‌লা পীর আফ্‌তাবে জমান (রাঃ)
তোমাতে পেয়েছি প্রভু খোদার নিশান।
পুস্তিকাটি তব করে করিনু অর্পণ,
অভাগার দান ইহা করহ গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ চাই আমি ধরি পদদ্বয়,
হয় না বিমুখ যেন অনাথ তনয়।
চাই না কিছুই , চাই তব দরশন,
নবীর (দঃ) দিদার যেন পাই অনুক্ষণ।
নবীজির (দঃ) পদধুলী করি শিরস্ত্রাণ
সকল-সঙ্কটে যেন পাই পরিত্রাণ।
'মকতুবাত' ছাপাইতে মোছাফেরী হালে—
সুদীর্ঘ দিবস ধরি আছি বরিশালে।
ভবদীয় পূত-নাম প্রচারের তরে,
পথিকের বেশে ফিরি দেশ-দেশান্তরে।
রূহানী তায়ীদ তব পাই যেন সদা,
কার্য্য-সিদ্ধি করে মোর দয়াময় খোদা।
সুদূর হইতে দাস করিলে স্মরণ
চাহিও দাসের পানে তুলিয়া নয়ন।
সুস্থ-স্বাস্থ্য সহায়ক কাজের সময়,
অনুকূল হয় যেন সকল বিষয়।
দারা-সুত পরিজন সবে শান্তি পায়,
ইহ-পরকালে থাকে সম্মান বজায়।
বাঙ্গালা ভাষায় করি মকতুব প্রচার,
পঞ্চদশ শতকের হয় সংস্কার।
ইহাই দাসের আশা খোদার দরগায়,
বিমূখ হইনা যেন তোমার কৃপায়।
এসব কথায় নাহি তব উপচয়,
শুধু তব গোলামির দেই পরিচয়।
মনের মকছুদ যাহা করিনু বয়ান,
আসল বিষয় এবে হই আগুয়ান।

অনুবাদক—

মকতুবাত শরীফ

১ মকতুব

স্বীয় পীর বোজর্গওয়ার হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ নক্‌শবন্দী আহ্‌রারী কাদ্দাছাল্লাহুতায়ালা ছের্‌রাহুল আক্‌দাছ-এর নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদের আরজ এই যে, হুজুরের আদেশানুযায়ী স্বীয় বিক্ষিপ্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিবেদন করিতেছি। পথ-অতিক্রমকালে "এছ্‌মে আজ্জাহের"[১]-এর 'তাজাল্লীর'[২] সহিত এমনভাবে মিলিত হইয়াছি যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পৃথক পৃথক বিশিষ্ট বা খাছ তাজাল্লীর আবির্ভাব পাইতেছি। উক্ত তাজাল্লী নারী জাতীর পোষাক পরিচ্ছদে এবং তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৃথকভাবে বিশেষ করিয়া পাইতেছি। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের এইরূপ অনুগত হইলাম যে, উহা বর্ণনাতীত। তাহাদের লেবাছে[৩] যেরূপ আবির্ভাব ছিল তদ্রূপ আর কোথাও ছিল না, এইরূপ বিশিষ্ট নম্রতা এবং বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য অন্য কোন আবির্ভাব স্থলে আবির্ভূত হয় নাই ; সুতরাং তাহাদের সম্মুখে পানির মত বিগলিত অবস্থায় চলিয়া যাইতাম। এইরূপ আবির্ভাব প্রত্যেক পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে দৃষ্ট হইত। সুমিষ্ট ও সুস্বাদু আড়ম্বর বিশিষ্ট খাদ্যাদির মধ্যে যে তাজাল্লী ও সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইত তাহা সাধারণ খাদ্যে হইত না। মিষ্ট পানি ও সাধারণ পানির মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য দেখিতাম ; বরং ন্যূনাধিক প্রত্যেক সুস্বাদু দ্রব্যের মধ্যেও কোন না কোন একটি বৈশিষ্ট্য পাইতাম। উক্ত তাজাল্লীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি পত্রদ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম। হুজুরের দরবারে উপস্থিত থাকিলে বোধ হয় নিবেদন করিতে পারিতাম। অবশ্য এই সমস্ত আবির্ভাবের মধ্য দিয়াও আমি সেই উচ্চ-সঙ্গী আল্লাহ্‌তায়ালার মিলন আকাঙ্ক্ষা রাখিতাম এবং যথাসম্ভব ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতাম না। কিন্তু আমি স্বীয় অবস্থার চাপে নিরুপায় ছিলাম। ইহার মধ্যে ইহাও আমার অনুভব হইত যে, উল্লিখিত তাজাল্লী আল্লাহ্‌তায়ালার সেই পবিত্রতার সহিত কোনরূপ বিরুদ্ধ-ভাব রাখে না, অন্তর সর্ব্বদাই উক্ত নেছবৎ বা সম্বন্ধের আকৃষ্ট এবং বাহ্যিক বস্তু সমূহের প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই। জাহের বা বাহ্য বস্তুগুলি উক্ত পবিত্রতা শূন্য বলিয়া তাহাদিগকে এই তাজাল্লী প্রদান করা হইয়াছে। সত্যই ইহাতে আমার বাতেন বা অন্তর জগত মোটেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই

টীকা ঃ— ১। এছমে আজ্জাহের=আল্লাহ্‌তায়ালার ঐ এছেম বা নামকে বলা হয়, যাহার লক্ষ্য সৃষ্ট পদার্থ সমূহের দিকে। ২। তাজাল্লী=আবির্ভাব। ৩। লেবাছ=পোষাক।

এবং সমগ্র পরিচিত বস্তু ও যাবতীয় আবির্ভাব হইতে যেন বিমুখ। জাহেরের লক্ষ্য দ্বিত্বের[১] প্রতি বলিয়া সে উল্লিখিত তাজাল্লী প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিছুকাল পর উক্ত তাজাল্লী গুপ্ত হইয়া আমার অবস্থা হয়রানী এবং অজ্ঞতায় পরিণত হইল। ইতিপূর্ব্বের তাজাল্লী সমূহের অস্তিত্ব যেন কিছুই রহিল না। তৎপর এক প্রকার খাছ 'ফানা'[২] পরিলক্ষিত হইল, যেন পূর্ব্ব বর্ণিত তা-আইয়্যুন[৩] বা বিশিষ্ট মাকামের পর যে তা-আইয়্যুনে এল্‌মীর[৪] উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এই 'ফানা'র মধ্যে গুপ্ত হইয়া গেল এবং 'আমি' বলার বা ধারণা করার কোনই অবকাশ থাকিল না। এখন 'শের্কে খফী' বা গুপ্ত শের্কের জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত ইছলামের নেশানী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। স্বীয় আমল বা কার্য্য সমূহ দোষনীয় দেখিতে এবং নিয়াত[৫] অপবাদযুক্ত জানিতে পারিলাম।

ফলকথা দাসত্ব এবং নাস্তির চিহ্নগুলি আবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। হুজুরের তাওয়াজ্জোহের বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাকে প্রকৃত বন্দেগীর[৬] মাকাম[৭] পর্য্যন্ত উপনীত করেন, এবং আরশের উপরে আরও যেন বহু উন্নতি প্রদান করেন।

প্রথমবার আরশের উপর যখন উপনীত হইলাম তখন চিরস্থায়ী সুখময় স্থান বেহেশ্‌ত তথা হইতে নিম্নে পরিদর্শন করিলাম। তখন আমার মনে কতিপয় ব্যক্তির মাকাম অবলোকন করার ইচ্ছা হইল, সেদিকে মনোযোগী হওয়া মাত্র তাহাদের মাকাম সমূহকে স্থানের তারতম্য ও সম্মান এবং আগ্রহ আকাঙ্ক্ষার ন্যূনাধিক্য অনুযায়ী দেখিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়বার যখন উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম তখন মাশায়েখে এজাম[৮] আহলে বয়তের ইমামগণ[৯], খোলাফায়ে রাশেদীন[১০] ও হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান

টীকা ঃ— ১। দ্বিত্ব=এক আল্লাহ্‌তায়ালার বিপরীত বস্তুসমূহ অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু সমূহ। ২। 'ফানা'=স্বীয় অস্তিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বে বিলীন করিয়া দেওয়া। ৩। তা-আইয়্যুন=বৈশিষ্ট্য। ৪। তা-আইয়্যুনে এল্‌ম=এল্‌মের বিশিষ্ট স্বরূপ। ৫। নিয়াত=উদ্দেশ্য সমূহ। ৬। বন্দেগী=দাসত্ব। ৭। মাকাম=স্থান। ৮। মাশায়েখে এজাম=উচ্চদরের অলী-আল্লাহ্‌গণ। ৯। আহ্‌লে বয়তের ইমামগণ। যথা— (১) হজরত আলী (রাঃ), (২) হজরত ইমাম হাছান (রাঃ), (৩) হজরত ইমাম হোছাইন (রাঃ), (৪) হজরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ), (৫) হজরত ইমাম বাকের (রাঃ), (৬) হজরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাঃ), (৭) হজরত ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ), (৮) হজরত ইমাম মুছা রেজা (রাঃ), (৯) হজরত ইমাম তকী (রাঃ), (১০) হজরত ইমাম নকী (রাঃ) ও (১১) হজরত ইমাম হাছান আছকারী (রাঃ)।
১০। খোলাফায়ে রাশেদীনঃ— (১) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ), (২) হজরত ওমর ফারুক (রাঃ), (৩) হজরত ওসমান গণী (রাঃ) ও (৪) হজরত আলী (কাঃ ওয়াজহাহু)।

ও এইরূপ যাবতীয় পয়গাম্বর ও রছুলগণের ক্রমানুযায়ী এবং উচ্চদরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের স্থান সমূহ আরশের উপরে পরিলক্ষিত হইল। ভূ-কেন্দ্র হইতে আরশ পর্য্যন্ত দূরত্ব যতদূর তদূর্দ্ধে কিছু কম-বেশী আরও ততদূর আমি আরোহণ করিলাম, এবং হজরত নক্‌শবন্দ কোদ্দেছাছেররুহুর মাকাম পর্য্যন্ত যাইয়া শেষ হইল। উক্ত মাকামের উর্দ্ধে, বরং সেই মাকামেই কিন্তু কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে কতিপয় মাশায়েখের স্থান ছিল যথা ঃ— শায়েখ মারূফ কারখী, শায়েখ আবু ছইদ খররাজ ও অবশিষ্ট মাশায়েখগণ কেহ কেহ উক্ত মাকামেই এবং কেহ কেহ ঐ মাকামের নিম্নে ছিলেন। যথা ঃ— শায়েখ আলাউদ্দৌলা, শায়েখ নজমুদ্দীন কোব্‌রা এবং উক্ত মাকামের উপরে হজরত রছুল করীম (ছঃ)-এর আহ্‌লে বয়তের এমামগণ ছিলেন। তদূর্দ্ধে হজরত রছূল করীম (দঃ)-এর খলিফা চতুষ্টয় ছিলেন, অন্যান্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মাকাম, হজরত (দঃ)-এর মাকামের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল, তদ্রূপ উচ্চদরের ফেরেশ্‌তাবৃন্দের মাকামসমূহও তাঁহার মাকামের অপর পার্শ্বে পৃথকভাবে অবস্থিত ছিল। অবশ্য হজরত ছরওয়ারে আলম (ছঃ)-এর মাকাম সকলের শীর্ষস্থানে ও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ছিল। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্ব্বজ্ঞ।

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে যখনই ইচ্ছা করিতাম তখনই উন্নীত হইতাম, কখনো বা অনিচ্ছায় উন্নীত হইতে থাকিতাম, অনেক কিছু দেখিতাম এবং উন্নতির চিহ্নও অনেক পাইতাম। কিন্তু অধিকাংশই ভুলিয়া যাইতাম। পত্র লিখা কালীন নিবেদনার্থে অনেক বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিলেও পারিতাম না, যেহেতু সে সব এত ক্ষুদ্র বিষয় যে, তাহা লিখা সমীচীন মনে হইত না। বরঞ্চ তাহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তওবা[১] ও এছতেগফার[২] করিতে হইত। অনেক বিষয় আবার মনে করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতাম না। অধিক আর কি বেয়াদবী করিব !

মোল্লাহ্ কাছেমের অবস্থা পূর্ব্ব হইতে উন্নত। তন্ময়তা ও অস্তিত্ব বিলুপ্তির অবস্থাই তাহার উপর অধিক। জয্‌বার[৩] মাকাম সমূহ হইতে সে উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ছেফাত[৪] সমূহকে সে আছল বলিয়া মনে করিয়াছিল, উক্ত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইদানীং সে ছেফাত সমূহকে নিজ হইতে বিভিন্ন দেখিতেছে এবং নিজেকে শূন্য পাইতেছে। এমন কি যে-নূর[৫] কর্ত্তৃক ছেফাত সমূহ দণ্ডায়মান তাহাকেও নিজ হইতে পৃথক দেখিতেছে এবং নিজেকে তাহা হইতে অপর পার্শ্বে পাইতেছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দও দৈনন্দিন উন্নতির দিকে। আল্লাহ্‌চাহে পরবর্ত্তী নিবেদন পত্রে বিস্তৃতভাবে তাহা পেশ করিব।

টীকা ঃ— ১। তওবা=ক্ষমা প্রার্থনা। ২। এছতেগফার=ক্ষমা প্রার্থনা। ৩। জয্‌বা=ঐশিক আকর্ষণ বা বাতেনী আকর্ষণ। ৪। ছেফাত=আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাকের গুণাবলী। ৫। নূর=দীপ্তি, আলোক।

২ মকতুব

স্বীয় পীর বোজর্গওয়ারের নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদ হুজুরের উচ্চ দরবারে আরজ করিতেছে যে, রমজান মাসের কিছুদিন পূর্ব্বে মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আমার নিকট আপনার 'এছ্‌তেখারা'[১] করার আদেশ পৌঁছাইয়াছেন। রমজান শরীফ পর্য্যন্ত দরবারে উপস্থিত হইবার কোন সুযোগ করিতে না পারিয়া পবিত্র রমজান মাসের পরে যাইব বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিলাম। আল্লাহ্‌তায়ালার 'এনায়েত'[২] মেহেরবাণী ও আপনার শুভ দৃষ্টির বরকতে অনবরত যে 'ফুয়ুজাত'[৩] বর্ষিত হইতেছে তাহার কি আর বর্ণনা করিব !

বসন্তের বারিবাহ অনুকম্পা করি,
দিয়াছে আমার ক্ষেত্রে বাহারের বারি।
'সব্‌জা'[৪] সম শত মুখ হ'লেও আমার,
কৃতজ্ঞতা শেষ কভু হ'বে না তাঁহার।

এই হালত[৫] সমূহ প্রকাশ করায় যদিও 'দেলেরী'[৬] ও বেয়াদবী এবং গৌরব করা বুঝায় তথাপি—

ধূলি হ'তে প্রভু যবে তুলেছে আমায়,
আকাশে তুলিলে শির, তাও শোভা পায়।

রবিউল আখের মাসের শেষ হইতে আমার 'ছহো'[৭] ও 'বাকা'র'[৮] জগৎ আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশিষ্ট 'বাকা' প্রাপ্ত হইতেছি।

হজরত শায়েখ মহীউদ্দিন কোদ্দেছাছেররুহুর বর্ণিত তাজাল্লীয়ে জাতী হইতেই উল্লিখিত ছয়েরের প্রারম্ভ। কখনও বা সংজ্ঞা প্রদান করেন, আবার অজ্ঞানতায় লইয়া যান। অবতরণ ও আরোহণ কালে নানা প্রকারের আশ্চর্য্য মারেফত প্রদান করিতেছেন। প্রত্যেক মাকামের 'বাকা'র উপযোগী 'খাছ এহ্‌ছান'[৯] এবং শুহুদ (আত্মীক দর্শন) প্রদানে ভূষিত করিতেছেন। রমজান মাসের ৬ষ্ঠ তারিখে এমন এক 'বাকা' এবং এহ্‌ছান লাভ করিলাম যে, তাহা আর কি আরজ করিব ! বুঝিলাম যে, আমার যোগ্যতার এই শেষ এবং সে

টীকা ঃ— ১। এছ্‌তেখারা=কার্য্যের ভালমন্দ ফলাফল জানিবার জন্য এক প্রকার আমল বিশেষ। ২। এনায়েত=অনুকম্পা। ৩। ফুয়ুজাত=ঐশিক বর্ষণ। ৪। সবজা=বৃক্ষলতা, পাতাগুলি যেন এক একটি জিহ্বার ন্যায়। ৫। হালত=অবস্থা। ৬। দেলেরী=নির্ভীকতা। ৭। 'ছহো'=সজ্ঞানতা। ৮। 'বাকা'=স্থায়ীত্ব লাভ। ৯। খাছ এহছান=আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানষ-চক্ষে দর্শন।

সময়ের অবস্থার উপযোগী মিলনও এস্থানে প্রাপ্ত হইলাম। জয্‌বা বা আকর্ষণ শেষ হইয়া জয্‌বার মাকামের উপযোগী 'ছয়ের ফিল্লাহ'[১] আরম্ভ হইল।

'ফানা'[২] যতই পূর্ণ হইবে তাহার 'বাকা' ততই পূর্ণ হইবে। যে পূর্ণ 'বাকা' লাভ করিবে তাহার অধিক জ্ঞান লাভ হইবে, এবং যাহার জ্ঞান অধিক, তাহার উপর শরীয়তের অনুরূপ এল্‌মসমূহ বর্ষিত হয়। যেহেতু পয়গাম্বর (আঃ)-গণ পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সমস্ত মারেফতের উদ্ভব হইয়াছে তাহাই শরীয়ত। তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত'[৩] ও 'ছেফাত'[৪] সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশ্বাস এবং আকিদার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বিরোধিতা করা ছোকর বা মত্ততামূলক।

ইদানীং যে সমস্ত মারেফত এ নগণ্যের প্রতি বর্ষিত হইতেছে, উহার অধিকাংশই শরীয়তের বিস্তারিত বর্ণনায় হইতেছে। দলিল দ্বারা প্রমাণকৃত এল্‌ম সমূহ কাশ্‌ফ বা দিব্যজ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সংক্ষিপ্ত বস্তুসমূহ বিস্তৃতভাবে উপলব্ধি হইতেছে। ভয় করিতেছি, শেষে বেয়াদবীর মধ্যে পতিত না হই।

পাইয়াছি ভাগ্যে আমি অনন্তের দান,
অনন্ত বর্ণনা এর— নাই অবসান।

বান্দাদিগের স্বীয় মর্য্যাদা জ্ঞান থাকা একান্ত উচিৎ, যেন সীমা অতিক্রম না করে।

৩ মকতুব

আপন পীরের নিকট লিখিতেছেন।

নিবেদন এই যে, এথাকার ও তথাকার বন্ধুগণ সকলে একই মাকামে আবদ্ধ আছেন। তথা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করা সু-কঠিন। উক্ত মাকামের উপযোগী ক্ষমতা নিজের মধ্যে পাইতেছি না।

হুজুরের তাওয়াজ্জোহের[৫] বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন উন্নতি প্রদান করেন। এ নগণ্যের জ্ঞাতির মধ্যে একব্যক্তি উক্ত মাকাম হইতে অগ্রসর হইয়া তাজাল্লীয়ে[৬] জাতী

টীকা ঃ— ১। ছয়ের ফিল্লাহ্‌=আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলী সমূহের মধ্যে ভ্রমণ। ২। ফানা=নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়া। ৩। জাত=স্বয়ং আল্লাহতায়ালা বা তাঁহার ব্যক্তিত্ব। ৪। ছেফাত=আল্লাহতায়ালার গুণ সমূহ। ৫। তাওয়াজ্জোহ=আত্মীক লক্ষ্য। ৬। তাজাল্লী=আবির্ভাব-কোন বস্তুর দ্বিতীয় স্থানে আবির্ভাব হওয়া।

পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহার অবস্থা অতীব সুন্দর ; সে যেন নগণ্যের পদে পদে চলিতেছে। অন্য সকলের প্রতিও এইরূপ আশা রাখি।

তথাকার কতিপয় ভ্রাতা মোকাররাবীন[১] গণের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহারা আবরারগণের[২] সহিত সম্বন্ধ রাখেন; ফলকথা তাঁহারা যে বিশ্বাস লাভ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। উহাদিগকে তদ্রূপ আদেশ করাই ভাল।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তরে সৃষ্টি বিধাতার—
যে জনের কার্য্য যাহা, মনঃপুত তার।

তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না ; যেহেতু আপনার নিকট উহা গোপন থাকিবে না। আর অধিক কি লিখিব ! আরজ পত্র লিখা কালীন মীর ছঈদ শাহ্‌ হোছেন স্বীয় তন্ময়তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, প্রকাণ্ড একটি বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তিনি গিয়াছেন। উহাকে হয়রানীর[৩] দরজা বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। নিজেকে এবং আপনাকে [হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ (রাঃ) কে] তথায় দেখিতে পাইয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করিতে যতই চেষ্টা করিলেন— পারিলেন না, পা উঠিল না।

৪ মকতুব

ইহাও তাঁহার পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, অনেক দিন হইতে হুজুরের দরবার শরীফের কোনই পত্রাদি পাইতেছি না, পথ-পানে তাকাইয়া আছি, রমজান মাস সমাগত, উহা মোবারক[৪] হউক।

কোরআন মজিদ জাতী[৫] ও শূয়ুনী[৬], পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি এবং মূল-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ; কোনও প্রতিবিম্বের তথায় অবকাশ নাই এবং (হকীকতে[৭] মোহাম্মাদী যাহাকে) প্রথম যোগ্যতা (বলা হয় তাহা) উহারই প্রতিবিম্ব, উক্ত কোরআন মজিদের সহিত মোবারক মাহে রমজানের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এইহেতু উক্ত মাসে কোরআন শরীফ

টীকা ঃ— ১। মোকার্‌রাবীন=আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভকারীগণ। ২। আব্‌রার=নেককার যাহারা নৈকট্য লাভ হইতে বঞ্চিত। ৩। হয়রানী=অস্থিরতা আল্লাহ্‌র বিচ্ছেদ হেতু কিংবা কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অস্থির থাকা। ৪। মোবারক=মঙ্গলময় ও প্রচুর অনুকম্পাযুক্ত। ৫। জাতী=জাতবাচক, যাহা গুণবাচক নহে। ৬। শূয়ুনী=শানবাচক, শান অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত বা গুণাবলীর মূলবস্তু। ৭। হাকীকত=প্রকৃত-তত্ত্ব।

অবতীর্ণ হইয়াছে। (আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন), "রমজান এমন একটি মাস যাহাতে 'কোরআন' নাজেল করা হইয়াছে।" উল্লিখিত কথার ইহাই বিশিষ্ট প্রমাণ ; সুতরাং উক্ত মাস যাবতীয় খায়ের[১] ও বরকত[২] সম্পন্ন (মহাসাগর তুল্য)। বৎসর কাল ধরিয়া যাহাকে যেকোনও বরকত যে কোন ভাবে প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা যেন উক্ত অনন্ত মহাসাগরের একবিন্দু মাত্র। এই রমজান মাস শান্তির সহিত অতিবাহিত হইলে সমস্ত বৎসর শান্তির সহিত অতিবাহিত হইবে, এবং অশান্তির সহিত অতিবাহিত হইলে বৎসর ধরিয়া অশান্তির সহিত কাটাইতে হইবে। অতএব ইহা যাহার উপর প্রফুল্ল চিত্তে অতিবাহিত হইবে, তাহার জন্য সুসংবাদ। অন্যথায় সে বরবাদ এবং বরকত হইতে বঞ্চিত হইবে।

উক্ত মাসে কোরআন শরীফ খতম করা যে ছুন্নত তাহাও এইরূপ কারণেই হইবে। উক্ত ব্যক্তি যেন মৌলিক এবং প্রতিবিম্ব সম্ভূত উভয়বিধ বরকত প্রাপ্ত হয়। এই মাসে কোরআন শরীফ খতম করিতে পারিলে ইহার বরকতাদি হইতে সে যে বঞ্চিত হইবে না, তাহা আশা করা যায়। উক্ত মাসের দিন এবং রাত্রিগুলি বিভিন্ন বরকতযুক্ত। এই জন্যই বোধ হয়, অবিলম্বে এফ্‌তার[৩] করা এবং বিলম্বে ছেহ্‌রী[৪] খাওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে— যেন উভয়বিধ বরকত পৃথক থাকে।

পূর্ব্ব বর্ণিত প্রথম যোগ্যতা যাহা হকীকতে মোহাম্মদী তাহা কেহ কেহ যেরূপ বলিয়াছেন তদ্রূপ সমস্ত ছেফাতের সংস্পর্শে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাক হইতে যে যোগ্যতা আসিয়াছে তাহা নহে, বরং জাতী ও শূয়ুনী যাবতীয় পূর্ণতা সমূহের সহিত যে এল্‌মের সম্বন্ধ আছে সেই এল্‌মের এ'তেবার (অনুমান) যে যোগ্যতা তাহাই, যাহা কোরআন মজিদের হকীকতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত' ও 'ছেফাত' সমূহের মধ্যস্থলে যে কাবিলিয়াতে-এত্তেছাফ্[৫] বা অভিন্নত্ব যোগ্যতা অবস্থিত আছে, যাহা ছেফাত সমূহের মাকামের উপযোগী তাহা অন্যান্য পয়গাম্বরগণের হকীকত। উহারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিভিন্ন হকীকত স্বরূপ হইয়াছে। যে যোগ্যতাকে হকীকতে মোহাম্মদী বলা হয়, তাহা যদিও প্রতিবিম্বস্থিত, তথাপি ছেফাত বা গুণসমূহের রঙ্গে রঞ্জিত নহে এবং উহা ব্যবধান, রহিত।

টীকা ঃ— ১। খায়ের=উৎকর্ষতা।
২। বরকত=আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য।
৩। এফ্‌তার=রোজাদারগণের সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আহার।
৪। ছেহ্‌রী=রোজার নিয়তে শেষ রাত্রে খানা খাওয়া।
৫। কাবিলিয়াতে-এত্তেছাফ্=সোহহং যোগ্যতা বা একত্রিতির যোগ্যতা।

আল্লাহ্‌তায়ালার এ'তেবারে এল্‌ম[১] যাহা উক্ত গুণাবলীর কতিপয় গুণের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা 'মোহাম্মদীয়াল মশরবগণের'[২] হকীকত। উল্লিখিত হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর যোগ্যতা— আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাক এবং উক্ত বিভিন্ন যোগ্যতা সমূহের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ ; উক্ত যোগ্যতা সমূহ আংশিক, যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী পর্য্যন্ত তাঁহার [নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর যোগ্যতার অবতরণের] পথ আছে এবং উক্ত গুণাবলীর উন্নতি উক্ত যোগ্যতা পর্য্যন্তই শেষ। অতএব তাহাকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

"কাবিলিয়াতে-এত্তেছাফ্" বা অভিন্নত্ব যোগ্যতা কখনও অপসারিত হইবে না বলিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, হকীকতে মোহাম্মদী[৩] (দঃ) সর্ব্বদাই ব্যবধান স্বরূপ, নতুবা উক্ত কাবিলিয়াতে মোহাম্মদী[৪] (দঃ) যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাকে এ'তেবার বা অনুমেয় মাত্র, তাহা দৃষ্টি হইতে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব, বরং উঠিয়াই যায়।

উক্ত কাবিলিয়াতে-এত্তেছাফ্ যদিও অনুমান কৃত তথাপি মধ্যস্থতা হিসাবে 'ছেফাত' যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের উপর অতিরিক্ত অস্তিত্ববান এবং যাহা অপসারিত হওয়া অসম্ভব তাহারই রঙ্গে-রঞ্জিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বদাই উহা ব্যবধান আছে বলিয়া ছাবেত[৫] করেন।

এইরূপ প্রকৃত ও প্রতিবিম্ব সমষ্টি-জাত বহু প্রকারের এল্‌ম আমার প্রতি বর্ষিত হইতেছে। তাহার অধিকাংশই পত্র খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কোতবিয়াতের[৬] মাকাম, জেল্ল[৭] সম্ভূত সূক্ষ্মতর এল্‌ম সমূহের মাকাম এবং ফরদিয়াতের[৮] মর্ত্তবা[৯] আছলের[১০] বৃত্তের মারেফত[১১] সমূহের অবতরণের মাধ্যমস্বরূপ। এই দুই দৌলত একত্রিত না হইলে

টীকা ঃ— ১। এ'তেবারে এল্‌ম=অনুমান-বিশ্বের এল্‌ম, যাহা এল্‌ম গুণের উৰ্দ্ধস্তরে অবস্থিত। ২। মোহাম্মদীয়াল মশরব=ঐসকল ব্যক্তিকে বলা হয় যাহাদের উৎপত্তি স্থান হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উৎপত্তিস্থানের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখে, অথবা যে এছ্‌ম হইতে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উৎপত্তি, সেই এছেমের প্রতিবিম্ব হইতে উক্ত ব্যক্তিরও উৎপত্তি। ৩। হকীকতে মোহাম্মদী=হজরত নবীয়ে-করীম (দঃ)-এর প্রকৃত তত্ত্ব বা উৎপত্তি স্থান। ৪। কাবিলিয়াতে মোহাম্মদী=হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যে-যোগ্যতা হইতে পয়দা হইয়াছেন তাহা। ৫। ছাবেত=প্রমাণ। ৬। কোতবিয়াত=কোত্‌বের অর্থ-কেন্দ্র, কোতব হওয়া ; কোতব পদ-বিশেষ, যাহার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। ৭। জেল্ল=প্রতিবিম্ব। ৮। ফরদিয়াত=এক হওয়া, ইহাও একটি পদ বিশেষ ; ইহার বহুবচন— আফ্‌রাদ। ৯। মর্ত্তবা=স্তর। ১০। আছল=প্রকৃত। ১১। মারেফত=পরিচয় লাভের জ্ঞান।

ইহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হইবে না। এইজন্য কতিপয় মাশায়েখ প্রথম কাবিলিয়াত— যাহাকে প্রথম তা-আইয়ুনও বলা হয়, আল্লাহ্তায়ালার জাত-পাক হইতে অতিরিক্ত মনে করেন না এবং উক্ত কাবিলিয়াতের দর্শনকেই তাজাল্লীয়ে জাতীর দর্শন ধারণা করেন। প্রকৃত কথা আমি যাহা লিখিলাম তাহাই, আল্লাহ্পাক হক বস্তুকে ঠিক রাখেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। আপনি যে রেছালা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে পারি নাই ; খসড়াগুলি পড়িয়া আছে, বিলম্ব হওয়াতে আল্লাহ্তায়ালার যে কি হেকমত[১] আছে, তাহা তিনিই জানেন, আর অধিক লিখা আদবের বাহিরে।

৫ মকতুব

খাজা বোরহান উদ্দিনের সুপারিশে স্বীয় পীর কেব্লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, হজরতে খাজাগানে নক্শবন্দীয়ার (রাঃ) তরীকতের বর্ণনা সম্বন্ধে যে রেছালা[২] লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। উহা এখনও খসড়ায় আছে। খাজা বোরহান তাড়াতাড়ি যাইতেছিলেন বলিয়া পরিস্কার করিয়া দিতে পারি নাই, উহার সহিত আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত হওয়া সম্ভব।

একদিন "রেছালায়ে ছেলছেলাতোল্ আহ্রার" দেখিয়া মনে হইল যে, আপনার খেদমতে আরজ করি যে, আপনি উক্ত বিষয় কিছু লিখুন কিম্বা এ ফকীরকে আদেশ দিন যে লিখি, এইরূপ ইচ্ছা অত্যধিক প্রবল হইল। ইতিমধ্যে উক্ত মোসাবিদার কতিপয় এল্ম প্রকাশ হইতে লাগিল। মোট কথা উক্ত রেছালার কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে প্রকাশ হইল। এখন যদি উক্ত মোসাবিদাকেই ঐ রেছালার উপসংহার করা যায়, তাহাও চলিতে পারে। অথবা উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া উক্ত রেছালার সহিত যোগ করা হয়, তাহাও হইতে পারে।

অতিরিক্ত লিখা আদবের গণ্ডীর বাহিরে। খাজা বোরহান ইতিমধ্যে বেশ কাজ করিয়াছেন, তৃতীয় ছয়ের[৩] যাহা জজ্বার[৪] মাকামের উপযোগী তাহাও তিনি পাইয়াছেন। অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় তাহার মন বিচলিত ; অতএব আপনার খেদমতে পাঠাইলাম, যাহাই আদেশ করিবেন, তাহাই মোবারক হইবে।

টীকা ঃ— ১। হেকমত=কৌশল। ২। রেছালা=পুস্তিকা। ৩। ছয়ের=ভ্রমণ। ৪। জজ্বা=আত্মীক আকর্ষণ।

৬ মকতুব

ইহাও স্বীয় পীর কেব্লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্মদের নিবেদন এই যে, হুজুরের তাওয়াজ্জোহে-আলীর বরকতে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জয্বা, ছুলুক[১] উভয়বিধ পথে পরিচালিত করিতেছেন এবং জালাল[২] ও জামাল[৩] উভয় ছেফত দ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন। ইদানীং জামাল যেন জালাল স্বরূপ এবং জালালই যেন জামাল তুল্য হইয়াছে।

রেছালায়ে কুদ্ছিয়ার কতিপয় হাসিয়াতে[৪] উল্লিখিত বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ না লইয়া কাল্পনিক অর্থ করিয়াছে। কিন্তু উহার বাহ্যিক অর্থই গ্রহণীয়। মনগড়া অর্থ করার মত কথা নহে।

বর্ণিত প্রকারে যে আমি প্রতিপালিত— আমার মহব্বতে জাতী বা প্রাণাপেক্ষা আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসাই তাহার একমাত্র চিহ্ন। এই ভালবাসা ব্যতীত উহা সম্ভবপর নহে। মহব্বতে জাতী বা প্রকৃত প্রেম 'ফানার' চিহ্ন। 'ফানা' আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত সর্ব্ব বস্তুর বিস্মৃতিকে বলা হয়। অতএব যে পর্য্যন্ত না অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্ব প্রকার এল্ম বিদূরিত হইয়া অজ্ঞানতায় পরিণত হয়, সে পর্য্যন্ত 'ফানার' কিছুই পাইবে না। এই মাকামের অস্থিরতা ও অজ্ঞানতা স্থায়ী ; অপসারিত হইবার নহে। ইহা কখনও বা আছে, কখনও বা নাই, এরূপ নহে। ফলকথা 'বাকা' লাভের পূর্ব্বে শুধু অজ্ঞানতাই থাকে। 'বাকা' লাভের পর জাহালাত[৫] ও এল্ম উভয়ে তাহার মধ্যে সম্মিলিত হয়। যেন সে অজ্ঞতার মধ্যেও জ্ঞানময় এবং অস্থিরতার মধ্যেও হুজুরী[৬] সম্পন্ন ; ইহা হককুল একীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের স্থান ; এল্মুল একীন[৭] ও আইনুল একীন[৮] পরস্পর পরস্পরের ব্যবধান নহে। এই জাহালাত বা অজ্ঞানতার পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ইহা সত্ত্বেও যদি এল্ম লাভ হয়, তবে নিজের মধ্যে হইয়া থাকে এবং যদি শুহুদ বা দর্শন কিংবা মারেফত অথবা হায়রত[৯] লক্ষিত হয়, তাহাও নিজের মধ্যেই হয়। যে পর্য্যন্ত বাহ্য জগতে দৃষ্টি আছে, যদিও কিছুটা নিজের মধ্যে থাকে তথাপি সে 'ফানা' হইতে বঞ্চিত। বহির্জ্জগত হইতে পূর্ণরূপে দৃষ্টি কর্তিত হওয়া উচিত।

টীকা ঃ— ১। ছুলুক=আত্মীক গমন। ২। জালাল=রোশজাত উচ্চতা। ৩। জামাল=স্নেহজাত সৌন্দর্য্য। ৪। হাসিয়া=টীকা। ৫। জাহালাত=মূঢ়তা। ৬। হুজুরী=আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে উপস্থিতি। ৭। এল্মুন একীন=জানিয়া-বিশ্বাস। ৮। আইনুল একীন=প্রত্যক্ষ-বিশ্বাস। ৯। হায়রত=হয়রানী।

হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহু ফরমাইয়াছেন যে, 'ফানা' ও 'বাকা' প্রাপ্তির পর অলী-আল্লাহ্‌গণ যাহাই অবলোকন করেন এবং যাহাই পরিচয় লাভ করেন, তাহা নিজেরই মধ্যে। তাঁহাদের হয়রানী স্বীয় দেহের মধ্যেই, একথার দ্বারাও প্রকাশ্য বুঝা যাইতেছে যে, শুহুদ, মারেফত এবং হায়রত যাহা কিছু হউক সবই তাহার নফ্‌ছের[১] মধ্যে। নফ্‌ছের বাহিরে ইহাদের কোন একটিও নাই।

এই ত্রিবিধ অবস্থা নিজের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যদি ইহাদের কোনটির কিছুমাত্র বাহির জগতে থাকে, তবে সে 'ফানা' লাভ করিতে পারিবে না। তাহার আবার 'বাকা' কি করিয়া হইবে ! 'ফানা' ও 'বাকার' মধ্যে ইহাই শেষ মর্ত্তবা। ইহা সাধারণ 'ফানা' ; এবং সাধারণ 'ফানা' ব্যাপক হইয়া থাকে। যাহার যে পরিমাণ 'ফানা' হইবে, তাহার সেই অনুপাতে 'বাকা' হইয়া যায়। এই হেতু কোন কোন অলী-আল্লাহ্‌ 'ফানা'-'বাকা' প্রাপ্তির পরেও বহির্জ্জগতে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের নেছ্‌বত বা সম্বন্ধ সর্বোচ্চ।

রাখিলে মুকুর[২] সে কি হ'বে সেকান্দার ?
শির মুণ্ডন করিলে কি হ'বে কালান্দার ?

যখন এই ছেলছেলার উচ্চ দরের অলীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহুদিন পর উক্ত নেছ্‌বত প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন, তখন অন্যান্য ছেলছেলার সাধারণ সাধকগণের কথা কি আর বলিব ! ইহা হজরত আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী কুদ্দেছাছেররুহুর নেছ্‌বত এবং নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহু ইহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন ও তাঁহার খলিফাবৃন্দের মধ্যে হজরত আলাউদ্দিন (রাজিঃ) এই দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"ইহা যে সৌভাগ্য, আছে কার যে ললাটে"?

আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বে যে বালা-মুছিবত আসিত তাহা আমার সন্তুষ্টির কারণ হইত এবং আরও বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতাম। পার্থিব আছবাবপত্রের[৩] অনিষ্ট হইলে উৎফুল্ল হইতাম, তদনুরূপ হওয়ার আরও আশা করিতাম। এখন যখন আলমে আছবাবে অবতরণ করাইয়াছেন এবং নিজের অক্ষমতা ও অন্যের মুখাপেক্ষীতার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন সামান্য ক্ষতি হইলেই হঠাৎ চিন্তার উদ্রেক হয়। অবশ্য উহা ক্ষনেক পরেই বিদূরিত হয় এবং কিছুই থাকে না। শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম যে, "আমার কাছে চাও", ইহা পালনার্থে-ই ইতিপূর্ব্বে দোওয়া করিতাম, বালা-মুছিবৎ দূর করনার্থে নহে। ইদানীং বালা দূর করনার্থেই দোওয়া করিয়া থাকি। ভয়, ভীতি, চিন্তা-গম্‌ কিছুই ছিল না ; এখন যেন তাহা আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম যে, উহা ছোকর বা মত্ততার জন্যই ছিল। যখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম, তখন সর্ব্বসাধারণের যেরূপ অক্ষমতা, মুখাপেক্ষীতা এবং

টীকা ঃ— ১। নফ্‌ছ=প্রবৃত্তি। ২। মুকুর=আরশি, দর্পণ। ৩। আছ্‌বাব= সরঞ্জাম।

ভয়, চিন্তা, দুঃখ, আনন্দ আমারও তদ্রূপ হইল। পূর্ব্বের দোওয়া, বালা দূর করণের জন্য ছিল না ; যদিও মনে তাহা ভাল লাগিত না, কিন্তু স্বীয় হালত বা অবস্থার চাপে পরাজিত ছিলাম। ভাবিতাম যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণ স্বীয় বাসনা পূরণার্থে কখনও দোওয়া করেন নাই। উপস্থিত যখন (আল্লাহ্‌পাক) এই হালত প্রদান করিয়াছেন এবং প্রকৃত বিষয়ের অবগতি দিয়াছেন তখন জানিলাম যে, পয়গাম্বর (আঃ)-গণের দোওয়া অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতা এবং ভয়-চিন্তার জন্যই ছিল। শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিপালনার্থে নহে। যে সমস্ত বিষয় যখন বুঝিতে পারিতেছি আদেশানুযায়ী মাঝে মাঝে তাহা লিখিতেছি। ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

৭ মকতুব

ইহাও স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদের আরজ এই যে, আরশের উপর যে মাকাম ছিল আরোহী অবস্থায় স্বীয় 'রূহ্‌'[১] কে তথায় পাইলাম। উক্ত মাকাম হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহুর সহিত বৈশিষ্ট্য রাখে।

কিছুদিন পর এই ভৌতিক দেহকেও উক্ত মাকামে পাইলাম, তখন আমার ধারণা হইল যে, ভৌতিক ও অন্তরীক্ষ জগৎ নিম্নে পতিত হইল এবং ইহার যেন কোনই চিহ্ন থাকিল না। তথায় কতিপয় আউলিয়া ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। এক্ষণে সমস্ত জগৎকে আমার সহিত একই মাকামে সম্মিলিত পাইতেছি। কাজেই বিচলিত হইলাম, কেননা তাহারা আমার সহিত সম্পর্ক বিহীন অথচ আমি তাহাদেরই সঙ্গী। ফলতঃ মাঝে মাঝে আমার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে নিজকেও পাইতাম না এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অন্যান্য কোন বস্তুকেও দেখিতাম না, জানিতাম না, এবং বুঝিতাম না।

ইদানীং, উক্ত হালত স্থায়ীভাবে চলিতেছে যেন, জগতের সৃষ্টি আমার জ্ঞান ও দৃষ্টির বাহিরে। তৎপর উক্ত মাকামে একটি অতি-উচ্চ গৃহ প্রকাশ পাইল, তথায় সোপান শ্রেণী অবস্থিত ছিল। আমিও সেখানে উপনীত হইলাম। পরে উহাও পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে নিম্নে চলিয়া গেল এবং নিজেকে প্রতি মুহূর্ত্তে আরোহী অবস্থায় পাইতেছিলাম। তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ পাঠ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে একটি উচ্চ মাকাম দৃষ্ট হইল। নক্‌শবন্দী বোজর্গ চতুষ্টয়কে[২] তথায় দেখিতে পাইলাম এবং ছাইয়েদে-তায়েফা[৩] ও তাঁহার মত আরও কতিপয় ব্যক্তি তথায় ছিলেন, কোন কোন মাশায়েখকে উক্ত মাকামের উপরিভাগে

টীকা ঃ—১। রূহ্‌=আত্মা। ২। অর্থাৎ— হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ), খাজা মোঃ পার্‌ছা (রাঃ), খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (রাঃ), খাজা ওবায়দুল্লাহ্‌ আহ্‌রার (রাঃ)। ৩। ছাইয়েদে তায়েফা=তৎকালীন দরবেশগণের ছরদার অর্থাৎ— জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ)।

দেখিলাম ; তাঁহারা উহার স্তম্ভ ধরিয়া বসিয়াছিলেন। কেহবা কিঞ্চিৎ নিম্নে ছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যেও কিছু তারতম্য ছিল, আমি নিজেকে উক্ত মাকাম হইতে বহুদূর নিম্নে পাইলাম ; উহার সহিত যেন আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই ঘটনার পর হইতে আমার অস্থিরতা এত বৃদ্ধি পাইল যে, পাগল প্রায় হইয়া গেলাম। অতিরিক্ত চিন্তা ও ক্ষোভ হেতু মনে হইত যে, স্বীয় দেহ শূন্য করি। কিছুদিন এইভাবে চলিল। অবশেষে আপনার পূত তাওয়াজ্জোহের ফলে আমার উক্ত মাকামের সহিত সম্পর্ক হইল। প্রথমে স্বীয় মস্তক উক্ত মাকামের সম্মুখীন পাইলাম, পরে ধীরে ধীরে উক্ত মাকামের উপর উঠিয়া উপবিষ্ট হইলাম। উহাতে মনোযোগী হওয়ার পর বুঝিলাম যে, উক্ত মাকাম অন্যকে পূর্ণরূপে পূর্ণত্ব প্রদানের মাকাম, যথায় সাধকগণ ছয়ের ছুলুক বা আত্মিক ভ্রমণ শেষ হওয়ার পর উপনীত হন। যে ব্যক্তি শুধু মজজুব অর্থাৎ আকর্ষিত এবং ছুলুক (আত্মীক ভ্রমণ) শেষ করে নাই, সে ব্যক্তি উক্ত মাকামের কিছুই লাভ করিতে পারে না। ইহাও বুঝিলাম যে, যে স্বপ্ন আপনার খেদমতে থাকাকালীন দেখিয়াছিলাম, হজরত আলী (রাঃ) আমাকে বলিলেন, "তোমাকে আছমান ও জমিনের এল্‌ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছি" ; এই মাকামে উপনীত হওয়া উহারই ফল। বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝিলাম যে, খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মধ্যে হজরত আলীর (রাঃ) এই মাকাম নিজস্ব । আল্লাহ্ পাক সর্ব্বজ্ঞ।

তৎপর দেখিতে পাইলাম যে, নিজের অসৎ চরিত্রাবলী প্রতিমুহূর্ত্তে যেন দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে। কখনও-বা সূত্রবৎ কখনও-বা ধুম্র-যথা বহির্গত হইতেছে। কখনও মনে হয় যে, সমস্তই বাহির হইয়া গিয়াছে। আবার দেখি যে, আরও কিছু বাহির হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ— কোন ব্যাধি বা বিপদ দূরীকরণার্থে যত্নবান হওয়ার পূর্ব্বে উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি আছে কি-না তাহা জানার চেষ্টা করা বা জানিয়া লওয়া শর্ত্ত কি-না ?

'রাশ্‌হাত' নামক পুস্তকে খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (রাঃ) হইতে যাহা নকল করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, উহা শর্ত্ত নহে। এরূপ কার্য্য যদিও আমার পছন্দনীয় নহে, তথাপি আপনি যেরূপ হুকুম করেন তাহাই শিরোধার্য্য।

তৃতীয়তঃ— তালেবগণ যখন হুজুরী লাভ করে, তাহার পর উহাদিগকে জেকের হইতে বিরত রাখিয়া উক্ত হুজুরীর স্থায়ীত্বের জন্য ধ্যানমগ্ন থাকিতে আদেশ করিতে হইবে কি-না ? এবং হুজুরীর কোন্ মর্ত্তবায় গেলে জেকের করিতে হইবে না ? কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিলাম যে, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত জেকের হইতে নিষিদ্ধ হন নাই ; অথচ তাঁহারা শেষ মাকামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি ? এবং এতদ্বিষয় হুজুরের আদেশ কি ?

চতুর্থতঃ— হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (রাঃ) স্বীয় পুস্তকে ফরমাইয়াছেন যে, "(তালেবগণকে) অবশেষে জেকের করিতে হুকুম করিবেন, কেননা কতিপয় উদ্দেশ্য আছে, যাহা উহা ব্যতীত হইবার নহে"। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

পঞ্চমতঃ— কতিপয় তালেব তরীকা শিক্ষা করিতে চায় কিন্তু তাহারা আহার্য্য বিষয় হালাল[1] হারামের[2] বিবেচনা করে না। এইরূপ পরহেজ না করিয়াও তাহাদের এক প্রকার হুজুরী ও তন্ময়তা হইয়া থাকে। উহাদিগকে হালাল-হারাম বিবেচনা করিতে তাকিদ করিলে আলস্য হেতু তরীকা ছাড়িয়া দেয়। ইহাদের সম্বন্ধে কি আদেশ ? আর কতিপয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা শুধু তরীকার সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিতে চান, কিন্তু জেকের ইত্যাদি শিক্ষা লন না। এইরূপ সম্পর্ক রাখা জায়েজ কি-না ? যদি জায়েজ হয়, তাহা কিভাবে করিতে হইবে ? অধিক বিরক্ত করা বেয়াদবী।

৮ মকতুব

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদের নিবেদন এই যে, যতদিন হইতে সজ্ঞানতা প্রদান করিয়াছেন এবং 'বাকা' দিয়াছেন, ততদিন হইতে— আশ্চর্য্য, কদাচিৎ পরিলক্ষিত ও নূতন নূতন এল্‌ম মারেফত সমূহ অনবরত বর্ষিত হইতেছে। তাহার অধিকাংশই ছুফীগণের বর্ণনা এবং পরিভাষার অনুকূল নহে। তাহারা যে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ[3] বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমার প্রথম অবস্থায় ঘটিয়াছিল। সর্ব্ববিধ বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব পাইতাম। তথা হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া লইলেন।

ইহার মধ্যে বহু প্রকারের এল্‌ম প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু ছুফীগণের বাক্য দ্বারা উক্ত মাকামের মারেফত বা রহস্যের প্রকাশ্য প্রমাণ কিছুই পাইলাম না। মাত্র কাহারও কাহারও কথায় কিছু ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাহ্যিক শরীয়ত ও ছুন্নত জামাতের মতের অনুকূলতাই উহার সত্যতার বিশ্বস্ত প্রমাণ। উহা বাহ্যিক শরীয়তের সহিত কোন বিষয় মোখালাফাৎ (বিরোধিতা) রাখে না এবং দার্শনিকগণের মতের মোটেই অনুকূল নহে। বরং ইছলামের মধ্যেও যাহারা ছুন্নত জামাতের প্রতিকূল তাহাদের কানুনেরও অনুকূল নহে।

"এস্তেতায়াত মা-আল্-ফেল" অর্থাৎ কার্য্যের সহিত শক্তি প্রদান গুণ, আমার প্রতি প্রকাশিত হইল। বুঝিলাম যে, কার্য্যে রত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও কোন শক্তি থাকে না, কার্য্যকালেই আল্লাহ্‌তা'য়ালা শক্তি দিয়া থাকেন। অঙ্গ-প্রতঙ্গের সুস্থতাই দায়ীত্ব

টীকা ঃ—১। হালাল=বিধেয়। ২। হারাম=অবিধেয়। ৩। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ=একত্ববাদ (সর্ব্বেশ্বর বাদ)।

প্রাপ্তির কারণ। ইহাই ছুন্নত জামাতের আলেমগণের অভিমত। এই মাকামে হজরত খাজা নক্শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহু ছিলেন। আমিও তাঁহার পদে পদে অনুগামী ছিলাম। হজরত খাজা আলাউদ্দিন (রাঃ)-এরও এই মাকামের হেচ্ছা আছে এবং এই ছেলছেলার বোজর্গগণের মধ্যে হজরত আবদুল খালেক কুদ্দেছাছেররুহু ও পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণদের মধ্যে হজরত মারুফ কারখী, ঈমাম দাউদ ত্বায়ী, হাছান বছরী এবং হাবীব আজমী (রাঃ) ছিলেন। পূর্ণ দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতা উল্লিখিত (মাকাম এবং এল্‌ম ও মারেফত) পূর্ণতা সমূহের ফল স্বরূপ।

যতদিন পর্দ্দার আড়ালে ছিল ততদিন পর্দ্দা উঠানের চেষ্টা ও তদবীর চলিত। ইদানীং পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ার পর তাঁহার (আল্লাহ্‌র) বোজর্গীই তাঁহার পর্দ্দা স্বরূপ, ইহা উঠিবার নয়। অতএব কোন প্রকার তদবীর ও চিকিৎসার আর অবকাশ নাই এবং ইহার যেন আর কোন ওঝা ও বৈদ্য নাই। অপরত্ব এবং দূরবর্ত্তীতাকেই তথায় বোধ হয় মিল ও মিলন বলা হইয়া থাকে। হায় ! হায় ! ইউছুফ-জোলায়খার কথার মতই বুঝি হইল।

প্রিয়সী জনের তরে বাজিছে ঢোলক,
বায়েনের[১] ভাগ্যে শুধু পটহের[২] ত্বক।
দর্শন কোথায় ও দর্শক কে ? এবং পরিদৃষ্টই বা কোন্‌জন ?
কি-করি সৃষ্টিকে তিনি দেখাবে বদন !

মৃত্তিকার সহিত পালনকর্ত্তার কি আর তুলনা হইবে ! নিজেকে ও নিখিল বিশ্বকে ক্ষমতাহীন সৃষ্ট পদার্থ দেখিতেছি এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা জানিতেছি। স্রষ্টা ও সৃষ্টজীব সম্বন্ধ ছাড়া আল্লাহ্‌তায়ালা ও নিজের মধ্যে আর কোনই সম্বন্ধ দেখিতেছি না। একত্ব প্রাপ্তির ও দর্পণবৎ হওয়ার অবসর কোথায় ?

কিসের মুকুরে রূপ দেখাবে সে-জন ?

আহ্‌লে ছুন্নত জামাতের আলেমগণ যদিও অনেক আমলে ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকেন, তথাপি আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-ছেফাতের প্রতি তাহাদের যথাযথ বিশ্বাস আছে। উক্ত বিশ্বাসের উজ্জ্বলতায় তাহাদের ত্রুটি সমূহ নীস্ত-নাবুদ[৩] প্রায় দেখিতেছি। ছুফীগণের মধ্যে অনেকের কঠোর ব্রত পালন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ছেফাতে উক্ত রূপ বিশ্বাস ঠিক না থাকার দরুন উল্লিখিত সৌন্দর্য্য তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না।

আলেম এবং তালেবে-এল্‌মদের সহিত আমার এত অধিক মহব্বত হইয়াছে যে তাহাদের চাল-চলন, কার্য্যকলাপ আমার কাছে অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয় এবং আমিও তাহাদের দলভুক্ত হইবার আশা রাখি। 'তাল্‌বীহ্' নামক পুস্তকের ভূমিকা চতুষ্টয় ছাত্র-জীবন হইতেই আলোচনা করিতাম। ফেকাহ্‌র 'হেদায়া' নামক কেতাবও পড়িতাম। আল্লাহ্‌তায়ালা যে সর্ব্ব বস্তুর সঙ্গে আছেন এবং তিনি এল্‌ম কর্ত্তৃক সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টন

টীকা ঃ—১। বায়েন=বাদ্যকর। ২। পটহ=ঢোলক। ৩। নীস্তনাবুদ=নিশ্চিহ্ন।

করিয়া আছেন, জাহেরী আলেমগণের সহিত এ বিষয় আমার মত এক। এইরূপ আল্লাহ্ ও জগত যে এক-বস্তু নহে এবং জগতের সাথে সম্মিলিত নহে বা জগত হইতে বিভিন্নও নহে কিংবা জগতের সঙ্গে, অথবা পৃথক, বা বেষ্টনকারী, অথবা ইহার মধ্যে প্রবেশকারীও যে নহে, তাহা আমার পূর্ণ বিশ্বাস।

জগতের সর্ব্ববিধ বস্তু ও তাহাদের গুণাবলী ও কার্য্যাদি সকলেই আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্ট। আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীই যে অবিকল ইহাদের গুণ এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ যে ইহাদের কার্য্য তাহা নহে। আমার বিশ্বাস যে ইহাদের কার্য্য-শক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কুদ্‌রত গুণের পোষকতা মাত্র। ইহাদের কুদরত বা ক্ষমতার কোনই শক্তি সামর্থ্য নাই। বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনাকারী আলেমগণের ইহাই অভিমত। তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সাত ছেফাতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন ও তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলিয়া জানেন, তিনি কুদ্‌রত বা শক্তিকে ইচ্ছা করিলে প্রয়োগ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে প্রয়োগ নাও করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

দার্শনিকগণের অনুরূপ ইঁহাদের মত নহে, তাহারা বলে, "যদি চায় করিবে, যদি না চায় না করিবে, কিন্তু না চাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব অবশ্যই করিতে হইবে"। তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন। ইহা কোন কোন ছূফী ও দার্শনিকগণের মত।

ক্বাজা ও তকদীরের[১] বিষয় আমার বিশ্বাসও তাঁহাদের অনুরূপ। ইচ্ছাময় মালিক স্বীয় রাজ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। যোগ্যতা থাকিলে যে তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহাতেও বাধ্যতা অনিবার্য্য হয়, আল্লাহ্-ছোবহানাহু— "খোদ্ মোখ্‌তার" (ইচ্ছাময়) যাহাই চাহেন, তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ সর্ব্ব বিষয় আমার মত তাঁহাদের অনুকূল।

স্বীয় অবস্থা আরজ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্লজ্জের মত অনেক কিছু লিখিলাম। দাসগণের স্বীয় মর্য্যাদার ক্রম-জ্ঞান থাকা উচিত।

৯ মকতুব

স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট আরজ করিতেছেন।

নিবেদন এই যে— ভাগ্যহারা কলঙ্কী, অপরাধী, দুশ্চরিত্র, স্বকীয় অবস্থায় গর্ব্বিত, আল্লাহ্-মিলন ও পূর্ণতা লাভের প্রবঞ্চনায় পতিত, প্রভুর অবাধ্যতা ও দৃঢ় সংকল্প যুক্ত

টীকা ঃ—১। ক্বাজা ও তকদীর=অদৃষ্ট লিপি।

কার্য্য ও উৎকৃষ্টতম আমল হইতে বিরত থাকাই যাহার কার্য্য এবং মানুষের দর্শনীয় স্থান সুসজ্জিত করতঃ স্রষ্টার দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থান কলুষিত করিয়া বহির্দেহ সজ্জিত এবং অন্তর্জগতকে অপদস্থ করিয়া রাখা যাহার স্বভাব, আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহার বাক্যের অনুকূল নহে, তাহার হালত শুধু ধারণার উপর চালিত ; এইরূপ কাল্পনিক স্বপ্ন দ্বারা তাহার কি লাভ হইবে ও এইরূপ বাক্য ও অবস্থা দ্বারা সে কি পাইবে ? দূরদৃষ্ট ও সর্ব্বনাশই যাহার সম্পদ এবং বোকামী ও গোমরাহীই যাহার সম্বল, সে যে সর্ব্ববিধ পাপ, জুলুম এবং বিনষ্টি ও দুষ্কৃতির মূল, সে যেন একটি দোষময় দেহ, এবং পাপের পিণ্ড, তাহার সৎকার্য্য সমূহ অভিশাপের যোগ্য ও তাহার নেকী সমূহ উপেক্ষার উপযুক্ত। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "অনেক কোরআন পাঠকারীকে কোরআন অভিশাপ করে"। এ-কথা যেন উহার প্রতি প্রযোজ্য, আরও তিনি বলিয়াছেন, "অনেক রোজাদারের রোজা হইতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যতীত কোনই পূণ্য লাভ হয় না"। ইহা উহারই যেন সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ। উল্লিখিত হাল, মর্ত্তবা ও পূর্ণতা এবং পদবিশিষ্ট যে ব্যক্তি, তাহার সর্ব্বনাশ। উহার ক্ষমা প্রার্থনাও অন্যান্য গুনাহের মত ; বরং ততোধিক শক্ত গোনাহ এবং উহার তওবাও যেন পাপ ; বরং আরো অপকৃষ্টতর। নিকৃষ্টব্যক্তি যাহাই করে তাহাই নিকৃষ্ট।

যব্ কি করিতে পারে গম উৎপাদন,
গোধুম হ'তে কি যব হয় কদাচন ?

তাহার ব্যাধি যে স্বভাব জাত তাই তাহা অচিকিৎসনীয় এবং তাহার রোগ জন্মগত, তাই উহা অপ্রতিকরণীয়। যাহা জন্মগত তাহা অবিচ্যুত।

হাবশীর কালিমা কভু যাবে না-কো আর,
জন্মগত রং উহা, নিজস্ব তাহার।

কি করা যায়। আল্লাহ্-পাক ফরমাইতেছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, তাহারাই নিজের নফ্ছের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে"। হাঁ, অবশ্য খাঁটি উৎকৃষ্ট বস্তুর জন্য খাঁটি নিকৃষ্ট বস্তু আবশ্যক, তবেই উহার তথ্য প্রকাশ পাইবে, যেহেতু বিপরীত বস্তু দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সদ্‌গুণ সমূহ তথায় (আল্লাহ্তায়ালার জাত-পাকে) রাশীকৃত ছিল। নিকৃষ্ট অসৎবস্তু সমূহ আবশ্যক। সৌন্দর্য্য অবলোকনের জন্য দর্পণ দরকার এবং দর্পণ বিপরীত পার্শ্বে হওয়া উচিত। অতএব শ্রেষ্ঠতার জন্য অপকৃষ্টতা এবং পূর্ণতার জন্য বিনষ্টি দর্পণবৎ হইল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যাহার মধ্যে নিকৃষ্টতা ও বিনষ্টিগুণ অধিক, তাহার মধ্যেই আল্লাহ্তায়ালার খয়ের[১] ও কামালের[২] আবির্ভাব অধিক হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দূর্নামই তাহার শ্রেষ্ঠ সুনাম এবং এই নিকৃষ্টতাই যেন তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বরূপ হইল।

টীকা ঃ— ১। খয়ের=উৎকর্ষ। ২। কামাল=পূর্ণতা।

উক্ত হালত 'আব্‌দিয়াত' বা দাসত্বের মাকামে পূর্ণভাবে হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত মাকাম সর্ব্ববিধ মাকাম হইতে উচ্চতম। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় প্রিয় ব্যক্তিগণকেই এই মাকাম প্রদান করিয়া থাকেন। প্রেমিক শুধু আল্লাহ্র আত্মীক দর্শনের লজ্জতে তন্ময় আছেন।

এবাদত বন্দেগীতে লজ্জত ও তাহাতে আকৃষ্ট হওয়া, মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তিগণের জন্য বিশিষ্ট। দর্শন প্রেমিকগণের আকাঙ্ক্ষিত এবং দাসত্ব প্রেয়সীগণের মনপুতঃ। মাহবুবগণের ইহা (বন্দেগী) বাঞ্ছিত বলিয়া এই (নিজেকে নিকৃষ্ট দর্শনের) সৌভাগ্য দিয়া তাহাদিগকে ছরফরাজ করিয়া থাকেন। এই মাকামের শীর্ষস্থানীয় এবং এই ময়দানের শাহ্-ছওয়ার ও অগ্রগামী দো'জাহানের ছরদার ছাইয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন হাবীবে রাব্বিল আলামীন (দঃ)। আল্লাহ্তায়ালা যদি অন্য কাহাকেও অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত দৌলত প্রদান করিতে চান, তবে তাহাকে ছারওয়ারে কায়েনাত (দঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করিবার সুযোগ প্রদান করতঃ তাঁহারই অছিলায় এই উচ্চ মাকাম দিয়া থাকেন। "ইহা আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

খারাবী ও নিকৃষ্টতা (যাহা কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তথায় জ্ঞানদ্বারা অনুভূত মাত্র, তাহার সহিত (এরূপ) সম্মিলিত নহে, (যে তথায় উহাদের অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (প্রকৃত পক্ষে) উক্ত ব্যক্তি (পূর্ণ-ভাবে) আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান। তাহার উক্তরূপ ধারণাও যে, তাহার চরিত্র সংশোধনের ফল, (তাহা বলাই বাহুল্য)। যেহেতু তথায় নিকৃষ্টতার কোনই অবকাশ নাই, শুধু জ্ঞানের সম্বন্ধ মাত্র। (তাহারা যে) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যময় জাত (আল্লাহ্তায়ালা)-কে পূর্ণরূপে অবলোকন করেন, তাই তাঁহার সম্মুখে সকলকেই নিকৃষ্টতর দেখিয়া থাকেন।

নফ্ছ মোৎমায়েন্না[১] হইয়া যখন অবতরণ করে তখন এই অবস্থা হাছেল হইয়া থাকে। ইহা স্মরণীয়, যে-পর্য্যন্ত নিজেকে ভূ-লুন্ঠিত করিবে না এবং উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইবে না, সে-পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভূর পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে ; অতএব যে ব্যক্তি নিজেকেই আল্লাহ্ মনে করে এবং স্বীয় গুণাবলীই আল্লাহ্র গুণাবলী ধারণা করে, সে বঞ্চিত হইবে না কেন ? আল্লাহ্পাক ইহা হইতে অতি উচ্চ, ইহা যে তাঁহার এছেম ছেফাতের বিষয় বে-দীনী[২] করা হয় ! এরূপ কথা যাহারা বলিয়া থাকে তাহারা আল্লাহ্র বাণী— "এবং যাহারা আল্লাহ্র এছ্‌ম সমূহে বে-দীনী করে তাহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ কর" -এর অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ— ১। মোৎমায়েন্না=প্রশান্ত। ২। বে-দীনী=অধর্ম্ম।

ছুলুকের (ভ্রমণ) পূর্ব্বে জয্‌বা (আকর্ষণ) যাহার হয়, সে-ই যে মাহবুব হইবে, তাহা নহে। অবশ্য মাহবুব হওয়ার জন্য পূর্ব্বে জয্‌বা (আকর্ষণ) হওয়া দরকার। হাঁ ! প্রত্যেক জয্‌বার মধ্যে অন্ততঃ কিছু মাহ্‌বুবীয়াত (প্রিয়-হওয়া) না থাকিয়া পারে না। কারণ মাহ্‌বুবীয়াত ব্যতীত আকর্ষণ সম্ভব নহে। কিন্তু কতিপয় বাহ্যিক কার্য্য দ্বারা উহার উৎপত্তি হয়, উহা স্বাভাবিক নহে। যাহা স্বভাব-জাত তাহা কারণ জাত নহে। এইরূপ প্রত্যেক 'মুন্‌তাহী' বা শেষ মাকামে উপনীত যে ব্যক্তি তাহারও জয্‌বা হয়, অথচ সে আশেকগণের দলভুক্ত, (কারণ) বাহ্যিক আমল দ্বারা সে মাহবুব হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। উহা তাহার স্বাভাবিক মাহবুব হইবার জন্য যথেষ্ট নহে।

বর্ণিত 'বাহ্যিক আমল' স্বীয় নফ্‌ছকে পবিত্র ও কল্‌বের ছাফাই[1] হাছিল করে। তরীকা আরম্ভকারীগণ এক প্রকার অনুসরণ হেতু একরূপ মাহবুবিয়াত পাইয়া থাকেন এবং শেষ মর্ত্তবাধারীগণেরও হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পায়রবীর[2] জন্য মাহ্‌বুবিয়াত লাভ (পূর্ণ) হইয়া থাকে। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে জাতী বা স্বাভাবিক মাহবুবিয়াত লাভ করিয়াছেন, তাহারাও উক্ত পায়রবীর কারণেই পাইয়াছেন ; বরং বলিতে চাই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার যে এছেম হইতে ঐ ব্যক্তি উৎপন্ন, তাঁহার সেই এছেম হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর এছ্‌মের অনুকূল এবং তাঁহার সহিত বৈশিষ্ট্য রাখে বলিয়াই তিনি এই সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন এবং তাঁহার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন ও আশ্রয় গ্রহণকারী। তিনি সত্যকে প্রবল করেন এবং তিনিই সুপথ প্রদর্শন করেন।

১০ মকতুব

কতিপয় এল্‌ম মারেফত সম্বন্ধে, ইহাও স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিয়াছেন।

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, অনেক দিন হইতে হুজুরের দরবারের কোনরূপ সংবাদ অবগত নহি। পথপানে তাকাইয়া আছি।

বিরহী বঁধুর করি বারতা শ্রবণ,
স্নেহের পরান যদি পায় গো জীবন।
নহে এ ঘটনা কোন বিস্ময়ের কথা,
পরাণে সহে কি কভু বিরহের ব্যথা ?

জানি যে, সে দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করার যোগ্য নহি।

টীকা ঃ— ১। ছাফাই=পরিস্কার করা। ২। পায়রবীর=পদাঙ্কঅনুসরণ।

যদিও না পারি যেতে তাঁহার সদনে,
দূর হতে ডঙ্কাধ্বনি শুনিব তো কানে।

আশ্চর্য্যের কথা, অতি দূরত্বকে নৈকট্য নাম দেওয়া হইয়াছে এবং চরম বিরহকে মিলন বলা হইয়াছে। প্রকারান্তরে যেন ইহার দ্বারা নৈকট্য এবং মিলনের নিবারণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"ছোয়াদের[1] কাছে যাব কি উপায় করি—
গিরি-গহ্বর-খাদ আছে সারা পথ ধরি"।

অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি আমার অঞ্চলাকৃষ্ট হইল। বাঞ্ছিত ব্যক্তিকেও বাঞ্ছাকারীর ইচ্ছায় বাঞ্ছাকারী হওয়া উচিত এবং মাহবুব বা মাশুককেও আশেকের প্রেমাসক্ত হইয়া আশেক হওয়া আবশ্যক। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) মাহবুব ও বাঞ্ছিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মোহেব্ব বা আশেক এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এইহেতু হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) চির-দুঃখিত ও সদা-চিন্তিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেন" ; এবং তিনি ফরমাইয়াছেন যে, "আমার মত কোন পয়গাম্বরই ব্যথিত হয় নাই।" প্রেমভার প্রেমিকগণের সহনীয় কিন্তু প্রেয়সীগণের প্রতি উহা কঠিন। এসব কথার শেষ নাই।

এস্কের কাহিনী নাহি হয়— অবসান,
(কেমনে ত্যজিব প্রভু তব গুণ-গান।)

পত্রবাহক, শায়েখ আল্লাহ্ বখ্‌শ এক প্রকারের মহব্বত, জয্‌বা (আকর্ষণ) লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই আগ্রহে দুই-চারিটি কথা লিখিলাম।

ফলকথা, তিনি আপনার খেদমতের আশায় যাইতেছেন। তাঁহার আরও অনেক কিছু উদ্দেশ্য ছিল, সে সব বিষয় আমি স্বীকৃত না হওয়ায় শুধু মোলাকাতের জন্যই যাইতে রাজী হইয়া পত্র লিখাইয়া লইলেন। অধিক লিখা বেয়াদবী।

১১ মকতুব

দীদে কুছুর— নিজেকে নিকৃষ্ট দর্শন এবং শায়েখ আবু ছাইদ আবুল খায়েরের কথার রহস্য প্রকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদের আরজ এই যে, ইতিপূর্ব্বে নিজেকে যে মাকামে পাইয়াছিলাম, হুজুরে আলীর আদেশ অনুসারে আবার যখন তথায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, খলিফাত্রয়কে[2] উক্ত মাকাম অতিক্রম করিতে দেখিলাম। পূর্ব্বে উক্ত মাকামে স্থির ছিলাম

টীকা ঃ— ১। ছোয়াদ=আরবীয়দের কাল্পনিক প্রেয়সী বিশেষ। ২। খলিফাত্রয়=হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও হজরত ওছমান্ গনি (রাঃ)।

না বলিয়া তাঁহাদিগকে দেখি নাই। "আহ্‌লে-বয়েত" (রাঃ)-এর মধ্য হইতে ইমামদ্বয় এবং হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) ব্যতীত কেহই তথায় স্থায়ী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারাও উক্ত মাকাম অতিক্রম করিয়াছেন। (তাঁহারা তথায় স্থির না থাকা হেতু দৃষ্টিগোচর হন না)। অবশ্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত মাকামের সহিত পূর্ব্বে নিজেকে দুই কারণে সম্পর্ক বিহীন ভাবিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তথায় গমনের পথ পাই নাই, যখন পথ-প্রাপ্ত হইলাম তখন আর উহা রহিল না।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ সম্পর্কহীনতা, ইহা কোন প্রকারেই উঠিয়া যাইবার নয়। উক্ত মাকামে উপনীত হইবার দুইটি উপায় মাত্র। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা চেষ্টা করিয়া এই দুইটি ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখিলাম না। প্রথমটি নিজেকে সর্ব্ব-নিকৃষ্ট দেখা ও নিজের নেকী সমূহ এবং নিয়াত বা উদ্দেশ্য সমূহকে দোষণীয় মনে করা, তৎসহ (আল্লাহ্‌তায়ালার) আকর্ষণ। দ্বিতীয়টি যে পীর জয্‌বা এবং ছুলুক কর্ত্তৃক পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ লাভ। আল্লাহ্‌পাক হুজুরের তোফায়লে আমাকে আমার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রথম পথটি প্রদান করিয়াছেন,অতএব যে কোন আমল করি না কেন, তাহা এত দোষণীয় ও কদর্য্য মনে হয় যে, তাহাকে নানাপ্রকারে দোষী না করা পর্য্যন্ত মনে শান্তি পাই না। আমার ধারণা যে, আমি যেকোন নেক আমল করি না কেন, তাহা আমার দক্ষিণের ফেরেশ্‌তার লিখিবার উপযোগী নহে। বরং আমার বিশ্বাস যে, আমার নেকীর আমলনামা শূন্য এবং ফেরেশ্‌তা যেন বেকার বসিয়া আছে, কিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারের যোগ্য হইবে ? অতএব নিখিল বিশ্বে যাহা কিছু আছে বরঞ্চ ফিরিঙ্গি কাফের এবং বেদীনও যেন আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমি যেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

ছয়ের-এলাল্লাহের[1] পূর্ণতার সহিত যদিও 'জয্‌বা' (আকর্ষণ) পূর্ণ হইয়াছে তথাপি তাহার আনুষঙ্গিক আরও কিছু বাকী ছিল, তাহা ছয়ের-ফিল্লাহের[2] কেন্দ্রে উপনীত হইয়া যে 'ফানা' প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে পূর্ণ হইল। উক্ত 'ফানা'র বিষয় পূর্ব্বের পত্রে নিবেদন করিয়াছি। তাজাল্লীয়ে জ্বাতীর পর এবং ছয়ের-ফিল্লার সহিত যে "ফানা" লাভ হয়, তাহাকেই হজরত খাজা আহ্‌রার (রাঃ) 'ফানা' বলিয়াছেন এবং স্বীয় ইচ্ছা শক্তির 'ফানা' ইহারই শাখা-প্রশাখা স্বরূপ।

মানব-নফ্‌ছের "ফানা" যদি নাহি হয়,
খোদার নৈকট্য কভু পাবে না নিশ্চয়।

ইহাও দেখিলাম যে, উক্ত মাকামের সহিত দুই দল লোক সম্বন্ধ রাখে না ; তন্মধ্যে এক দলের লক্ষ্য উক্ত মাকামের দিকে ও তাহারা উহাতে উপনীত হইবার পথ অন্বেষণ করিতেছে এবং দ্বিতীয় দল তদ্দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না।

টীকা ঃ— ১। ছয়ের-এলাল্লাহ্‌=আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে গমন। ২। ছয়ের-ফিল্লাহ্‌= আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে ভ্রমণ অর্থাৎ তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে ছয়ের করা।

উক্ত মাকামে উপনীত হইবার যে দ্বিবিধ পথ, তাহার দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ কামেল পীরের সঙ্গ লাভ সেইদিকেই আপনার লক্ষ্য এবং আপনার সম্পর্কও তাহার সহিত দেখিতেছি। আপনার আদেশ বলিয়াই নির্লজ্জের মত লিখিলাম নতুবা—

আমি যে পুরানা দাস এখনও তাহাই।
(দাসত্বে করেছ বরণ, সৌভাগ্য ইহাই।)

দ্বিতীয়তঃ নিবেদন এই যে, উক্ত মাকাম দ্বিতীয় বার পরিদর্শনের সময় আরও অনেক মাকাম উপর্যুপরি দৃষ্ট হইয়াছিল। ভগ্নপ্রায় হইয়া বিনীতভাবে লক্ষ্য করার পর যখন উক্ত মাকামের উর্দ্ধ মাকামে পৌছিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে, ইহা হজরত ওছমান জিন্‌নুরায়েন (রাঃ)-এর মাকাম এবং অন্যান্য খলিফাগণও ইহা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা অন্যকে পরিপূর্ণ করণ ও পথ প্রদর্শনের মাকাম।

পূর্ব্ব বর্ণিত দুই মাকামও উক্তরূপ ছিল। তৎপর ইহার উর্দ্ধে আরও এক মাকাম দেখিতে পাইলাম। যখন তথায় পৌছিলাম তখন বুঝিলাম যে, উহা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মাকাম, অন্যান্য খলিফাগণও ইহা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহার উপর হজরত ছিদ্দিকে-আকবর (রাঃ)-এর মাকাম প্রকাশ পাইল, তথায়ও পৌছিলাম ।

স্বীয় ছেলছেলার পীরগণের মধ্যে হজরত নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহুকে সর্ব্বস্থানে সঙ্গে পাইতেছিলাম। অবশিষ্ট খলীফাগণকেও হজরত ছিদ্দিকে-আকবর (রাঃ)-এর মাকাম অতিক্রম করিতে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ পাইলাম না। কেবল মাত্র দেখিলাম যে, কেহ যাইতেছেন, কেহ ক্ষণেক আছেন, কেহ বা চলিতেছেন এবং কেহ বা স্থায়ীভাবে আছেন। তাহার উপর হজরত খাতেমুর্‌রোছোল্ (ছঃ)-এর মাকাম ব্যতীত অন্য কোন মাকাম আছে বলিয়া মনে হইল না।

হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর মাকামের সম্মুখীন কিঞ্চিত উর্দ্ধে যথা— সমতল ভূমি হইতে বারান্দা কিঞ্চিত উচ্চ, তথায় সুন্দর, সুসজ্জিত নূরানী একটি মাকাম দেখিলাম এবং জানিলাম যে, উহা মাহ্‌বুবীয়াতের মাকাম, উহা রঙ্গিন ও নক্সাদার ছিল। উক্ত মাকামের রঙ্গে আমিও রঞ্জিত ও বিচিত্রিত হইলাম। তৎপর দেখিলাম যে আমি সূক্ষ্ম বস্তু যথা— বায়ু কিম্বা মেঘখণ্ডের ন্যায় হইয়া আকাশের চতুষ্পার্শে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলাম। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররুহু হজরত ছিদ্দিকের মাকামে ছিলেন এবং আমি তাহারই সম্মুখীন এক মাকাম, যাহা বর্ণনা করিলাম, তথায় উল্লিখিতরূপে ছিলাম ।

দ্বিতীয়তঃ এই (হেদায়েতের) কার্য্য পরিত্যাগ করা আমার পছন্দনীয় নহে, যেহেতু নিখিল বিশ্ব ভ্রষ্টতার ঘুরপাকে নিমজ্জিত হইতেছে; যে ব্যক্তি উদ্ধার করার শক্তি রাখে তাহাকে উহা দেখিয়া চুপ থাকা উচিত নহে। তাহার অন্য কার্য্য থাকিলেও এই কার্য্যই একান্ত আবশ্যকীয় এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রেত। কিন্তু, কার্য্যকালে যদি মনে

কোন শয়তানী ও অছওয়াছার[১] উদ্রেক হয়, তবে তৎক্ষনাৎ তাহা হইতে তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত ; এই শর্ত্তে উহা আমার পছন্দনীয়, অন্যথায় নহে। অবশ্য হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ) এবং হজরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (রাঃ)-এর মতে উক্ত শর্ত্ত ছাড়াও পছন্দনীয়। উপস্থিত আমার মতও তদ্রূপ। কিন্তু কখনও কখনও আমার মন দমিয়া যায়।

"নাফাহাতুল উন্‌ছ" (নামক) কেতাবে লিখিয়াছে, হজরত আবু ছাইদ আবুল খায়ের ফরমাইয়াছেন যে, নফ্‌ছের যখন আয়েন (ব্যক্তিত্ব) থাকে না, তখন আছর (চিহ্ন) কোথা হইতে থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে, "কিছুই অবশিষ্ট রাখে না এবং কিছুই ছাড়ে না"। প্রথম দৃষ্টিতে এ কথা সুকঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল। যেহেতু শায়েখ মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাঃ) এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মত যে, 'নফ্‌ছ' যখন আল্লাহ্‌তায়ালার জানিত বস্তু সমূহের মধ্যে তখন উহার ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। অন্যথায় আল্লাহ্‌র এল্‌ম অজ্ঞতায় পরিণত হয়। অতএব তাহার ব্যক্তিত্ব ধ্বংস না হইলে চিহ্ন কিরূপে অন্তর্হিত হইবে। আমার মনে ইহা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল ; সুতরাং শায়েখ আবু ছাইদের কথার কোনই সমাধান হইতেছিল না।

এ বিষয় পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার পর আল্লাহ্‌পাক ইহার রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং বুঝিতে পারিলাম যে, আয়েন, আছর কিছুই থাকে না। নিজের অবস্থাও আবার তদ্রূপ পাইলাম, এবং আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। উক্ত অবস্থার মাকামও দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম যে, অতি উচ্চ এক মাকাম, হজরত শায়েখ মহীউদ্দিন (রাঃ) ও তদীয় অনুচরগণ যে মাকামের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অতি উর্দ্ধে। যেহেতু উক্ত মাকামদ্বয় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। বিস্তৃতভাবে লিখা বিরক্তির কারণ।

হজরত শায়েখ আবু ছাইদ (রাঃ) যে অবস্থার স্থায়ীত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আমার প্রতি প্রকাশ পাইল। তাহা যে কি এবং তাহার স্থিতিই বা কি তাহাও জানিলাম এবং উক্ত বিষয়ে আমি স্থায়ী হালৎ পাইলাম, অবশ্য ইহা অল্প সংখ্যক লোকেরই ভাগ্যে হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ পুস্তক পরিদর্শন মোটেই ভাল লাগে না। অবশ্য বোজর্গগণের পদ ও কামালাতের বিষয় যেখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখগণের হালত সমূহ অধিকতর মনঃপুত হয় ; কিন্তু যে সকল পুস্তক সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহ্‌-পরিচয়ের বিষয় লিখিত, বিশেষতঃ মারেফত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি

টীকা ঃ— ১। অছওয়াছা=প্রবঞ্চনা, দুশ্চিন্তা।

এবং তৌহিদে অজুদী[১] বা হামাউছ্‌ত ও তানাজ্জুলাতে খামছা[২]-এর বিষয়সমূহ একেবারেই দেখিতে পারিতেছি না। এতদ্বিষয় আমি শায়েখ আলাউদ্দৌলার সহিত নিজেকে অধিক সম্পর্কিত পাইতেছি এবং তাঁহার মতই আমার হালত ও অভিরুচি। অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী এল্‌মের প্রতি অস্বীকৃতি বা কটু ভাষা প্রয়োগ করিতে দেই না।

তৃতীয়তঃ রোগ মুক্তির জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে সুফলও দৃষ্ট হইয়াছিল এবং সমাধিস্থিত কতিপয় মৃত ব্যক্তির অবস্থা জানিতে পারিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে তাওয়াজ্জোহ (মনোনিবেশ) করিয়াছিলাম; কিন্তু ইদানীং কোন প্রকার তাওয়াজ্জোহ করার ক্ষমতা নিজের মধ্যে পাইতেছি না, যেন কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা আসিতেছে না।

ইতিমধ্যে অনেকেই এই নগণ্যের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। এমন কি আমার সংশ্লিষ্ট অনেক বন্ধু ব্যক্তির গৃহদ্বার বিরান করিয়া তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে। ইহাতেও আমার মনে কষ্টের ধুলিকণামাত্র প্রবেশ করে নাই। তাহাদের ক্ষতির চেষ্টার আর অবকাশ কোথায় !

বন্ধুগণের মধ্য হইতে যাহারা 'জয্‌বার' মাকাম হইতে 'শুহুদ' ও 'মারেফত' প্রাপ্ত হইতেছেন ; অথচ এ পর্য্যন্ত 'ছুলুকের' পথে পদক্ষেপ করেন নাই, তাহাদের হালত কিছু নিবেদন করি। আশা রাখি তাহারা 'জয্‌বা' শেষ হইবার পরে 'ছুলুক' লাভ করিবেন।

শায়েখ নূর উক্ত মাকামে আবদ্ধ আছেন। 'জয্‌বার' মাকামে সর্বোচ্চ বিন্দু (স্থান) পর্য্যন্ত এখনও পৌছেন নাই। কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যকলাপে সে আমাকে কষ্ট দেয় ও তাহার জঘন্যতা সে বুঝে না বলিয়া আমার অনিচ্ছাকৃত— তাঁহার উন্নতির পথে বাধা পড়িতেছে। এইরূপ অধিকাংশ ভ্রাতৃবৃন্দের আদব সম্মানের বাধ্যবাধকতা না থাকা হেতু তাহাদের কার্য্যে বাধা জন্মিতেছে। এ বিষয় আমি বিশেষ হয়রান আছি। যেহেতু রাস্তা অতি সহজ ও নিকটবর্ত্তী এবং আমি সর্ব্বদাই তাহাদের উন্নতিকামী, কস্মিনকালেও তাহাদের অবনতি চাই না, অথচ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উন্নতির পথে বাধা পড়িতেছে। উক্ত মওলানা শেষ বিন্দুতে উপনীত হইয়া জয্‌বা শেষ করিয়াছেন ও উক্ত মাকামের মধ্যস্থানে

টীকা ঃ— ১। তৌহিদে অজুদী=একবাদ (সর্ব্বেশ্বর বাদ)। ২। তানাজ্জুলাতে খাম্‌ছা=অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'য়ালার পঞ্চস্তরে অবতরণ। ইহা তৌহিদে অজুদী বিশ্বাসীগণের মত। পঞ্চস্তর যথা ঃ— ১। ওয়াহ্‌দাত=একত্ব। ২। ওয়াহেদীয়াৎ=এক হওয়া। ৩। তানাজ্জুলেরূহী=রূহ্‌ হিসাবে অবতরণ। ৪। তানাজ্জুলে মেছালী=ঔদাহরণিক জগত হিসাবে অবতরণ। ৫। তানাজ্জুলে জাছাদী=দৈহিক জগত হিসাবে অবতরণ। ইহাদিগকে হাজ্‌রাতে খাম্‌ছাও বলা হইয়া থাকে।

পৌছিয়া উর্দ্ধাংশকে এক প্রকার সমাধা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ ছেফাত বা গুণাবলী এবং যে নূর দ্বারা গুণাবলী দণ্ডায়মান আছে তাহা নিজ হইতে পৃথক দেখিয়াছিলেন ও নিজেকে 'ফানী' পাইয়াছিলেন। তৎপর জাত হইতে ছেফাতকেও পৃথক দেখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জযবার মাকামের 'একতৃবাদে' উপনীত হইয়াছিলেন। উপস্থিত বাস্তব জগত ও নিজকে এমনভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার 'বিশ্ববেষ্টন' ও সর্ব্ববস্তুর 'সঙ্গতা' কিছুই স্বীকার করিতেছেন না এবং অন্তরের অভ্যন্তরে যে তাঁহার লক্ষ্য— তাই তিনি হয়রানী ও অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই পাইতেছেন না।

ছৈয়দ শাহ্ হোসেনও উক্ত জযবার মাকামের শেষ বিন্দুতে পৌছিয়াছেন, ও তাঁহার মস্তক যেন উক্ত বিন্দুতে উপনীত। ইনিও ছেফাতকে জাত হইতে পৃথক দেখিতেছেন, কিন্তু 'জাতে আহাদকে' সর্ব্বত্র পাইতেছেন এবং তৎকর্ত্তৃক পরিতৃপ্ত আছেন। এইরূপ মিঞা জাফরও উক্ত শেষ বিন্দুর নিকটবর্ত্তী, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনি যেন শাহ্ হোসেনের নিকটবর্ত্তী। অন্যান্য বন্ধুগণের মধ্যেও কমবেশী দেখিতেছি। মিঞা শায়েখী ও শায়েখ ঈছা এবং শায়েখ কামাল, জযবার উর্দ্ধ বিন্দু পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন। শায়েখ কামাল আবার হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হইতে চাহিতেছেন।

শায়েখ নাগুরী উর্দ্ধ বিন্দুর নিম্নে অবস্থিত, ইহার সম্মুখে সুদূর পথ রহিয়াছে। দোস্তগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত আট কিংবা নয়, বরঞ্চ দশ ব্যক্তি উর্দ্ধ বিন্দুর নিম্নস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। কেহ উক্ত বিন্দুতে পৌছিয়া ফিরিবার পথে এবং কেহ উক্ত বিন্দুর নিকটে বা কিছু দূরে অবস্থিত।

মিঞা শায়েখ মোজাম্মেল নিজেকে শূন্য পাইতেছেন। ছেফাত সমূহকে আছল (মূলবস্তু) হইতেই দেখিতেছেন এবং অবাধ (শর্ত্তবিহীন) আছল বস্তুকে সর্ব্বস্থানে পাইতেছেন। সর্ব্ববিধ বস্তুকে মরীচিকার ন্যায় মূল্যহীন জানিতেছেন। বরং তাহাদিগের অস্তিত্বই পাইতেছেন না। তাঁহার বিষয় দেখিতেছি যে, তাঁহাকে শিক্ষা প্রদানের আদেশ দেওয়া আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত, অবশ্য জযবার মাকামের উপযোগী এজাযত বা আদেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং কতিপয় বিষয় আছে যাহা তাঁহাকে লাভ করিতেই হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, অপেক্ষা করিলেন না। হুজুরের খেদমতে যাইতেছেন, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন। আমার জ্ঞানে যাহা আসিয়াছে নিবেদন করিলাম, হুকুম আপনার হাতে।

খাজা জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ কয়েকদিন এখানে ছিলেন। একপ্রকার হুজুরী রাখিতেন ও খাতের জমা (নিশ্চিন্ততা) লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অভাবের তাড়নায় শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলেন না, সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইতে চলিলেন।

মওলানা শের মোহাম্মদের ছেলেও আপনার খেদমতে যাইতেছে। মোটের উপর হুজুরী ও খাতেরজমা রাখে, কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতা হেতু উন্নতি করিতে পারে নাই। বেশী আর কি লিখিব ! খাদেমের ক্রম-জ্ঞান থাকা উচিত।

নিবেদন-পত্র লিখা শেষ হইবার পর কিছু নূতন ভাব ও নূতন হালত দৃষ্ট হইল, যাহা লিখনীর (বর্ণনার) বহির্ভূত, তথায় স্বীয়-এরাদার (ইচ্ছাশক্তির) "ফানা" হইয়া গেল। পূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম যে, মূল-এরাদা বা আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ উহা কোন কাম্য-দ্রব্যের সম্মিলিত নহে। ইদানীং দেখিতেছি যে-এরাদা বা ইচ্ছা সমূলে উৎপাটিত, অতএব কোন ইচ্ছাও নাই এবং কোন কাম্য-বস্তুও নাই। এই 'ফানার' আকৃতিও দেখিতে পাইলাম, এবং এই মাকামের কতিপয় এল্মও লাভ করিলাম। উক্ত এল্ম সমূহ এত সূক্ষ্ম ও গুপ্ত যাহা লিখার শক্তি আমার নাই, অতএব লিখনী উঠাইয়া লইলাম। এই "ফানা" এবং এল্ম সমূহ প্রাপ্তির সময় 'ওয়াহ্দাতুল অজুদ'-এর উপর একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য পড়িয়াছিল। যদিও নির্দ্ধারিত আছে যে, 'ওয়াহ্দাতের' পরে কোনরূপ নজর চলে না, বরঞ্চ তথায় কোন সম্বন্ধের অবকাশ নাই। কিন্তু আমার যাহা উপলব্ধি হইল তাহাই নিবেদন করিতেছি। অবশ্য যতদিন আমি সঠিকভাবে জানি নাই, ততদিন লিখার সাহস করি নাই।

উক্ত মাকাম যে ওয়াহ্দাতের পরে, তাহা এরূপ প্রকাশ্যভাবে দৃষ্ট হইল, যেরূপ আগ্রা— দিল্লীর পরে। ইহাতে যেন কোনই সন্দেহ ছিল না, অবশ্য ওয়াহ্দাত কিংবা তাহার বাহিরে কিছুই দৃষ্টিগোচর ছিল না এবং কোনও মাকামকে আল্লাহ্ বলিয়া কিংবা তিনি তাহার পরে অবস্থিত বলিয়া জানিতাম না। অজ্ঞতা এবং হয়রানী পূর্ব্ববৎ ছিল। এসব মাকাম দৃষ্টে উহার কোনই ন্যূনাধিক্য হইল না, বুঝিনা কি নিবেদন করি, সবই যে বিপরীত কথা। অবস্থায় বুঝিতেছি, কিন্তু বলিতে পারিতেছি না। বাক্য, কার্য্য, চিন্তা, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে যাহা যাহা আল্লাহ্তায়ালার অপছন্দনীয়, সে সমুদয় হইতে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। আরও বুঝিতেছি যে, পূর্ব্বে যাহাদিগকে 'ছেফাত' সমূহের 'ফানা' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা প্রকৃতপক্ষে ছেফাতের 'ফানা' নহে ; বরং ছেফাতের কোন বিশিষ্ট বস্তুর 'ফানা', যদ্দারা ছেফাত সমূহের পার্থক্য হইয়া থাকে এবং "ওয়াহ্দাতুল অজুদ"-এর আনুষঙ্গিক যাহা সংশ্লিষ্ট ছিল ও যাহার বিশিষ্টতা সমূহ অপসারিত হইয়াছিল। ইদানীং মূল ছেফাত সমূহই যেন অপসারিত হইল।

আল্লাহ্তায়ালার জাতে-আহাদের প্রাবল্য যেন কিছুই ছাড়িল না ; বিস্তৃত এল্ম ও সংক্ষিপ্ত এল্মের মাকামের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হইত, তাহাও রহিল না। "খারেজ" বা প্রকৃত ও অনাদী জগতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "আল্লাহই ছিলেন আর কেহই ছিল না" এবং "আল্লাহ্তায়ালা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন।" তাহা যেন আমারই অবস্থার

উপযোগী হইল। ইতিপূর্ব্বেও এই হাদীছ জানিতাম কিন্তু তদ্রূপ হালত (অবস্থা) ছিল না। ভাল-মন্দ যাহা হয়— জানাইয়া দিবেন।

আরও দেখিতেছি, মওলানা কাছেম আলী দীক্ষা প্রদানের মাকামের হেচ্ছা (অংশ) রাখেন এবং আরও কতিপয় দোস্তের উক্ত মাকামে হেচ্ছা বুঝিতেছি। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন।

১২ মকতুব

ছয়ের-ফিল্লাহ্ এবং তাজাল্লীয়ে জাতী সম্বন্ধে স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদ্ হুজুরের উচ্চ দরবারে আরজ করিতেছে যে, নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে কি আর বলিব ! আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই হয়, যাহা চাহেন না তাহা হয় না। আল্লাহ্‌র সহায়তা ও শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি ও ক্ষমতা নাই।

যে এল্‌ম সমূহ "'ফানাফিল্লাহ্" এবং "বাকাবিল্লাহ্"-এর সহিত সম্বন্ধ রাখে আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্টতার কারণ কি ? ও "ছয়েরফিল্লাহ্" কি অর্থে ? এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তাজাল্লী, যাহা তড়িৎবৎ হইয়া থাকে; তাহা কি ? এবং "মোহাম্মদীয়াল মাশ্‌রাব" কে ? ইত্যাকার আরও অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম। প্রত্যেক মাকামের আনুষঙ্গিক আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ জানাইয়া তাহা অতিক্রম করাইয়াছেন।

অলী-আল্লাহ্‌গণ যেসব বস্তুর অনুসন্ধান দিয়াছেন আমার উপলব্ধি না হওয়া এবং অতিক্রম না করা তাহার মধ্যে অল্প বস্তুই রহিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে কবুল করেন, তাহার জন্য কোনই কারণ আবশ্যক করে না।

প্রত্যেক বস্তুর 'জাত' বা অস্তিত্ব যেরূপ আল্লাহ্‌র 'কৃত', ও 'সৃষ্ট' তদ্রূপ তাহাদের যোগ্যতার মূলও যে তাঁহারই 'কৃত' ও 'সৃষ্ট' তাহাও জানিলাম। ইঁহাও জানিলাম যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনও যোগ্যতার আজ্ঞাবহ নহেন এবং হওয়া উচিতও নহে।

অধিক লিখা বেয়াদবী, বান্দার সীমা জ্ঞান থাকা উচিত।

১৩ মকতুব

হকীকতের-এল্‌ম শরীয়তের-এল্‌মের যে অনুকূল, তদ্বিষয় স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেম আহ্‌মদ্ আরজ করিতেছে, আফ্‌ছোছ ! হাজার আফ্‌ছোছ যে, এই আধ্যাত্মিক পথ— অফুরন্ত পথ। এত দ্রুত বেগে ছয়ের হইতেছে এবং এত ফয়ুজাত, মেহেরবাণী বর্ষিত হইতেছে তবুও যেন পথ ফুরায় না। তাই বোজর্গগণ বলিয়াছেন যে,

"ছয়ের এলাল্লাহ্" পঞ্চাশ হাজার বৎসরের পথ। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "ফেরেশ্‌তা এবং রূহ এক দিবসে তাঁহার (আল্লাহ্‌তায়ালার) সমীপে উপনীত হয়, যাহার পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর"। এ কথাও উক্ত ভাবের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

যখন নৈরাশ্য দেখা দিল এবং আশার বন্ধন ছিন্ন হইল, (যথা) আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন যে, "তিনি নিরাশ হওয়ার পর আকাশ হইতে বারীধারা বর্ষিত করেন এবং শান্তি ছড়াইয়া দেন।" তখন আমার জন্যও তদ্রূপ বর্ষণ ও শান্তির আবশ্যক হইয়া পড়িল।

কিছুদিন হইতে যাবতীয় বস্তুর মধ্যে ছয়ের আরম্ভ হইল। মুরীদগণ আবার ভীড় আরম্ভ করিল। ফলকথা তাহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও এপর্য্যন্ত নিজেকে উক্ত কার্য্যের উপযোগী পাইতেছি না, তথাপি লোকের উপদ্রব হেতু ও মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে কোন কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

তৌহিদে অজুদী সম্বন্ধে পূর্ব্বে সন্দিহান ছিলাম, যথা— পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছি ; সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপ ও গুণাবলী 'আছল' বা আল্লাহ্‌তায়ালাকেই প্রদত্ত হইত। ইদানীং যখন প্রকৃত তত্ত্ব জানিলাম তখন আর সন্দেহের কিছুই থাকিল না। 'হামা আজউস্ত'[১]-এর পাল্লাই ভারি হইল এবং ইহার মধ্যে পূর্ণতাও যে অধিকতর আছে, তাহাও দৃষ্ট হইল। 'আফ্‌য়াল'[২] ও 'ছেফাতকে' অন্যভাবে জানিলাম। প্রত্যেকটি এক এক করিয়া দেখাইয়া উঠাইয়া লইলেন, অতএব সন্দেহ বিদূরীত হইল। তৎপর আমার যাবতীয় 'কাশ্‌ফ'[৩] শরীয়তের অনুকূল হইতে চলিল। বাহ্যিক শরীয়তের বিন্দুমাত্র বিপরীত দেখিতেছিলাম না।

কোন কোন ছূফী, জাহেরী শরীয়তের বিপরীত স্বীয় কাশ্‌ফ বর্ণনা করিয়া থাকেন, উহা হয়তো ভুল বশতঃ অথবা মত্ততার জন্য হইয়া থাকে। জাহেরের সহিত বাতেনের প্রকৃতপক্ষে কোনই দ্বন্দ নাই। মধ্যাবস্থায় বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা সমাধানযোগ্য। যিনি শেষ মাকামে পৌঁছিয়াছেন, তিনি বাতেনী হালত সমূহকে অবশ্য জাহেরী শরীয়তের অনুরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জাহেরী আলেমগণ ও চরম উন্নত ছূফীগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আলেমগণ স্বীয় এল্‌মের সাহায্যে প্রমাণাদি দ্বারা যাহা জানিয়া থাকেন, ছূফীগণ তাহা কাশ্‌ফ এবং অভিরুচি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হালত যে সত্য, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ? "প্রাণ সংকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু কহিতে পারিতেছি না"— বাক্যটির মতই আমার অবস্থা। জানি না যে কি আরজ করিব !

টীকা ঃ— ১। হামা আজউস্ত=দ্বৈতবাদ, আল্লাহ্ ও বিশ্বের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার। ২। আফ্‌য়াল=কার্য্যকলাপ। ৩। কাশ্‌ফ=আত্মীক বিকাশ।

আরও কতিপয় হালত ছিল, যাহা মুশাবিদায় আসিতেছে না ও নিবেদন পত্রসমূহেও লিখা যাইতেছে না। জানিনা যে উহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার কি হেক্মত আছে ! এই বঞ্চিত ও বিরহী দাসকে স্বীয় মোহেরবাণীর লক্ষ্য হইতে মাহ্রুম রাখিবেন না এবং পথিমধ্যে ফেলিয়া যাইবেন না।

আরম্ভের মূল যবে তুমিই ইহার,
হোক যত বৃদ্ধি হয় ; সুনাম তোমার।

আর অধিক লিখা বেয়াদবী। বান্দার স্বীয় মর্য্যাদা জ্ঞান থাকা উচিত ।

১৪ মকতুব

স্বীয় পীর কেব্লার খেদ্মতে আরজ করিতেছেন ।

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই, যে সকল তাজাল্লী[1] সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ পূর্ব্ব নিবেদন পত্রে জানাইয়াছি। তৎপর 'অজুব'[2]-এর মর্ত্তবা যাহা সকল প্রকার পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি, তাহা একটি কৃষ্ণকায় কুৎসিত নারীরূপে প্রকাশ হইল, তৎপর 'আহাদিয়াত'[3] -এর মর্ত্তবার আবির্ভাব হইল, যেন একটি দীর্ঘাকার বিশিষ্ট পুরুষ একটি চিকন প্রাচীরে মুক্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই দুই তাজাল্লী প্রকৃত বস্তু হিসাবে প্রকাশ হইয়াছিল। পূর্ব্বের কোন তাজাল্লীর এরূপ আবির্ভাব হয় নাই। তখন আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা হইল এবং দেখিলাম যেন আমি এক মহাসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিতেছি। কিন্তু পিছন হইতে শক্ত রশি দ্বারা এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, সমুদ্রে লাফ দিতে পারিতেছি না। স্বীয় ভৌতিক দেহের সম্বন্ধ ও মায়াকে শক্ত রশি বলিয়া জানিলাম। আশা করিতেছিলাম যে, ইহা ছিন্ন হউক। তথায় আরও অনেক বিশিষ্ট ভাবের আবির্ভাব হইল এবং তখন আগ্রহের সহিত বুঝিতেছিলাম যে, আল্লাহ্ ব্যতীত মনের বাসনা কিছুই নাই ।

তৎপর অবশ্যম্ভাবী পূর্ণ গুণাবলী যাহা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে সে সকলও দৃষ্ট হইল। তৎপর উক্ত বিশিষ্টতা সমূহ যেন বিদূরীত হইয়া শুধু অবশ্যম্ভাবী সমষ্টি হিসাবে রহিল। কিভাবে যে বিদূরীত হইল তাহার স্বরূপও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। এখন জানিলাম যে, গুণাবলী বা ছেফত সমূহ প্রকৃতভাবে তাহার আছলকে প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে (বিশিষ্টতা সমূহ বিদূরীত হইবার পূর্ব্বে) ইহা ছিল না তখন যাহা বলা হইত তাহা ভাবার্থে বলা হইত, যেরূপ 'তাজাল্লীয়ে ছুরী' বা আকৃতিক প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত

টীকা ঃ— ১। তাজাল্লী=আবির্ভাব। ২। অজুব=অবশ্যম্ভাবী বস্তু, যাহার নিবারণ অসম্ভব। ৩। আহাদিয়াত=একত্বের স্তর ; যথায় দ্বিত্ব নাই।

ব্যক্তিগণের অবস্থা। তখন প্রকৃত "ফানা" লাভ হইল। এই হালতের পর আমি স্বীয় গুণাবলী বা অন্যের মধ্যে যে সকল গুণাবলী আছে, একই প্রকার পাইলাম ; যেন স্থানের ভেদাভেদ রহিল না এবং যাবতীয় গুপ্ত শেরেক যথা— রিয়াকারী ইত্যাদি হইতে মুক্তি পাইলাম। সে সময় যেন আর্শ, জমিন, কাল, স্থান, দিক, সীমানা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। মনে হইত, বৎসর ভরিয়া চিন্তা করিলেও যেন জগতের এক বিন্দুকে সৃষ্ট পদার্থ হিসাবে পাইব না। তৎপর আমার নিজের বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হইল। আমার ব্যক্তিত্বকে দেখিলাম, যেন পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র এক ব্যক্তি পরিধান করিয়া আছে। উক্ত ব্যক্তি যেন আমার বিশিষ্টতা স্বরূপ, কিন্তু উহা প্রকৃত বস্তু হিসাবে প্রকাশ হইল না। তৎপর উক্ত ব্যক্তির উপরে ও তাহার সঙ্গে সূক্ষ্ম ত্বক[1] দৃষ্টিগোচর হইল এবং উক্ত চর্ম্ম নিজেই 'আমি' বলিয়া প্রাপ্ত হইলাম ।

উল্লিখিত বস্ত্র যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহা 'আমা' হইতে পৃথক দেখিলাম। তৎপর উক্ত চর্ম্মের উপর যে নূর ছিল তাহাও দেখিলাম, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ঐ নূর অদৃশ্য হইয়া গেল, উক্ত বস্ত্র এবং চর্ম্মও অদৃশ্য হইল। আবার পূর্ব্ববৎ আমার অজ্ঞতা আসিয়া পড়িল।

বর্ণিত ঘটনার সমাধান যাহা বুঝিলাম তাহার সত্যাসত্য জানার জন্য লিখিতেছি। প্রথম ছুরত যাহা দেখিলাম তাহা "আয়েনে ছাবেতা"[2] যাহা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ও সম্ভাব্য বস্তু সমূহের (সৃষ্ট-বস্তু সমূহের) মধ্যভাগে অবস্থিত। কিন্তু উহার উভয় পার্শ্ব উভয় দিক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উক্ত চর্ম্ম যাহা পুরাতন বস্ত্র ও নূরের মধ্যভাগে অবস্থিত দেখিয়াছি, তাহা 'অজুদ' ও 'আদম'-এর মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ। চর্ম্মের স্থানে যে নিজেকে পাইয়াছিলাম তাহার অর্থ "আমি উক্ত ব্যবধান পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি"। ইতিপূর্ব্বেও অনেক ঘটনায় নিজেকে অজুদ (অস্তিত্ব) এবং আদমের (নাস্তির) মধ্যস্থলে পাইয়াছিলাম, কিন্তু উহা বাহ্যতঃ বহির্জ্জগত দৃষ্টে ছিল এবং ইহা আভ্যন্তরীণ হিসাবে। ইহার মধ্যে আরও এক পার্থক্য ছিল যাহা লিখার সময় ভুলিয়া গেলাম। ইহা অবশ্য স্মরণীয়।

আমার স্থায়ী অবস্থা হয়রানী ও অজ্ঞতা। বর্ণিত প্রকারের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য হালৎ মাঝে মাঝে হইত, কিন্তু ক্ষণেক পরেই তাহা চলিয়া যাইত, অবশ্য উহার মধ্যে যাহা জ্ঞান লাভ হইত, তাহাই থাকিত। কোন কোন ঘটনার সমাধান কিছুই করিতে পারি না। হয়তো কিছু মনে জাগে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিতে পারি না। তাই আপনার খেদমতে নিবেদন করি। আপনার নির্দ্দেশ পাইলে অবশ্য বিশ্বাস হইবে। আশা করি আপনার পূতঃ তাওয়াজ্জোহের বরকতে এই নিকৃষ্ট জগতের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ হইতে উদ্ধার পাইব। অন্যথায় উদ্ধার সুকঠিন । মওলানা রুমী ছাহেব ফরমাইয়াছেন ঃ—

টীকা ঃ— ১। ত্বক=চর্ম্ম বা চামড়া। ২। আয়েনে ছাবেতা=আল্লাহ্তায়ালার এল্মের মধ্যে সৃষ্ট পদার্থের যে আকৃতি আছে তাহা।

খোদা ও অলীর কৃপা যদি নাহি হয়,
ফেরেশ্‌তা হলেও তার ভাগ্য তমোময়।

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ নেয়াজীর পুত্র শায়েখ ত্বাহা যিনি ছেরহেন্দের মশহুর বোজর্গ পীর এবং হাজী আব্দুল আজিজও যাঁহার দোস্ত, উক্ত শায়েখ 'ত্বাহা' আপনার খেদমতে কদমবুছি এবং স্বীয় আনুগত্য আরজ করিয়াছেন। তাঁহার এই তরীকার প্রতি আগ্রহ হইয়াছে। সততার সহিত আসিতে চাহিতেছেন। তাঁহাকে এস্তেখারা করিতে বলিয়াছি। বাহ্যতঃ আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝা যায়।

এখানকার যাহাদিগকে জেকের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই তাছাওয়ারে শায়েখে[১] মশগুল আছেন। উহাদের কেহ কেহ স্বপ্নযোগে দেখিয়া 'তাছাওয়ার' আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। দিল্লী হইতে আসার পূর্ব্বে কাহারো কাহারো 'রাবেতা' ছিল।

প্রথমতঃ তাহাদের হুজুর[২] ও এছ্‌তেগরাক[৩] হইয়া থাকে। তাহাদের কেহ কেহ ছেফাত সমূহকে আছল হইতে দেখিতে পান এবং কেহ দেখিতে পান না। কিন্তু কেহই 'হামাউস্‌ত' এবং 'নূর' ও 'কাশ্‌ফ' দর্শনের পথে যান নাই। মোল্লাহ্ কাছেম আলী, মোল্লাহ্ মওদুদ মোহাম্মদ ও আবদুল মো'মেন দৃশ্যতঃ জয্‌বার মাকামের উর্দ্ধ বিন্দুতে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু মোল্লাহ্ কাছেম আলী 'নুজুল' বা নিম্নে অবতরণমুখ হইয়াছেন, অপর দুই ব্যক্তিকে বুঝিতেছি না যে অবতরণ করিবে। শায়েখ নূর উক্ত বিন্দুর নিকটবর্ত্তী, অবশ্য এখনও পৌঁছেন নাই। মোল্লাহ্ আবদুর রহমানও ঐরূপ নিকটবর্ত্তী। তাঁহার সামান্য মাত্র ব্যবধান আছে। মোল্লাহ্ আবদুল হাদী এছ্‌তেগরাকের সহিত হুজুরী লাভ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে বিশুদ্ধ পবিত্র জাতে তায়ালাকে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে পবিত্র হিসাবে দেখিতে পাই ও সর্ব্ববিধ কার্য্যকে তাঁহা হইতেই জানিতেছি। আপনার সৌভাগ্যে সকল তালেব ও আশাধারী ব্যক্তিগণ ফয়েজ ও বরকত পাইতেছে। উক্ত ফয়েজ প্রদান কার্য্যে আমার যেন কোনই অধিকার নাই।

"আমি যে পুরানা দাস— এখনও তাহাই।"

আপনি একদিন এক স্বপ্নের অবস্থা বর্ণনা কালে আমার বিষয় বলিয়াছিলেন যে, আমার মধ্যে 'মাহবুবীয়াতের' ভাব না থাকিলে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে বহু বিলম্ব হইত। উক্ত মাহবুবীয়াত যে আপনারই কৃপায় তাহাও ফরমাইয়াছিলেন। তাই পূর্ণ আশা রাখি এবং এই কারণেই অনেক কিছু বেয়াদবী করিতেছি।

টীকা ঃ— ১। তাছাওয়ারে শায়েখ=পীরের স্মরণ, তাঁহার আকৃতি খেয়াল রাখা। ২। হুজুর=চৈতন্য। ৩। এছ্‌তেগ্‌রাক=তন্ময়তা।

১৫ মকতুব

নুজুল বা অবতরণের বিষয় স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

উপস্থিত অথচ অনুপস্থিত, প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত এবং সম্মুখীন অথচ বিমুখ ব্যক্তির নিবেদন এই যে, বহুদিন হইতে সে তাঁহাকে (আল্লাহ্‌তায়ালাকে) অন্বেষণ করিতেছে কিন্তু তদস্থলে নিজেকে পাইতেছে। পরে এরূপ হইল যে, যখন নিজেকে তালাশ করে, তখন তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) পায়। ইদানীং তাঁহাকে হারাইয়াছে এবং নিজেকে পাইতেছে; অথচ অন্বেষণ করিতেছে না। বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। জ্ঞানতঃ উপস্থিত ও প্রাপ্ত এবং সম্মুখীন, কিন্তু অনুভূতি অনুযায়ী অনুপস্থিত, বিরহী ও বিমুখ। বাহ্যতঃ স্থায়ীত্ববান এবং অন্তরে 'ফানী' বা লয়প্রাপ্ত। 'বাকা' থাকা সত্ত্বেও 'ফানা' সম্পন্ন এবং 'ফানা' হওয়া সত্ত্বেও 'বাকাধারী', কিন্তু জ্ঞান অনুসারে 'ফানা-প্রাপ্ত' এবং অনুভূতি অনুযায়ী 'বাকাধারী'। সে এখন উর্দ্ধে আরোহণ হইতে বিরত হইয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে। তাহাকে 'কল্‌ব' হইতে যেরূপ কল্‌বের পরিচালক পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ 'কল্‌ব' চালকের নিকট হইতে এখন আবার কল্‌বের মাকামে আনিয়াছেন।

নফ্‌ছ হইতে রূহ্ মুক্ত হওয়ার পর ও "নফ্‌ছ মোৎমায়েন্না" বা প্রশান্ত হইয়া বাহির হওয়ার পর রূহের নূরের প্রাবল্য হেতু উক্ত ব্যক্তিকে রূহ এবং নফ্‌ছের সম্মিলন স্থান করিয়াছেন, এখন তাহাকে উভয় দিকের মধ্যস্থ হইবার সৌভাগ্য দান করা হইয়াছে। এই মধ্যস্থ হওয়ার ফলে সে একই সময় উর্দ্ধ জগত হইতে আহরণ এবং নিম্ন জগতে বিতরণ করিতে সক্ষম। অতএব সে আহরণ কালেও বিতরণকারী এবং বিতরণ কালেও আহরণকারী।

"অনন্ত বর্ণনা-এর কি বলিব আর,
লিখিতে ভাঙ্গিয়া যায় লিখনী আমার!"

নিবেদন করিতেছি যে বাম হস্ত যাহা কল্‌বের স্থান, স্বীয় পরিবর্ত্তকের নৈকট্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহার মাকাম উক্ত স্থানে ছিল। কিন্তু যখন উর্দ্ধারোহণের পর আবার অবতরণ করে তখন সে দক্ষিণ ও বামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে, উক্ত মাকাম লাভকারীগণ ইহা যেরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি 'মজযুব বা আকর্ষিত অথচ 'ছুলুক' বা ভ্রমণ করে নাই তাহারা 'আরবাবে কুলুব'[১]-এর অন্তর্ভুক্ত। 'ছুলুক' ব্যতীত কল্‌ব স্বীয় পরিচালক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। কোন ব্যক্তির সহিত কোন মাকামের সম্বন্ধ হওয়ার অর্থ উক্ত ব্যক্তির উক্ত মাকামে কোন বিশিষ্ট হালত লাভ হওয়া এবং উক্ত মাকামে অন্যান্য যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের হইতে উহার পার্থক্য হওয়া। জয্‌বা বা আকর্ষণের পুনঃ আরম্ভ আমাদের এই পরিস্থিতির একটি পার্থক্য এবং (দ্বিতীয় পার্থক্য) এক প্রকারের বিশিষ্ট 'বাকা' যাহা উক্ত মাকামের উপযোগী এল্‌ম ও মারেফতের উৎপত্তি স্থান।

টীক ঃ— ১। আরবাবে কুলুব=কল্‌বের অধীন। কল্‌বের মাকামের উর্দ্ধে তাহাদের স্থান নাই।

কল্‌বের মাকামের এল্‌ম সমূহ্ এবং জয্‌বা, ছুলুক, 'ফানা' ও 'বাকা' ইত্যাকার বিষয় সমূহের প্রকৃততত্ত্ব অঙ্গীকারকৃত পুস্তকটির মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মীর শাহ্ হোছায়েন অস্থির হইয়া চলিয়া গেলেন বলিয়া উক্ত পুস্তকটির প্রতিলিপি পাঠানোর সময় হইল না। আল্লাহ্ চাহেত কিছুদিন পরেই উহা দেখিতে পাইবেন। আজিজে মোতাওয়াক্‌কেফ্ (অপেক্ষাকারী স্নেহাস্পদ) উৰ্দ্ধ হইতে জয্‌বার মাকামে অবতরণ করিয়াছেন। কিন্তু জগতের প্রতি উহার লক্ষ্য নাই, বরং উৰ্দ্ধদিকেই আছে। যখন উহার উৰ্দ্ধারোহণ অন্যের সাহায্যে হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই জয্‌বা বা আকর্ষণের সহিত উহার সম্পর্ক ছিল। সে অবতরণ কালে নিজের সহিত বিশেষ কিছু আনিতে পারে নাই। তাহার সম্বল যে আত্মীক সম্বন্ধ ছিল, তাহা অন্যের সাহায্যে ও তাওয়াজ্জোহে ছিল এবং উৰ্দ্ধারোহণ তাহারই ফল ছিল। উক্ত তাওয়াজ্জোহ এখনও তাহার মধ্যে বৰ্ত্তমান আছে। 'জয্‌বা' বা আত্মীক আকর্ষণের সহিত উহার উল্লিখিত তাওয়াজ্জোহের সম্বন্ধ ঐরূপ, দেহের মধ্যে আত্মা যেরূপ ; অথবা অন্ধকারের মধ্যে আলো যেরূপ ; কিন্তু তাহার উপস্থিত জয্‌বা হাজরাতে খাজা (রাঃ)-এর জয্‌বা হইতে বিভিন্ন ; উহা এক বিশিষ্ট জয্‌বা যাহা হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (রাঃ) স্বীয় পিতা ও পিতামহগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত মাকামে তাঁহাদের খাছ খাছ হালত লাভ হইত। কতিপয় তালেব স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রারকে তিনি অবিকল যেরূপ ছিলেন সেই ভাবেই উক্ত অপেক্ষাকারী ব্যক্তি ভক্ষণ[১] করিয়াছে। ঐ ঘটনার ফলাফলও উক্ত মাকামে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জয্‌বা অন্যকে ফায়দা প্রদানের মাকামের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না। (কারণ) উক্ত মাকামে সৰ্ব্বদাই উৰ্দ্ধ দিকে লক্ষ্য থাকে এবং স্থায়ী মত্ততা এই স্থানের জন্য অনিবাৰ্য্য। কতিপয় জয্‌বার মাকামে প্রবেশ করিলে 'ছুলুক' হইতে বিরত রাখে এবং কতিপয় 'জয্‌বা' উহা হইতে বিরত রাখে না। তাহাতে প্রবেশ করার পর ছুলুকের প্রতি মনোযোগী হওয়া যায়। যে জয্‌বা ছুলুক হইতে বিরত রাখে, আরজ-পত্র লিখিবার সময় উহার প্রতি মনোযোগী হওয়ায় উক্ত মাকামের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পাইল। বিনা কারণে কোন দিকে মন নিবিষ্ট হয় না। আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত অবস্থার জ্ঞানধারী। কয়েক মাস হইল উক্ত অপেক্ষাকারী ব্যক্তি অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ণরূপে উল্লিখিত জয্‌বার মাকামে প্রবেশ করে নাই। উক্ত মাকামের মাহাত্ম্য জ্ঞান না থাকা এবং নানারূপ দুশ্চিন্তা তাহার প্রতিবন্ধক বটে। আশা করি আমার এই সামঞ্জস্য বিহীন বাক্য সমূহ পাঠ করিলে পূর্ণরূপে উক্ত মাকামে প্রবেশ করিতে পারিবে, তৎপর হজরত খাজাকেও ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইবে।

টীকা ঃ— ১। ভক্ষণ=তাহার যাবতীয় গুণাবলীকে নিজের মধ্যে আহরণ করা ; ও তাহার নূরে-নূরান্বিত এবং তাহার গুণে-গুণান্বিত হওয়া ।

১৬ মকতুব

স্বীয় পীর কেব্‌লার খেদমতে লিখিতেছেন ।

অধম তালেবের নিবেদন এই যে, মওলানা আলাউদ্দিন হুজুরের দোওয়া-পত্র পৌছাইল। পত্রে বর্ণিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটির কাশ্‌ফ সম্বন্ধে উপস্থিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী লিখা হইল। উক্ত বিষয়ের সমাপ্তি যাহা মনে জাগিয়াছিল পত্র-বাহক চলিয়া গেল বলিয়া তাহা লিখিবার অবসর পাইলাম না। আল্লাহ্ চাহেত পর পরই তাহা খেদমত শরীফে পাঠাইতেছি।

দ্বিতীয় রেছালা যাহা কতিপয় ভ্রাতৃবৃন্দের অনুরোধে লিখিত হইয়াছে, উহার পরিষ্কার প্রতিলিপি পাঠান হইল। ভ্রাতৃগণ অনুরোধ জানাইয়াছিল যে, আমি এক উপদেশ পূর্ণ রেছালা লিখি— যাহা তরীকতের কাৰ্য্যে সহায়তা করে ও তদনুরূপ তাহারা স্বীয় জীবন যাপন করিতে পারে। সত্যই উক্ত রেছালাখানি অশেষ বরকতযুক্ত। উহা লিখার পর আমি উপলব্ধি করিলাম যে, হজরত খাতেমোর রোছোল (ছঃ) স্বীয় উম্মতগণের অনেক মাশায়েখসহ উপস্থিত হইলেন এবং রেছালাখানা পবিত্র হস্তে ধারণ করতঃ পূর্ণ অনুকম্পা বশে উহাকে চুম্বন করিলেন ও সঙ্গী মাশায়েখদিগকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের আকীদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী প্রত্যেকের আকীদা অৰ্জ্জন করা উচিত। আরও দেখিলাম যে, যাঁহারা পুস্তক অনুযায়ী আকীদা অৰ্জ্জন করিয়াছেন, উক্ত মজলিসে তাঁহাদিগকে নূরাণী এবং অন্য সকল লোক হইতে পৃথক ও অল্প সংখ্যক দেখা যাইতেছে। তাঁহারা যেন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সম্মুখীন আছেন। ইহা এক বিস্তৃত ঘটনা এবং ঐ মজলিসেই তিনি এ অধমকে উক্ত ঘটনা প্রচার করার অনুমতিও দিলেন ।

"অসাধ্য কিছুই নয় বোজর্গের তরে"।

যেদিন আপনার দরবার পাক হইতে আসিয়াছি উৰ্দ্ধলক্ষ্য হেতু তাহার পর হইতে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ হইতেছে না। কিছুদিন পৰ্য্যন্ত মনে করিতাম যে নিৰ্জ্জন স্থানে লুকাইয়া থাকি। লোকজন দেখিলে হিংস্রজন্তুর মত মনে হইত। অবশেষে নিৰ্জ্জন বাসই দৃঢ় সংকল্প করিলাম, কিন্তু 'এস্তেখারা' অনুকূল হইল না। যদিও উহার কোনই সীমা নাই তথাপি যেন চরম সীমায় উন্নীত হইলাম এবং উৰ্দ্ধে লইয়া যাইতেন, আবার লইয়া আসিতেন। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন যে, "তিনি নিত্য নূতন অবস্থাধারী"। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছায় যাহা বৰ্জ্জিত ছিল তাহা ব্যতীত প্রায় সমস্ত মাশায়েখের মাকামাত্ আমাকে অতিক্রম করাইলেন ।

দেহলীজের মাটি যথা অনুকম্পা করে,
মহান দরবারে নিল, ল'য়ে করে করে।

এই ভ্রমণ এবং আরোহণে যে সমস্ত পীরানে কেরামের রূহানীয়াত মধ্যস্থ ছিল, তাহা যদি গণনা করি তবে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

ফলকথা, ইতিপূর্ব্বের 'জিল্লী' মাকামগুলি যেরূপ অতিক্রম করাইয়াছেন, এখন 'আছলী' মাকাম সমূহও তদ্রূপ অতিবাহিত করাইলেন। আল্লাহ্তায়ালার মেহেরবাণী কি আর বর্ণনা করিব !

সত্যই তিনি যাহাকে কবুল করেন, তাহার জন্য কোনই 'কারণ' আবশ্যক করে না, উহার অনেক নৈকট্য ও পূর্ণতা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

জিল্হজ্জ মাসে আমাকে কল্বের মাকাম পর্য্যন্ত অবতরণ করাইয়াছিলেন। এই কল্বের মাকাম অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার মাকাম বটে, কিন্তু এখনও ইহাকে পূর্ণ করিতে আরও অনেক কিছু আবশ্যক ; দেখা যাউক, কখন পর্য্যন্ত উহা হাছিল হয়। ইহা এত সহজ নহে। যদিও আমি 'মোরাদ'[1] তথাপি এত পথ অতিক্রম করিতে হইতেছে যে, বোধ হয় না যে, 'মুরীদগণ'[2] হজরত নূহ (আঃ)-এর মত জীবনলাভ করিলেও এত পথ অতিক্রম করিতে পারিবে। বরং মুরীদগণের এ পথ অতিক্রমের কোনই যোগ্যতা নাই। ইহা শুধু মোরাদ বা আল্লাহ্র মনোনীত ব্যক্তিগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

"আফ্রাদ"[3]-গণের চরম উন্নতি আছলের মাকামের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, ইহার উর্দ্ধে তাঁহাদেরও অবকাশ নাই।

"ইহা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পা, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা প্রদান করেন। তিনি বৃহৎ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)। মোর্শিদীর মাকাম, পূর্ণ হওয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যক বলিয়া লোককে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার কার্য্যে বাধা পড়িতেছিল। অদৃশ্য জগতের তমোরাশীর আলোক বিকাশ হওয়ার কারণে নূরগুলি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল না। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ ছিল না। অনেকে অনেক কিছু ভাবিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

যৌবনের ভাব নাহি বুঝে শিশুগণ,
এই কথা শেষ মোর বিদায় বচন।

এইরূপ ধারণা করিলে তাহাদের ক্ষতি হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিবেন যে, আমার মত ক্ষুণ্নমনা ব্যক্তির উপর হইতে যেন তাহাদের মনগড়া অসৎ ধারণার চক্ষু ঢাকিয়া রাখে। তাহাদের ঐরূপ ধারণার স্থান অন্যত্র বহু আছে।

হারায়েছি আমি ; মোরে খুঁজিও না তোরা,
কহিও না কিছু মোরে, আমি— আত্মহারা।

টীকা ঃ— ১। মোরাদ=আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে ইচ্ছাকৃত। ২। মুরীদ=স্বেচ্ছায় আল্লাহ্তায়ালার দিকে গমনকারী। ৩। আফ্রাদ=আত্মীক পদধারী ব্যক্তি বিশেষ।

আল্লাহ্তায়ালার কোপানল হইতে রক্ষা পাইবার চিন্তা করা উচিত। আল্লাহ্তায়ালা যে কার্য্যকে পূর্ণ করিবেন তাহার ক্ষতির বিষয় আলোচনা করা যুক্তিসংগত নহে। উহা যে আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্মুখ বিরুদ্ধাচরণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কল্বের মাকামে অবতরণ করা প্রকৃতপক্ষে মাকামে ফরক, এবং মোর্শেদী করার মাকাম। 'ফরক' অর্থ রূহের নূরের মধ্যে নফ্ছ নিমজ্জিত হইবার পর নফ্ছ হইতে রূহ এবং রূহ হইতে নফ্ছের পৃথক অনুভব হওয়া। পূর্ব্ববর্ত্তী হালতকে 'জমা' বলা হয়। এই 'জমা' এবং 'ফরক' শব্দ হইতে ইহা ব্যতীত অন্য কিছু ধারণা করা মত্ততামূলক। অনেকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির বিভিন্ন দর্শনকে 'মাকামে ফরক' বলিয়া থাকে। তাহা অমূলক। তাহারা রূহ বা আত্মাকেই আল্লাহ্ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে এবং উহা হইতে নফ্ছের পৃথক হওয়া আল্লাহ্ হইতে পৃথক হওয়া ভাবিয়া থাকে।

মত্ততা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকাংশ ব্যাপার এইরূপ জানিবে। যেহেতু তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না, সর্ব্ববিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালাই জানেন।

'ছুলুক' এবং 'জয্বা' ধারী ব্যক্তিগণের এল্ম সমূহ এবং উক্ত মাকামদ্বয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অন্য একটি লিপিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও অল্পকাল মধ্যে আল্লাহ্ চাহেত আপনার দৃষ্টিগোচর হইবে।

১৭ মকতুব

স্বীয় পীর কেব্লার খেদমতে লিখিতেছেন।

নগণ্য খাদেমের নিবেদন এই যে, যে ব্যক্তির কিছুদিন উন্নতি বন্ধ ছিল, পত্র লিখার সময় প্রকাশ হইল যে, উক্ত মাকাম হইতে একরূপ উন্নতি করিয়া আবার ঐ মাকামের নিম্নে অবতরণ করিল। অবশ্য পূর্ণরূপে অবতরণ করিল না। অবশিষ্ট যাহারা উক্ত মাকামের নিম্নে অবস্থিত ছিল, তাহারাও উন্নতি করিয়া অবতরণম্মুখ হইয়াছে।

ইহার পর যে অবস্থা ঘটিবে, ও যাহা যাহা প্রকাশ পাইবে, আল্লাহ্ চাহে তাহাও আরজ করিতে থাকিব। যাহার উপর এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সে তাহা বিশদভাবে উপলব্ধি করার পর যাহা কিছু লিখে তাহাই সঠিক।

এই অবতরণের ঘটনা হঠাৎ হইয়াছিল এবং রেচক ঔষধ সেবন হেতু দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া ইহার শেষ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ্ আবার প্রকাশ পাইবে।

১৮ মকতুব

তালবীন (পরিবর্ত্তনশীলতা)-এর পর তামকীন (স্থিরতা) অর্জ্জিত হওয়া এবং বেলায়েত-ত্রয়ের বর্ণনায় ইহাও স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

পূর্ণ অপরাধী, নিকৃষ্ট খাদেম আব্দুল আহাদের পুত্র আহ্‌মদের নিবেদন এই যে, যতদিন আধ্যাত্মিক অবস্থা সমূহ প্রকাশ হইতেছিল, ততদিন তাহা অবগত করাইতেছিলাম ; যখন হুজুরের পূত দৃষ্টির বরকতে আল্লাহ্‌পাক পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার কবল হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন হয়রানী ও পেরেশানী ব্যতীত কিছুই পাইতেছি না। আল্লাহ্‌র মিলন স্থলে বিরহ ও নৈকট্যস্থলে দূরত্ব এবং পরিচয়ের স্থলে অপরিচিত হওয়া ও জ্ঞানলাভ স্থলে অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই দেখিতেছি না বলিয়া পত্র দিতে বিলম্ব হইল, যেহেতু দৈনিকের বাজে সংবাদ লিখা নিস্প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন মনে এক এমন অবসন্নতা আসিয়াছে যে, কোন কাজেই যেন উৎসাহ নাই। বেকার ব্যক্তিগণের মত যেন কিছুই করিতে পারিতেছি না।

নগণ্যের চেয়ে আমি, নগণ্য পরাণ,
নগণ্য হ'তে কি কিছু হয় সমাধান !

এখন আসল বিষয়ের দিকে মনোযোগী হই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইদানীং আমাকে যে "হক্কুল ইয়াকীন" (প্রকৃত বিশ্বাস) প্রদান করিয়াছেন তাহাতে "এল্‌মুল ইয়াকীন" (জানিয়া বিশ্বাস) ও "আইনুল ইয়াকীন" (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস) পরস্পর পরস্পরের ব্যবধান নহে। 'ফানা' ও 'বাকা' তথায় সম্মিলিত। অস্থিরতা ও অজ্ঞানতার মধ্যেই জ্ঞানলাভ। অনুপস্থিতির মধ্যে উপস্থিত। এলেম (জ্ঞান) মারেফত (পরিচয়) থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানতা ও অপরিচয়ের প্রাচুর্য্য।

প্রিয়ারে পেয়েছি তবু আছে মনো-ব্যথা
বেড়েছে হয়রানী, ইহা আশ্চর্য্যের কথা।

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অশেষ অনুকম্পা বশে আমাকে পূর্ণ উন্নতি দান করিয়াছেন। বেলায়েতের মাকামের ঊর্দ্ধে 'শাহাদত', বা আত্মিক দর্শনের মাকাম। 'শাহাদতের' সহিত বেলায়েতের তুলনা, 'তাজাল্লীয়ে-ছুরি' বা আকৃতিক আবির্ভাবের সহিত 'তাজাল্লীয়ে জাতী' বা প্রকৃত আবির্ভাবের তুলনা যেরূপ। বরং উহাদের ব্যবধান এই তাজাল্লীদ্বয়ের ব্যবধান হইতেও অধিকতর। 'শাহাদতের' মাকামের ঊর্দ্ধে 'ছিদ্দিকিয়াতের' (সত্যবাদীত্বের) মাকাম, এই দুই মাকামের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বর্ণনাতীত। তাহার উপর নবুয়তের মাকাম ব্যতীত আর কোনই স্থান নাই এবং হওয়াও সমীচীন নহে ; বরং অসম্ভব। ইহা প্রকাশ্য কাশ্‌ফ (আত্মীক বিকাশ) কর্ত্তৃক আমার উপলব্ধিকৃত।

কোন কোন অলী-আল্লাহ্‌ এই দুই মাকামের মধ্যে 'কোরবত' (নৈকট্য) নামক এক মাকাম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাঁদাকাটার পর অন্যান্য বোজর্গগণের মতই প্রথমে উক্ত মাকাম আমার প্রতি প্রকাশ পাইল, অবশেষে উহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

হাঁ, উর্দ্ধারোহণ কালে, 'ছিদ্দিকিয়াতের মাকাম' অর্জ্জনের পর উহা লাভ হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু উহা মধ্যস্থ স্বরূপ কি-না— তাহাই ভাবিবার বিষয়। আল্লাহ্‌ চাহে সাক্ষাৎকালে বিস্তারিত নিবেদন করিব। ইহা অতি উচ্চ মাকাম। উন্নতির পথে ইহার উপর আর কোন মাকাম পাই নাই।

ছুন্নত জামাতের হক্কানী আলেমগণের মতানুযায়ী 'অজুদ' বা অস্তিত্ব নামক গুণ যে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের উপর অতিরিক্ত, তাহা উক্ত মাকামে বিশদ্‌ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং 'অজুদ' (গুণ)ও যেন পথে থাকিয়া যায় ও তদুর্দ্ধে আরও উন্নতি হয়, এই হেতু আবুল মাকারেম রোকনুদ্দিন, শায়েখ আলাউদ্দৌলা কতিপয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অজুদের (অস্তিত্বের) জগতের উর্দ্ধে 'মালেকিল অদুদ' বা আল্লাহ্‌তায়ালার জগৎ।

ছিদ্দিকিয়াতের মাকাম— বাকা বা স্থায়ীত্বের মাকাম, যাহার লক্ষ্য দৈহিক জগতের প্রতি। ইহার পর আরও নিম্নে নবুয়তের মাকাম। বস্তুতঃ উহা সর্ব্বোচ্চ, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও স্থায়ীত্ব লাভের মাকাম। 'কোরবত' নামক মাকাম এই দুই মাকামের মধ্যস্থ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, যেহেতু উহার লক্ষ্য শুধু বিশুদ্ধ-পবিত্রতা সম্বলিত জাতের দিকে, এবং উহা উন্নতির চরম স্থান। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

মুকুরের পিছে আমি তোতা পাখী যথা—
যা কহিতে কহে গুরু, কহি সেই কথা—।

শরীয়তের প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয় সমূহ আমার নিকট আত্মীক বিকাশ দ্বারা উপলব্ধিত ও স্বতঃসিদ্ধ করিয়াছেন, এবং জাহেরী আলেমগণের সহিত উহার বিন্দুমাত্র বিরোধিতা নাই। যেন তাঁহাদের ঐ সংক্ষিপ্ত এল্‌ম সমূহ আমার নিকট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং স্বীকার্য্য ও প্রমাণ সাপেক্ষ বস্তু সমূহ স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি হজরত নক্‌শবন্দ (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, 'তরীকত' চলার উদ্দেশ্য কি ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, 'সংক্ষিপ্ত মারেফত সমূহ যেন বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়গুলি যেন আত্মীক বিকাশ দ্বারা অনুভূত হয়। তিনি

ইহা বলেন নাই যে, "শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন এল্‌ম লাভ হয়।" অবশ্য পথের মধ্যে অনেক এল্‌ম, মারেফতের উদ্ভব হয়, যাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় ; অন্তের-অন্তস্থান যাহা ছিদ্দিকিয়াতের মাকাম সে পর্য্যন্ত উপনীত না হইলে, এসব কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

আমি তো কিছুই বুঝিতেছি না, অনেক অলী-আল্লাহ্ উক্ত মাকামে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, অথচ উক্ত মাকামের এল্‌ম (মারেফত-পরিচয়)-এর সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহার কারণ কি ? অবশ্য জ্ঞানী হইতে বড় জ্ঞানী আছে।

আমাকে আল্লাহ্পাক তকদীরের (অদৃষ্ট লিপির) বিষয় অবগতি প্রদান করিলেন। ইহাও এমনভাবে জানাইয়া দিলেন যে, বাহ্যিক শরীয়তের সহিত আমার কোনরূপ মতদ্বৈধতা রহিল না, এবং "আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সৃষ্টি করা অবশ্য কর্ত্তব্য" হওয়ার ও সৃষ্ট বস্তুর অক্ষম হওয়ার ধারণা হইতে উহা পবিত্র ছিল। তকদীর সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি পুর্ণেন্দু সম সুস্পষ্ট পাইলাম।

উক্ত মাছ্য়ালা সমূহ শরীয়তের বিপরীত নহে; অথচ কেন যে উহা গোপন রাখা হইয়াছে, তাহাই বিস্ময়জনক ; অবশ্য যদি শরীয়তের বিপরীত হইত তবে তাহা গুপ্ত রাখাই সমীচীন ছিল। আল্লাহ্তায়ালা যাহা করেন, তাহার উপর কথা বলার মত কেহই নাই।

সাধ্য কার তর্ক করে তোমার সদনে
সমর্পন ভিন্ন কথা কহে কোন জনে ?

এল্‌ম-মারেফত সমূহ বারীধারার মত বর্ষিত হইতেছে। মানসিক শক্তি যেন উহা সহ্য করিতে অক্ষম। 'আমার শক্তি' ইহা অনুমান মাত্র। বস্তুতঃ বাদ্শাহের দান তাঁহারই বাহন ব্যতীত বহিতে পারে না।

প্রথমতঃ মনে উৎসাহ ছিল যে, ঐ আশ্চর্য্য এল্‌ম মারেফত সমূহ লিপিবদ্ধ করি, কিন্তু সুযোগ পাইতেছিলাম না, তাই অস্থির ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ্ পাক মনে শান্তি প্রদান করিলে বুঝিলাম যে, উক্ত এল্‌ম সমূহ বর্ষণের উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা লাভ ; যথা ছাত্রগণ ব্যাকরণ অধ্যয়নের অভ্যাস করিয়া অধ্যাপক হইবার যোগ্যতা লাভ করে। শুধু কণ্ঠস্থ করা উদ্দেশ্য নহে, ইহাও তদ্রূপ। ইহাদের কিছু কিছু নিবেদন করিতেছি।

আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন— "তাঁহার অনুরূপ কোন বস্তুই নাই এবং তিনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী"। এই বাক্যের প্রথম অংশ আল্লাহ্তায়ালার বিশুদ্ধ পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, যাহা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যাইতেছে এবং পরবর্ত্তী অংশ উহার অর্থের পূর্ণতা সাধন করিতেছে। ইহার ব্যাখ্যা এই যে সৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যেও যখন শ্রবণ ও দর্শন শক্তি ইত্যাদি বিদ্যমান আছে, তখন ধারণা হইতে পারে যে, উহারাও এই সকল গুণে আল্লাহ্তায়ালার এক প্রকার সদৃশ্য। আল্লাহ্তায়ালা উক্ত ধারণা দূর করণার্থে সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে শ্রবণ ও দর্শন শক্তিকে অস্বীকার করিলেন। যেন দর্শনকারী এবং শ্রবণকারী সেই আল্লাহ্তায়ালাই। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই শক্তি সমূহ যাহা দৃষ্ট হইতেছে তাহা দর্শন ও শ্রবণ কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা উক্ত শক্তিদ্বয় যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ উহাদের দ্বারা নিজ নিজ কার্য্য সমাপ্তিও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা তিনি স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী করিয়া থাকেন। তাহাদের উক্ত গুণাবলীর কোন ক্ষমতা নাই। যদি ক্ষমতা প্রমাণ করি, তবে তাহাও সৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সুতরাং তাহারা স্বয়ং যেরূপ জড়বস্তু, তাহাদের গুণাবলীও ঠিক তদ্রূপ। কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি কোন প্রস্তর খণ্ড হইতে কথা বলায়, তবে কেহ বলিবে না যে, পাথর কথা বলে। এইমাত্র বলিতে পারে যে, পাথরের মধ্যে বাক্শক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে পাথর যেরূপ জড় পদার্থ, উহাতে যদি বাক্শক্তি ধারণা করা যায়, তাহাও উহার মত জড় পদার্থ হইবে। উহা হইতে যে বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে উহার যেন কোনই অধিকার নাই। অন্যান্য গুণাবলীও এই প্রকারের ; কিন্তু এই দুইটি গুণ যখন প্রকাশ্য, তখন ইহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইহারা বিদূরীত হইলে অন্যগুলি ভালভাবেই দূর হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী প্রথমে যেন এল্‌ম শক্তি সৃষ্টি করিলেন, তৎপর উহার সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করিলেন। তৎপর জানিত বস্তুর বিকাশ প্রদান করিলেন এবং উহা সৃষ্টিতে পরিণত করিলেন। অতএব বুঝা গেল যে, এল্‌ম গুণটির বিকাশ প্রদানের কোনই অধিকার নাই। এইরূপ আল্লাহ্পাক প্রথমতঃ শ্রবণশক্তি, তৎপর কর্ণপাত, তৎপর তদ্দিকে লক্ষ্য, তৎপর শ্রবণ, তৎপর অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইভাবে প্রথমতঃ দৃষ্টিশক্তি, তৎপর চক্ষু-তারকা পরিচালন ও দৃষ্ট-বস্তুর দিকে লক্ষ্য, তৎপর দৃষ্টি, তৎপর অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে অন্যান্য সকল শক্তিই সৃষ্টি করেন।

শ্রবণকারী ও দর্শনকারী উহাকেই বলা হয়, যাহার প্রথম উৎপত্তি হইতেই উক্ত শক্তিদ্বয় স্বাভাবিক। অন্যথায় উহাকে উক্ত শক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না। কাজেই উহাদের গুণাবলীও উহাদের অস্তিত্বের ন্যায় জড় পদার্থ।

এখন বুঝা গেল যে, উক্ত আয়াত শরীফের শেষে আল্লাহ্তায়ালা নিজেকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বলার উদ্দেশ্য সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলী পূর্ণরূপে অস্বীকার করা ; ইহা নহে যে, তাহাদের গুণাবলীর মত আল্লাহ্তায়ালারও গুণ আছে ; তাহা হইলে আল্লাহ্র পবিত্রতার সহিত সৃষ্ট বস্তুর সম্মিলন ঘটে ; বরং আয়াত শরীফের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আল্লাহ্র পবিত্রতা ও তাঁহার সমকক্ষ হীনতা বর্ণনা করিতেছে। সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ্তায়ালার জাত পাকস্থিত জানা এবং অন্যান্য প্রাণীগণকে জড় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান করা, বরং তাহাদিগকে কলস ও পয়ঃ-প্রণালীর মত ধারণা করা প্রথম এলম এবং ইহা বেলায়েতের মাকামের সদৃশ্য এলম'। দ্বিতীয় এলম তাহাদের গুণাবলী সমূহকেও জড় বস্তুর ন্যায় জানা ও তাহাদিগকে মৃতবৎ জানা, যথা— আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "তুমিও মৃত, তাহারাও মৃত" ইহা শাহাদতের মাকামের অনুরূপ এলম। ইহা দ্বারাও উক্ত দুই মাকামের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। নমুনা দেখিলেই বিরাট বস্তুর সংবাদ পাওয়া যায় এবং এক বিন্দু পানিতে মহা-সমুদ্রের ভাব বুঝা যায়, যে বৎসরটি ভাল, বসন্তেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই উচ্চ মাকামধারী ব্যক্তিগণ সৃষ্ট জীবের সমুদয় কার্য্যকলাপ মৃত ও জড় পদার্থতুল্য ধারণা করেন। ইহা নহে যে— কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইতেছে, কিন্তু কর্ত্তা আল্লাহ্তায়ালাকেই জানেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি একটি পাথর বিকম্পিত করিলে উহা বলা চলিবে না যে, ঐ ব্যক্তি কম্পবান, কেবল বলা যাইবে যে, "সে পাথরকে কাঁপাইতেছে" এবং পাথর কম্পবান। কিন্তু পাথর যেরূপ জড়বস্তু তাহার কম্পন শক্তিও জড় পদার্থ। যেহেতু উক্ত কম্পন দ্বারা যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে তবে "প্রস্তর খণ্ড উহাকে মারিল" বলা যাইবে না ; বরং বলিতে হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি উহাকে মারিল। জাহেরী শরীয়তের আলেমগণের অভিমতও এইরূপ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সৃষ্ট ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য সমূহও আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট পদার্থ, উহাতে তাহাদের কার্য্যের কোনই অধিকার নাই। তাহা যেন বর্ণিত (প্রস্তর খণ্ডের) কম্পন সদৃশ্য। উহাতে কার্য্য সংঘটনের কোনই শক্তি নাই।

যদি কেহ বলে যে, এইরূপ হইলে মখলুকের কার্য্যকলাপের উপর আজাব (শাস্তি) ও ছওয়াব (পারিতোষিক) বর্ত্তান অনুচিত, ইহা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত পাথরটিকে কোন কার্য্যের আদেশ দিয়া সুনাম বা দুর্ণামের অধিকারী করার অনুরূপ। তদুত্তরে বলা যাইবে যে, পাথর এবং ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা আছে বলিয়া ইহারা কার্য্যভার গ্রহণের উপযোগী এবং প্রস্তর খণ্ডে উক্ত দ্বিবিধ শক্তির অভাব বলিয়া সে ভার গ্রহণ উপযোগী নহে। ইহাও জানা আবশ্যক যে, উক্ত ইচ্ছা-শক্তিও আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট এবং কার্য্য সমাধান করিতে উহার কোনই ক্ষমতা নাই, তথায় উহা যেন মৃতবৎ। এইমাত্র যে, তাহার ইচ্ছা হইলে আল্লাহ্তায়ালার অভ্যাস অনুযায়ী তাহার বাঞ্ছিত কাজ সংঘটিত হয়।

তুরাণ দেশীয় আলেমগণের মতানুযায়ী, যদি সৃষ্ট বস্তুর ক্ষমতায় এক প্রকার কার্য্য সমাধান শক্তি ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি উক্ত শক্তি আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্ট বস্তু বলিয়া মানিতে হইবে। যেরূপ তিনি মূল 'ক্ষমতা' গুণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও যেন তদ্রূপ। অতএব উক্ত ক্ষমতা গুণ কার্য্যকরী করায় উহাদের যেন কোনই শক্তি নাই। সুতরাং তাহারা জড়-পদার্থ তুল্য। যদি কোন প্রস্তর খণ্ড কোন ব্যক্তির স্পন্দনে উর্দ্ধ হইতে পতিত হইয়া কোন জন্তুর প্রাণ বিনাশ করে, তবে সকলেই প্রস্তরটিকে যেরূপ জড় বস্তু বলিবে তদ্রূপ তাহার গতি ও ক্রিয়াকে অচেতন জানিবে ; কাজেই সর্ব্ববিধ বস্তু ও তাহাদের গুণাবলী এবং কার্য্য সমূহ জড়পদার্থ ও খাঁটী মৃত। শুধু তিনিই জীবিত ও দণ্ডায়মান, রক্ষাকারী, শ্রোতা ও দর্শক, সর্ব্বজ্ঞ ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

(আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন)— "ইয়া রাছুলুল্লাহ্ (ছঃ) আপনি বলিয়া দিন, যদি সাগরসমূহ আল্লাহ্তায়ালার বাক্যাবলীর মসিতুল্য হয়, তবে নিশ্চয় তাঁহার বাক্য সমূহ অবসানের পূর্ব্বেই উক্ত সাগর সমূহ শেষ হইয়া যাইবে। উহার সহায়তাকারী তদনুরূপ আরও যদি যোগ দেওয়া হয় (তাহাও নিঃশেষ হইবে)।"

নির্লজ্জের মত অনেক কিছু লিখিলাম, অত্যন্ত বেয়াদবী হইল। কি-করি, সৌন্দর্য্যের আকর যেজন তাঁহার আলোচনাও সৌন্দর্য্যময়, যতই দীর্ঘ করি ততই যেন সুন্দর মনে হয়, যতই বলি ততই বৃদ্ধি পায় ; অবশ্য তাঁহার আলোচনা বরং নাম লওয়ারও কোন যোগ্যতা বা সম্বন্ধ নিজের মধ্যে পাইতেছি না।

সহস্রবার গোলাপ জলে যদ্যপি ধুই এই-বদন,
হইবে নাকো যোগ্য তবু করতে সে-নাম উচ্চারণ।

বান্দার উচিত যে আপন সীমা বজায় রাখে। আপনার অনুকম্পা-দৃষ্টির আশা রাখি। নিজের খারাবীর কথা কি আর নিবেদন করিব ! নিজের মধ্যে যাহা কিছু পাইতেছি তাহা আপনার মেহেরবাণী হইতে উদ্ভূত। নতুবা আমি যে পুরানা দাস, এখনও তাহাই।

মিয়া শাহ্ হোসেন তৌহিদে অজুদীর লজ্জতের মধ্যে নিমজ্জিত আছে। তথা হইতে উহাকে বহিষ্করণের আশা রাখি ও উদ্দিষ্ট মাকাম, যাহা হয়রানির মাকাম, তাহা যেন লাভ হয়।

'মোহাম্মদ ছাদেক'[১] (রাঃ) শৈশবতাহেতু নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না। যদি কোন ছফরে আমার সঙ্গে যাইত, তাহা হইলে তাহার সবিশেষ উন্নতি হইত। যখন

টীকা ঃ— ১। মোহাম্মদ ছাদেক (রাঃ)=ইনি হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রাঃ)-এর বড় ছাহেবজাদা।

পার্ব্বত্য অঞ্চলে আমার সহিত ছিল তখন অনেক উন্নতি করিয়াছে। এমন কি হয়রানির মাকামে ডুবিয়াছিল। উক্ত মাকামে সে, এ অধমের সহিত সম্বন্ধ রাখে। শায়েখ নূরও এই মাকামে আছেন— অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

আমার আত্মীয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি আছেন, যাঁহার হাল বহু উর্দ্ধে। তাজাল্লীয়ে বরকী বা তড়িৎবৎ আবির্ভাব-এর নিকটবর্ত্তী এবং বহু যোগ্যতাও রাখে।

১৯ মকতুব

সুপারিশ বা সমর্থন সূচক অনুরোধে আপন পীরের নিকট লিখিতেছেন।

খাদেমের নিবেদন এই যে, সেনাদলের এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, দিল্লী এবং ছেরহেন্দের মোশাহারা ধারীগণের গত শ্রাবণ মাসের ফসলের বাবদ টাকা হুজুরের দরবারের খাদেমগণের প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাহারা যেন প্রমাণ লইয়া প্রত্যেক হকদারকে উহা পৌঁছাইয়া দেয়, এইহেতু শরম পরিত্যাগ করিয়া লিখিতেছি যে, সহস্র মুদ্রা হাফেজ ও আলেম শেখ আবুল হাসানের নামে, এবং সহস্র মুদ্রা হাফেজ শেখ মোহাম্মদের নামে, নবাব শেখের রাজস্ব হইতে ধার্য্য আছে। উক্ত দুই ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহারা নিজের এক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছেন। উল্লিখিত সৈনিক ব্যক্তির সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের টাকা পত্রবাহকের দ্বারা পাঠাইতে মর্জ্জি হয়। ইহারা ছেরহেন্দে আছেন।

২০ মকতুব

কোন এক ব্যক্তির জন্য অনুরোধ করিয়া ইহাও স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট লিখিতেছেন।

অধম খাদেমের নিবেদন এই যে, হবীবুল্লাহ্ ছেরহেন্দী ও তাহার মাতা ও বিবি এবং অন্যান্য বোজর্গ ব্যক্তিদের মোশাহারার বিষয় দ্বিতীয়বার যাহা পত্রে লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয় হুজুরের পবিত্র দরবারের খাদেমদিগকে তকলীফ্ দিতেছি।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মোশাহারার টাকা যদি দিল্লীতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে মওলানা আলীকে আদেশ দিবেন, উহাদিগকে যেন সান্ত্বনা প্রদান করে। ইহারা কেহ উকিলের সাহায্যে, কেহ বা নিজেরাই আসিতেছেন। যদি তাহাদের নামে টাকা না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পরওয়ানাগুলি সংশোধন করার নির্দ্দেশ দিতে মর্জ্জি হয়, যেহেতু ইহারা জীবিত ও বর্ত্তমান আছেন। বিশেষ আর কি লিখিব !

২১ মকতুব
(মূল আরবী ভাষায়)

একবিংশতি মকতুব হাজী মুছা কারী লাহুরীর পুত্র শেখ মোহাম্মদ মক্কীর নিকট লিখিতেছেন।

এই অক্ষম দাস আপনার পবিত্র লিপিকা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানব ছরদার (দঃ) যিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতে সুরক্ষিত, তাঁহার তোফায়েলে আল্লাহ্‌পাক আপনাকে অতি উচ্চ পারিতোষিক প্রদান করুন ও আপনার কার্য্যসমূহ সহজসাধ্য করুন, আপনার বক্ষ উন্মুক্ত ও ওজর কবুল করুন।

হে ভ্রাতঃ ! জানিবেন যে, প্রাণবিয়োগ হইবার পূর্ব্বে যে মৃত্যু হয়, যাহাকে ছুফীগণ 'ফানা' বলিয়া থাকেন, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র দরবারে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে এবং বাহ্যিক মিথ্যা মাবুদ সমূহ ও স্বীয় প্রবৃত্তির বাতুল আকাঙ্ক্ষার দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে না ও প্রকৃত ইছলাম ও পূর্ণ ঈমান লাভ হইবে না। সে আবার কিসে আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দা দলভুক্ত হইবে ও কিভাবে 'আওতাদের'[১] মাকাম লাভ করিতে পারিবে ! অথচ এই 'ফানা'ই বেলায়েতের প্রথম পদক্ষেপ ও পুরোগামী পূর্ণতা ; যাহা প্রারম্ভেই হইয়া থাকে। বেলায়েতের প্রারম্ভ যখন এরূপ, তাহার চরমে কি-যে উন্নতি হইবে, তাহা তুলনা করিয়া বুঝা উচিত।

"দেখিয়া ভাবিও তুমি গোলেস্তাঁ আমার
বসন্তে ধরিবে ইথে কিরূপ বাহার।"
বসন্তের শুভ হালে হয় প্রকাশিত
স্বচ্ছন্দে এ বৎসর হবে প্রবাহিত।

বেলায়েতের মধ্যে অনেক দরজা বা ক্রম আছে, উহা একটির উপর আর একটি। যেহেতু প্রত্যেক নবীর পদক্ষেপে এক একটি বিশিষ্ট স্তর হইয়াছে, যাহা তাঁহার জন্য খাছ, ইঁহাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর আমাদের নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পদক্ষেপের স্তর। কেননা, যে "তাজাল্লীয়ে জাতীর" মধ্যে কোন এছ্‌ম-ছেফাত বা শুয়ুন ও এ'তেবারের প্রমাণ বা নিবারণ হিসাবে কোনরূপ অবকাশ নাই, তাহাই উক্ত বেলায়েতের বিশিষ্ট তাজাল্লী। প্রকৃত ও ধারণা সম্ভূত ব্যবধান সমূহ এই স্থানেই জ্ঞানতঃ ও দৃশ্যতঃ বিদীর্ণ হয়, তৎপর "আছলে ওরইয়ান" বা অবাধ মিলন ও প্রকৃত আল্লাহ্ প্রাপ্তি লাভ হয়, তাহা ধারণা সম্ভূত নহে।

টীকা ঃ— ১। আওতাদ=অতদ্ অর্থ স্তম্ভ ; ইহা একটি পদ বিশেষ ; এই পদধারী ব্যক্তিগণ যেন জগতের স্তম্ভস্বরূপ।

যাঁহারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও এই দুষ্প্রাপ্য মাকামের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব কেহ যদি এই উচ্চ দরজা (স্তর) ও মহান সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়, তবে সে তাঁহার পূর্ণ অনুসরণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করুক। এই "তাজাল্লীয়ে জাতী" (প্রকৃত প্রতিবিম্ব) অন্যান্য মাশায়েখগণ তড়িৎবৎ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ অল্পক্ষণের জন্য তড়িৎবেগে তাঁহাদের সম্মুখ হইতে ব্যবধান উঠিয়া যায়। তৎপর আবার ছেফাত সমূহের পর্দা লটকাইয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী নূর পর্দায় ঢাকিয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব তাঁহাদের প্রতি ক্ষণিকের জন্য হয়, এবং 'অনুপস্থিতিই' দীর্ঘকাল ধরিয়া হইয়া থাকে।

উক্ত হুজুরী নক্‌শবন্দী বোজর্গগণের স্থায়ীভাবে হইয়া থাকে। ক্ষণিকের জন্য যে হুজুরী হয় এবং যাহার পরে আবার অনুপস্থিতি কাল আসে তাহা ইঁহাদের নিকট ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ইঁহাদের পূর্ণতা অন্য সকল তরীকার বোজর্গগণের পূর্ণতা হইতে অতি উচ্চ। ইঁহাদের নেছ্‌বত বা আত্মীক সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠতম। এইহেতু ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের নেছ্‌বতই— উৎকৃষ্টতম। নেছ্‌বতের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের অবিচ্ছিন্ন আবির্ভাব।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হজরত রছুল মকবুল (ছঃ)-এর ছাহাবাগণের অনুরূপ ইঁহারাও শেষ মাকামের বস্তু প্রারম্ভেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাহাবাগণ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতেই যাহা লাভ করিয়াছিলেন, অলী-আল্লাহ্‌গণ তাহা সর্ব্বশেষে পাইয়া থাকেন। ইহাকে "এন্দেরাজুন নেহায়েত্ ফিল্ বেদায়েত" অর্থাৎ শেষ বস্তুর প্রারম্ভে প্রবেশকরণ বলা হইয়া থাকে।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্য যেরূপ সকল পয়গাম্বর হইতে উচ্চ, ইঁহাদের নৈকট্য ও তদ্রূপ সকল অলী-আল্লাহ্‌গণের নৈকট্য হইতে উচ্চতর ; ইহা হইবে না কেন! ইঁহাদের বেলায়েত যে হজরত "ছিদ্দিকে আক্‌বার" (রাঃ)-এর সহিত সম্বন্ধিত। অবশ্য অন্য কামেল বোজর্গ যদি ইহা প্রাপ্ত হন, তাহাও তাঁহা হইতেই পাইয়া থাকেন। যথা— হজরত আবু ছইদ খাররাজ এই তাজাল্লীর স্থায়ীত্ব বয়ান করিয়াছেন, কারণ তিনি হজরত ছিদ্দিক (রাঃ)-এর জোব্বা মোবারক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা "নাফাহাতুল উন্‌ছ" নামক কেতাবে বর্ণিত আছে।

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব ও নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের পূর্ণতা লিখিয়া তালেবগণকে উৎসাহ প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য মাত্র। নতুবা আমার এসব আলোচনার কোনই আবশ্যক করে না।

জগতবাসীর কাছে রহস্য তাঁহার
বর্ণনা করিলে হবে অতি অবিচার ;
কিন্তু পথ দেখাইতে করিনু বয়ান
নতুবা যে, হবে শেষে ব্যথিত পরান।

আপনাদের এবং যাহারা সৎ পথে চলে তাঁহাদের প্রতি আমার ছালাম।

২২ মকতুব

শেখ মোহাম্মদ মুফ্‌তী লাহোরীর পুত্র শেখ আবদুল মজিদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পবিত্র ঐ জাত পাক, যিনি আলোক ও অন্ধকার একত্রিত করিয়াছেন এবং লামাকানী (স্থান মুক্ত ও দিক শূন্য) বস্তুকে মাকানী (দিক ও স্থান সম্ভূত) বস্তুর সহিত সম্মিলিত করিয়াছেন। তৎপর তমঃরাশিকে আলোক রাশির সহিত এরূপ ভালবাসা প্রদান করিলেন যে, সে উহার প্রেমাসক্ত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল, যেন উক্ত তমশা কর্ত্তৃক ইহার উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয় ও পূর্ণ নির্ম্মলতা লাভ করে। দর্পণ পরিষ্কার করার পূর্ব্বে যেরূপ উহাতে কাদা লাগাইয়া পরে রেত দিয়া ঘসিলে তাহার চাকচিক্য বর্দ্ধিত হয়, ইহাও যেন তদ্রূপ। উক্ত নূর তমসাচ্ছন্ন দেহের ভালবাসায় পতিত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পবিত্র জাত দর্শনের কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং ইহার প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া নিজেকে ও নিজের আনুষঙ্গিক সমুদয় বস্তুকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং উক্ত সংস্পর্শে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের আমলনামা-ধারীগণের উৎকর্ষতা তাহা হইতে বিলুপ্ত হইয়া বাম হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শামিল হইয়া গিয়াছে। সে যদি উক্ত সংকীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং দৈহিক প্রেম হইতে মুক্ত হইয়া প্রশস্ত স্থানে গমণ না করে, তাহা হইলে উহার সর্ব্বনাশ। যেহেতু সে নিজের যোগ্যতা সংহার করিল এবং তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল, অতএব সে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট।

পক্ষান্তরে, সৌভাগ্য যদি তাহার সহায় হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা লাভ করে, তাহা হইলে সে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিস্মৃত বস্তুসমূহ স্মরণ করতঃ ইহা বলিতে বলিতে ফিরিয়া চলে—

"হজ্জ করে, গিয়ে সবে পাথরের বুকে
প্রভু হে— আমার হজ্জ, তোমারই দিকে"।

দ্বিতীয়বার সে যখন ভালভাবে বাঞ্ছিত জনের দর্শনে নিমজ্জিত হয় ও তদ্দিকে পূর্ণরূপে লক্ষ্য করে, তখন উক্ত তমঃরাশি তাহার অঞ্চল ধারণ করতঃ আল্লাহ্‌র নূরের প্রাবল্যের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার এই মগ্নতা যখন পূর্ণত্ব লাভ করে, এমন কি সে স্বীয় তমস্বী বন্ধুকে এবং নিজেকে ও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সর্ব্ব বস্তু সমূহকে পূর্ণরূপে ভুলিয়া ফেলে এবং নূরের নূর যিনি তাঁহার দর্শনে বিলীন হইয়া যায় ও বাঞ্ছিতজনের অবাধ দর্শন লাভ করে, তখন তাহার দৈহিক এবং আত্মীক 'ফানা' হইয়া থাকে। যদি তৎসঙ্গে উহার 'বাকা'ও সংঘটিত হয় ; তাহা হইলে তাহার 'ফানা', 'বাকা' উভয়দিক পূর্ণ হইয়া যায়, তাহাকে 'অলী' বলা হইয়া থাকে। তৎপর তাহার দুই অবস্থা হইতে পারে। হয়তো সে

আপন দর্শিত জনের প্রেম-সাগরে সর্ব্বদাই নিমজ্জিত হইয়া থাকিবে, অথবা খলকুল্লাহ্কে আল্লাহ্তায়ালার দিকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসিবে। যদি ফিরিয়া আসে তবে তাহার অন্তর আল্লাহ্রই সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে ও বাহ্যিক দেহ সৃষ্ট জীবগণের সঙ্গে মিলিত থাকে। এখন তাহার নূর, বর্ণিত তমসাযুক্ত বন্ধু হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত জনের দিকে মনোযোগী হয় এবং দক্ষিণ হস্তে পুস্তক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শামিল হইয়া যায়। যদিও তথায় বাম-দক্ষিণ কিছুই নাই, তথাপি দক্ষিণ হওয়াই শ্রেয়ঃ ; যেহেতু দক্ষিণ হস্তসম উহা বরকত, ফজিলত-উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতার সমষ্টি। এইরূপ আল্লাহ্তায়ালাকে বলা হইয়া থাকে যে তাঁহার দুই হস্তই দক্ষিন হস্ত। অতঃপর উক্ত তমসাযুক্ত দেহ আল্লাহ্র এবাদতের মাকামে অবতরণ করে।

পূর্ব্ব বর্ণিত "লামাকানী" নূর হইতে আমি রূহ্ অর্থ লইয়াছি, বরং তাহার সার-বস্তু এবং সীমাবদ্ধ তমসা হইতে 'নফ্ছ' অর্থ লইয়াছি ; জাহের ও বাতেনের অর্থও এইরূপ জানিবে।

যদি কেহ বলে যে, অলী-আল্লাহ্গণ আল্লাহ্র প্রেমে নিমজ্জিত আছে, অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তাহাদেরও জ্ঞান-বুদ্ধি আমরা দেখিতে পাই এবং তাহারাও স্বজাতীর সহিত যোগাযোগ রাখে ; তবে নিমজ্জিত ও বিলীন হওয়ার অর্থ কি ? এবং যাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হেদায়েতের কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের ও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

তদুত্তরে বলিব যে, নফ্ছ রূহের নূরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে এক সঙ্গে বাঞ্ছিত বস্তুর দিকে লক্ষ্য করতঃ বিলীন হইয়া যাওয়াকে পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ বলা হয় ; ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে— সংজ্ঞা, জ্ঞান ও জগতবাসীর সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য। ইহা নফ্ছের বিস্তৃতি স্বরূপ। বস্তুতঃ নফ্ছের সমষ্টি রূহের নূরের শামিল হইয়া তথায় নিমজ্জিত ও বাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে লিপ্ত আছে এবং তাহার বিস্তৃতি পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি লইয়াই বর্ত্তমান আছে। তাহাতে যেন তাহার কণামাত্র ক্ষতি হয় নাই। উহা প্রত্যাবর্ত্তনকারীগণের বিপরীত।

যে ব্যক্তি জগতবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার নফ্ছ মোৎমায়েন্না— শান্ত ও পরিমার্জ্জিত হওয়ায় অন্যকে পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে উক্ত নূর হইতে বাহির হইয়াছে এবং জগৎবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, যেন তাহার আহ্বান কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং সকলে যেন তাহা গ্রহণ করিতে পারে। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা এই যে, নফ্ছ সংক্ষিপ্ত সার-বস্তু এবং ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উহার বিস্তৃতি। নফ্ছ কল্বের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং কল্ব স্বীয় হকীকতে জামেয়া (যাহা তাহার উৎপত্তি স্থান)-এর সাহায্যে রূহের সহিত সম্বন্ধ রাখে ; অতএব ফুয়ুজাত রূহ্ হইতে নফ্ছের উপর পতিত হয়। তৎপর তাহার মধ্যস্থতায় অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চালিত হয় এবং ইহার

সারবস্তু যেন সর্ব্বদাই নফ্ছের মধ্যে থাকে। সুতরাং উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হইয়া গেল। ইহাও জানা আবশ্যক যে, প্রথম দল ছোকর বা মত্ততা সম্পন্ন এবং দ্বিতীয় দল জ্ঞানধারী। প্রথম দল উন্নত এবং দ্বিতীয় দল সম্মানার্হ। প্রথম মাকাম অলীগণের উপযোগী এবং দ্বিতীয় মাকাম পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উপযোগী। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে অলীগণের বোজর্গী প্রদান করুন এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুসরণের উপর অটল রাখুন। ইঁহাদের সকলের প্রতি এবং আমাদের নবী (ছঃ)-এর প্রতি ও নৈকট্যধারী ফেরেশ্তাবৃন্দ ও নেক বান্দাগণের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক, আমীন।

পত্র লিখক দোয়াগো (আশীর্ব্বাদক) আমি আরববাসী নহি বলিয়া ভালভাবে আরবী লিখিতে পারি না। কিন্তু আপনি যখন স্বীয় পত্র আরবী ভাষায় লিখিয়াছেন তখন আমি তদুত্তরে দুই-একটি আরবী বর্ণ লিখিতে বাধ্য হইলাম, যেন উভয়ের বানান সমতুল্য হয়। ছালাম বলিয়া শেষ করিলাম।

২৩ মকতুব

আবদুর রহীম খান-খানানের নিকট তাঁহার পত্রের উত্তরে অপূর্ণ পীরের নিকট হইতে তরীকত গ্রহণের ক্ষতি এবং বিধর্ম্মীদের অনুরূপ আখ্যা প্রদান নিষেধ ইত্যাদি বিষয় লিখিতেছেন।

যে মানব ছরদার (দঃ) সৎ-অসৎ ও আরব-আজম সকলের প্রতি প্রেরিত তাঁহার অছিলায় যে আলোচনা— অবস্থায় পরিণত হয় না, এবং যে এলেমের— আমল হয় না, উক্তরূপ আলোচনা ও এলম হইতে আল্লাহ্পাক আমাদিগকে রক্ষা করুন। (আমীন) ॥ আমার এই দোওয়ার প্রতি যে ব্যক্তি আমীন বলিবে তাহার উপর আল্লাহ্তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক। সত্যবাদী ভ্রাতা আপনার পত্র সুষ্ঠুভাবে পৌছাইল এবং মৌখিক যাহা যাহা বলিবার বলিল ; তখন আমি এই পদ্য পাঠ করিলাম।

মমবন্ধু আর তাঁর প্রিয়-দূত বরে,
স্বাগতম, ধন্যবাদ দিনু অকাতরে।
ওহে দূত হেরি তব প্রফুল্ল বদন
পুলকিত হনু ; এ-যে, বঁধুর স্মরণ।

হে পূর্ণত্বগুণ সমূহের আবির্ভাবযোগ্য ভ্রাতঃ আল্লাহ্তায়ালা আপনার যোগ্যতাকে কার্য্যে পরিণত করুন। জানিবেন নিশ্চয়ই এই দুনিয়া পরকালের ক্ষেত্রস্থান। যে ব্যক্তি কৃষি করিল না এবং স্বীয় যোগ্যতার জমিন বেকার ফেলিয়া রাখিল ও আমল স্বরূপ বীজ সমূহ বিনষ্ট করিল, তাহারই সর্ব্বনাশ এবং বরবাদী।

ইহাও জানা আবশ্যক যে, দুই প্রকারে কৃষি বিনষ্ট হয় ; হয়তো তাহাতে কিছুই বপন না করিলে অথবা খারাপ বীজ বুনিলে। শূন্য রাখা হইতে অসৎ বীজ বপনেই অধিকতর ক্ষতির কারণ ও বিপদজনক, ইহা প্রকাশ্য কথা।

আধ্যাত্মিক পথে অসৎ বীজ ঃ— যথা— অপূর্ণ ব্যক্তি হইতে তরীকত গ্রহণ করা ও তৎ-নির্দ্দেশানুযায়ী পরিচালিত হওয়া। অপূর্ণ ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার অনুগামী। অতএব তাহার অনুসরণ করিয়া কোনই ফল লাভ হইবে না। যদিও বা কিছু সুফল দৃষ্ট হয়, তদ্বারা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয় মাত্র ; সুতরাং অন্ধকারে আরও তমসাচ্ছন্নতা ঘটিয়া থাকে। নাকেছ ব্যক্তি কোন্ পথে যে আল্লাহ্ প্রাপ্তি হইবে এবং কোন্ পথে হইবে না, তাহাও অবগত নহে। সে যখন নিজেই প্রাপ্ত নহে, বুঝিবে আর কি-সে ! তালেবগণের যোগ্যতার ন্যূনাধিক্যের জ্ঞানও যে তাহার নাই এবং জয্বার ও ছুলুকের পথের পার্থক্য জ্ঞানও তাহার নাই। কাজেই অজ্ঞতা বশতঃ হয়তো জয্বার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে ছুলুকের পথে চালাইয়া পথভ্রষ্ট করে, আবার ছুলুকের উপযোগী তালেবকে ভুল করিয়া তাহার যোগ্যতার প্রতিকূল জয্বার পথে চালাইয়া গোমরাহ্ করে। এইরূপ ভ্রমে পতিত বিপথগামী তালেব যখন কামেল পীরের স্মরণাপন্ন হয়, তখন তিনি প্রথমে তাঁহার আত্মাস্থিত বিরুদ্ধ দোষণীয় বীজ সমূহ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন। তৎপর তাহার যোগ্যতানুযায়ী উৎকৃষ্ট বীজ প্রদান করেন। তবেই সুন্দর ফল ফলে। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "অপকৃষ্ট কথার উদাহরণ যথা— নিকৃষ্ট বৃক্ষ সমূহ ; উহারা জমিনের উপরিভাগ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থ্যাৎ উহার মূল সমূহ নীচে যায় না। অতএব উহার স্থিতি নাই এবং উৎকৃষ্ট বাক্য সমূহের উদাহরণ যথা— উৎকৃষ্ট বৃক্ষ ; তাহাদের মূলসমূহ দৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা এত উচ্চ যেন আসমানে উঠিয়াছে।" যেহেতু কামিল-মোকাম্মিল (স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অন্যকে পূর্ণকারী) পীর স্পর্শমণি হইতেও দুষ্প্রাপ্য, তাঁহার লক্ষ্য অমৃততুল্য এবং তাঁহার বাক্যই রোগমুক্তকারী। অন্যথায় সে যেন বরবাদ। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর শরীয়তের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। কেননা ইহাই কার্য্যের মূল ও উদ্ধারের পথ ও ইহার উপরই সৌভাগ্য নির্ভরশীল। পার্শী কবি কি সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন—

"বিশ্বের সম্মান যিনি সৃষ্টির প্রধান,
মোহাম্মদ (ছঃ) নাম তাঁর খোদার প্রেয়াণ।
তাঁর দুয়ারের মাটি হবে না যে-জন,
পড়ুক মস্তকে মাটি তার অনুখন।"

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিয়া উপসংহার করিতেছি। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনি লিখিয়াছেন— আপনার তথায় অনেক ভাল ভাল কবি

আছেন, কিন্তু তাহারা নিজেকে বিধর্ম্মীগণের আখ্যায় আখ্যায়িত করেন ; অথচ তাহারা শরীফ বংশীয় ব্যক্তি। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, কিসে তাহাদিগকে এই নিকৃষ্ট অপবিত্র আখ্যার দিকে অগ্রসর করাইয়াছে ! মোছলমান মাত্রেরই এইরূপ নাম পরিত্যাগ করতঃ উহাকে হিংস্র-জন্তুতুল্য ভাবিয়া উহা হইতে পলায়ন করা উচিত ও ঘৃণার চক্ষে দেখা আবশ্যক ; যেহেতু উক্ত নাম ও নামধারী উভয়ই আল্লাহ্-রছুলের কোপে নিপতিত। মোছলমানগণ উহাদের সহিত শত্রুতা ও কঠোরতা করায় আদিষ্ট। অতএব এইরূপ অপকৃষ্ট নাম হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব।

কোন কোন পীর, বোজর্গ ছোকর (মত্ততার অবস্থায়) কুফরের প্রশংসা করিয়াছেন এবং 'উপবীত'[১] বাঁধার উৎসাহ দিয়াছেন। এসব কথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নহে, ইহার ভাবার্থ লইতে হইবে। যেহেতু মত্ত ব্যক্তিগণের কথা বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নহে এবং মত্ততা বশতঃ এইরূপ দোষণীয় কার্য্য করিতে তাহারা বাধ্য। অতএব তাহারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট মাযুর (উপেক্ষ্য) ; উপরন্তু অলী-আল্লাহ্গণের নিকট হকীকী ইছলামের তুলনায় হকীকী কুফর ক্ষতিগ্রস্ত ও অসম্পূর্ণ। অবশ্য যাহারা মত্ত নহে, মত্ত ব্যক্তিদের অনুসরণ করিয়া তাহাদের নিস্তার নাই। অলী-আল্লাহ্গণের নিকটেও তাহাদের স্থান নাই এবং জাহেরী আলেমগণের নিকটেও তাহাদের রক্ষা নাই।

প্রত্যেক কার্য্যের যে, এক-এক মওছুম আছে তাহা সত্য। উক্ত কার্য্য সেই মওছুমে বেশ খাটে। বিপরীত মওছুমে তাহা ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের পরস্পরের তুলনা করিবে না। অতএব আপনি আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে অনুরোধ জানাইবেন, যেন তাঁহারা উক্ত আখ্যা পরিবর্ত্তন করতঃ ইছলামী আখ্যায় নিজেকে আখ্যায়িত করেন। ইহাই প্রকৃত মোছলমানের বাক্য ও অবস্থার অনুকূল এবং ইহাই আল্লাহ্ ও রছুলের মনোনীত ইছলাম ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ; অধিকন্তু আমাদিগকে মিথ্যা অপবাদ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা তোহ্মাৎ বা অপবাদ হইতে রক্ষা পাও।" ইহা তাঁহার সত্য কথা। ইহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইতেছেন, "নিশ্চয়ই মো'মেন বান্দা মোশরেক হইতে শ্রেষ্ঠতর।"

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আছে, তাহার প্রতি ছালাম।

টীকা ঃ— ১। উপবীত=পৈতা।

২৪ মকতুব

মোহাম্মদ কালীজ খান-এর নিকট লিখিতেছেন।

হজরত ছাইয়েদুল মোরছালীন (ছঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে ছালামতী ও সুস্থতার সহিত রাখুন। "যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সহিত।" অতএব যে নিজের অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত ও তাঁহার সন্তুষ্টি ব্যতীত কিছুই স্পৃহা রাখিল না, তাহার জন্য শত ধন্যবাদ। সে যদিও বাহ্যতঃ খালকুল্লার সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের মধ্যে মশগুল, তথাপি সে আল্লাহ্তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট। এইরূপ অবস্থা 'কায়েন' (অবস্থানকারী) ও 'বায়েন' (পৃথক) ছুফীর অবস্থা, অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ তায়ালার সহিত 'কায়েন' এবং প্রকৃতপক্ষে খালকুল্লাহ্ হইতে 'বায়েন' কিংবা ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, দৃশ্যতঃ খাল্কুল্লার সহিত সংশ্লিষ্ট, বস্তুতঃ পৃথক।

কল্ব বা অন্তঃকরণে একাধিক মহব্বতের অবকাশ নাই ; সুতরাং যতদিন সে এক আল্লাহ্তায়ালাকে ভালবাসিবে ততদিন অন্যের মহব্বত তথায় স্থান পাইবে না। অনেক সময় একাধিক বস্তুর ভালবাসা লক্ষিত হয়। যথা— ধন, জন, কর্তৃত্ব, যশঃ এবং উন্নতি ; প্রকৃতপক্ষে ইহাও এক বস্তুরই মহব্বত, উহা স্বীয় নফ্ছ বা তাহার প্রবৃত্তির মহব্বত। অন্য সকলের মহব্বত উহারই আনুষঙ্গিক ; যেহেতু প্রত্যেকেই উল্লিখিত বস্তু সমূহকে নিজের জন্যই কামনা করিয়া থাকে, উহাদের জন্য নহে।

যখন ছালেকের স্বীয় মহব্বত বিদূরীত হয়, তখন উহারা নফ্ছের আনুষঙ্গিক বলিয়া উহাদের মহব্বতও চলিয়া যায়। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে 'নফ্ছ' ব্যবধান, জগত নহে। যেহেতু উহা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং উহা ব্যবধানও নহে এবং তাহার নফ্ছই তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কাজেই উহা প্রতিবন্ধক। অতএব যে পর্য্যন্ত বান্দা যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহা শূন্য হইবে না, সে পর্য্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা তাহার উদ্দিষ্ট বস্তু হইবে না ও তাঁহার মহব্বতও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

তাজাল্লীয়ে জাতী কর্তৃক যে ব্যাপক 'ফানা' হইয়া থাকে, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত দৌলত লাভ হইবে না। সূর্য্যরাজ সমুজ্জ্বলপ্রভায় সমুদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ তমঃরাশীর পূর্ণ বিনাশ— আশা করা যায় না, ইহাও তদ্রূপ। ইহাকে 'মহবব্বতে জাতী' (আত্ম-প্রেম) বলা হয়। এই মহব্বতে জাতী অর্জ্জনকারীর নিকট মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তির ইষ্টদান ও কষ্টদান সমতুল্য হইয়া থাকে, তখন এখ্লাছ (উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা) লাভ হয়। তখন সে নিজের শান্তি বা পারিতোষিক লাভার্থে ও কষ্ট দূর করণার্থে আল্লাহ্ তায়ালার বন্দেগী করে না— কেবলমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকে।

ইহা মোকার্‌রাবীন বা নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণের মরতবা। 'আব্‌রার' বা নেককারগণ দোজখের ভয়ে এবং বেহেশ্‌ত লাভের আশায় বন্দেগী করিয়া থাকেন। উহা তাহাদের নফ্ছের শান্তির জন্য। উহারা মহব্বতে জাতীর মাকাম পর্য্যন্ত উপনীত হয় নাই। অতএব উহাদের নেকী মোকার্‌রাবীনগণের গোনাহ্ তুল্য। নেককারগণের সৎ আমলসমূহ এক প্রকারের নেকী বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু অন্যভাবে দেখিলে উহা গোনাহ্ বলিয়া মনে হইবে। অধিকন্তু মোকার্‌রাবীন বা নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণের আমল বিশুদ্ধ নেকী। অবশ্য মোকার্‌রাবীনগণের মধ্যেও অনেকে ভয় ও আশায় এবাদত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা পূর্ণ 'বাকা' প্রাপ্ত হইয়া যখন পুনরায় দৈহিক জগতে অবতরণ করেন, তখন হইয়া থাকে। অবশ্য তাহাদের উক্ত ভয় ও আশা তাহাদের নফ্ছের জন্য নহে ; উহা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির আশা এবং অসন্তুষ্টির ভয় মাত্র। এইরূপ, বেহেশ্‌ত আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির স্থান বলিয়া তাঁহারা উহা কামনা করেন এবং দোজখ তাঁহার কোপনীয় স্থান বলিয়া তাহা হইতে রক্ষা প্রার্থনা করেন, নিজের শান্তি-অশান্তির জন্য নহে। কারণ ইহারা ইতিপূর্ব্বেই স্বীয় নফ্ছের গোলামী হইতে আজাদী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ মতিত্ব লাভ করিয়াছেন। মোকর্‌রাবীনগণের ইহাই সর্ব্ব-উচ্চ মরতবা এবং ইঁহারাই বেলায়েতেখাচ্ছা (বিশিষ্ট নৈকট্য) প্রাপ্তির পর কামালাতে নবুয়তের পূর্ণ অংশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা দৈহিক জগতে অবতরণ করেন না তাহারা নবুয়তের মাকামের কিছুই প্রাপ্ত হন না ও অন্যকে হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন ও পূর্ণতা দান করিতেও পারেন না। শুধু তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বিলীন হইয়া থাকেন মাত্র।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর তোফায়েলে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ইঁহাদের ভালবাসা লাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন। কেননা, "যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গী" (হাদীছ)।— ওয়াচ্ছালাম ॥

২৫ মকতুব

খাজা জাহানের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) এবং খলিফা চতুষ্টয়ের অনুসরণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনার অন্তঃকরণ সুস্থ রাখুন ও আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করুন ও নফ্ছকে পবিত্র করুন এবং দেহ-ত্বক কোমল করুন। বর্ণিত গুণাবলী বরঞ্চ রূহ্, ছের, খফী, আখ্ফা লতিফার পূর্ণতা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ এবং অনুকরণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব তাঁহার ও তাঁহার খলীফা চতুষ্টয়ের পায়রবী করা আপনাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নিশ্চয় তাঁহারা হেদায়েতের নক্ষত্রতুল্য এবং বেলায়েতের সূর্য্যসম। যে ব্যক্তি ইঁহাদের অনুকরণের সৌভাগ্য লাভ করিবে, নিশ্চয় তাহার অতি উচ্চ

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এবং যে ইঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে সে আজন্মের মত পথভ্রষ্ট রহিয়া যাইবে।

অবশিষ্ট কথা এই যে, মরহুম শায়েখ ছোলতানের দুই পুত্র অভাবের তাড়নায় অস্থির আছে। আপনার নিকট উহাদের জন্য কিছু সাহায্যের আশা করিতেছি। আপনি সক্ষম, বরঞ্চ আপনার দ্বারা সকলেরই সাহায্য হইতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা আপনার তৌফিক বৃদ্ধি করুন এবং দৌলত আপনার সঙ্গী করুন। আপনার প্রতি এবং যাঁহারা সৎপথে চলে তাঁহাদের প্রতি ছালাম।

২৬ মকতুব

মওলানা হাজী মোহাম্মদ লাহোরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বয়ান হইবে যে, শওক (আকাঙ্ক্ষা) আব্রারগণের হইয়া থাকে, মোকার্‌রাবীনগণের হয় না।

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর শরীয়তের উপর কায়েম রাখুন। হাদীছে কুদ্‌ছীতে আসিয়াছে, "হুঁশিয়ার হইয়া শুন, আব্রারগণ আমার সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ আশা লইয়া আছে, কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষাতের জন্য আমার ব্যস্ততাই অধিক।" মোকার্‌রাবদের জন্য 'শওক' বয়ান করিলেন না ; যেহেতু মোকার্‌রাবীনগণ আল্লাহ্র মিলন হেতু তাঁহাদের আর আকাঙ্ক্ষা নাই। কেননা বিরহ না হইলে আকাঙ্ক্ষা হয় না এবং তাঁহাদের যখন বিচ্ছেদ নাই তখন আকাঙ্ক্ষাও নাই। দেখুন, সকলেই স্বীয় প্রাণের তুল্য কাহাকেও ভালবাসে না, কিন্তু নিজ বা প্রাণ হইতে দূরবর্ত্তী হয় না বলিয়া, কেহই নিজের জন্য ব্যস্ত হয় না। মোকার্‌রাব ব্যক্তি স্বীয় নফ্ছ— 'ফানা' করতঃ আল্লাহ্তায়ালাতে— 'বাকা' প্রাপ্ত হইয়া মিলন লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় নফ্ছের সহিত সম্বন্ধ যেরূপ, আল্লাহ্তায়ালার সহিত তাহার সম্বন্ধও সেইরূপ। অতএব বিরহী প্রেমিক— 'আব্রার' ব্যতীত আর কাহারও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মোকার্‌রাবগণের মধ্যেও যাহারা উক্ত বৃত্তের চরমে উপনীত হয় নাই, প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় আছে, তাহাদের যদি মধ্যবৃত্তের সরিষা পরিমাণও বাকী থাকে তাহারাও আব্রার গণ্ডীভুক্ত। ফার্সী কবি কি সুন্দর লিখিয়াছেন—

বন্ধুর বিরহ নহে, সামান্য কখন
অতি সূক্ষ্ম বালুকণা সহে না নয়ন।

একদিন জনৈক কারী কোরআন পাঠকালে কাঁদিতেছে দেখিয়া হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ফরমাইলেন যে, "আমরাও এইরূপ করিতাম কিন্তু এখন আমাদের 'দেল' কঠিন হইয়া গিয়াছে।" ইহা নিন্দা আকারে প্রশংসা বটে। আমি স্বীয় পীর কেব্‌লার নিকট

শুনিয়াছি যে, চরম শিখরে উপনীত ব্যক্তিগণও কখনও প্রারম্ভের তুল্য আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশা করেন। আকাঙ্ক্ষা অবসানের আরও একটি মাকাম আছে, যাহা উহা হইতেও পূর্ণতর ; তাহা নৈরাশ্য ও অনুভূতির অক্ষমতার মাকাম। তথায় কোন আশা নাই এবং আশা না থাকিলে আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। (উক্ত মোনতাহীদ্বয়ের পার্থক্য এই যে) পরবর্ত্তী ব্যক্তি চরম শিখরে যাইয়া নৈরাশ্যের মাকাম পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, আবার যখন দৈহিক জগতে ফিরিয়া আসে, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা আর ফিরে না। কেননা তাহার আকাঙ্ক্ষার অবসান নৈরাশ্যের জন্য, বিরহ না থাকার জন্য নহে। উক্ত নৈরাশ্য উহার এখনও আছে, এবং প্রথম ব্যক্তি যখন দৈহিক জগতে অবতরণ করে তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা আবার ফিরিয়া আসে। যেহেতু বিরহ না থাকার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইয়াছিল। যখন আবার বিচ্ছেদ ঘটে তখন আবার আকাঙ্ক্ষা হয়।

এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না যে, "যখন আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য পথের মাকাম সমূহ অনন্তের-অনন্তকাল পর্য্যন্ত শেষ হয় না, তখন সর্ব্বদাই পরবর্ত্তী মাকামের শওক বা আকাঙ্ক্ষা থাকিবে।" কেননা উহা আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর মধ্যে বিস্তৃত ছুলুকের পথে শেষ হয় না এবং তাহার আকাঙ্ক্ষারও অবসান ঘটে না বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহারা ছুলুক (ভ্রমণ) করেন তাহারা উক্ত পথ সমাপ্ত করিয়া এমন মাকামে উপনীত হন, যাহা বর্ণনাতীত এবং ধারণার বহির্ভূত। অতএব তথায় কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। ইহা যে বিশিষ্ট অলী-আল্লাহ্গণের হালত তাহা বলাই বাহুল্য ; কেননা তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার ছেফাতের সংকীর্ণতা হইতে জাতে পৌছিয়াছেন এবং পূর্ব্ব বর্ণিত ব্যক্তিগণ ছেফাত বা গুণাবলীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছয়ের করিতে থাকেন। তৎপর তাহার আছলে বা শুয়ুনাতে ছয়ের করেন। (ছেফাত এবং শুয়ুনাত ইত্যাদির অন্ত নাই।) অতএব তাহারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঐ ছেফাতের মধ্যেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত বন্দী হইয়া থাকেন এবং তাহাদের উন্নতির শেষ সীমা ঐ ছেফাত পর্য্যন্ত। ছেফাত এতেবার সমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ছয়ের ব্যতীত আল্লাহ্তায়ালার জাতপাক পর্য্যন্ত উন্নতি সম্ভবপর নহে। এছ্ম বা ছেফাতে যাহারা বিস্তৃত ছয়ের করে, তাহারা তথায় বন্দী এবং কদাচ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হয় না। তাহাদের লম্ফ-ঝম্পও ছাড়ে না। সুতরাং বুঝা গেল যে— যাহারা লম্ফ-ঝম্প করে, তাহারা ছেফাত পর্য্যন্ত উপনীত, যতদিন তাহারা শওক-আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, ততদিন তাহারা "তাজাল্লীয়ে জাতীর" কোনই অংশ পাইবে না।

যদি কেহ বলে যে, পূর্ব্ব বর্ণিত হাদীছ দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার শওক (আকাঙ্ক্ষা) প্রমাণিত হয়, অথচ কোন বস্তুই তাহা হইতে দূরবর্ত্তী নহে; তদুত্তরে বলা যাইবে যে, তথায় 'শওক' শব্দটি অনুরূপ উত্তর হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার দিক

হইতে যাহা কিছু হয়, তাহা বান্দার কার্য্য অপেক্ষা দৃঢ় হওয়াই সমীচীন। এই হেতু 'আশাদ্দ'[১] শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উত্তর জাহেরী আলেমগণের উপযোগী। এ অক্ষম বান্দার আর এক উত্তর ছিল যাহা ছূফীগণের তরীকার অনুকূল। কিন্তু উহা ছোকর বা মত্ততা সম্ভূত। মত্ততা ব্যতীত উহা ব্যবহার উচিত নহে। মত্ত-ব্যক্তিগণ মার্জ্জনীয় এবং স্বজ্ঞান ব্যক্তিগণ ধৃত হইবেন। উপস্থিত আমার হালত জ্ঞান-সম্পন্ন। অতএব উহা আর বলিলাম না, ইহাই মনে রাখিবেন। অগ্র-পশ্চাতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা এবং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর প্রতি দরূদ, ছালাম সর্ব্বদাই বর্ষিত হউক।

২৭ মকতুব

নক্‌শবন্দী তরীকার প্রশংসা ও উচ্চতার বিষয় খাজা ওমোকের নিকট লিখিতেছেন।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং ছালাম তাহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি। অনুগ্রহপূর্ব্বক যে স্নেহলিপি এই খালেছ বন্ধুর নামে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। 'ছালামতীর'[২] সহিত থাকুন। আপনাকে বিশেষ কিছু কষ্ট দিতে চাই না, মাত্র দুই-এক কথা নক্‌শবন্দী ছেলছেলার প্রশংসার বিষয় লিখিতেছি।

হে ভ্রাতঃ ! এই ছেলছেলার বোজর্গগণ লিখিয়াছেন যে, আমাদের নেছ্‌বত অন্য সকল তরীকার নেছ্‌বত হইতে উচ্চ। তাহারা 'নেছ্‌বত' শব্দের অর্থ হুজুরী (আল্লাহ্‌র সর্ব্বদা উপস্থিতি) ও আগাহী (চৈতন্য) লইয়াছেন। যে হুজুরী বা উপস্থিতি সদা-বিদ্যমান, যাহার পর অনুপস্থিতি আসে না, তাহাই ইঁহাদের নিকট ধর্ত্তব্য। ইহাকে 'ইয়াদ্‌-দাশ্‌ত' (স্মৃতি) ও বলা হয়। অতএব ইঁহাদের নেছ্‌বত 'ইয়াদ্‌-দাশ্‌ত'; ইয়াদ্‌-দাশ্‌তের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার আছমা[৩], ছেফাত, শূয়ূন ও এ'তেবারাতের[৪] প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু তাঁহার জাতপাকের যে আবির্ভাব হয়, তাহাকে "তাজাল্লীয়ে জাতী" বলা হয়।

উক্ত তাজাল্লী যদি ক্ষণিকের জন্য হয়, অর্থাৎ আবির্ভাবের ক্ষণেক পরেই আবার শূয়ূন-এ'তেবারাতের পর্দ্দা আসিয়া পড়ে তবে উহাকে "তাজাল্লীয়ে-বরকী" বা তড়িৎ-বৎ আবির্ভাব বলা হয়। সুতরাং ইহাকে 'হুজুরে বে-গায়বাত'[৫] বলা চলে না। অবশ্য অন্যান্য ছেলছেলার বোজর্গগণ ইহাকেই শেষ মর্ত্তবা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই ছেলছেলার

টীকা ঃ— ১। আশাদ্দ=শক্ত, দৃঢ়। ২। ছালামতী=শান্তি। ৩। আছমা=আল্লাহ্‌তায়ালার নাম সমূহ। ৪। এ'তেবারাত=আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতের মধ্যে তাঁহার গুণাবলী ধারণা করা। ৫। হুজুরে বে-গায়বাত=অনুপস্থিতি-শূন্য আবির্ভাব।

বোজর্গগণের নিকট ইহা মূল্যহীন। যখন ইহা আছমা, ছেফাত, শূয়ূন ও এ'তেবারাতের আড়ালে পতিত হয় না এবং সর্ব্বদা স্থায়ীভাবে থাকে, তখন উহাকে 'হুজুরে বে-গায়বাত' (অনুপস্থিতি-শূন্য আবির্ভাব) বলা হয়। ইহাই ইঁহাদের নিকট মূল্যবান। অতএব ইঁহাদের আত্মীক সম্বন্ধ অন্যান্য তরীকার সম্বন্ধের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, বিনা সমারোহে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবে, যদিও ইহা অনেকের নিকট সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। তথাপি—

"নেয়্‌মত প্রাপ্তগণের তরে ইহাই অতি তৃপ্তিকর,
পথ-ভিখারী আশেক তরে সবই যেন দুঃখকর।"

এই উচ্চতম আত্মীক সম্বন্ধের এত স্বল্পতা ঘটিয়াছে যে, এই তরীকা পন্থী অনেকের নিকট ইহা বলিলে বোধ হয় তাহারা অস্বীকার করিবে এবং বিশ্বাসই করিবে না।

ইদানীং এই পবিত্র খান্দানের মধ্যে যে নেছ্‌বত প্রচলিত হইতেছে তাহা যদিও সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে ধারণা হয় ও বাহ্যতঃ স্থায়ী থাকে, তথাপি উহা দর্শক ও পরিদৃষ্ট বস্তু হইতে পবিত্র ও ছয় দিকের লক্ষ্য হইতে মুক্তভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন ও আবির্ভাব।

বর্ণিত প্রকারের নেছ্‌বত— ছুলুক ব্যতীত শুধু জয্‌বা দ্বারাও লাভ হইতে পারে। কাজেই ইহা "ইয়াদ্‌-দাশ্‌ত" হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। যেহেতু ইয়াদ্‌-দাশ্‌ত্‌ জয্‌বা এবং ছুলুকের মাকামাত সমূহ অতিক্রম করার পরে হাছিল হইয়া থাকে ; অতএব ইহার উচ্চতা কাহারও নিকট অবিদিত নাই। অবশ্য উহা কাহার ভাগ্যে যে লাভ হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। হিংসুক যদি হিংসা বশে অস্বীকার করে এবং অপূর্ণ ব্যক্তি যদি বিরোধিতা করে, তবে সে মা'যুর।

যদি কোন মূঢ়জন অজ্ঞতা কারণে
দোষী করে নক্‌শবন্দী ছুফী বোজর্গাণে।
পবিত্র খোদার কৃপা করিয়া গ্রহণ—
বলিতেছি, আমি যেন করি না তেমন।
সিংহসম সাধু সবে— বন্দী বটে ই'থে,
এ শৃঙ্খল ছিঁড়িবে না— শৃগালীর দাঁতে।

২৮ মকতুব

ইহাও খাজা ওমোকের নিকট লিখিতেছেন।

ভবদীয় অনুগ্রহ লিপি যাহা এই খালেছ দোস্তের নামে লিখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়া উৎফুল্ল হইলাম। আজাদ ব্যক্তিগণ যদি বন্দীগণের স্মরণ করেন, তাহা যে কতই

সৌভাগ্য এবং মিলন লাভকারীগণ যদি বিরহীগণের জন্য দুঃখিত হন, তাহা যে কত বড় সম্পদ তাহা বলাই বাহুল্য। বিরহী বেচারা নিজেকে আল্লাহ্ মিলন উপযোগী না পাইয়া বাধ্য হইয়া বিরহ-গৃহের কোণে নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল এবং নৈকট্য হইতে পলায়ন করতঃ দূরত্বের ভিতরেই শান্তি লাভ করিল ও মিলন ছাড়িয়া বিচ্ছেদকেই গ্রহণ করিল। আজাদির মধ্যে আকৃষ্টতা অবলোকন করিয়া সাদরে আকৃষ্টতাকেই বরণ করিল।

ধর্ম্মরাজ আমা হ'তে যদি 'লিপ্সা' চায়,
মৃত্তিকা ঢালিয়া দিব ধৈর্য্যের মাথায়।

সামঞ্জস্য বিহীন কথা দ্বারা ইহা হইতে আপনাকে আর কি কষ্ট দিব ! আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পায়রবীর উপর সুদৃঢ় রাখুক— ওয়াচ্ছালাম ॥

২৯ মকতুব

শায়েখ-নেজাম থানেশ্বরীর নিকট লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) যিনি লক্ষ্য ভ্রষ্টতা হইতে সুরক্ষিত, তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে স্বার্থপরতা ও পথভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করুক এবং দুঃখ-অনুতাপ হইতে উদ্ধার করুক।

আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ— দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরজ কার্য্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্য্যাবলী। নফল আমল সমূহের ফরজের সহিত কোনই তুলনা হয় না। নামাজ, রোজা, জাকাত, জেকের, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোন নফল এবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরজ এবাদত তাহার সময় মত যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল এবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর ; বরং ফরজ এবাদতের মধ্যে যে ছুন্নত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।

আমীরুল মু'মেনীন হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন ফজরের নামাজের পর দেখিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে একব্যক্তি অনুপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অমুক (ছোলায়মান) জামাতে হাজির হয় নাই কি? উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ বলিল যে, "তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এবাদত করেন, বোধ হয় এ সময় তাঁহার নিদ্রা পাইয়াছে।" হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন যে, সে যদি সমস্ত রাত্রি ঘুমাইত এবং সকালে জামাতের সহিত নামাজ পাঠ করিত, তাহাই উৎকৃষ্ট হইত।

অতএব মোস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ্ যদিও উহা 'তানজিহী'[১] হয় তাহা হইতে বিরত থাকা— জেকের, মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাক্রূহে তাহ্রীমির[২] কথা কি আর বলিব ! অবশ্য উক্ত কার্য্যসমূহ যদি উক্ত আমল সমূহের সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।

এক তঙ্কা বা ছয় রতি পরিমাণ মাল জাকাতের নিয়াতে প্রদান করা যেরূপ নফল হিসাবে পর্ব্বততুল্য স্বর্ণ প্রদান হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ উক্ত জাকাত প্রদানের সময় তাহার নফল, মোস্তাহাব বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাও শ্রেষ্ঠতর। জাকাতের মধ্যে মোস্তাহাব যথা নিকটস্থ ফকীর, মিছকীনকে প্রদান, ইত্যাদি। অতএব তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে এশার নামাজ দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করা অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য; যেহেতু ঐ সময় এশার নামাজ পাঠ করা হানাফী আলেমগণের নিকট মাক্রূহে তাহ্রীমি ; অবশ্য অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত মোবাহ্[৩] তাহার পর হইতে মাক্রূহ্। মোবাহ্ কার্য্যের বিপরীত যে মাক্রূহ কার্য্য তাহাকে তাহ্রীমি বলা হয়। অধিকন্তু ঈমাম শাফী ছাহেবের নিকট উক্ত সময় এশার নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। অতএব তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ও উৎসাহ এবং মনোনিবেশ লাভের জন্য এত বড় দোষণীয় কার্য্যের ভাগী হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বেতেরের নামাজ শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করাই যথেষ্ট এবং উহা উক্ত সময় পাঠ করা মোস্তাহাব, অপিচ তাহাতে বেতের— মোস্তাহাব সময় পাঠ এবং শেষ রাত্রে জাগরণ উভয় কার্য্যই সমাধা হয়। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করতঃ উক্ত সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নামাজগুলি কাজা করা কর্ত্তব্য। অজুর সামান্য একটি মোস্তাহাব কার্য্য পরিত্যাগহেতু হজরত ঈমাম আজম কুফী (রাঃ) চল্লিশ বৎসরের সমুদয় নামাজ পুনরায় আদায় করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যলাভ উদ্দেশ্যে যে পানি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অজু বা গোছল করা হয়, তাহা পান করা জায়েজ নহে, উক্ত পানি হজরত ঈমাম আজমের নিকট 'নাজাছাতে গালিজা'[৪] এবং ধর্ম্মবিদ আলেমগণ উক্ত পানি পান নিষেধ করিয়াছেন ও উহা মাক্রূহ্ বলিয়াছেন। অবশ্য অজু করার পর পাত্রে অবশিষ্ট যে পানি থাকে তাহা পানে রোগমুক্তি হয়। যদি কেহ সদ্বিশ্বাসে অজুর পানি চায়, তবে উক্ত অবশিষ্ট পানি হইতে প্রদান করিবে।

এবার দিল্লীর ছফরে আমি এইরূপ পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলাম। কতিপয় দোস্ত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আমার অজুর পানি তাহাদিগকে পান করিতে হইবে ; নতুবা তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আমি তাহাদিগকে যতই নিষেধ করিলাম কার্য্যকরী

টীকা ঃ— ১। তান্জিহী=হালালের নিকটবর্ত্তী। ২। তাহ্রীমি=হারামের পর্য্যায়ভুক্ত। ৩। মোবাহ্=জায়েজ। ৪। নাজাছাতে গালিজা=গাঢ় অপবিত্র, যাহা একতোলা পরিমাণ লাগিলে নাপাক হইয়া যায়।

হইল না। অবশেষে 'ফেকাহ্‌র' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তি পাইলাম। ফেকাহ্‌র কেতাবে লিখিয়াছে যে, অঙ্গ তিনবার বিধৌত করার পর চতুর্থবার যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ নিয়ত না করে তবে উহা 'ব্যবহৃত পানি' হইবে না ও তাহা পান করা মাক্‌রূহ নহে। অতএব আমি তদ্রূপ করিয়া চতুর্থবারের পানি পান করিতে দিলাম।

বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির বাচনিক শুনিতে পাইলাম যে, আপনার খলীফাবৃন্দের মধ্যে অনেককে তাহার মুরীদগণ ছেজ্‌দা করিয়া থাকে। জমীন-বুছী করিয়াও যথেষ্ট ম'নে করে না। এ কার্য্যের জঘন্যতা দিবা-দ্বিপ্রহরের ন্যায় সমুজ্জল। তাহাদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া নিষেধ করিবেন। সকলকেই ইহা বর্জ্জন করা উচিত। বিশেষতঃ যাহারা অগ্রগামী তাহাদের অবশ্য পরিত্যাজ্য, অন্যথায় তাহাদের অনুগামীগণ অনুকরণ করিবে ও বিপদগ্রস্ত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ এই ছূফীদলের এলেম, মারেফত স্বীয় অবস্থার প্রতি প্রকাশিত এল্‌ম এবং হালত বা অবস্থা তাহার আমল সমূহের ফল স্বরূপ ; সুতরাং যাহার আমল যত সুন্দর, সুষ্ঠ তাহার অবস্থার এল্‌মও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট হইবে। আমল যথাঃ— নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য শরীয়তের আদেশাদি ও নেকাহ্‌, তালাক, খরিদ, বিক্রি, দৈনিক ব্যবহার্য্য বিষয়াদি এই সমুদয় কিভাবে করিতে হইবে তাহা জ্ঞাত না হইলে সুষ্ঠরূপে সুসম্পন্ন হইবে না। উল্লিখিত কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করার বিদ্যা অর্জ্জনীয়, শিক্ষা ব্যতীত উপায় নাই। শিক্ষার মধ্যে যে দুইটি কৃচ্ছ্রসাধ্য বিভাগ আছে। প্রথমটি শিখিবার চেষ্টা করা, দ্বিতীয়টি শিক্ষার পর তাহা কার্য্যে পরিণত করা। অতএব উহা শিখিতে হইলে ফেকাহ্‌র পুস্তকাদি আলোচনা না করিয়া উপায় নাই। তাই আপনার মজলিশে তাছাওয়োফ্‌ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ফেকাহ্‌র পুস্তকাদির আলোচনাও আবশ্যক ; বরং তাছাওয়োফ্‌ যখন প্রত্যেকের আত্মীক অবস্থাধীন তখন উহার বিশেষ আলোচনা না করিলেও ভয় নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য আলোচ্য। ফেকাহ্‌র পুস্তকাদি পার্শী ভাষায়ও আছে, যথা— মজমুয়ায়েখানী, ওমদাতুল ইছলাম ও কঞ্জে ফার্সী ইত্যাদি। কথায় বেশী প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, মাত্র বলি যে, ফেকাহ্‌র আলোচনা না করিলে বিশেষ ক্ষতির কারণ আছে। অধিক আর কি লিখিব, অল্পতেই অধিকের খবর পাওয়া যায়।

সামান্য কহিনু পাছে পাও মনোব্যথা,
নতুবা অনেক ছিল— কহিবার কথা।

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী করিতে সুযোগ সুবিধা প্রদান করুন— আমীন।

৩০ মকতুব

শুহুদে আফাকী,[১] শুহুদে আনফুছী এবং উভয়ের পার্থক্য ও আব্‌দিয়াত (দাসত্ব) এর মাকামের উচ্চতার বিষয় লিখিতেছেন।

তদীয় দরবারের পুরাতন খাদেম মোল্লা ছিদ্দিক বলিয়াছেন যে, এ মকতুবও শায়েখ নেজাম থানেশ্বরীর নিকট লিখিত।

আল্লাহ্‌পাক আপনাকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণের সৌভাগ্য প্রদান করুক এবং তাঁহার সমুজ্জ্বল বেশ ভূষায় বিভূষিত করুক। জানি না যে কি লিখিব ! যদি স্বীয় মালিকের পবিত্র জাতের কথা মুখে আনি তাহা শুধুই মিথ্যা দোষারোপ করা হইবে। সেই মহান মহাজনের আলোচনা আমার মত বাতুল বক্তার বর্ণনার— অতি উর্দ্ধে। তুলনীয় বস্তু অতুলনীয় বস্তুর কথা কি বলিবে ! সসীম— অসীমের কি অন্বেষণ করিবে ! স্থানাবদ্ধ, স্থান-মুক্ত মহাজনের বিষয় কি ভাবিবে ! সে-যে নিরুপায়, নিজের বাহিরে তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। নিজের প্রতি ব্যতীত সে কাহারও প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

'জর্‌রা'[২] যদি ক্ষুদ্র হয়, কিংবা বৃহত্তম,
আজীবনে হ'বে না তার পথ অতিক্রম।

যে 'ছয়েরে আনফুছী' শেষ দরজায় সংঘটিত হয়, তাহাতেই উক্ত হালত লাভ হইয়া থাকে। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কুদ্দেছাছেররূহু ফরমাইয়াছেন যে, অলী-আল্লাহ্‌গণ 'ফানা'-'বাকা' প্রাপ্তির পর যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহা নিজের মধ্যেই করেন এবং যাহা পরিচয় পাইয়া থাকেন, তাহাও নিজের মধ্যে। স্বীয় নফ্‌ছের মধ্যেই তাঁহাদের হয়রানী। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্যেই আছে, তোমরা কি দেখ না"? ইহার পূর্ব্বে যে ছয়ের ছিল, তাহা ছয়েরে আফাকী ছিল। তাহাতে যাহা কিছু লাভ হইয়া থাকে— তাহা নিষ্ফল ! নিষ্ফল কথাটি আছল মতলব (উদ্দিষ্ট-বস্তু) লাভের সহিত সম্পর্কিত, নতুবা উহাও শর্ত্ত ও কারণ স্বরূপ।

'তাজাল্লীয়ে ছুরী' (আকৃতিক আবির্ভাব) যাহা আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়, কেহ 'শুহুদে আনফুছী' (আত্মীক দর্শন) কে যেন তদ্রূপ ধারণা না করে ; ইহা কখনই তদ্রূপ নহে। যেহেতু 'তাজাল্লীয়ে ছুরী' যে প্রকারেই হউক না কেন, তাহা 'ছয়েরে আফাকীর অন্তর্ভূক্ত এবং 'এলমুল ইয়াকীনের' মাকামে লাভ হয়, কিন্তু 'শুহুদে আনফুছী' হক্‌কুল একীনের মর্ত্তবায় হইয়া থাকে, যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির শেষ মর্ত্তবা। শুহুদ বা দর্শন

টীকা ঃ— ১। শুহুদে আফাকী=বাহ্যিক বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার আবির্ভাব দর্শন।
২। জর্‌রা=সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমূহ দৃষ্ট হয়— তাহা।

শব্দটি ভাষার সংকীর্ণতা হেতু বলিতে হইতেছে, নতুবা তথায় অভিষ্ট বস্তু যেরূপ প্রকারবিহীন তাঁহার সহিত সম্বন্ধও তদ্রূপ প্রকারবিহীন। সাদৃশ্যময় বস্তুর, সাদৃশ্যবিহীন বস্তুর দিকে কোনই পথ নাই।

আল্লাহ্-পাকের আর নর-পুঙ্গবের,
সাদৃশ্য বিহীন মিল আছে উভয়ের !
বলিলাম 'নর' বটে নহেকো বানর,
পরমাত্মা না চিনিলে হবে না সে— 'নর'।

বর্ণিত শুহুদে ছুরী ও শুহুদে আনফুছী উভয় স্থানে যদি ছালেকের ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উক্ত মাকামদ্বয় এক বলিয়া সন্দেহ আসিতে পারে ; যেহেতু তাজাল্লীয়ে ছুরী কর্ত্তৃক 'ফানা' লাভ হয় না; অবশ্য সামান্য কিছু বন্ধন মুক্ত হয়। অতএব উক্ত তাজাল্লী প্রাপ্ত হইয়াও ছালেকের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং ছয়েরে আনফুছী 'ফানা'-'বাকা'র পূর্ণতা হওয়ার পর সংঘটিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব মাকামে 'ফানা' না হইয়া স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিদ্যমান থাকা এবং পরবর্ত্তী মাকামে 'ফানার' পর 'বাকা' লাভ করিয়া ব্যক্তিত্বের বিদ্যমান থাকার মধ্যে দক্ষতার স্বল্পতা হেতু অনেকেই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া উক্ত দুই মাকামকে একই মাকাম ধারণা করে। যদি তাহারা জানিত যে পরবর্ত্তী মাকামের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকাকে বাকাবিল্লাহ্ বা 'অজুদে মাওহুব' বলা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ ধারণা করিত না। বাকাবিল্লাহের অর্থ ইহা নহে যে, সে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্ বলিয়া জানে। যদিও অনেক অলী-আল্লাহের কথার ভাবে উক্তরূপ ধারণা হয়, কিন্তু ইহা জযবার মাকামে অনেকের এমন তন্ময়তা ও মগ্নতা লাভ হয়, যেন ফানার অনুরূপ মনে হয়। তখন উক্তরূপ অবস্থা বুঝা যায়। উক্ত হালতকে নক্শবন্দী বোজর্গগণ 'অজুদে আদম'[১] বলিয়া থাকেন। ইহা 'ফানা'র মাকামের অতি পূর্ব্বে হয় এবং ইহা অস্থায়ী, যেন কখনও দিচ্ছেন আবার নিচ্ছেন।

পূর্ণ ফানা হইবার পর যে 'বাকা' লাভ হয় তাহা স্থায়ী এবং উক্ত 'ফানা'ও স্থায়ী, যেন উক্ত ফানার মধ্যে 'বাকা' এবং বাকার সঙ্গেই 'ফানা' সম্মিলিত। যে 'ফানা' এবং 'বাকা' অস্থায়ী, তাহা বাহ্যিক পরিবর্ত্তিত হালত স্বরূপ। আলোচ্য বিষয় উহা নহে। হজরত খাজা নক্শবন্দ (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, 'অজুদে আদম' মানব দেহে আবার প্রত্যাবর্ত্তন

টীকা ঃ— ১। অজুদে আদম=নাস্তির অস্তিত্ব প্রাপ্তি। অর্থাৎ সৃষ্টির যে নাস্তি বা শূন্য ছিল ; সৃষ্ট হওয়ার পর উহা চলিয়া যায়। কিন্তু সাধক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন আল্লাহ্তায়ালার দিকে অগ্রসর হয় তখন উক্ত নাস্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ইহাকে অজুদে আদম বা নাস্তির অস্তিত্ব লাভ বলা হয়।

করে ; কিন্তু ফানা হওয়ার পর যে ব্যক্তিত্ব লাভ হয় তাহা ফানার পূর্ব্বে যে দেহ ছিল তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না।[১]

সুতরাং তাহাদের হালত সর্ব্বদাই একভাবাপন্ন বরঞ্চ কোন অবস্থা ও সময় যেন তাঁহাদের নাই। সময় ও অবস্থার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিই তাঁহাদের কার্য্য ন্যস্ত। সময় এবং হালত থাকিলে আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে ব্যক্তি ইহা অতিক্রম করিয়াছে তাহার জন্য ঐ প্রশ্নই উঠে না। "ইহা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা প্রদান করেন, তিনি অতি উচ্চ অনুগ্রহশীল"। কেহ যেন মনে না করে যে, তাহাদের ওয়াক্ত সর্ব্বদা একইরূপ। ইহার অর্থ এই যে, ওয়াক্ত-এর তাছীর যথা— তা'য়াইয়ুন'[২] ইত্যাদি একই ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু ইহা নহে, বরঞ্চ তাহাদের ওয়াক্ত বা সময় একভাবে থাকে এবং তাহাদের হালত সর্ব্বদাই একভাবে চলে। নানারূপ অসৎ ধারণা করিলেও সত্য হইতে রক্ষা নাই। বরঞ্চ অনেক ধারণা পাপের কারণ। কথা অনেক লম্বা হইয়া চলিল, আছল কথার দিকে যাই— আল্লাহ্তায়ালার দরবার প্রান্তরে যখন চুঁচেরার বা বাক্য ব্যয়ের অবকাশ নাই, তখন বান্দার স্বীয় দাসত্ব, অবনতি ও অক্ষমতার আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ।

তিনি স্বীয় দাসত্বের উদ্দেশ্যে মানব জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যের ভালবাসা নিবারণার্থে প্রারম্ভে ও মধ্যাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় মহব্বত প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা উদ্দেশ্য নহে ; বন্দেগীর মাকাম লাভের উদ্দেশ্যেই উহা প্রদান করেন। অতএব যখন অন্যের মহব্বত এবং দাসত্ব হইতে পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবে তখন সে আল্লাহ্র দাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। এস্ক-মহব্বত শুধু বন্ধন ছিন্ন করণ উদ্দেশ্যে। নৈকট্যের শেষ মাকাম দাসত্বের মাকাম, ইহার উর্দ্ধে আর কোন স্থান নাই। উক্ত মাকামে দাসত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত আল্লাহ্র সহিত যেন অন্য কোন সম্বন্ধ থাকে না এবং বান্দা সর্ব্বদাই তাহার মুখাপেক্ষী ও তিনি পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ্তায়ালার সহিত নিজের ও তাঁহার কোন গুণের সহিত নিজের কোন গুণের বা তাঁহার কার্য্যের সহিত নিজের কার্য্যের কোনই সম্পর্ক প্রাপ্ত হয় না। প্রতিবিম্ব ইত্যাদির আলোচনাও উহার অন্তর্ভুক্ত, কাজেই উহা হইতে তাঁহাকে পবিত্র জানে। তাঁহাকে স্রষ্টা এবং নিজেকে সৃষ্ট জীব বলা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারে না। মধ্য অবস্থায় অনেকেই ভাবিয়া থাকে যে, সর্ব্ববিধ কার্য্যের কর্ত্তা আল্লাহ্তায়ালা ; কিন্তু নক্শবন্দী বোজর্গগণের অভিমত এরূপ নহে। ইঁহাদের ধারণা যে,

টীকা ঃ— ১। যেহেতু পূর্ব্বের দেহ ফানী বা ধ্বংস হওয়ার পর এই দেহ লাভ করিয়াছে, উহা আবার ফিরিয়া আসিতে পারে না। যেরূপ— ইক্ষুর রস পঁচনশীল, যখন ছেরকায় পরিণত হয়, তখন উহা আবার কস্মিনকালেও ফিরিয়া ইক্ষুর রস হইতে পারে না। উক্ত ছেরকা চিরস্থায়ী। কিন্তু শর্করা যখন পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন তাহার স্বরূপ থাকে না বটে, কিন্তু উক্ত পানি অগ্নিতাপে বিশুষ্ক করিলে পুনরায়-আবার শর্করার স্বরূপ প্রকাশ পায়। ২। তায়াইয়ুন=ব্যক্তিত্ব।

উক্ত মাকামে আমার ছোকর বা মত্ততা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বীয় পীর কেব্‌লা (রাঃ)-এর নিবেদন পত্রে পূর্ণ মত্ততা সম্ভূত নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখিয়াছিলাম ঃ—

হায়রে অন্ধের ধর্ম্ম এই শরীয়ত
আমাদের ধর্ম্ম বটে কাফেরীর পথ ;
বদন কেঁশের শোভা প্রেম-প্রতিমার
ঈমান কুফর বটে জান অনিবার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখি, এই পথে একাকার,
সকলেই এক যেন প্রেমিক খোদার।

এই অবস্থা আমার দীর্ঘদিন, এমন কি মাসের পর মাস এবং প্রায় বৎসর কাল ধরিয়া চলিল। কিছুদিন পর হঠাৎ অদৃশ্য জগত হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুকম্পার গবাক্ষ খুলিয়া গেল। আল্লাহ্‌পাকের প্রকার বিহীন জাতের সম্মুখস্থ পর্দা অপসারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'অহ্‌দাতুল-অজুদ' সম্পর্কীয় পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান অন্তর্হিত হইতে লাগিল। 'এহাতা', 'ছারায়ান', 'কোরব', 'মাআইয়াত' অর্থাৎ বেষ্টন, অনুপ্রবেশ, নৈকট্য ও সঙ্গতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানিতে পারিলাম যে, সৃষ্টির সহিত মহান স্রষ্টার উক্ত সম্বন্ধের কোন একটি সম্বন্ধও নাই। বেষ্টন, নৈকট্য প্রভৃতি যাহা কিছু অনুভূত হউক না কেন তাহা জ্ঞানতঃ মাত্র, যেরূপ ছুন্নত জামাতের আলেমগণের অভিমত। আল্লাহ্‌পাক কোনও বস্তুর সহিত সম্মিলিত নহেন। তিনি তাঁহার মত আছেন, এবং জগত জগতরূপ বিদ্যমান আছে। তিনি সাদৃশ্য ও প্রকার বিহীন এবং জগত রকম ও প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত। প্রকার বিহীনকে প্রকার যুক্ত বলা সঙ্গত নহে। অবশ্যম্ভাবী জাতকে সম্ভাব্য বলা অনুচিত ; অনাদি কখনও অবিকল আদি বস্তু হয় না। ধ্বংসবিহীন জাত ধ্বংসশীল বস্তু হয় না ; জ্ঞানতঃ বা ধর্ম্মতঃ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব। দুইটি বিপরীত বস্তুর কোন ক্রমেই একটির 'বিধেয়' অপরটি হইতে পারে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শায়েখ মহীউদ্দীন ও তাঁহার অনুচরগণ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাতকে "মজ্‌হুলে-মোত্‌লাক" (পূর্ণ অজ্ঞাত) বলেন এবং তিনি কোন 'বিধেয়'-এর উদ্দেশ্য হন না বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আবার আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্বীয় জাত কর্ত্তৃক নৈকট্যধারী এবং সর্ব্ব বস্তুর সহিত সম্মিলিত বলিয়া প্রমাণ করেন। অথচ, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাকের উপর হুকুম বর্ত্তান হয়। অতএব ছুন্নাত জামাতের আলেম মণ্ডলী "উক্ত বেষ্টন, নৈকট্য, সম্মিলনকে তাঁহার এল্‌ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত" যাহা বলেন তাহাই সত্য।

তৌহিদে-অজুদী-এর এল্‌ম এবং মা'রেফতের বিপরীত এল্‌ম যখন আসিতে আরম্ভ করিল তখন ভাবিলাম যে, উক্ত তৌহীদে-অজুদী হইতে উচ্চতর আর কিছুই নাই। উহা যাহাতে অপসারিত না হয় তাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অস্থির হইয়া

কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলাম। অবশেষে উহা যখন পূর্ণভাবে অপসারিত হইল, এবং প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পাইল, তখন বুঝিলাম যে, যদিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আল্লাহ্‌তায়ালার নাম গুণাবলীর দর্পণ স্বরূপ, তবুও তাহা তাঁহার আবির্ভাব-স্থল, আবির্ভূত বস্তু নহে ; কেননা প্রতিবিম্ব কখনও মূলবস্তু নহে। 'হামা-উস্ত' (সর্ব্বেশ্বরবাদ) মতাবলম্বীগণের মত যেরূপ, সেরূপ নহে।

ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। যদি কোন মহাজ্ঞানী আলেম স্বীয় নানা প্রকারের জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা প্রদান মানসে কতকগুলি নূতন বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকারের শব্দ গঠন করে (যেরূপ টেলিগ্রাফের বর্ণ সমূহ) ও তাহার সাহায্যে নিজের আভ্যন্তরীণ বিদ্যাসমূহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে স্থলে বলা যাইবে না যে, উক্ত বর্ণ ও শব্দসমূহ তাঁহার অন্তর্নিহিত বিদ্যাসমূহের অবিকল প্রকাশ, অথবা উক্ত বিদ্যাসমূহকে বেষ্টনকারী, কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী বা তাঁহার সহিত অবস্থিত আছে। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, উহারা তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণসমূহের নির্দ্দেশক এবং উক্ত গুণ সমূহ তাহার অন্তরে মুক্ত বা অবিকৃতভাবে রহিয়াছে। বর্ণিত সম্বন্ধগুলি ধারণাকৃত মাত্র। বস্তুতঃ উহাদের মধ্যে যেন কোন বাস্তব সম্বন্ধই নাই। যখন প্রকাশিত বস্তু ও প্রকাশক এবং নির্দ্দেশিত বস্তু ও নির্দ্দেশক ভাবে সম্পর্ক আছে, তখন এই সূত্রে হয়তো বেষ্টন, নৈকট্য ইত্যাদি সম্বন্ধের ধারণা কাহারও আসিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত গুণাবলী যাবতীয় সম্বন্ধ হইতে পবিত্র।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও নির্দ্দেশিত বস্তু ও নির্দ্দেশক এবং প্রকাশিত বস্তু ও প্রকাশক ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টি— স্রষ্টার অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র, এবং তাঁহার নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতা সমূহের আবির্ভাবস্থল। এই সূত্র লইয়া অনেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার জাতপাকের প্রতি নানাপ্রকার অন্যায় ধারণা করিয়া থাকে এবং তৌহিদের অধিক চিন্তা করা অনেক ব্যক্তিকে এই পর্য্যায়ে উপনীত করে, অর্থাৎ উক্ত চিন্তা তাহার ধারণার জগতে উক্ত প্রকারের আকৃতি ধারণ করে।

কেহবা বারংবার উক্ত আলোচনায় উহার এক প্রকার আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। উক্ত দ্বিবিধ তৌহিদধারীর হালত শোচনীয় বা কারণ সম্ভূত, জ্ঞানতঃ উহা লাভ হইয়া থাকে মাত্র ; কিন্তু অবস্থার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। আবার অনেকের আল্লাহ্‌ প্রেমের প্রাচুর্য্যহেতু এইরূপ হইয়া থাকে। প্রেমের আধিক্যহেতু প্রিয়া ব্যতীত সকলেই তাহার চক্ষের অন্তরাল হইয়া যায়, প্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। বস্তুতঃ অন্য বস্তুর অবস্থিতি যে নাই তাহা নহে, যেহেতু উহা স্বাভাবিক অনুভূতি এবং শরীয়াতের বিপরীত। আবার উক্ত প্রেমই কাহারো পক্ষে বেষ্টন, নৈকট্য ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপনের কারণ হইয়া থাকে। তৌহিদের এই প্রকার হালত অপর দুই প্রকার হালত হইতে উচ্চ এবং অবস্থায় পরিণতির

গণ্ডিভুক্ত[১] অবশ্য ইহা প্রকৃতির ও শরীয়তের অনুকূল নহে। ইহাকে শরীয়তের ও প্রকৃতির অনুকূল করিতে যাওয়া অতিরঞ্জিত করা মাত্র। ইহা দার্শনিকগণের অকেজো আড়ম্বরের অনুরূপ যেমন মোছলমান দার্শনিকগণ দর্শন শাস্ত্রের কানুন সমূহ শরীয়তের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইতে অনর্থক চেষ্টা করিয়া থাকেন ; এখ্ওয়ানুছ্ছাফা ইত্যাদি পুস্তকে এই প্রকারের লেখা আছে।

শেষ কথা, কাশ্ফ বা আত্মীক বিকাশের ভুল, এজ্তেহাদ বা মাছয়ালা উদ্ধার করার ভুল তুল্য। ইহাতে সে নিন্দিত বা তিরস্কৃত হয় না, বরং এক প্রকার সত্যের উপরই থাকে ; এইমাত্র পার্থক্য যে, মাছয়ালা উদ্ধারকারীর অনুগামীগণ তাহাদের মত ভুলের উপরেও এক প্রস্থ ছওয়াব পাইবে। কিন্তু এল্হাম (ঐশিক বিজ্ঞপ্তি)-এর ভুল হইলে তাহার অনুসরণকারীগণ মার্জনীয় নহে এবং ছওয়াব প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। কারণ কাশ্ফ বা এল্হাম অন্যের জন্য দলিল নহে। কিন্তু মাছ্আলা উদ্ধারকারী ঈমামের বাক্য অন্যের জন্য দলিল। অতএব এল্হামের ভুল হইলে তাহার অনুসরণ বিধেয় নহে এবং ঈমামের ভুল হইলে তাহার অনুসরণ বিধেয় ; বরং অবশ্য কর্ত্তব্য।

ছালেকগণ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার আবির্ভাব যাহা দেখিয়া থাকেন, তাহা উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে "শুহুদে ওয়াহ্দাত্ দার কাছ্রাত" বা "আহাদীয়াত দার কাছ্রাত" (একাধিক বস্তুর মধ্যে একবস্তু দর্শন) বলা হয়।

আল্লাহ্পাক প্রকার বিহীন ; প্রকার সম্ভূত দর্পণে তাঁহার আবির্ভাব অসম্ভব। তিনি লা-মাকানী, স্থানের বাহির— মাকান বা স্থানে তাঁহার সংকুলান হয় না। প্রকার বিহীনকে প্রকারের বাহিরে অনুসন্ধান করা উচিত, এবং লা-মাকানী বা স্থান রহিত বস্তুকে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। নিজের মধ্যে বা বহির্জ্জগতে যাহা কিছুই লক্ষিত হয়, তাহা তাঁহার নিশানা মাত্র। বেলায়েতের বৃত্তের কেন্দ্র হজরত নকশবন্দ কোদ্দেছাছেররুহু ফরমাইয়াছেন যে, যাহা কিছু দর্শিত, শ্রুত ও জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা সবই অপর, অর্থাৎ আল্লাহ্ নহে। 'লা-কলেমার হাকীকতের দ্বারা তাহাদিগকে অপসারিত করা উচিত।

সঙ্কীর্ণ আকার গৃহে অর্থ সংকুলান
হয় নাকি— বল ওহে তাপস প্রধান ?
দীন-দরিদ্রের দ্বারে ধনাঢ্য-রাজন,
কিসের কারণে কহ, করিবে গমন ?

টীকা ঃ—১। গণ্ডিভুক্ত=তাঁহার প্রকৃত অনুভূতি লুপ্ত হইয়া ধারণার অনুভূতির প্রাবল্য হয়। অধিক চিন্তার ফলে অপ্রকৃত বস্তু প্রকৃত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

বাহিরের রূপ দেখি মজিল যে জন,
আত্মার রহস্য সে-কি, বুঝিবে কখন !
যে 'রূপ' গোপন আছে প্রিয়ার ভিতর,
কিরূপে জানিবে তা'রা উহার খবর !

যদি কেহ বলে যে, "বোজর্গগণের অনেকেই স্বীয় পুস্তকে 'ওয়াহ্দাতুল-অজুদ' বেষ্টন, নৈকট্য, মিলন ও একাধিক বস্তুর মধ্যে এক বস্তুর অবলোকন ইত্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন।" তদুত্তরে বলিব যে উহা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় ছিল। পরিশেষে তাঁহারা উক্ত মাকাম হইতে উন্নতি করিয়াছেন, যেরূপ এ ফকীর নিজের অবস্থা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, একদল লোক নিজেদের বাতেন বা অন্তর্জগতে আল্লাহ্র এক 'জাত'-এর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখে এবং তাহাদের বহির্জগত— যাহা একাধিক বস্তু দর্শনকারী তাহাও উক্ত বিষয় সমূহ প্রাপ্ত হয় ও উক্ত রূপ দেখিয়া থাকে। অতএব তাহারা অন্তর দ্বারা যেন 'আহাদীয়াত' বা 'এক জাতের' প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে এবং বহির্জগত দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বাঞ্ছিতজনকে অবলোকন করিতেছে, যেরূপ আমি স্বীয় ওয়ালেদ কেব্লার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি।

আমি যে পুস্তক "ওয়াহ্দাতুল অজুদ" সম্বন্ধে লিখিয়াছি তাহাতে ইহার উত্তর বিস্তৃতভাবে লিখা হইয়াছে। এস্থলে আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। ইহা বলা যাইবে না যে, "বস্তু সমূহ প্রকৃতপক্ষে যখন একাধিক এবং আল্লাহ্র জাতপাক দ্বারা উহাদিগকে বেষ্টন ও উহাদের সহিত তাঁহার নৈকট্য সঠিক নহে ও একাধিক বস্তুর মধ্যে এক আল্লাহ্কে অবলোকন অপ্রকৃত, তখন তাঁহাদের কথা মিথ্যা ; যেহেতু উহা বাস্তবের বিপরীত।" কারণ ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা স্বীয় দর্শন ও অনুভূতি অনুযায়ী এইরূপ বলিয়াছেন, যেরূপ কেহ বলে যে, আমি দর্পণে জায়েদ নামক ব্যক্তির ছুরত দেখিয়াছি ; এ কথা তাহার প্রকৃত বিষয়ের অনুকূল নহে, কেননা, সে তাহার ছুরত দেখে নাই ; যেহেতু জায়েদের ছুরত দর্পণের মধ্যে ছিলই না, দেখিবে আর কোথা হইতে ! কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে প্রচলিত কথায় মিথ্যুক বলা যাইবে না, যদিও উহা বাস্তবের অনুকূল নহে। যেহেতু সে মা'যুর, তাহাকে নিন্দা ভর্ৎসনা করা চলিবে না, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এ সব কথা যদিও গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য, তথাপি এইজন্য বর্ণনা করিলাম যে, আমার "ওয়াহ্দাতুল-অজুদ" গ্রহণ ও পরিত্যাগ এল্হাম কর্ত্তৃক হইয়াছিল, অন্যের অনুসরণ করিয়া নহে। কাজেই উহা (একবাদ) অস্বীকার করার উপায় নাই, যদিও উহা অন্যের জন্য দলিল নহে।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে যে মিথ্যুক বলা চলিবে না তাহার দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জগতের কোন কোন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, আবার অনেক বিষয়ে নাই ; তদ্রূপ আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্ট পদার্থ হইতে পূর্ণরূপে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত

কোন কোন বিষয়ে সৃষ্ট পদার্থের বাহ্যিক আনুরূপ্য আছে। প্রেমের প্রাবল্যতায় উক্ত পার্থক্যের হেতু সমূহ বিলুপ্ত হইয়া বাহ্যিক সাদৃশ্যের প্রাবল্য হয়, (এবং ইহার পার্থক্য-জ্ঞান তাহাদের থাকে না)। অতএব আল্লাহ্ এবং জগতকে একই বলিয়া প্রকাশ করে। তাহাদের নিকট যে তাহাই সত্য ; কাজেই তাহাদিগকে মিথ্যুক বলার কোনই অবকাশ নাই। বেষ্টন ইত্যাদিকেও এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ওয়াচ্ছালাম ॥

৩২ মকতুব

মীরজা হোছামুদ্দীনের নিকট ছাহাবায়ে-কেরামের কামালাতের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইলাম। আল্হামদুলিল্লাহ্ যে, দূরবর্ত্তী গণকে ভুলিয়া যান নাই, এবং কার্য্যপ্রসঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন।

সামান্য দিয়াও যদি শান্তি পায় মন,
যথেষ্ট জানিয়া, তাহে করিবে যতন।

আপনি স্বীয় পীর কেব্লার বিশিষ্ট নেছ্বত (সম্বন্ধ) অনুভব না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে মান্যবর ভ্রাতঃ ! এরূপ কথা পত্রাদি দ্বারা ব্যক্ত করা ; বরং বাক্য দ্বারাও ব্যক্ত করা সমীচীন নহে। অতএব উহা, কে আর কি বুঝিবে এবং কি-বা লাভ করিবে? স্বীয় পীরের প্রতি সদ্-বিশ্বাস রাখিয়া দীর্ঘকাল সংসর্গ লাভ আবশ্যক। অন্যথায় মেহনত বরবাদ।

শান্তিময় রজনীতে বসিয়া জ্যোৎস্নায়
সকল বিষয়ে খুলি বলিব তোমায়।

যাহা হউক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া, এই মাত্র লিখিতেছি যে, প্রত্যেক মাকামের এল্ম, মা'রেফত (তত্ত্বজ্ঞান) পৃথক পৃথক এবং অবস্থাও তদ্রূপ বিভিন্ন। হয়তো জেকের (আল্লাহ্র স্মরণ) মোরাকাবা (ধ্যান-মগ্নতা) কোন মাকামের উপযোগী এবং নামাজ পাঠ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ অন্য মাকামের জন্য উপযোগী। 'জয্বা' বা আকর্ষণ কোন মাকামের জন্য বিশিষ্ট ; আবার কোন মাকামের জন্য 'ছুলুক' দরকার ও কোন মাকামে উভয় সম্মিলিত, আবার কোন মাকাম 'ছুলুক' ও 'জয্বা উভয় দিক হইতে পৃথক, যেন উহাদের একটিরও তথায় অবকাশ নাই। অবশ্য ইহা অতি উচ্চ মাকাম। হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ছাহাবাগণ এই মাকামে অবস্থিত। অন্যান্য মাকামধারী ব্যক্তিগণ হইতে ইঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও সাদৃশ্য অতি সামান্য। কিন্তু অন্যান্য মাকামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকারের সাদৃশ্য আছে।

উক্ত ছাহাবায়ে কেরামের নেছ্বত তাঁহাদের পর হজরত মেহ্দী (আঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্ চাহে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। ছেলছেলা সমূহের বোজর্গগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই এই মাকামের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহারা ইহাদের এল্ম-মা'রেফতের বয়ান আর কি করিবে ! "ইহা আল্লাহ্তায়ালার অতি উচ্চ অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা ইহা তাহাকেই প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ ফজল ও মেহেরবাণী সম্পন্ন" (কোরআন)।

শেষ কথা এই যে, ছাহাবাগণ ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গেই এই নেছ্বত প্রাপ্ত হইতেন এবং ধীরে ধীরে ইহার পূর্ণতা লাভ হইত। অন্য যাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমে ছাহাবীগণের আত্মিক সম্বন্ধের পদানুসরণ করতঃ শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন, তৎপর জয্বা ও ছুলুক দ্বারা পথ অতিক্রম করিয়া শেষে উক্ত সৌভাগ্য লাভ করেন। ছাহাবাগণ হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-কে ঈমানের সহিত দেখা মাত্র উক্ত নেছ্বত প্রাপ্ত হইতেন। ইহা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর সংসর্গের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্তায়ালার মেহেরবাণী হইলে তদীয় উম্মতগণের মধ্যেও অনেকে উক্তরূপ বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে— যে তাহার সংসর্গের প্রারম্ভেই উক্ত নেছ্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১]

সাহায্য করেন যদি জিব্রীল আমায়,
আমিও করিব, যাহা করেছে ঈছায় (আঃ)।

ইদানীং এই "এন্দেরাজুন্ নেহায়াত ফিল্ বেদায়াত্" (প্রারম্ভেই শেষ বস্তুর নির্দ্দেশ প্রাপ্তি) সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথায় ছুলুকের পূর্ব্বে জয্বা লাভ হয়, তথায় ইহা পাওয়া যায়। ইহা হইতে আর অধিক বর্ণনার অবকাশ নাই।

আছে যাহা পরে, তাহা গোপন বিষয়,
দুরূহ বর্ণনা তার, কহিবার নয়।

ইহার পরে যদি সাক্ষাত হয় এবং শ্রোতাদের শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে হয়তো উক্ত মাকামের কথা কিছু ব্যক্ত করা যাইবে। বাকী আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক প্রদানকারী।

কতিপয় ভ্রাতার ক্ষমার জন্য লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। আল্লাহ্পাক আরহামুর্রাহেমীনও যেন ক্ষমা করেন। ভ্রাতৃগণকে উপদেশ দিবেন যেন

টীকা ঃ— ১। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ শেষ মর্ত্তবার নেছ্বত পাওয়া যাইত, তাঁহার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি পয়দা হইতে পারে, যাহার প্রথম সাক্ষাতেও ঐরূপ শেষ নেছ্বত পাওয়া যায়। হজরত মোজাদ্দেদ (রাঃ) স্বয়ং উক্তরূপ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন এবং শেষ জমানায় হজরত মেহ্দী (আঃ)ও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় উক্তরূপ হইবেন।

অগ্নি লুক্কায়িত আছে। স্বপ্ন যে ধর্তব্য নহে, তাহা যদিও এখন বুঝিতেছেন না ; তথাপি অপেক্ষা করিবেন, পরে আল্লাহ্ চাহেত বুঝিতে পারিবেন। আপনি তাকিদ করিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যুত্তরে ইহা লিখিলাম। বিনা সূত্রে কোন বিষয়ের আলোচনা হয় না।

৩৩ মকতুব

মোল্লা হাজী মোহাম্মদ লাহোরীর নিকট লিখিতেছেন, অসৎ আলেমদিগের নিন্দাবাদ সম্পর্কে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

পার্থিব বস্তুর ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা (জাহেরী) আলেমগণের সুন্দর বদনের কলঙ্ক স্বরূপ। সকলেই তাহাদের দ্বারা উপকৃত হয় বটে, কিন্তু উক্ত এল্‌ম তাহাদের নিজের জন্য উপকারী নহে। বাহ্যতঃ যদিও তাহাদের দ্বারা শরীয়তের অনেক সাহায্য হয় তথাপি উহা ধর্তব্য নহে, যেহেতু এইরূপ সহায়তা অনেক সময় ফাছেক ব্যক্তিদের দ্বারাও হইয়া থাকে; যথা— হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা পাপিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাও এই ধর্ম্মের পোষকতা করিয়া থাকেন"। উক্ত আলেমগণ পরশ-পাথরতুল্য। তাম্র-লৌহ যাহা কিছু উহাকে স্পর্শ করে তাহা স্বর্ণ হয়; কিন্তু সে নিজে পাথরই থাকিয়া যায়। এইরূপ চকমকি পাথর, বংশ ইত্যাদির মধ্যে অগ্নি বিদ্যমান আছে ; সকলেই উহার দ্বারা উপকৃত হয় বটে, কিন্তু উক্ত অগ্নি দ্বারা উহাদের নিজের কোন উপকার সাধিত হয় না। এ-ক্ষেত্রে উক্ত এল্‌ম তাহাদের অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে, যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাহাদের উপর প্রমাণ পূর্ণ হইয়াছে। হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন সকলের চেয়ে কঠোর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হইবে, যে আলেমকে আল্লাহ্‌পাক তাহার এলেম দ্বারা উপকৃত করেন নাই"। ক্ষতির কারণ হইবে না কেন ? যে এল্‌ম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সম্মানিত এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাহাকে যে উহারা নিকৃষ্ট পার্থিব বস্তু যথা— ধন, সম্মান, কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি অর্জ্জনের উপায় করিয়া লয় ; অথচ দুনিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট জলীল, খার (অতিশয় তুচ্ছ ও হেয়) ও অপকৃষ্টতর সৃষ্টি ; সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বস্তুকে অপদস্ত করা এবং নিকৃষ্ট বস্তুকে সম্মান প্রদর্শন করা অতীব কদর্য্য কর্ম্ম। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ইহা প্রকারান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। শিক্ষা ও ফৎওয়া প্রদান খালেছ নিয়াতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হইলে উপকারী হইবে, যেন উহা মান, সম্মান, কর্ত্তৃত্ব ও ধন-লালসা এবং অহঙ্কারের জন্য না হয়। দুনিয়াতে লিপ্ত হইয়া পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ না থাকা ইহার পরিচায়ক।

যে আলেমগণ দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত, তাহাদিগকে দুনিয়াদার আলেম বলা হয়। উহারাই নিকৃষ্ট আলেম, মানব জাতির অপকৃষ্ট জীব ও ধর্ম্মের চোর। অথচ উহারা নিজদিগকে শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। "উহারা ধারণা করে যে, উহারা

উৎকৃষ্ট বস্তুর উপরই আছে। হুঁশিয়ার হও, নিশ্চয় উহারাই মিথ্যুক। শয়তান তাহাদের উপর প্রবল হইয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছে। উহারাই শয়তানের দল। সাবধান ! নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে" (কোরআন)।

কোন এক বোজর্গ ব্যক্তি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিলেন যে, সে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, "বর্ত্তমান যুগের আলেমগণ তাহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে এবং তাহাকে এই চিন্তা হইতে পূর্ণ অবসর দিয়াছে।"

সত্যই, ইদানীং শরীয়ত ও ধর্ম্ম-কার্য্যে যতদূর অবহেলা ও উপেক্ষা লক্ষিত হইতেছে ও শরীয়ত প্রচারের যত বিঘ্ন ঘটিতেছে তাহা এই প্রকারের আলেমগণের জন্যই এবং ইহাদের উদ্দেশ্যের সততা না থাকার কারণেই হইতেছে।

অবশ্য যে আলেমগণ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট নহেন, সম্মান, কর্ত্তৃত্ব, ধনসম্পদ ও উচ্চাভিলাষ ইত্যাদির বন্ধন মুক্ত, তাহারাই পরকালভাবী দ্বীনদার আলেম এবং পয়গাম্বর (আঃ) গণের ওয়ারেছ তুল্য। ইঁহারাই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কেয়ামতের দিন ইঁহাদের ব্যবহৃত 'কালি' শহীদগণের রক্তের সহিত ওজন করা হইবে এবং এই কালির ওজন শহীদগণের রক্তের ওজন অপেক্ষা অধিক ভারী হইবে। "আলেমগণের নিদ্রাও এবাদত" বাক্য ইঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য। ইঁহাদের চক্ষে আখেরাতের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে এবং ইঁহারাই উহাকে স্থায়ী জানিয়াছেন। পক্ষান্তরে পার্থিব বস্তু তাঁহাদের চক্ষে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে এবং তাহাকে অস্থায়ীরূপে পাইয়াছেন। অতএব তাঁহারা অস্থায়ী জগতের কবল হইতে মুক্ত হইয়া নিজদিগকে চিরস্থায়ী জগতের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

পরকালকে উচ্চ-সম্মানী দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালার স্থায়ী মহিমা দর্শনের ফল স্বরূপ এবং পার্থিব বস্তুকে নিকৃষ্ট জানাই পরকালকে উচ্চ দর্শনের কারণ ; যেহেতু ইহকাল ও পরকাল পরস্পর সপত্নীতুল্য। ইহাদের একটি সন্তুষ্ট হইলে অপরটি রুষ্ট হয়। পার্থিব বস্তুকে সম্মান করিলে পরকাল অপমানিত হয় এবং পরকাল সম্মানিত হইলে পার্থিব বস্তু সমূহ অপমানিত হয়। এই দুইটি একত্রিত হওয়া— দুই বিপরীত বস্তুর একত্র হওয়া তুল্য।

"কত যে সুন্দর হ'ত মানবের হাল,
একত্রিত হ'ত যদি ইহ-পরকাল।"

হাঁ, অনেক বোজর্গ— যাঁহারা স্বীয় লিপ্সা-আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অনেক সময় সদুদ্দেশ্যে পার্থিব বস্তু সমূহের প্রতি আকর্ষিত হন। কিন্তু উক্ত আকর্ষণ তাঁহাদের বাহ্যিক মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহাদের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট নহে। সর্ব্বদাই উহা

মুক্ত বা আজাদ। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্‌র জেকের হইতে বিরত রাখিতে পারে না।" খরিদ-বিক্রয় আল্লাহ্‌র জেকের হইতে তাঁহাদের প্রতিবন্ধক নহে। তাঁহারা উহাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও অমনোযোগী। অর্থাৎ বাহ্যিক মনোযোগী— আত্মীক নহে। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তিনি মিনাবাজারে এক ব্যবসায়ীকে ন্যূনাধিক্য পঞ্চদশ সহস্রমুদ্রা খরিদ-বিক্রয় করিতে দেখিলেন, অথচ সে আল্লাহ্‌র জেকের হইতে এক মুহূর্ত্তকালও গাফেল হইল না।

৩৪ মকতুব

মোল্লা হাজী মোহাম্মদ লাহোরীর নিকট লিখিতেছেন। আলমে আমরের পাঁচ লতীফার বিস্তৃত বর্ণনা ও দার্শনিকগণের অজ্ঞতার বিষয়— ইহাতে বর্ণনা হইবে।

দোনো-জাহানের সৌভাগ্য লাভ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ করার উপরই নির্ভর করে। দার্শনিকগণের চক্ষু শরীয়তের অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত না হওয়ার কারণেই "আলমে আমর"-এর তত্ত্বাবলোকন হইতে উহারা অন্ধ। উহারা "মরতবায়ে-অজুব" বা 'অবশ্যম্ভাবী জাত'-এর কি আর জ্ঞান লাভ করিবে ! উহাদের দৃষ্টি স্থূল জগতেই সীমাবদ্ধ ; বরঞ্চ তাহাতেও অপূর্ণ। উহারা যে "সার-পঞ্চক" প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহাও ইহ জগতের বস্তু। নফ্‌ছ ও আকলকে মূলবস্তুরূপে গণ্য করা তাহাদের অজ্ঞতা মাত্র। যেহেতু নফ্‌ছে আম্মারা নিজেই বিশুদ্ধতার মুখাপেক্ষী। সর্ব্বদাই সে ইতরতার দিকে ধাবমান। "আলমে-আমর" বা সূক্ষ্ম জগত-এর সহিত উহার কি সম্বন্ধ হইতে পারে ? এবং মূল-বস্তু[১] হওয়ারই বা উহার কি অধিকার ?

"আক'ল" বা জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তুর বা তত্ত্বের অবগতি লাভ করিতে পারে না। বরং উহাও একটি ইন্দ্রিয় বা অনুভূত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যে বস্তু সমূহ ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক অনুভূত নহে এবং যাহার প্রকাশ্য কোন উদাহরণ নাই, তথায় আ'কলের কোনই অবকাশ নাই। আ'কল বা জ্ঞান দ্বারা অদৃশ্য বস্তুর বন্ধন মুক্ত হয় না। প্রকার বিহীন বস্তুকে অনুভব করিতে সে অক্ষম, এবং অদৃশ্য জগতে সে পথভ্রষ্ট ; সুতরাং সে স্থুল জগতের বস্তু।

টীকা ঃ— ১। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে সকল বস্তু দ্বারা গঠিত, মূল-বস্তু সে সকল বস্তু হইতে শূন্য। হজরত মোজাদ্দেদে আলিফেছানী (রাঃ)-এর মতে উহা (উক্ত মূল-বস্তু) আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ; যদ্দারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। ইতি-

আলমে-আমর বা সূক্ষ্ম জগতের লক্ষ্য সর্ব্বদাই প্রকার বিহীন বস্তুর দিকে। 'কল্‌ব' হইতে সূক্ষ্ম জগত আরম্ভ হয়। কল্‌বের উর্দ্ধে 'রূহের স্থান' তাহার উর্দ্ধে 'ছের' ও তদুর্দ্ধে 'খফী' এবং খফীর উপরে 'আখ্‌ফা'। আলমে-আমরের এই পাঁচ বস্তুকে "সার-পঞ্চক" বলা যাইতে পারে। দার্শনিকগণ ক্ষীণদৃষ্টি হেতু ভগ্ন মৃৎপাত্র সমূহের কতিপয় খণ্ড একত্রিত করিয়া মুক্তা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

উক্ত আলমে-আমরের সার পদার্থ সমূহ উপলব্ধি করা এবং উহার তত্ত্বলাভ করা হজরত নবীয়ে-করীম (দঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

মানুষকে "আলমে-ছগীর" বা ক্ষুদ্র-জগত এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে "আলমে-কবীর" বা বৃহত্তম জগত বলা হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র জগত বা মানব-দেহে যাহা কিছু অবস্থিত, বৃহত্তম জগত— বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাহার প্রত্যেকটিরই মূল আছে। অতএব কল্‌ব, রূহ্ ইত্যাদি সার-পঞ্চকের মূলবস্তুও বহির্জগতে আছে। আল্লাহ্‌তায়ালার আর্‌শ হইতে উক্ত সারবস্তু সমূহের অবস্থিতি স্থান আরম্ভ (হইয়া পর পর উপরের দিকে উঠিয়াছে)। মানব দেহেও তদ্রূপ 'কল্‌ব' হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সাদৃশ্যহেতু কল্‌বকে 'আরশুল্লাহ্' বলা হইয়া থাকে।

আলমে-আমর (সূক্ষ্ম-জগত) ও আলমে-খাল্‌ক (স্থূল-জগত)-এর মধ্যে আর্‌শ মধ্যস্থ স্বরূপ ; (যথা— বৃত্তের ব্যাস)। ক্ষুদ্র জগত বা মানব-দেহেও কল্‌ব তদ্রূপ।

কল্‌ব এবং আর্‌শ বাহ্যতঃ যদিও স্থুল-জগতের বস্তু বলিয়া দেখা যায় ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা সূক্ষ্ম-জগতের বস্তু, এবং উহাদের মধ্যে "বে-চুনী" বা প্রকারবিহীনতা বিদ্যমান আছে। অলী-আল্লাহ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে 'ছুলুক' সমাপ্ত করিয়া শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত আলমে-আমরের— সার-পঞ্চকের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

ভিখারী কি হ'তে পারে সৈনিক প্রধান ?
মশক কিরূপে হ'বে শাহ্ ছোলেমান।
বাতাসে উড়িয়া মশা ভাবে মনে মনে,
ছোলেমান সম আমি চলেছি পবনে।

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুকম্পা বশতঃ যদি কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দেন এবং অজুবের (অবশ্যম্ভাবী বস্তুর) মরতবা যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে দেখিবার সুযোগ প্রদান করেন, তবেই সে উক্ত আলমে-আমরের সার-পঞ্চকের আছল বা মূল অবলোকন করিতে সক্ষম হয় এবং ক্ষুদ্রজগতে বা বৃহত্তম জগতে যেখানেই এই সার-পঞ্চক থাকুক না কেন, উহা যে উক্ত মূলবস্তুর প্রতিবিম্ব তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে।

"এরূপ সৌভাগ্য আছে কার যে ললাটে,
(খোদাই জানেন তাহা বলি অকপটে")।

"ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল বা মেহেরবাণী। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ইহা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

আলমে-আমরের বস্তুসমূহ এত সূক্ষ্ম ও দুরূহ যে, তাহা বোধগম্য করা অতি কঠিন। এই হেতু তাহা ব্যক্ত করা নিষেধ আসিয়াছে, যেহেতু ইতর দৃষ্টি-ধারীগণ ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। যাহারা অটল, সুদৃঢ় এল্‌ম-প্রাপ্ত এবং যাঁহাদের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার এই সৌভাগ্য বাণী নাজিল হইয়াছে যে, "তোমরা সামান্য কিছু এল্‌ম পাইয়াছ," তাঁহারাই ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন।

নেয়মত প্রাপ্তগণের তরে উহা অতি তৃপ্তিকর,
দীন-ভিখারী আশেক তরে সবই অতি কষ্টকর।
গুপ্ত কথা নয় সমীচীন ব্যক্ত হওয়া ছরবছর,
নয় শরাবীর মজলিসে নাই, বলত দেখি কোন খবর ?

তোমাদের প্রতি এবং যাঁহারা হেদায়েতের অনুগামী ও যাঁহারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাঁহাদের সকলের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক। দ্বিতীয়তঃ মনে জাগিল যে, পবিত্র উচ্চ জওহর (সার-পদার্থ) সমূহের বিষয় কিছু বর্ণনা করি।

জানা আবশ্যক যে, উক্ত মূল— সার পদার্থসমূহের উৎপত্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধ কৃত গুণাবলী হইতে যাহা অবশ্যম্ভাবী জাত ও সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যস্থ স্বরূপ। উহার উপরে তদীয় প্রকৃত গুণ সমূহ অবস্থিত। উক্ত গুণ সমূহের তাজাল্লী (প্রতিবিম্ব) সমূহ 'রূহ্' প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং কল্‌ব বর্ণিত সম্বন্ধকৃত ছেফাত সমূহের সহিত সম্পর্ক রাখে ও উহাদের তাজাল্লী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট উপরের লতীফা সমূহ যাহা প্রকৃত গুণাবলীর উর্দ্ধে তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত-এর বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, (অর্থাৎ তথা হইতে উহারা তাজাল্লী প্রাপ্ত হয়)। এই কারণে এই লতীফাত্রয়ের তাজাল্লীকে তাজাল্লীয়ে জাতী বা আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের প্রতিবিম্ব বলা হইয়া থাকে।

ইহা হইতে অধিক লিখা সমীচীন নহে।

"ভাঙ্গিল কলম যবে আসিল হেথায়,
অতএব আর লিখা সমুচিত নয়।"

৩৫ মকতুব

হাজী মোহাম্মদ লাহোরীর নিকট মহব্বতে জাতী সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করুন।

নফ্‌ছে-আম্মারার (কু-প্রবৃত্তির) বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জ্জনই ছয়ের ও ছুলুকের (আত্মীক-ভ্রমণের) মূল উদ্দেশ্য। সে যেন নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত বাতুল উপাস্য সমূহের উপাসনা হইতে নিস্কৃতি লাভ করে এবং এক মা'বুদ আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে তাহার অন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে; উহা ইহকালের বা পরকালের যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন ! পরবর্ত্তী জগতের উদ্দেশ্যসমূহ যদিও নেকীর গণ্ডিভুক্ত কিন্তু উহা আব্‌রার-বা নেক্‌কারগণের জন্য। মোকার্‌রাবীন বা নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণ উহাকে গোনাহ্‌তুল্য জানেন। তাঁহারা এক মা'বুদ ব্যতীত কোনই উদ্দেশ্য রাখেন না। 'ফানা' ও মহব্বতে জাতী অর্জ্জনের উপরই ইহা নির্ভর করে ; যথায় ইষ্টদানও কষ্টদান তুল্য হইয়া থাকে। নেয়মত পাইয়া যেরূপ লজ্জত (স্বাদ) প্রাপ্ত হয়, কষ্টেও যেন তদ্রূপ লজ্জত পায়। যদি সে বেহেশ্‌ত কামনা করে তবে এই উদ্দেশ্যে কামনা করে যে, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয় স্থান এবং উহার আকাঙ্ক্ষা করা আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রেত। তদ্রূপ দোজখ আল্লাহ্‌তায়ালার কোপনীয় স্থান বলিয়া তাহা হইতে রক্ষা চায়। তাহারা সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে বেহেশ্‌ত কামনা করে না এবং তক্‌লীফ ও কষ্টের ভয়ে দোজখ হইতে পলায়ন করে না। প্রভু যাহাই করেন, তাহাই যেন তাঁহাদের নিকট সুমধুর লাগে। কথিত আছে যে, "প্রিয়তমা যাহাই করুক উহাই প্রিয়"। প্রকৃত এখ্‌লাছ (উদ্দেশ্য-বিশুদ্ধতা) এই মাকামেই লাভ হয়, এবং বাতেল মা'বুদ বা উপাস্য সমূহের কবল হইতে এই স্থানেই মুক্তি লাভ করে। কলেমায়ে তৌহীদের পূর্ণতা এই মাকামেই সাধিত হয়। অন্যথায় মেহনত বরবাদ।

আছমা ও ছেফাত— নাম ও গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যে প্রেম বা মহব্বত লাভ হয় এবং যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়মত ইত্যাদির প্রতি কোনই লক্ষ্য থাকে না, উক্তরূপ মহব্বতে জাতী ব্যতীত কার্য্য-সিদ্ধি দুরূহ। এইরূপ সমকক্ষ বিনাশক মহব্বত ব্যতীত পূর্ণ ফানা লাভ হয় না।

"প্রেমশিখা প্রাণে যবে উঠিল জ্বলিয়া,
প্রিয়া ছাড়া, সবাকারে দিল জ্বালাইয়া।
খোদার অরাতি[১] গণে করিতে প্রহার,
সজোরে মারহ ভাই **'লা'**-এর তলওয়ার।
দেখ তার পরে কিছু আছে নাকি আর ?
নাহিক কিছুই, সব হয়েছে ছারখার[২]।
আছে শুধু **'ইল্লাল্লাহ্'**— চিরস্থায়ী জাত,
সাবাস হে প্রেম— অরি[৩] করিছ নিপাত।"

টীকা ঃ— ১। অরাতি=শত্রু। ২। ছারখার=ধ্বংস। ৩। অরি=শত্রু।

৩৬ মকতুব

হাজী মোল্লা লাহোরীর নিকট, শরীয়ত যে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের জিম্মাদার, তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত করুন। আমার এই দোওয়ার প্রতি যে, আমীন বলিবে তাহাকেও আল্লাহ্পাক কৃপাদান করুন। আমীন ॥

শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত— এল্‌ম (হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব ইত্যাদি জানিয়া লওয়া), আমল (উক্ত এল্‌ম অনুযায়ী কার্য্য করা), এখ্‌লাছ্ (উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য করা), এই তিনটি শরীয়তের অংশ। ইহারা যদি পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন না হয় তবে শরীয়তই হইবে না। উক্ত শরীয়ত যখন পূর্ণতা লাভ করিবে তখন আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিও লাভ হইবে ; যাহা ইহ-পরকালের সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। (আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন—) "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই বৃহত্তম"। অতএব ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় সৌভাগ্যের দায়ীত্ব শরীয়তের প্রতিই ন্যস্ত আছে। এরূপ কোন সৌভাগ্য নাই যে, তাহার জন্য শরীয়ত ব্যতীত অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে হয়।

তরীকত ও হকীকত (তত্ত্ব অবগতির পথ) যাহা ছূফীগণের একচেটিয়া, তাহা শরীয়তের তৃতীয় অংশ এখ্‌লাছের পূর্ণতার সাহায্যকারী খাদেম স্বরূপ। উহাদের দ্বারা শরীয়ত পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে।

যে সব হালত ও লম্ফ-ঝম্প এবং এল্‌ম-মারেফত পথিমধ্যে পরিলক্ষিত হয় উহার কোনটিই উদ্দিষ্ট বস্তু নহে। বরং তরীকত-পন্থী শিশুদিগকে ভুলাইবার খেলনা স্বরূপ, উহা ধারণাকৃত বস্তু মাত্র। ঐ সমস্ত অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির মাকাম,যাহা ছুলুক ও জয়বার শেষ মাকাম, তাহা লাভ করা কর্ত্তব্য। আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির মাকামের আনুষঙ্গিক এখ্‌লাছের মাকাম অর্জ্জন ব্যতীত তরীকত ও হকীকতের পথ অতিক্রম করার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। প্রতিবিম্বত্রয় ও আত্মীক দর্শনের মাকাম সমূহ অতিক্রম করিয়া সহস্রের মধ্যে হয়তো দুই-এক ব্যক্তি উক্ত এখ্‌লাছ ও রেজার মাকামে উপনীত হইয়া থাকে। ইতর দৃষ্টিধারী ব্যক্তিগণ লম্ফ-ঝম্পের হালত এবং তাজাল্লী ও আত্মীক দর্শন ইত্যাদিকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকে। অতএব তাহারা ধারণার কারাবদ্ধ হইয়া শরীয়তের কামালত বা পূর্ণতা সমূহ হইতে বঞ্চিত হয়।

ইয়া রাছুলাল্লাহ্ (দঃ), "আপনি মুশরিকগণকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন, তাহা তাহাদের প্রতি অতি বৃহৎ। আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন, স্বীয় সন্নিধানে নির্ব্বাচিত করিয়া লন এবং যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার দিকে যাইতে চায়, তাহাকেও সুপথ প্রদর্শন করেন" (কোরআন)।

অবশ্য এখ্‌লাছের মরতবায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার রেজামন্দির মাকাম লাভ করা উক্ত হালত ও লম্ফ-ঝম্প সমূহ অতিক্রম করা এবং উক্ত এল্‌ম-মারেফত সমূহ প্রাপ্তির প্রতি নির্ভরশীল। অতএব ইহারা যেন উদ্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্তির পূর্ব্বাভাস ও সরঞ্জাম স্বরূপ। হাবীবুল্লাহ্ (দঃ)-এর অছিলায় উল্লিখিত মাকামের তত্ত্ব পূর্ণ দশ বৎসর পর আমার প্রতি প্রকাশ হইল এবং প্রিয়তম শরীয়তের যথাযথ আবির্ভাব পাইলাম, যদিও প্রারম্ভ হইতেই আমার উক্ত হালত ইত্যাদির প্রতি কোনই আকৃষ্টতা ছিল না, এবং শরীয়তের হকীকত (তত্ত্ব) লাভ ব্যতীত কোনই লক্ষ্য ছিল না, তথাপি উহার পূর্ণতা হইতে পূর্ণ দশ বৎসর লাগিল। "আল্‌হামদু লিল্লাহ্ আ'লা-জালিকা হামদান্ কাছিরান্ তৈয়েবান্ মোবারাকান্ ফিহে, মোবারাকান্ আলাইহে"[১]"।

মরহুম মিঞা শেখ জামাল-এর মৃত্যুতে সকল মোছলমান ভ্রাতৃগণ দুঃখিত ও বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহার সন্তানগণকে আমার দিক হইতে দোওয়া ও সমবেদনা জানাইবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৩৭ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ চিতরীর নিকট— ছুন্নতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করিয়া লিখিতেছেন।

আপনার প্রেরিত পত্র যাহা অনুকম্পা পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি নক্‌শবন্দিয়া তরীকার উপরে সুদৃঢ় আছেন, তাহা জানিতে পারিয়া আল্লাহ্তায়ালার শোকর-গোজারী করিতেছি ; আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ ওয়া ছোব্‌হানাহুতায়ালা আ'লা জালেক।

এই তরীকার বোজর্গগণের অছিলায় আপনাকে আল্লাহ্তায়ালা অশেষ উন্নতি দান করুন। এই বোজর্গগণের তরীকা স্পর্শমণি তুল্য, এবং ইহা সম্পূর্ণ ছুন্নতের অনুসরণের প্রতি নির্ভরশীল। আমার উপস্থিত অবস্থা নিম্নে লিখিতেছি। বহুদিন হইতে এল্‌ম মারেফত, হাল, মাকাম সমূহ আমার প্রতি বারি-ধারার মত বর্ষিতেছে ; এবং আল্লাহ্তায়ালার মেহেরবাণীতে করণীয়, কার্য্য করা হইতেছে। ইদানীং হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর ছুন্নত সমূহের যে কোন ছুন্নত হউক না কেন, তাহা প্রচলিত করা ব্যতীত আমার আর কোনই স্পৃহা নাই। যাহারা লজ্জত আকাঙ্ক্ষী তাহাদের প্রতি হালতাদি বর্ত্তক। নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের 'নেছ্‌বত' দ্বারা স্বীয় আত্মা আবাদ রাখিয়া বহির্জগতকে শরীয়ত এবং ছুন্নতের অনুসরণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিবেন-ইহাই কার্য্য, অন্য সমস্তই অনর্থক।

টীকা :— ১। ইহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, অত্যধিক ও পবিত্র কৃতজ্ঞতা এবং প্রাচুর্য্যময়, তদুপরি আরও প্রাচুর্য্যময় কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি আউয়াল ওয়াক্তে পড়িবেন। শুধু শীতকালে এশার নামাজ এক-তৃতীয়াংশ রাত্রিকাল পর্য্যন্ত বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। এই সকল বিষয়ে আমি এত অক্ষম ও নিরুপায় যে, এক পল মাত্র বিলম্ব আমার প্রাণে সহ্য হয় না। শারীরিক অসুস্থতার কথা উপেক্ষণীয়।

৩৮ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ চিতরীর নিকট লিখিতেছেন। 'জাতে-বাহাত'-এর মহব্বতের বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইবে।

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল সময়ে আমাদিগকে যেন নিজের সঙ্গে রাখেন ; এবং মুহূর্ত্তের জন্যও অপরের সঙ্গে যাইতে না দেন।

'জাতে-বাহাত' অর্থাৎ শুধু জাত ব্যতীত যাহা কিছু আছে তাহাকে 'গায়ের' বা অপর বলা হয় ; যদিও তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার "এছ্‌ম ও ছেফাত (নাম ও গুণাবলী)" হউক না কেন ! বিশ্বাস-শাস্ত্রবিদ আলেমগণ আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাতকে "লা-হুয়া, ওয়া লা-গায়রুহু" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ছেফাত বা গুণ সমূহ আল্লাহ্ নহে এবং আল্লাহ্ হইতে পৃথকও নহে। এই গায়ের (অপর) শব্দটি তাহারা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। উহা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে আমরা যে অর্থ লইয়াছি (জাত ও ছেফাত একই বস্তু নহে— অতএব অপর), তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা, কোন বিশিষ্ট বস্তুর নিবারণ হইলে সকল বস্তু নিবারিত হয় না। (তাহাদের মতে গায়ের নহে অর্থাৎ আল্লাহ্ হইতে পৃথক করণোপযোগী নহে।) আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-পাক হইতে অন্য বস্তু অপসারিত করা ব্যতীত আর কিছুই করা পথভ্রষ্টতা মাত্র। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং যাহা ফরমাইয়াছেন তাহাই শ্রেয়ঃ ; অর্থাৎ "তাঁহার সাদৃশ্য কোন বস্তুই নাই"। পার্‌শী ভাষায় ইহাকে বে-চুন, বে-চেগুন অর্থাৎ রকম-প্রকার বিহীন বলা হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে 'জ্ঞান', 'দর্শন' ও 'পরিচয়' ইহার কোনটিরই অবকাশ নাই। যাহা দেখা যায়, জানা যায় ও পরিচয় লাভ করা যায় তাহা আল্লাহ্‌র অপর। তাহাদের ভালবাসা— অন্যের ভালবাসা ; আল্লাহ্‌র নহে। অতএব ইহাদিগকে 'নফী' বা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইহাদিগকে 'লা' কলেমার আয়ত্তে আনিয়া 'নফী' (অপসারিত) করিয়া 'ইল্লাল্লাহ্' দ্বারা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকার বিহীন 'জাতের' অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। ইহা প্রথমতঃ পীরের অনুসরণ করিয়া করিতে হয় ; অবশেষে বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়।

কতিপয় তরীকতপন্থী শেষ মাকামে উপনীত না হওয়ার দরুণ প্রকার সম্ভূত বস্তুকে প্রকার বিহীন ধারণা করিয়া তাহার মারেফত (পরিচয়), দর্শন লাভে বিমুগ্ধ থাকে।

ইহাদের তুলনায় প্রারম্ভের অনুসরণকারী ব্যক্তিগণই শ্রেয়ঃ ; যেহেতু তাহারা নবুয়তের নূর বা আলোর অনুসরণ করিতেছে, যাহাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা নাই, পক্ষান্তরে উহারা নিজেদের ভ্রান্তিময় আত্মীক বিকাশের অনুগামী।

ইহাদের লক্ষ্যপথ দেখ মন দিয়া,
উভয়ে পার্থক্য কত দেখ নিরখিয়া।

যদিও ইহারা (বাহ্যতঃ) আল্লাহ্‌র দর্শন প্রমাণ করিতেছে, তথাপি প্রকারান্তরে যেন আল্লাহ্‌তায়ালার জাতেরই অস্বীকারকারী। তাহারা ইহা অবগত নহে যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন প্রমাণ করাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। হজরত এমাম আজম ছাহেব ফরমাইয়াছেন, "হে আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্র, আমরা যথাযথরূপে তোমার এবাদত করিতে পারি নাই, কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছি"। তাঁহার এবাদত আমাদের দ্বারা যথাযথরূপে হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা প্রকাশ্য কথা, এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এই অর্থে লাভ হয় যে, তদীয় জাতের শেষ-পরিচয় তাঁহাকে প্রকারবিহীন ভাবে উপলব্ধি করা। ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কোন সরল (বোকা) ব্যক্তি এই কথার দ্বারা ধারণা না করে যে, প্রকার বিহীন জানা অর্থে— সর্ব্ব সাধারণ এবং অলী-আল্লাহ্‌গণ সমতুল্য। এ কথা যে বলে সে 'এল্‌ম' (জানা) ও মা'রেফত (পরিচয়)-এর মধ্যে পার্থক্য জানে না। সর্ব্ব সাধারণ 'এল্‌ম'-এ সমতুল্য কিন্তু শেষ সীমায় উপনীত না হইলে 'মারেফত' বা পরিচয় লাভ হয় না। মারেফত হওয়ার জন্য 'ফানা' হওয়া শর্ত্ত। অতএব ফানা-ফিল্লাহ্ অর্জ্জন না করিলে, এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে না। হজরত মৌলানা রুমী ছাহেব ফরমাইয়াছেন—

নফ্‌ছে আম্মারার 'ফানা' যদি নাহি হয়,
খোদার দরবারে পথ পাবে না নিশ্চয়।

এল্‌ম ও মা'রেফত যখন ভিন্ন বস্তু, তখন বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে এল্‌ম বলিয়া থাকি, মা'রেফত ইহা ব্যতীত অন্য বস্তু। উক্ত মা'রেফত-কে "এদ্‌রাকে-বছীত" বা অবিভাজ্য অনুভূতিও বলা হয়।

হাফেজের কথা ইহা অনর্থক নয়,
আজব কাহিনী ইথে, আছে হে নিশ্চয়।
খোদার জাতের সহিত নর-পুঙ্গবের[1]
অরূপ সম্বন্ধ বটে আছে উভয়ের।
বলিলাম নর বটে— নহেকো বানর,
পরমাত্মা না চিনিলে হবে নাকো নর।

টীকাঃ— ১। নর-পুঙ্গব=পূর্ণতা প্রাপ্ত মানব।

যে রূপ 'ফানা'র মধ্যে ন্যূনাধিক্য আছে, তদ্রূপ শেষ দরজায় উপনীত ব্যক্তিদের মা'রেফত বা পরিচয় লাভের মধ্যেও তারতম্য আছে। যাহার 'ফানা' পূর্ণ তাহার মারেফত পূর্ণতর এবং যাহার 'ফানা' তদপেক্ষা নিম্ন, তাহার মা'রেফতও নিম্নতর ; এইরূপে অন্য সমস্তকে বুঝিয়া লইতে হইবে।

ছোব্‌হানাল্লাহ্— আমার বাক্যধারা কোন পথে চলিল, বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত না হওয়া ও ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া এবং স্থিরতা-শূন্য ও দৃঢ়তা লাভ না হওয়ার বিষয় লিখা আমার উচিত ছিল। বন্ধুগণ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতাম। বর্ণিত বিষয়ের আলোচনার যোগ্যতা আমার আর কি আছে !

জঠরের[১] শিশু নহে নিজেই সজ্ঞান,
সে কি আর নিতে পারে পরের সন্ধান !

কিন্তু উচ্চ মনোবৃত্তি ও বংশজাত স্বভাব নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে বরং দৃকপাত করিতেও যেন দিতেছে না। যদি কিছু বলি, তবে তাঁহারই কথা বলি, কিন্তু বলিতে পারি না ; যদি কিছু অন্বেষণ করি তবে তাঁহাকেই অন্বেষণ করি, কিন্তু কিছু পাই না ; যদি কিছু লাভ করি তবে তাঁহাকেই লাভ করি, কিন্তু কিছুই লাভ করি না। যদিও সম্মিলিত হই নাই, তথাপি যদি মিলন লাভ করিয়া থাকি, তবে তাঁহারই মিলন লাভ করিয়াছি। নক্‌শবন্দী বোজর্গগণ 'শুহুদে-জাতী'[২] -এর কথা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব পূর্ণতাধারী ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রকাশিত নয়। যাহারা উপনীত হয় নাই, তাহাদের ইহা উপলব্ধি করা দুরূহ।

যৌবনের ভাব নাহি বুঝে শিশুগণ,
এই কথা শেষ কথা বিদায় বচন।

আপনি পত্রের প্রারম্ভ 'হুয়াজ্ জাহেরো, হুয়াল্ বাতেনো" অর্থাৎ তিনি ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত, বাক্য দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! ইহা সত্য বটে, কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া এই ফকীর উক্ত বাক্য দ্বারা "তৌহিদে অজুদী" বা সর্ব্ব বস্তুতে আল্লাহ্‌র বিরাজমানতার মর্ম্ম বুঝে না। জাহেরী আলেমগণ ইহাতে আমার অনুকূল , এবং তাঁহারা (আলেমগণ) "তৌহিদে-অজুদী" মতাবলম্বীগণ হইতে সঠিক পথে যে আছেন, তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। যাহারা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট— তাহাদের জন্য তাহাই হয়।

বিভিন্ন কার্য্যের তরে বিভিন্ন পরান—
করিয়াছে প্রভু মোর, সৃষ্টির বিধান।

টীকা ঃ— ১। জঠরের=পেটের। ২। শুহুদে-জাতী=আত্মিক দর্শন।

আমাদের প্রতি যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অনিবার্য্য, যাহার জন্য আমরা দায়ী— তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালন করা, এবং নিষেধাদি হইতে বিরত থাকা। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন— "যাহা রছুল (দঃ) তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর ; এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাক, এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় কর"।

আমাদের উপর যখন এখলাছ বা উদ্দেশ্য— বিশুদ্ধির আদেশ আসিয়াছে এবং উহা নফ্‌ছের ফানা ও মহব্বতে-জাতী (স্বীয় আত্মা তুল্য আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালবাসা) না হইলে সংঘটিত হয় না, তখন ফানার পূর্বাভাষ স্বরূপ দশ মাকাম (যথা— তওবা, জোহদ, তাওয়াক্কুল, ছবর, কানায়াত, শোকর, খওফ, রাজা, ফকর, রেজা) অর্জ্জন করিতে হইবে। ফানা— যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার অবদান স্বরূপ তথাপি উহা প্রারম্ভে চেষ্টা সাপেক্ষ।

অবশ্য চেষ্টা না করিয়া এবং কঠোর ব্রত পালন দ্বারা বিশুদ্ধতা অর্জ্জন না করিয়াও আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত মাকামে কাহাকেও পৌঁছাইতে পারেন বটে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তিগণের দ্বিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। হয়তো তাহাকে অন্তের অন্তঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, অথবা হেদায়েতের জন্য জগতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম প্রকারের ব্যক্তিগণের উক্ত মাকামসমূহে ছয়ের হয় না এবং তাহারা আছমা ও ছেফাতের তাজাল্লীসমূহের বিস্তৃত খবর হইতে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় দলভুক্ত ব্যক্তিগণ যখন জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ফেরার পথে উক্ত মাকাম সমূহ বিস্তৃতভাবে তাহাদের অতিক্রম হইয়া যায় ও অনন্ত তাজাল্লী লাভে সৌভাগ্যবান হয়। দৃশ্যতঃ তাহারা কঠোর-ব্রতী কিন্তু বস্তুতঃ শওক ও লজ্জত প্রাপ্ত।

এরূপ সৌভাগ্য আছে কার যে ললাটে !
খোদাই জানেন তাহা বলি অকপটে।

এখ্‌লাছ বা শুদ্ধ মতিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার আদিষ্ট বস্তু। ইহা অবশ্য পালনীয়। 'ফানা' ব্যতীত ইহার তত্ত্ব লাভ হয় না। যদি কোন আলেম, নেক্‌কার এবং ছালেহ-সদাচার ব্যক্তি প্রকৃত ফানায় উপনীত না হন; তিনি এখ্‌লাছ অর্জ্জন না করার জন্য যে গোনাহ্‌গার হইবেন, ইহা বলা চলিবে না ; কারণ এক প্রকার এখ্‌লাছ তাহাদেরও আছে ; কিন্তু তাহা কোন কোন বিষয়ে হয়, আবার কখনও হয় না। ফানা প্রাপ্তির পর উহার পূর্ণতা লাভ হয়। তখন সকল বিষয়েই তাহাদের এখ্‌লাছ হইয়া থাকে। এই হেতু বলা হয় যে, ফানা ব্যতীত প্রকৃত এখ্‌লাছ হয় না। ইহা বলা হয় না যে, ফানা ব্যতীত এখ্‌লাছ মাত্রই হয় না।

৩৯ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ চিতরীর নিকট লিখিতেছেন।

যে জন মানব-শ্রেষ্ঠ এবং লক্ষ্যভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত, সেই মহাজন (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে যেন সর্ব্ব-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা হইতে ফিরাইয়া তাঁহার নিজের

দিকে লক্ষ্য ও অগ্রগতি প্রদান করেন। কল্‌ব বা অন্তঃকরণের উপরই আধ্যাত্মিক কার্য্যের নির্ভর। যদি অন্তঃকরণ অন্যের প্রেমে আকৃষ্ট থাকে, তবে উহা অতি মন্দ ও নিকৃষ্ট। বাহ্যিক আমল ও রছুমী বা প্রচলিত এবাদতাদি দ্বারা কোনই কার্য্য সিদ্ধি হয় না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে কল্‌বের মুক্তি লাভ ও সুস্থতা এবং শরীয়তের আদেশানুযায়ী দেহ কর্ত্তৃক আমল করা, উভয়ই আবশ্যক। আমল না করিয়া কল্‌বের স্থিরতা ও সুস্থতার দাবী করা অমূলক। ইহলোকে দেহ ব্যতীত প্রাণ অবস্থান যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ আ'মল ব্যতীত কল্‌বের উন্নতি অসম্ভব। আধুনিক যুগে অনেক বে-দ্বীন ব্যক্তিও উক্ত রূপ দাবী করিয়া থাকে। তাহাদের মত অসৎ-বিশ্বাস হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমীন ॥

৪০ মকতুব

ইহাও শায়েখ মোহাম্মদ চিতরীর নিকট— এখ্‌লাছ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী আ'লা রাছুলিহিল্ করীম"[১]। হে মান্যবর ভ্রাতঃ ! ছুলুক ও জয্‌বার মাকাম সমূহ অতিক্রম করিয়া আমি জানিলাম যে, এই ছয়ের ও ছুলুকের উদ্দেশ্য "এখ্‌লাছের মাকাম হাছেল করা মাত্র"— যাহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উপাস্য তুল্য উদ্দেশ্য সমূহ বিনাশ বা ফানার উপর নির্ভর করে। উক্ত এখ্‌লাছ শরীয়তের এক (তৃতীয়) অংশ, যেহেতু শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত। 'এল্‌ম'— জানা, 'আমল'— কার্য্য করা, 'এখ্‌লাছ'— উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সাধন করা। অতএব এখ্‌লাছ পূর্ণ করণার্থে তরীকত ও হকীকতদ্বয় শরীয়তের খাদেম তুল্য। ইহাই প্রকৃত কার্য্য ; কিন্তু সকলের জ্ঞানে ইহা উপলব্ধি হয় না। জগতবাসীর অধিকাংশই অমূলক ধারণার স্বপ্নে মোহিত আছে। শিশুগণের ন্যায় ইহারাও বেদানা, আখ্‌রোট পাইয়াই যেন সন্তুষ্ট। তাহারা শরীয়তের পূর্ণতা সমূহের মূল্য কি বুঝিবে এবং হকীকত ও তরীকতের তত্ত্বই বা-কি উপলব্ধি করিবে ! তাহারা শরীয়তকে 'খোলস্' এবং হকীকতকে 'মজ্জা' ধারণা করিয়া থাকে। প্রকৃত বিষয় তাহারা কিছুই অবগত নহে। ছূফীগণের বাতুল বাক্যাদি লইয়াই তাহারা ধোকায় পতিত ও স্বীয় হাল বা অবস্থা ও মাকামাতের ছলনায় মগ্ন আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন। আচ্ছালামো আলায়না ওয়া আ'লা এবাদিল্লাহেছ্ ছালেহীন"[২]। আমীন ॥

টীকা ঃ— ১। অর্থ—আমরা— আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা করিতেছি এবং তদীয় সম্মানিত রছুল (দঃ) পাকের প্রতি দরূদ পাঠ করিতেছি। ২। আমাদের ও সৎ ব্যক্তিগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

৪১ মকতুব

ইহা শায়েখ দরবেশের নিকট লিখিতেছেন— ছুন্নতের পায়রবীর বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আমাদের অন্তর্জগত ও বহির্জগতকে যেন ছুন্নতের অনুসরণ স্বরূপ অলঙ্কার কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত করেন।

হজরত মোহাম্মদোর্ রাছুলুল্লাহ (ছঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার মাহবুব। উৎকৃষ্ট ও মনঃপুত বস্তুসমূহ স্বীয় প্রিয় ব্যক্তির জন্যই হইয়া থাকে। এই হেতু আল্লাহ্‌পাক স্বীয় কালাম মজিদে ফরমাইয়াছেন— "ইন্নাকা লা' আ'লা খোলোকেন্ আজীম"। "নিশ্চয় আপনি (হে রছুল) অবশ্য অতি উচ্চ চরিত্রের উপরে আছেন"। আরও বলিয়াছেন, "ইন্নাকা লা মিনাল্ মুর্‌ছালীনা, আ'লা ছেরাতিম্ মোছ্‌তাকীম"— "আপনি নিশ্চয় রছুলগণের মধ্য হইতে একজন (রছুল) এবং আপনি সুদৃঢ় পথে আছেন"। আরও ফরমাইয়াছেন, "আন্না হাজা ছিরাতী মোস্তাকীমান, ফাত্তা বিয়ুহো, ওয়ালা তাত্তাবিউছ্ ছোবোলা"। অর্থাৎ "অবশ্যই ইহা আমার সুদৃঢ় পথ, তোমরা এই পথে গমন কর এবং বিভিন্ন পথে চলিওনা"। তাঁহার ধর্ম্মকে "ছেরাতে মোস্তাকীম", "সুদৃঢ় পথ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অবশিষ্ট সমস্ত পথকে বিভিন্ন পথের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং সেই সব পথে গমন নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উদ্দেশ্যে ও সৃষ্ট জীবকে জ্ঞাপনার্থে এবং পথ প্রদর্শন মানসে ফরমাইয়াছেন— "উৎকৃষ্ট চরিত্র মোহাম্মদ (দঃ)-এর চরিত্র"। তিনি আরও বলিয়াছেন,"আমার প্রতিপালক আমাকে 'আদব' শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব আমার চরিত্র অতীব সুন্দর হইয়াছে"।

অন্তর্জগত কর্ত্তৃক বহির্জগত পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম নাই। যথা— মুখে মিথ্যা না বলা শরীয়ত এবং অন্তঃকরণ হইতে মিথ্যা বলার কুমন্ত্রণা বিদূরীত করা তরীকত ও হকীকত। উক্ত নিবারণ যদি কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়, তবে তাহা 'তরীকত' এবং যদি সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক ভাবে হয়, তাহা হকীকত। বস্তুতঃ অন্তর্জগত যাহা তরীকত ও হকীকত, তাহা বহির্জগত বা শরীয়তের পূর্ণতা কারী। অতএব তরীকত ও হকীকতপন্থীগণের প্রতি পথিমধ্যে যদি কিছু বাহ্যিক শরীয়তের বিরুদ্ধ বিষয় প্রকাশ পায়, তবে তাহা সাময়িক মত্ততা ও অবস্থার বিপর্য্যয় মাত্র। যদি (আল্লাহ্‌তায়ালা) উহাকে উক্ত মাকাম অতিক্রম করাইয়া সজ্ঞানতায় আনয়ন করেন, তবে উক্ত বিরুদ্ধ ভাব পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে এবং তাহার শরীয়ত-বিরুদ্ধ এল্‌ম-মারেফত সমূহ ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে ; যেরূপ এক সম্প্রদায় মত্ততাহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী বেষ্টন প্রমাণ করেন। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় 'জাত' কর্ত্তৃক জগতকে বেষ্টন

করিয়া আছেন, তাহাদের এই বাক্য ছুন্নত জামায়াতের সত্যান্বেষী আলেমগণের মতের প্রতিকূল। তাহাদের মতে— আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় এল্‌ম কর্ত্তৃক জগতকে বেষ্টন করিয়া আছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের এই অভিমতই সত্যের নিকটবর্ত্তী। আবার ঐ মত্ত-ছুফীগণ নিজেরাই বলিয়া থাকেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত কোন হুকুম বা বিধানের অধীন নহে। তাঁহার প্রতি কোন বিষয়ের হুকুম বর্ত্তে না এবং তিনি কোন প্রকার জ্ঞান দ্বারা বিদিত হন না"। অতএব পরিবেষ্টন ও অনুপ্রবেশ তাহাদিগেরই বাক্যের বিপরীত হইয়া পড়ে।

সত্যই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত প্রকার বিহীন। তাঁহার প্রতি কোন হুকুম বর্ত্তে না ; অর্থাৎ তিনি কোন বিধানের অধীন নহেন। তথায় শুধু হয়রানী, অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও চিন্তা-কাতরতা ব্যতীত কিছুই নাই। অতএব বেষ্টন ও অনুপ্রবেশের তথায় আর স্থান কোথায় ?

অবশ্য উক্ত ছুফীগণের পক্ষ হইতে কৈফিয়ত প্রদান হিসাবে এই বলা যাইতে পারে যে, 'জাত' শব্দ হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য প্রথম তায়াইয়্যুন (অবতরণীয় বিশিষ্টরূপ)। উক্ত তায়াইয়্যুনকে যখন তায়াইয়্যুনকারী হইতে তাহারা অতিরিক্ত জানে না, তখন উহাকেই 'জাত' বালিয়া থাকেন। উক্ত তায়াইয়্যুনকে 'ওয়াহ্‌দাত' বলা হয়, এবং ইহাই সৃষ্ট বস্তুতে প্রবেশকারী ; সুতরাং তিনি স্বীয় জাত কর্ত্তৃক সর্ব্ব বস্তুকে বেষ্টনকারী— সত্য হইল।

এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। জানা আবশ্যক যে, সত্যবাদী আলেমগণের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত' পাক প্রকার বিহীন। তিনি ব্যতীত তথায়[১] যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহার জাত হইতে অতিরিক্ত ; অতএব ছুফীদের কথামত যদি উক্ত তায়াইয়্যুন প্রমাণ করা যায় তাহাও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকার বিহীন জাতের বৃত্তের বহির্ভূত হইবে ; সুতরাং উক্ত তায়াইয়্যুন দ্বারা বেষ্টনকে 'জাত' দ্বারা বেষ্টন বলা যাইবে না। কাজেই ছুফীগণের লক্ষ্য হইতে সত্যবাদী আলেমগণের লক্ষ্য উচ্চতর এবং ছুফীগণ যাহাকে 'জাত' বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, ইঁহাদের নিকট তাহা আল্লাহ্ হইতে ভিন্ন বস্তু। এইরূপ উক্ত জাতের নৈকট্য, সম্মিলন ইত্যাদিকেও অনুমান করিতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও মারেফতসমূহ বাহ্যিক শরীয়তের সহিত পূর্ণরূপে অনুকূল হওয়া, এমনকি অতি সামান্য বিষয়েও যেন প্রতিকূল হওয়ার অবকাশ না থাকে ; তাহা 'ছিদ্দিকিয়াতের' মাকামে হইয়া থাকে, যাহা বেলায়েতের সর্বোচ্চ মাকাম। ছিদ্দিকিয়াতের মাকামের উর্দ্ধে নবুয়তের মাকাম। যে এল্‌ম নবী (আঃ) অহি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই এল্‌ম ছিদ্দিকগণ এল্‌হাম দ্বারা জানিয়াছেন। উক্ত দুই এল্‌মের মধ্যে অহি এবং এল্‌হামের পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন বিভিন্নতা নাই। অতএব বিরোধিতার কোনই সুযোগ নাই।

টীকা ঃ—১। তথায়=আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত।

ছিদ্দিকিয়াতের মাকামের নিম্নে যে কোন মাকামই হউক না কেন তাহাতে কোন এক প্রকারের মত্ততা অবশ্যই থাকিবে। পূর্ণ সজ্ঞানতা সিদ্দিকিয়াতের মাকামেই হয় মাত্র।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, 'অহি' সন্দেহ বিহীন দৃঢ়-বিশ্বাস যোগ্য এবং 'এল্‌হাম' সন্দেহ যুক্ত ; যেহেতু অহি ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে আগত। ফেরেশ্‌তাবৃন্দ মাছুম, পাপ হইতে সুরক্ষিত তাহাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এল্‌হামের স্থান যদিও অতি উচ্চ অর্থাৎ 'কল্‌ব' এবং 'কল্‌ব' আলমে-আমর (সূক্ষ্ম-জগত)-এর বস্তু, কিন্তু কল্‌বের সহিত আক্‌ল বা জ্ঞান ও নফ্‌ছের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে। নফ্‌ছ যদিও পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হইয়াছে তথাপি—

মোৎমায়েন্না হইলেও তার,
জন্ম-স্বভাব যায় নাকো আর।

সুতরাং তথায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। জানা আবশ্যক যে, নফ্‌ছ প্রশান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্বভাবজাত গুণাবলী অবশিষ্ট থাকার বহু কিছু উপকারীতা আছে। যদি নফ্‌ছকে তাহার জন্মগত স্বভাব প্রকাশ করা হইতে বিরত রাখা হইত, তবে উহার উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যাইত এবং 'রূহ্' বা আত্মা ফেরেশ্‌তা তুল্য হইত ও একই স্থানে আবদ্ধ থাকিত। নফ্‌ছের বিরোধিতার জন্যই উহার উন্নতি হইয়া থাকে ; নফ্‌ছের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলে কোথা হইতে আত্মার উন্নতি হইত ? ছরওয়ারে কায়েনাত (সৃষ্টি-সম্রাট) ছাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াছাল্লাম্ কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে ফরমাইয়াছিলেন, "আমরা ক্ষুদ্র জেহাদ হইতে বৃহত্তর জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম"। নফ্‌ছের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই বৃহত্তর জেহাদ আখ্যা প্রদান করিলেন। এ-স্থলে বিরোধিতার অর্থ কৃচ্ছ্রসাধ্য ও শ্রেষ্ঠতর আমলসমূহ পরিত্যাগ করা ; বরং পরিত্যাগের চিন্তা করা মাত্র। যথা সম্ভব উক্ত 'পরিত্যাগ' কার্য্যে পরিণত হওয়া ধারণার বহির্ভূত। উক্ত পরিত্যাগের কল্পনাতেই তাঁহারা এরূপ লজ্জিত ও দুঃখিত হন যে, তজ্জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদা-কাটি অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন, ফলে তাঁহাদের বৎসর কালের উন্নতি যেন এক মুহূর্ত্তেই হইয়া যায়।

আসল কথার দিকে যাই। যে বস্তুতে স্বীয় প্রিয়জনের হাব-ভাব, স্বভাব, চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ হেতু তাহাকেও ভাল লাগে। এই রহস্যের বর্ণনা স্বরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "ফাত্তাবেউনী ইউহ্‌বেব্ কুমুল্লাহ্"— তোমরা আমার অনুগামী হও, তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাক তোমাদিগকেও ভালবাসিবেন।"

অতএব, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ মাহ্‌বুবিয়াতের মাকামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর জাহের-বাতেনের পূর্ণ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কথা অনেক দীর্ঘ হইয়া গেল। ক্ষমা করিবেন। চির-সুন্দর জনের আলোচনাও সুন্দর। যতই বৃদ্ধি পায় ততই সুন্দর হয়। "সমুদ্র যদি আমার রব্বের বাক্য সমূহের কালী হয়, তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের বাক্য সমূহ শেষ হইবার পূর্ব্বেই উক্ত সমুদ্র শেষ হইয়া যাইবে, যদি তাহার সহিত আরও সমুদ্র সংযোগ করি" (কোরআন)।

এখন অন্য কথা বলা উচিত। পত্র বাহক মওলানা মোহাম্মদ হাফেজ, আলেম ব্যক্তি এবং বহু পরিবার ধারী। তাহার আমদানী অতি অল্প, কাজেই তিনি সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি লক্ষ্য করতঃ যদি সরকার হইতে ইহাকে কিছু মোশাহারা বা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ হইত। অধিক আর কষ্ট দিলাম না।

৪২ মকতুব

ইহা শায়েখ দরবেশের নিকট ছুন্নতের পায়রবী করার বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থ এবং দীর্ঘজীবি করুন। মানব যতদিন পর্য্যন্ত নানারূপ আকর্ষণের কালীমায় কলুষিত থাকিবে, ততদিন সে বঞ্চিত ও বিরহী থাকিবে। হকীকতে জামেয়া (প্রকৃত বস্তুর সমষ্টি) অর্থাৎ কল্‌বকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের মহব্বতের মরিচা দূর করণার্থে রেত দ্বারা ঘর্ষণ করা ব্যতীত উপায় নাই। উহা পরিষ্কার করার উৎকৃষ্ট রেত হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ছুন্নতের পায়রবী করা। যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নফ্‌ছের অসৎ চরিত্র দূর করণ এবং তমসাচ্ছন্ন অভ্যাসাদি হইতে বিরত থাকার উপরেই নির্ভর করে। অতএব এই উচ্চ নেয়মত যে প্রাপ্ত হইল তাহার জন্য ধন্যবাদ। পক্ষান্তরে যে এই উচ্চ দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকিল তাহারই সর্ব্বনাশ।

অবশিষ্ট কথা এই যে, ভ্রাতঃ জনাব মিয়া মুজাফফর, মরহুম শেখ ঘুরনের পুত্র ; উচ্চ বংশীয় বোজর্গের সন্তান। ইহার পোষ্য বহু আছে। অবশ্য ইনি অনুগ্রহের পাত্র। বিশেষ আর কি লিখিব ! আপনার প্রতি এবং যাহারা সৎপথে চলে তাহাদের প্রতি ছালাম।

৪৩ মকতুব

ছৈয়দ শেখ ফরিদের নিকট 'তৌহীদে-অজুদী' ও 'তৌহীদে-শুহুদী'-এর বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থ রাখুক এবং যে কার্য্য আপনাকে কলঙ্কিত করে, তাহা হইতে রক্ষা করুক এবং যাহা আপনাকে দোষণীয় করে, তাহা হইতেও বিরত রাখুক।

'তৌহীদ' যাহা পথের মধ্যে ছুফীগণ পাইয়া থাকেন, তাহা দুই প্রকার। তৌহীদে-শুহুদী এবং তৌহীদে-অজুদী।

তৌহীদে-শুহুদী— এক-দর্শন, অর্থাৎ ছালেক বা তরীকৎ পন্থীর দৃষ্টিতে এক-বস্তু ব্যতীত কিছুই থাকে না।

তৌহীদে-অজুদী— এক-বস্তুর অস্তিত্ব জানা ও তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুকে নাস্তি বলিয়া অনুমান করা এবং সর্ব্ববস্তুকে 'নাস্তি' জানা সত্ত্বেও উহাদিগকে উক্ত এক-বস্তুর আবির্ভাব-স্থল ধারণা করা।

অতএব তৌহীদে-অজুদী এলমুল-একীন বা জানিয়া বিশ্বাসের অনুরূপ এবং তৌহীদে শুহুদী আইনুল-একীন বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের অনুরূপ। তৌহীদে শুহুদী এই পথের একান্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলির মধ্যে একটি ; যেহেতু ইহা ব্যতীত 'ফানা' এবং আইনুল একীন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেননা এক-বস্তুর প্রবলতার সহিত তাহাকে দর্শন, অন্য সমস্ত বস্তু অদৃশ্য হওয়ার কারণ হইয়া থাকে। তৌহীদে অজুদীতে ইহার বিপরীত। উহা উক্তরূপ আবশ্যকীয় নহে। কেননা উহা ব্যতীতও এলমুল্‌ একীন লাভ হওয়া সম্ভব। এলমুল্‌ একীনে উক্ত এক বস্তু ব্যতীত অন্যকে 'নফী' বা অপসারিত করা হয় না। এ বিষয়ে শেষ কথা এই যে, যখন সেই এক-বস্তুর এল্‌ম প্রবল হয়, তখন উহা ব্যতীত অপর সকল বস্তুর এল্‌ম অপসারিত হইয়া যায়। যথা— কোন ব্যক্তির সূর্য্যের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইলে নক্ষত্রসমূহকে 'নাই' জানার কোন আবশ্যক করে না। অবশ্য যখন সূর্য্যকে অবলোকন করিবে তখন নক্ষত্রসমূহ দেখিতে পাইবে না। সূর্য্য ব্যতীত কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। সে ব্যক্তি যদিও নক্ষত্র-রাজিকে দেখিতেছে না তথাপি জানিতেছে যে, তাহারা অস্তিত্বহীন নহে ; বরং জানে যে আছে। অবশ্য সূর্য্যরশ্মির সম্মুখে পরাজিত হইয়া গুপ্ত আছে। যাহারা সে সময় নক্ষত্ররাজীর অবস্থিতি স্বীকার করে না, তাহাদের সহিত উক্ত ব্যক্তির মত প্রতিকূল। সে জানে যে, উহাদের কথা অবাস্তব ; সুতরাং তওহীদে অজুদী— যাহাতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত সকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তাহা জ্ঞান ও শরীয়তের সহিত বিরোধিতা রাখে। তৌহীদে-শুহুদী ইহার বিপরীত। তাহারাও আল্লাহ্‌তায়ালাকে এক বলিয়া দেখে, অথচ উহা জ্ঞান এবং শরীয়তের প্রতিকূল নহে।

সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রসমূহ নাই বলিয়া জানা বাস্তবের বিপরীত। কিন্তু তখন উহাদিগকে না দেখা বাস্তবের বিপরীত নহে। সূর্য্যকিরণ প্রবল ও দর্শকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলিয়া দেখিতেছে না। যদি দর্শকের চক্ষু উক্ত সূর্যরশ্মির দ্বারা অঞ্জনীকৃত হয় ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন সে নক্ষত্ররাজিকে সূর্য্য হইতে পৃথক দেখিতে পাইবে। এইরূপ দর্শন 'হক্‌কুল একীনের' (প্রকৃত বিশ্বাসের) মাকামে হইয়া থাকে।

কতিপয় মাশায়েখের বাক্য, যাহা বাহ্যিক শরীয়তের বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে কেহ কেহ তওহীদে অজুদীর দিকে লইয়া যায়। যথা— হোসেন এবনে মনছুর হাল্লাজের "আনাল হক" ও হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর "আনা-ছোব্‌হানী" বাক্যদ্বয় ও ইত্যাকার আরও যাঁহারা বলিয়াছেন, সেগুলিকে তওহীদে শুহুদীতে লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ এবং বিরুদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য

সমস্তই তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন স্বীয় অবস্থার চাপে তাঁহারা এইরূপ বলেন ও আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই প্রমাণিত করেন না। অতএব "আনাল হকের" অর্থ এই যে, আল্লাহ্ই আছেন, আমি নাই। সে যখন নিজকে দেখে না তখন নিজেকেও প্রমাণ করিতে পারে না। ইহা নহে যে— সে নিজেকে দেখিতেছে এবং তাহাকেই আল্লাহ্ বলিতেছে। ইহা অবশ্যই কুফর। এস্থলে কেহ যেন ইহা না বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে প্রমাণ না করা, তাহাদের অস্তিত্ব নাই বুঝায় ; অতএব ইহা তওহীদে-অজুদী। তদুত্তরে বলা হইবে যে, উহা প্রমাণ না করিলে তাহার অস্তিত্ব যে নাই তাহা বুঝায় না ; বরং তথায় শুধু হয়রানী এবং শরীয়তের হুকুম তাহার উপর হইতে অপসারিত হয়। "ছোব্হানী"-এর অর্থে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেন নাই ; যেহেতু সে নিজেই তাহার দর্শনচ্যুত ; অতএব, কোনরূপ হুকুম বা বিষয় তাহার প্রতি বর্ত্তান যাইতে পারে না ; এইরূপ বাক্য সমূহ আয়নুল একীনের মাকাম, যাহা হয়রানির মাকাম, তথায় অনেকের হইয়া থাকে। যখন উক্ত মাকাম অতিক্রম করিয়া হক্কুল একীনে উপনীত হয় তখন তাহারা এইরূপ বাক্য হইতে বিরত থাকে এবং মধ্যবর্ত্তী পথের সীমা অতিক্রম করে না। এই জমানায় যাহারা নিজদিগকে ছূফীদের বেশে পরিচয় দিতেছে তাহারা "তওহীদে অজুদী" প্রচার করিতেছে ও ইহা ব্যতীত পূর্ণতা আর কিছুই জানেনা এবং এল্মুল একীন লইয়াই আয়নুল একীন হইতে বিরত থাকে, উল্লিখিত প্রকারের মাশায়েখগণের বাক্য সমূহের মনগড়া অর্থ করতঃ তাহারা উহার অনুগমন করিয়া স্বীয় অচল বাজার চালু করিতেছে।

যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখগণের পুস্তকাদি হইতে প্রকাশ্য তওহীদে অজুদী বাচক বাক্য পাওয়া যায়, তবে তাহা 'এল্মুল একীনের' মাকামে বলিয়াছিলেন মনে করিতে হইবে, কিন্তু অবশেষে তাঁহারা উহা অতিক্রম করিয়া 'এল্মুল একীন' হইতে 'আয়নুল একীনে' উপনীত হইয়াছেন। এস্থলে ইহা বলা যাইবে না যে, "তওহীদে অজুদী" মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ সর্ব্ব বস্তুকে একই আল্লাহ্ মনে করে, তদ্রূপ একই বস্তু তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়; অতএব তাহারাও 'আয়নুল একীনের' কিছু অংশ রাখে, প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব যে, উক্ত 'তওহীদে অজুদী" ধারী ব্যক্তিগণ "তওহীদে শুহুদীর" উদাহরণ জগতের আকৃতি দেখিয়াছে মাত্র। কিন্তু উক্ত তওহীদের সহিত তাহারা সম্মিলিত হয় নাই। তওহীদে শুহুদীর সহিত উক্ত উদাহরণ-জগতস্থিত আকৃতির বস্তুতঃ কোনই সম্বন্ধ নাই। কেননা উক্ত তওহীদে শুহুদী লাভ হইলে হয়রানী আসিয়া থাকে, তথায় কোন বিষয়ের হুকুম বর্ত্তান যায় না, এবং 'তওহীদে অজুদী' লাভকারী ব্যক্তি "তওহীদে শুহুদীর" উদাহরণিক আকৃতি দেখা সত্ত্বেও সে এল্মুল্ একীন সম্পন্ন। যেহেতু

সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তুকে 'নফী' বা অপসরণকারী এবং অপসরণ একটি 'হুকুম' যাহা এল্মের অন্তর্ভুক্ত, 'এল্ম' বা জানা ও না-জানা বশতঃ হয়রানী ও অস্থিরতা একত্রিত হয় না ; অতএব, প্রমাণিত হইল যে, "তওহীদে অজুদী"-ধারী ব্যক্তিগণ আয়নুল একীনের মাকামের কোনই অংশ রাখে না।

অবশ্য "তওহীদে-শুহুদীধারী" ব্যক্তিগণের যদি হয়রানীর মাকাম হইতে উন্নতি হয়, তবে সে মারেফতের মাকাম যাহা হক্কুল একীনের মাকাম তথায় উপনীত হয়, এবং তথায় এল্ম ও হয়রানী একত্রিত হইয়া থাকে, হয়রানী ব্যতীত যে এল্ম লাভ হয় কিম্বা হয়রানীর পূর্ব্বে যে এল্ম হয় উহাই এল্মুল একীন। এই উত্তর একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যথা— এক ব্যক্তির বাদশাহীর মাকামের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু স্বপ্নে নিজেকে বাদশাহ বলিয়া দেখিল, এবং উক্ত স্বপ্নে বাদশাহের আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ নিজের মধ্যে প্রাপ্ত হইল ; অবশ্য সে-যে বাদশাহ নহে তাহা অবিদিত নাই। সে উদাহরণ-জগতস্থিত স্বীয় বাদশাহী আকৃতি নিজের মধ্যে দেখিল মাত্র, উক্ত আকৃতির সহিত প্রকৃত বাদশাহীর কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য উক্ত দর্শন যদিও উদাহরণিক আকৃতি দ্বারা সংঘটিত তথাপি উহা ঐ ব্যক্তির উক্ত আকৃতি বাস্তবে পরিণত হইবার যোগ্যতা জ্ঞাপক ; যদি সে চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ হয়, তবে সে উহা লাভ করিতে পারে। যোগ্যতা থাকা এবং কার্য্যে পরিণত হওয়ার মধ্যে বহু পার্থক্য। অনেক লৌহ দর্পণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু উহা যে পর্য্যন্ত দর্পণে পরিণত না হইবে, সে পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তে আরোহণ করিতে পারিবে না, এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য লাভের সৌভাগ্যও প্রাপ্ত হইবে না।

হায় ! কোথায় যাইয়া পড়িলাম। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উপস্থিত সময়ের অধিকাংশ ব্যক্তি কেহবা অন্যের অনুসরণ করিয়া, কেহ শুধু জানিয়া, কেহ কিঞ্চিৎ জ্ঞান তৎসঙ্গে কিছু আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, আবার কেহ কেহ অধর্ম্মের পথে চলিয়া, এই তৌহিদে অজুদীর অঞ্চল ধারণ করিয়াছে। সর্ব্ববস্তুকে তাহারা আল্লাহ্ হইতে উদ্ভূত বরং আল্লাহ্ বলিয়াই জানিতেছে। এই সুযোগ লইয়া তাহারা শরীয়তের দায়িত্ব হইতে সরিয়া পড়িতেছে এবং শরীয়তের যাবতীয় কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, অথচ ইহাতেই তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছে। শরীয়তের কোন কোন হুকুম যদিও স্বীকার করে, তথাপি উহাকে তাহারা আনুষঙ্গিক বলিয়া মনে করে। মূল উদ্দেশ্য শরীয়ত ব্যতীত লাভ হইবে বলিয়া ধারণা করে। ইহা নহে, কখনও নহে। আবার বলি, এইরূপ কখনও নহে। এই অসৎ-বিশ্বাস হইতে আমরা আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় চাহিতেছি। তরীকত ও শরীয়ত পরস্পর অবিকল একই বস্তু, উহাদের মধ্যে চুল পরিমাণ প্রভেদ নাই। কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে, শরীয়ত সংক্ষিপ্ত ও দলিল কর্ত্তৃক প্রমাণিত এবং তরীকত বিস্তৃত ও আত্মীক বিকাশ দ্বারা উপলব্ধ। অবশ্য শরীয়তের বিরুদ্ধে যাহা কিছুই হউক না কেন, তাহা

পরিত্যায্য। যে হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বকে শরীয়ত সমর্থন করে না, তাহা বে-দীনী। শরীয়ত বজায় রাখিয়া হকীকত অনুসন্ধান করাই বীরত্বের কার্য্য। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর জাহেরী ও বাতেনী অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন।

আমার পীর কেব্‌লা ও কা'বা (কোদ্দেছাছেররুহু) কিছু দিন পর্য্যন্ত তওহীদে-অজুদীর পাণ-ঘাটে ছিলেন এবং স্বীয় পত্রাদিতে তাহা প্রকাশও করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পূর্ণ মেহেরবাণীতে তাঁহাকে উক্ত সংকীর্ণ মারেফত হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া প্রশস্ত রাজপথে লইয়া গিয়াছেন। মিয়া আবদুল হক যিনি তাঁহার খালেছ বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার ওফাত শরীফের সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমার আয়নুল একীন (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস) দ্বারা উপলব্ধি হইল যে, তওহীদে অজুদী একটি সংকীর্ণ গলি, প্রশস্ত রাজপথ অন্যত্র আছে। ইতিপূর্ব্বেও ইহা আমি অবগত ছিলাম, কিন্তু এখন আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইল"।

এই অধমও কিছুদিন তাঁহার খেদমতে তওহীদে অজুদীর পাণ-ঘাটে ছিল, উক্ত বিষয়ের অনুকূল আত্মীক বিকাশ দ্বারা পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ অনেক কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে উক্ত মাকাম অতিক্রম করাইয়া স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী মাকাম প্রদান করিয়াছেন। অধিক লিখা দীর্ঘতার কারণ।

মিয়া শায়েখ জাকারিয়া স্বীয় পরগণা হইতে বার বার পত্র দিতেছেন ও আপনার খেদমতে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তহশীলদারী করা হইতে তিনি ভীত। পার্থিব হিসাবে তিনি আপনারই মুখাপেক্ষী ও আশ্রয়াধীন। আপনি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উপায় নাই। তিনি আশা রাখেন যে, যেরূপ এতদিন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন; শেষ পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে কালের হিংস্র গতি সমূহ হইতে তদ্রূপ রক্ষা করিয়া লন। বেয়াদবীর ভয়ে আপনার নিকট পত্র দিতে সাহস করেন নাই। আশা করি, তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে।

৪৪ মকতুব

ইহাও শেখ ফরিদের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রশংসার বিষয় লিখিতেছেন।

আপনার অনুগ্রহ লিপি উৎকৃষ্ট সময়ে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে সৌভাগ্যবান হইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দারিদ্রতার মিরাছ (অংশ) আপনার কিছু হস্তগত হইয়াছে, ফকীরগণের মহব্বত ও তাঁহাদের সহিত

প্রেম-বন্ধন ইহারই ফল স্বরূপ। আমি সম্বলহীন, জানিনা যে— উহার উত্তরে কি লিখিব! মাত্র আপনার মাতামহ (দঃ) যিনি আরব শ্রেষ্ঠ তাঁহার প্রশংসায় কয়েকছত্র আরবী ভাষায় প্রচলিত, হাদীছ লিখি এবং ঐ সৌভাগ্য লিপিকাকে পরকালের উদ্ধারের উপায় করি। ইহা নহে যে, তদ্দারা তাঁহার (দঃ) প্রশংসা করি; বরং উহার দ্বারা স্বীয় বাক্য প্রশংসিত করি।

না প্রশংসী মোহাম্মদে (দঃ) মমবাক্য দিয়া
প্রশংসীনু স্বীয় বাক্য মোহাম্মদ (দঃ) লিয়া।

এখন বলি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পাপ হইতে রক্ষা ও শক্তি প্রার্থনা করি।

নিশ্চয় মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ্ (দঃ) আদম বংশের ছরদার। রোজ কেয়ামতে তাঁহারই অনুগামীর সংখ্যা অধিক হইবে, এবং পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী সকলের চেয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তিনিই অধিক সম্মানী হইবেন। তাঁহার পবিত্র সমাধি সর্ব্ব প্রথমে বিদরিত হইবে, এবং তিনি সর্ব্বাগ্রে শাফায়াত করিবেন, ও তাঁহারই শাফায়াত সর্ব্ব প্রথমে কবুল হইবে। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বেহেস্তের দ্বারে করাঘাত করিবেন এবং তাঁহারই জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। রোজ কেয়ামতে প্রশংসার পতাকা তিনিই উত্তোলন করিবেন। হজরত আদম (আঃ) ও তৎপরবর্ত্তী সকলেই তাঁহার পতাকার নিম্নে অবস্থান করিবেন।

তিনি ঐ মহাজন যিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা পরবর্ত্তী, অথচ কেয়ামতে আমরাই পুরোগামী! ইহা গৌরবের বাক্য নহে, এবং আমিই আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তি ও রছুলগণের অগ্রগামী, ইহা গৌরবের বাক্য নহে! এবং আমিই শেষ নবী, ইহা অহঙ্কার নহে; আবদুল মোত্তালেবের পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং তাঁহার সন্তান আমি মোহাম্মদ (দঃ)"।

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করিয়া উৎকৃষ্ট ভাগে আমাকে রাখিয়াছেন। তৎপর তাহাকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট দলে আমাকে রাখিয়াছেন। তৎপর তাহাদিগকে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠতর সম্প্রদায়ে রাখিয়াছেন, তৎপর তাহাদিগকে গৃহে গৃহে বিভক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট গৃহে আমাকে অবস্থান করাইয়াছেন, সুতরাং আমি তাহাদের সকলের মধ্য হইতে ব্যক্তি হিসাবে উৎকৃষ্ট এবং গৃহ হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

যখন সকলেই সমাধি হইতে উত্থিত হইবে, তখন আমিই সর্ব্বাগ্রে উঠিব, এবং তাহারা যখন দলবদ্ধ হইবে, তখন আমিই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট লইয়া যাইব। সকলেই যখন নির্ব্বাক, হতভম্ব হইবে, তখন সকলের পক্ষ হইতে আমিই আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কথোপকথন করিব। তাহারা যখন আবদ্ধ হইবে তখন আমিই তাহাদিগকে সুপারিশ করিব এবং যখন তাহারা নিরাশ হইবে তখন আমিই আশা প্রদান করিব। সকল প্রকারের বোজর্গী, সম্মান এবং যাবতীয় কুঞ্জিকা সেদিন আমার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, এবং প্রশংসার পতাকাও আমার হস্তে থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আদম

বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানী আমিই হইব। আমার চতুষ্পার্শে গুপ্ত ডিম্ব সদৃশ্য (শুভ্র) সহস্র ভৃত্য ঘুরিতে থাকিবে।

যখন কেয়ামতের দিন আসিবে, তখন আমি নবীগণের ঈমাম হইব, এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কথোপকথনকারী ও শাফায়াৎকারী হইব। ইহা গৌরব নহে"। তিনি না হইলে আল্লাহ্‌-ছোব্‌হানাহু কিছুই সৃষ্টি করিতেন না এবং স্বীয় প্রভুত্বের পরিচয়ও দিতেন না। তিনি ঐ সময় হইতেই নবী ছিলেন, যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকা সলিলরূপে ছিল।

পাপ ঋণাবদ্ধ নাহি রবে কোন জন,
যাহাদের দলপতি সেই মহাজন (দঃ)।

অতএব নিশ্চয় এইরূপ ছৈয়েদুল বাশার বা মানব ছরদার পয়গাম্বর (দঃ) কে যাহারা মানিয়া লইয়াছে, তাহারাই সকল উম্মতের শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, "তোমরা উৎকৃষ্ট উম্মতরূপে বহিস্কৃত হইয়াছ"।

পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাকে অমান্য করিয়াছে, তাহারা আদম বংশের নিকৃষ্টতম। আল্লাহ্‌র বাণী যে— "আরব জাতিরাই কুফর ও মোনাফেকীতে অতি কঠিন", ইহাদের অবস্থা জ্ঞাপক। কোন্ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির ভাগ্যে যে তাঁহার ছুন্নতের অনুসরণ লাভ হইবে, এবং তাঁহার শরীয়তের পায়রবী করিয়া কে যে, ছরফরাজ হইবে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন। যৎসামান্য আমল যাহা তাঁহার সত্য ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাই আজ প্রচুর আমলের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইবে।

আছহাবে কাহাফ মাত্র একটি নেকীর কারণে বৃহত্তর মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; উহা এই যে— তাঁহারা আল্লাহ্‌র দুষমনদের প্রাবল্যের সময় তাহাদের কবল হইতে ঈমান রক্ষার্থে বিশ্বাস ও ঈমানের নূর লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যথা— শত্রুগণের সম্মুখে সিপাহীগণ যদি সামান্য সাহস-হিম্মত প্রদর্শন করে, শান্তির সময় উহা হইতে বহু গুণ অধিক বীরত্ব প্রদর্শন হইতেও মূল্যবান হইয়া থাকে।

অপিচ যখন নবীয়ে করীম (দঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তি, তখন তাঁহার অনুসরণকারীগণও নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার মাহবুব হইবেন ; কেননা আশেক স্বীয় মাশুকের আচার ব্যবহার যাহার মধ্যে আবলোকন করে তাহাকেই ভালবাসে। তাঁহার বিরোধীগণকেও ইহার উপর তুলনা করিয়া বুঝা উচিত !

সৃষ্টির সম্মান যিনি, নাম— 'মোহাম্মদ' (দঃ)
তিনিই সৃষ্টির আর মোদের— সম্পদ।
হবে না মৃত্তিকা— যা'রা তাঁর দুয়ারের—
মৃত্তিকা পড়ুক সদা মস্তকে তাদের।

বাহ্যিক হিজরতের[১] যদি সুযোগ না হয়, তবে আভ্যন্তরীণ হিজরতের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যেন তাহাদের সঙ্গে আছি, অথচ নাই। হয়তো ইহার পর আল্লাহ্‌পাক কোন সুযোগ দিতেও পারেন।

নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। আমি জানি যে, এ সময় তথাকার নিবাসীগণের কার্য্যকলাপ আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। যদি আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা সহায়তা করে তবে আশা রাখি যে, এই হাঙ্গামা শেষ হইলে তদীয় পূত খেদমতে উপস্থিত হইব। অতিরিক্ত লিখা বিরক্তির কারণ। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুদৃঢ় পথে অটল রাখুন। আপনার প্রতি ও তাঁহাদের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালার শান্তিধারা বর্ষিত হউক।

৪৫ মকতুব

প্রশংসার পাত্র ছৈয়দ শায়েখ ফরিদ (রাঃ)-এর নিকট এই পত্র তদীয় পীর কেব্‌লার ওফাত শরীফের পর লিখিয়াছেন। খানকাহ্ শরীফের ফকীরগণের সাহায্য তাঁহারই প্রতি ন্যস্ত ছিল, বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং রমজান শরীফের ফজিলত কিছু বর্ণনা করিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সরল পথে সুদৃঢ় রাখুন এবং কালচক্রের চিন্তা, ক্ষোভের কারণ হইতে আপনাকে রক্ষা করুন।

"যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে"— এই বিধান অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার দোস্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে। দৈহিক সম্বন্ধ উক্ত সঙ্গ লাভের এক প্রকার প্রতিবন্ধক বটে। এই অন্ধকারময় দেহের কাঠাম হইতে মুক্তি লাভের পর সবই যেন নিকট হইতে নিকটতর এবং সবই যেন মিলন। কারণ "মৃত্যু— সেতু তুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়", তাহা ইহারই আভাষ মাত্র। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে (তাহাকে বল,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্টকাল সমাগত"— এই আয়াত শরীফ প্রত্যাশীগণের সান্ত্বনা স্বরূপ। কিন্তু আমাদের মত পশ্চাৎবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের অবস্থা বোজর্গগণের অনুপস্থিতি হেতু অত্যন্ত শোচনীয়। বোজর্গগণের রূহ্ হইতে ফয়েজ গ্রহণের বহু শর্ত্ত আছে, যাহা পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী যে, এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও, দো'জাহানের যিনি ছরদার (দঃ) তাঁহারই পরিবারস্থ ব্যক্তির প্রতি এই সম্বলহীন

টীকা ঃ— ১। হিজরত—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জন্মভূমি পরিত্যাগ।

ফকীরগণের প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত আছে। তিনি যেন এই উচ্চ ছেলছেলার শৃঙ্খলা ঠিক রাখিয়াছেন ও ইঁহাদের খাতিরজমা থাকার কারণ হইয়াছেন। হাঁ ! এতদ্দেশে এই তরীকা দুষ্প্রাপ্য এবং এই তরীকাপন্থীগণও অল্প সংখ্যক ; যথা— রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আওলাদ পাক সংখ্যালঘু। এই হেতু ইহার তত্ত্বাবধানকারীও আহ্‌লে-বয়তে-রছুল হইতে হওয়াই সমীচীন ও তাঁহাদের দ্বারা ইহার সহায়তা হওয়াই শ্রেয়ঃ ; যেন এ নেয়মতের পূর্ণতার জন্য অপরের সাহায্য লইতে না হয়।

অতএব ফকীরগণের প্রতি এই তরীকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেরূপ কর্ত্তব্য, তদ্রূপ আহ্‌লে-বায়তে-রছুল কর্ত্তৃক ইহার তত্ত্বাবধান হইতেছে, তাহারও শোকর গোজারী করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মানব জাতি মনের শান্তির যেরূপ মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ বাহ্যিক শান্তিরও মুখাপেক্ষী ; বরং ইহাই অগ্রগণ্য। অধিকন্তু সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে মানব জাতিই অধিক মুখাপেক্ষী। এই মুখাপেক্ষিতার আধিক্য তাহার সমষ্টিভূতির[১] কারণেই হইয়াছে, কেননা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর যাহা আবশ্যক, একাই মানবের তাহা আবশ্যক, এবং যাহার মুখাপেক্ষী তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখে। অতএব মানব অন্য সকল হইতে অধিক সম্পর্কধারী এবং অন্যের সহিত সম্পর্ক আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে বিরত রাখে ; সুতরাং সর্ব্ববিধ সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিই অধিক বঞ্চিত।

সকলের শেষে হ'ল মানব সৃজন,
তাই সে বেগানা হয়ে রল আজীবন।
সে-যদি স্বদেশে ফিরে যেতে নাহি চায়,
অভাগা তাহার মত কে আছে ধরায় ?

আবার এই সমষ্টিভূত হওয়ার কারণেই সে সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে তাহার দর্পণ পূর্ণতর। যাবতীয় বস্তুর মধ্যে যে আবির্ভাব আছে, উহার এক দর্পণ মধ্যেই তাহা আছে। অতএব এই হিসাবে সর্ব্ববিধ সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিই শ্রেষ্ঠ, পক্ষান্তরে যাবতীয় সৃষ্টি হইতে সেই নিকৃষ্ট। তাই সৃষ্টি-শিরোমনি হজরত মোহাম্মদ রছুল (দঃ) মানব বংশজাত এবং নিকৃষ্টতর আবুজাহলও ঐ বংশ জাত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই ফকীরগণের বাহ্যিক খাতিরজমার জিম্মাদারী

টীকা ঃ— ১। সমষ্টিভূতি অর্থাৎ বিভিন্ন উপকরণের সম্মিলন, মানব দেহে অন্যান্য সৃষ্টি হইতে উপকরণের সংখ্যাধিক্য আছে। মানব ব্যতীত যে কোন জীবনধারী বস্তু হউক না কেন তাহাতে শুধু পার্থিব উপকরণ চতুষ্টয় যথা— অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা, সলিল বর্ত্তমান আছে এবং মানব দেহে ইহা ব্যতীতও সুক্ষ্ম জগতের পাঁচটি জ্যোতির্ময় বস্তু আছে, যথা কল্‌ব, রূহ্, ছের, খফী ও আখ্‌ফা ; অতএব মানব দেহে সমষ্টিভূতি অধিক।

আপনার প্রতিই ন্যস্ত আছে, এবং আভ্যন্তরীণ শান্তির জিম্মাদারীর বিষয়ও পুত্র পিতার নমুনা স্বরূপ, প্রবাদানুযায়ী আপনার প্রতিই পূর্ণ আশা রাখি। আপনার পত্র যখন মোবারক রমজান মাসে শুভাগম করিল, তখন মনে হইল যে উক্ত সম্মানার্হ মাসের ফজিলত উৎকর্ষ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি।

জানা আবশ্যক যে, পবিত্র রমজান মাস অতীব সম্মানী। এই মাসে নামাজ, জেকের, ছদ্‌কা ইত্যাদি প্রকারের যে-কোন নফল এবাদত করা হউক না কেন, তাহা অন্য মাসের ফরজের তুল্য মূল্য রাখে এবং উক্ত মাসের ফরজ এবাদত সমূহ অন্য মাসের ফরজের সত্তর গুণ অধিক মূল্য রাখে। কেহ যদি এইমাসে কোন রোজাদার ব্যক্তিকে খানা ও ইফতার করায় আল্লাহ্‌পাক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দোজখ হইতে নিস্কৃতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত রোজাদারের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব ইহাকেও প্রদান কারিবেন ; অবশ্য ঐ রোজাদারের ছওয়াব কিছু মাত্র লাঘব হইবে না। উক্ত মাসে কেহ যদি স্বীয় ভৃত্যদিগের কার্য্য লাঘব করে, তবে তাহাকেও আল্লাহ্‌পাক ক্ষমা করিবেন এবং দোজখ হইতে মুক্তি দান করিবেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) এই মাসে বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিতেন এবং তাঁহার নিকট যে— যাহা প্রার্থনা করিত তাহাই প্রদান করিতেন। এই মাসে কাহাকেও আল্লাহ্‌তায়ালা যদি নেক কাজ করিতে তৌফিক প্রদান করেন, সে— বৎসর ধরিয়া নেক কাজ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু এই মাস যদি অশান্তিতে অতিবাহিত হয়, তবে বৎসর ভরিয়া তাহার অশান্তিই চলিবে। অতএব যথাসাধ্য প্রফুল্ল চিত্ত ও শান্তির সহিত এই মাস অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত এবং এই মাসকে আল্লাহ্‌তায়ালার যথেষ্ট নেয়মত মনে করা উচিত। এই মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে যে— কত সহস্র দোজখীদিগকে দোজখ হইতে রেহাই দেওয়া হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত মাসে বেহেশ্‌তের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত এবং দোজখের দ্বারসমূহ আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। শয়তানদিগকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং রহমতের দুয়ারগুলি খুলিয়া রাখা হয়।

অবিলম্বে এফতার এবং অতি বিলম্বে ছেহেরী করা রছুল (দঃ)-এর ছুন্নত, তিনি এ বিষয় বিশেষ তাগিদ করিয়াছেন। বোধ হয় বিলম্বে ছেহেরী ও অবিলম্বে এফতার করার মধ্যে অবশ্য বান্দার অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা বন্দেগীর মাকামের উপযোগী।

খোরমা দ্বারা এফতার করা ছুন্নত, এফতারের পর এই দোওয়া পাঠ করিতে হয় "জাহাবাজ্ জামায়ো অব্ তাল্লাতিল উরুকো ওয়া ছাবাতাল্ আজ্‌রো ইন্‌শাআল্লাহ্ তায়ালা" অর্থাৎ আল্লাহ্ চাহে তৃষ্ণা বিদূরিত হইল, শিরা সমূহ তৃপ্ত হইল এবং পারিতোষিকও বর্ত্তিল। উক্ত মাসে তারাবীহের নামাজ পাঠ এবং কোরআন শরীফ খতম করা ছুন্নতে মোয়াক্কাদা। ইহাতে অসংখ্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক তদীয় হাবীব পাক (দঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে উক্ত কার্য্য সমূহ সমাধা করার সুযোগ প্রদান করুন।

অবশিষ্ট কথা এই যে আপনার পত্র রমজান মাসে পাইলাম, নতুবা আপনার হুকুম প্রতিপালনের কোনই ওজর করিতাম না। রমজানের পরে যাইব বলা গায়েবের কথা বলা হয় এবং দীর্ঘ আশাধারী হইয়া থাকা মাত্র, (যাহা নিন্দনীয়)। ফল কথা আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই ; যেহেতু আপনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ হক আমাদের উপর আছে। হজরত পীর কেব্লাহ্ কুদ্দেছাছেররুহু ফরমাইয়াছিলেন যে, "শায়েখ জিউ-এর হক তোমাদের সকলের উপর বর্ত্তমান আছে, কেননা তিনিই তোমাদের এই শান্তির কারণ"। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) এবং তাঁহার আওলাদগণের অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে স্বীয় মর্জ্জি অনুযায়ী নেক কার্য্য করিবার সর্ব্বদা সুযোগ প্রদান করুন। অধিক আর কি লিখিয়া কষ্ট দিব !

৪৬ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্তায়ালার জাতপাক ও হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর নবুয়ত ইত্যাদি যে স্বতঃসিদ্ধ ; তদ্বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে আপনার পিতা ও পিতামহগণের প্রশস্ত পথে অটল রাখুন। প্রথমতঃ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও শ্রেষ্ঠগণের প্রতি এবং দ্বিতীয়তঃ পরবর্ত্তীগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁহার একত্ব এবং হজরত মোহাম্মদ রছুল (দঃ)-এর নবুয়ত ; বরং তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে যাহা কিছু (শরীয়তের হুকুমাদি) আনিয়াছেন তাহা সবই স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। অর্থাৎ প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। অবশ্য যদি আভ্যন্তরীণ নিকৃষ্ট ব্যাধি কর্ত্তৃক আমাদের আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সমূহ আক্রান্ত না হয়, তবে ইহার জন্য কোনই প্রমাণ আবশ্যক করে না। যতদিন অন্তর্জগৎ ব্যাধি গ্রস্ত থাকিবে ততদিন প্রমাণাদির আবশ্যক করিবে, কিন্তু অন্তঃকরণ ব্যাধিমুক্ত হইলে ও অন্তর দৃষ্টির পর্দ্দা উঠিয়া গেলে উহা প্রমাণ সাপেক্ষ থাকিবে না ; যথা— পিত্তাধিক্য ব্যাধি গ্রস্থ ব্যক্তির যতদিন পিত্তাধিক্য থাকিবে, ততদিন তাহার নিকট মিষ্ট দ্রব্যের মিষ্টতা প্রমাণ সাপেক্ষ থাকিবে। কিন্তু উক্তব্যাধি হইতে মুক্তি পাইলে আর প্রমাণের আবশ্যক করিবেনা। প্রমাণের আবশ্যক ব্যাধির কারণেই ছিল। অতএব স্বতঃসিদ্ধতার সহিত উহার কোনই দ্বন্দ্ব নাই। টেরক বেচারা এক ব্যক্তিকে দুই দেখে, ঐ ব্যক্তি এক নহে বলিয়া সে দাবী করে, যেহেতু সে অক্ষম। টেরক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তির একত্বের স্বতঃসিদ্ধতা বিনষ্ট হইবে না ও উহা প্রমাণ সাপেক্ষও হইবে না। ইহা সঠিক যে, প্রমাণের পরিসর অতি সংকীর্ণ এবং উহার দ্বারা বিশ্বাস লাভ হওয়াও সুকঠিন। অতএব, প্রকৃত ঈমান লাভ করিতে হইলে অন্তরের ব্যাধি বিদূরিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্য ব্যক্তিকে শর্করার মিষ্টতার প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস প্রদান করা হইতে, তাহার চিকিৎসা করিয়া পিত্ত বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। প্রমাণের প্রতি তাহার কিভাবে বিশ্বাস আসিবে ! তাহার অনুভূতি যে, প্রমাণের বিপরীত শর্করাকে তিক্ত বলিয়া জানিতেছে।

এইরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয়কেও জানিবেন। নফ্ছে আম্মারা স্বভাবতঃই শরীয়তের বিরোধী এবং শরীয়ত অমান্যকারী ; অতএব উহার বিশুদ্ধতা না হওয়া পর্য্যন্ত শরীয়তের সত্য হুকুম সমূহের প্রতি দলিল দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করা, তাহার পক্ষে সুকঠিন। সুতরাং 'নফ্ছ'কে বিশুদ্ধ করা অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য ; যেহেতু ইহা ব্যতীত একীন (দৃঢ়-বিশ্বাস) লাভ হইবার নহে। "যে ব্যক্তি 'নফ্ছ'কে পবিত্র করিবে সে-ই উদ্ধার পাইবে এবং যে, তাহাকে কলুষিত রাখিবে, সে-ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে" (কোরআন)। অতএব বুঝা গেল যে, এই প্রকাশ্য, উন্নত ও পবিত্র শরীয়ত অস্বীকার করা বর্ণিত শর্করার মিষ্টির অস্বীকার করা স্বরূপ।

দেখিতে না পায়, যদি কাহারো নয়ন,
তাহাতে কি, দোষী হবে প্রচণ্ড তপন !

ছায়ের, ছুলুক (আত্মীক ভ্রমণ) ও 'নফ্ছ'কে পবিত্র ও পরিষ্কার করন এবং কল্বের ছাফাই হাছেল করার উদ্দেশ্য আত্মীক ব্যাধি সমূহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা। আল্লাহ্পাকের বাণী— "তাহাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত" উহারই আভাষ স্বরূপ। তাহা হইলে প্রকৃত ঈমান লাভ হইবে ; উক্ত ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও যে ঈমান লাভ হয়, তাহা বাহ্যিক ঈমান মাত্র। কেননা তাহার নফ্ছে আম্মারার অনুভূতি ইহার বিপরীত ; সে, স্বীয় কুফর বা অস্বীকার এবং বিরোধীতার প্রতিই দণ্ডায়মান আছে। বাহ্যিক ঈমানের উদাহরণ ; যথা— পিত্ত প্রবল ব্যক্তির শর্করার মিষ্টতার প্রতি বিশ্বাস, তাহার অনুভূতি যে তাহার বিশ্বাসের বিপরীত। তাহার পিত্তাধিক্য না থাকিলে, উক্ত মিষ্টতার প্রতি যে বিশ্বাস আসিত তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস ও হকীকী ঈমান। অতএব, 'নফ্ছ' বিশুদ্ধ ও শান্ত হইলে প্রকৃত ঈমান লাভ হয় ; এবং ইহাই অটল, সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহাদের নিমিত্তেই আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইতেছেন, "সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহের অলীগণের কোনও ভয় নাই এবং তাঁহারা চিন্তিতও হইবেন না"। উম্মী কোরায়েশী নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে উক্তরূপ পূর্ণ ও প্রকৃত ঈমান প্রাপ্তির সৌভাগ্য প্রদান করুন। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার আল ও আওলাদগণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

৪৭ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তীকালে যেরূপ বিধর্ম্মীদিগের প্রাবল্য ছিল, মোছলমানগণ দুর্ব্বল হইয়াছিল, তদ্রূপ এখনও কোন গোমরাহ ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহাতে অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে ইত্যাদির বিষয় বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকে স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রশস্ত পথের প্রতি দণ্ডায়মান রাখুন। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শ্রেষ্ঠ যিনি ছৈয়েদে কাওনাইন (দঃ) তাঁহার প্রতি প্রথমতঃ এবং তৎপর অবশিষ্টগণের প্রতি দরূদ, ছালাম ও সম্মান বর্ষিত হউক।

বাদশাহ জগতবাসীদিগের জন্য ঐরূপ, দেহের মধ্যে অন্তঃকরণ যেরূপ। যদি অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকে, তবে দেহও শুদ্ধ থাকিবে এবং অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হইলে দেহও অশুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ বাদশাহ সৎ হইলে দেশবাসী সৎ হইয়া থাকে, এবং অসৎ হইলে, তাহারাও অসৎ হয়।

আপনি জানেন পূর্ব্ববর্ত্তী জমানায় মোছলমানদিগের প্রতি কতই যে কঠিন অবস্থা অতিবাহিত হইয়াছিল। এছলামের প্রারম্ভে মোছলমান সংখ্যালঘু থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর ইহা হইতে অধিক দুরবস্থা অতিবাহিত হয় নাই। মোছলমানগণ স্বীয় ধর্ম্মের উপর ছিলেন এবং কাফেরগণ আপন ধর্ম্ম পালন করিত ; যাহাকে আল্লাহ্তায়ালা "লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দীন" অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম, ফরমাইয়াছেন ; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে বিধর্ম্মীগণ এছলামী রাজ্যের মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে প্রাবল্যের সহিত নিজ ধর্ম্মের হুকুম প্রচার করিত এবং মোছলমানগণ স্বীয় ধর্ম্মের হুকুম প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে অক্ষম ছিল ; এ পর্য্যন্ত যে— কেহ উহা করিলে তাহাকে বধ করা হইত। হায় আফছোছ ! হায় কি সর্ব্বনাশ! হায় কি মুছিবৎ ! হায় কি দুঃখ !

মোহাম্মদ রছুল (দঃ) আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার প্রতি বিশ্বাসকারীগণ জলিল, খার, লাঞ্চিত ও অপদস্থ হইত এবং তাঁহার অমান্যকারীগণ সম্মানিত হইত। মোছলমানগণ মনের আঘাত মনে লইয়া এছলামের শোক প্রকাশ করিত এবং বিধর্ম্মীগণ তাহাদের প্রতি তিরস্কার করতঃ তাহাদের ক্ষত-বিক্ষত প্রাণে লবণ ছড়াইত। হেদায়েতের দিবাকর যেন, ভ্রষ্টতা-মেঘের আড়ালে গুপ্ত হইয়াছিল। সত্যের নূর বাতুলতার পরদায় লুক্কায়িত ছিল। ইদানীং এছলামের উন্নতির সুসংবাদ এবং মোছলমান বাদশাহ্ সিংহাসনে উপবেশনের বার্ত্তা সর্ব্ব সাধারণের কর্ণগোচর হইয়াছে। সকলেই বাদশাহের সাহায্য করা এবং এছলাম প্রচলিত করার জন্য তাহাকে নির্দ্দেশ প্রদান করা নিজের প্রতি কর্ত্তব্য জানিয়াছেন ; ইহা বাক্য দ্বারা, বলপ্রয়োগ দ্বারা, বা যে-প্রকারেই হউক না কেন, করা উচিত। কোরআন, হাদীছ এবং এজ্‌মা-এর অনুরূপ সরার মাছআলা সমূহ প্রচার করা এবং আকীদা-বিশ্বাস সমূহ প্রকাশ করা উক্ত সাহায্যের অগ্রগণ্য। ইতিমধ্যে কোন বেদাতী-ভ্রষ্ট ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে না পারে। সত্যবাদী, পরকালাকাঙ্ক্ষী আলেমগণ দ্বারাই উক্তরূপ সাহায্য হইয়া থাকে এবং পার্থিব বিষয়ের লোভী আলেমদিগের সংস্রব প্রাণ নাশক হলাহল তুল্য ও তাহাদের ফাছাদ ব্যাপক।

বিদ্যার সাহায্যে যেবা করে দেহ পুষ্ট,
সে-ভ্রষ্ট ; কাহার আর করিবে সে-ইষ্ট।

পূর্ব্ববর্ত্তী জমানায় যে কোন দূর্ঘটনাই ঘটিয়াছে তাহা এই প্রকারের আলেমগণের অমঙ্গলের কারণেই ঘটিয়াছে। তাহারা বাদশাহদিগকে (কুমন্ত্রণা দিয়া) পথভ্রষ্ট করিয়াছে। দ্বিসপ্ততি ভ্রষ্ট-ধর্ম্মের অগ্রগামী ইহারাই। আলেম ব্যতীত সাধারণ লোকের পথভ্রষ্টতা ব্যাপক নহে। এই জামানার অনেক ছূফী বেশধারী মূর্খগণও উক্ত আলেম দলভুক্ত এবং তাহাদের অনিষ্টও ব্যাপক।

বাহ্যতঃ, যে ব্যক্তি এছলামের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, যদি তাহার অবহেলার জন্য এছলামের ক্ষতি হয়, তবে উক্ত ব্যক্তিই তজ্জন্য দায়ী, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার জবাবদিহি হইবে। এই হেতু এ অধম সম্বলহীন নিজেকে এছলামের সাহায্যকারীগণের দলভুক্ত করিবার আশায় এতদ্বিষয় কিছু লিখিল।

"যে— যেই দলের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে, সে সেই দলভুক্ত।" এই বিধান অনুযায়ী আশা করি এ সম্বলহীন ব্যক্তিকেও উক্ত মহোদয়গণের সংখ্যাভুক্ত করা হইবে। হজরত ইউছুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্য যেরূপ— বৃদ্ধা সুতার মুঠা লইয়া গিয়াছিল, আমিও নিজেকে তদ্রূপ ভাবিতেছি। আশা করি অল্প দিনের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনার প্রতি আমি আশা রাখি যে, আপনি যখন বাদশাহের অতি নৈকট্য লাভ করিয়াছেন; তখন বাদশাহের সহিত প্রকাশ্যভাবে শরীয়ত প্রচার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবেন, এবং মোছলমানদিগকে এইরূপ জিল্লতি (অপদস্ত) হইতে রক্ষা করিবেন।

পত্রবাহক মওলানা আঃ হামিদ, সরকারী খাজানা হইতে মোশাহারা পাইয়া থাকে। বিগত বৎসর প্রকাশ্যভাবে দরবার হইতে তাহা আনিয়াছিল, এ বৎসরও তদ্রূপ আশা রাখে।

প্রকৃত বা পারলৌকিক এবং অপ্রকৃত বা ইহলৌকিক সৌভাগ্য আপনার লাভ হউক।

৪৮ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদ বোখারীর নিকট লিখিতেছেন। আলেম এবং তালেবে এল্‌মগণের তাজিম ও সম্মান ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্পাক আপনাকে স্বীয় শত্রুগণের উপর সাহায্য প্রদান করুন। আপনার অনুগ্রহলিপি যদ্দারা ফকীরদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন তদ্দর্শনে ছরফরাজ হইলাম। মওলানা মোহাম্মদ কলিজের পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তালেবে এল্‌ম এবং ছূফীগণের ব্যয়ের জন্য সামান্য টাকা পাঠান হইল। ছূফীগণের নামের পূর্ব্বে যে তালেবে-এল্‌মগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার চক্ষে অতীব সুন্দর লাগিল। "বহির্জগৎ— অন্তর্জগতের নিদর্শন স্বরূপ"। অতএব আশারাখি আপনার

অন্তরেও যেন ছুফীগণ হইতে তালেবে-এল্মগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ; যে পাত্রে যাহা আছে উহা হইতে তাহাই নির্গত হয়।

কলসেতে আছে যাহা,
ঢালিলে পড়িবে তাহা।

তালেবে-এল্মগণকে অগ্রগণ্য করার অর্থ শরীয়ত প্রচার করা, যেহেতু উহারা শরীয়ত বহনকারী। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর ধর্ম্ম উহাদের দ্বারাই কায়েম আছে। রোজ-কেয়ামতে শরীয়তের প্রশ্ন উত্থিত হইবে; তাছাওফের প্রশ্ন উত্থিত হইবে না। বেহেশ্তে প্রবেশ এবং দোজখ হইতে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের প্রতিই নির্ভরশীল। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পয়গাম্বর (আঃ)-গণ শরীয়তের দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং শরীয়তের প্রতিই উদ্ধার প্রাপ্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। এবং শরীয়ত প্রচারের জন্যই ইঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব শরীয়ত প্রচারে যত্নবান হওয়া ও শরীয়তের হুকুম-আদী পরিচালিত করা ; বিশেষতঃ যখন এছলামের চিহ্ন মিটিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন আপ্রাণ চেষ্টা করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য্য। আল্লাহ্র রাহে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করাও শরীয়তের একটি মাছ্আলা প্রচার তুল্য হইবে না। কেননা এই কার্য্যে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর (আঃ)-গণের অনুকরণ ও সহযোগিতা করা হয়। ইহা সঠিক যে, পূর্ণতম পূণ্য সমূহ তাহাদিগকেই প্রদান করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় অনেকেই করিতে পারে (অথচ তাহাদের নেকী শ্রেষ্ঠতম নয়)। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত প্রতিপালনে নফ্ছে আম্মারার পূর্ণ বিরোধিতা হয়, কেননা নফ্ছের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেক সময় টাকা ব্যয়ের মধ্যেও নফ্ছের সহযোগিতা ও কামনা থাকে। অবশ্য শরীয়ত প্রচারের জন্য যে ধন ব্যয় করা হয় তাহার মর্য্যাদা অতি উচ্চ। এই উদ্দেশ্যে এক কপর্দ্দক ব্যয় করা অন্য উদ্দেশ্যে সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেও অধিক মূল্যবান।

এস্থলে কেহ যেন প্রশ্ন না করে যে, তালেবে-এল্ম দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত এবং ছুফী মুক্ত। তাহা হইলে তালেবে-এল্ম অগ্রগণ্য কেন ? তদুত্তরে বলিব যে, প্রশ্নকারী এখনও আমার বাক্যের অর্থ বুঝে নাই। তালেবে এল্ম যদিও লিপ্ত তথাপি সে সৃষ্ট জীবগণের উদ্ধারের কারণ। যেহেতু তাহার দ্বারা শরীয়ত প্রচার হইতেছে, যদিও সে স্বয়ং ফল লাভ করিতে পারিতেছে না ; পক্ষান্তরে ছুফী নিজে উদ্ধার হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য কাহারও সংশ্রব রাখে না। অবশ্য যাহার দ্বারা অধিক লোক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, সে ঐ ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, যে শুধু নিজের উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

হাঁ ! ছুফীগণের মধ্যে যিনি ফানা-বাকার পর ছয়ের আনিল্লা-বিল্লাহ্ অর্থাৎ "আল্লাহ্র নিকট হইতে তাঁহাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন"— দ্বারা জগতে ফিরিয়া আসিয়া জগৎবাসীকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিতে থাকেন, তিনিও নবুয়তের মাকামের অংশপ্রাপ্ত হন এবং তিনি শরীয়ত প্রচারক আলেমগণের দলভুক্ত হইয়া থাকেন। "ইহা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল" (কোরআন)।

৪৯ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌভাগ্য সমূহ প্রদান করুন। প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিক-দেহ শরীয়তের আদেশাদি দ্বারা সুসজ্জিত করাই বাহ্যিক সৌভাগ্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভালবাসা হইতে অন্তর্জগতকে মুক্ত করা আভ্যন্তরীণ সৌভাগ্য। কোন্ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে, এই দুই-রত্ন লাভ করিবে তাহা আল্লাহ্ই জানেন। মূল কার্য্য ইহাই, অন্য সমস্তই অনর্থক। বিশেষ আর কি কষ্ট দিব, ওয়াচ্ছালাম ॥

৫০ মকতুব

ইহাও ছৈয়দ শায়েখ ফরিদের নিকট ইহকালের প্রতি অপবাদ করিয়া লিখিতেছেন।

যে মহাজন (দঃ) লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হইতে সুরক্ষিত ও আজাদ , তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে অন্যের দাসত্ব হইতে মুক্ত করতঃ স্বীয় প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট করুন।

দুন্ইয়া বাহ্যতঃ তরুতাজা ও সুমিষ্ট, বস্তুতঃ উহা প্রাণ-নাশক বিষতুল্য এবং অস্থায়ী সরঞ্জাম মাত্র, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অনর্থক। দুন্ইয়া যাহাকে গ্রহণ করে প্রকৃত পক্ষে সে অপদস্থ। যে উহার প্রেমাশক্ত, সে পাগল (কর্ত্তব্য হারা)। উহা স্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত বিষ্ঠা স্বরূপ এবং শর্করা মিশ্রিত প্রাণ নাশক গরলতুল্য। যে ব্যক্তি এতাদৃশ অচল বস্তুর আসক্ত না হয় এবং এইরূপ অপদার্থের প্রেমে আকৃষ্ট না হয়, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী।

কোন ব্যক্তি যদি অছিয়ৎ করে যে, "আমার ধন-সম্পদ জমানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন"; তাহা হইলে উহার সম্পত্তি যে ব্যক্তি দুন্ইয়া হইতে নির্লিপ্ত তাহাকেই দিতে হইবে। তাহার অনাসক্তিই পূর্ণ-জ্ঞানের চিহ্ন। অতিরিক্ত লিখা বাহুল্য। অবশিষ্ট কথা এই যে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিয়া শায়েখ জাকারিয়া এ বয়সেও তহশীলদারী করিতেছেন, সর্ব্বদাই তিনি ইহকালের হিসাব, যাহা পরকালের হিসাবের তুলনায় অতি সহজ, তাহার জন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত আছেন। ইহজগতে আপনার আশ্রয় ব্যতীত তাঁহার উপায় নাই। আশা রাখেন যে, আপনার নূতন দফতরেও তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত হইবে।

ওহে প্রভু দাও মোরে স্বীয় মনোবল,
দেখিবে সাহস মোর কিরূপ অটল।
আপন শৃগালী বলি, ডাকিও আমায়,
দেখিবে বিক্রম মোর মৃগেন্দ্রের[১] ন্যায়।

টীকা ঃ— ১। মৃগেন্দ্রের=সিংহের।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় ও তাঁহার আল-আওলাদগণের তোফায়েলে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ আপনার হাছেল হউক।

৫১ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট শরীয়ত প্রচারের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার মত বোজর্গের সন্তান দ্বারা যেন তিনি উজ্জ্বল শরীয়ত ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের বিধি-বিধানসমূহ বলবৎ রাখেন এবং প্রচলন করেন ; ইহাই কার্য্য, অন্য সমস্তই বৃথা।

ইদানীং রাছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আহ্‌লে বয়েতের তরণী[১] দ্বারাই এইরূপ গোমরাহির জলচক্র হইতে মোছাফীর তুল্য মোছলমানগণের উদ্ধারের আশা করা যায়। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "আমার আহ্‌লে বয়েত"[২] নূহ (আঃ)-এর তরণীর ন্যায়, যে ইহাতে আরোহণ করিল সে উদ্ধার পাইল এবং যে পশ্চাৎপদ হইয়া রহিল, সে ধ্বংস হইল"।

এই মহান সৌভাগ্য যাহাতে লাভ করিতে পারেন, তদ্দিকে স্বীয় উচ্চ মনোবৃত্তি নিয়োগ করিবেন। আল্লাহ্‌র ফজলে আপনার সম্মান, বোজর্গী, শ্রেষ্ঠত্ব ও শান-শওকত ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারই বর্তমান আছে। উপরন্তু যদি ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য ইহার সহিত সম্মিলিত হয়, তবে আপনিই সকলের পুরোগামী হইবেন।

এ ফকীর সত্য ধর্ম্ম প্রচার মানসেই ইত্যাকার আলোচনা লইয়া আপনার খেদমতের প্রতি মনোযোগী হইতেছে।

দিল্লীতে মোবারক রমজান মাসের চন্দ্র দেখা গিয়াছে, বিলম্ব করাই মাতা ছাহেবানীর ইচ্ছা বুঝিয়া কোরআন শরীফের খতম-শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণের অপেক্ষা করিলাম। বাকী আল্লাহ্‌র মরজী। দোনজাহানের সৌভাগ্য লাভ হউক।

৫২ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। নফ্‌ছে আম্মারা ও তাহার ব্যাধি এবং উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

টীকা ঃ— ১। তরণী=অর্থাৎ তাঁহার বংশধরগণ। ২। আহ্‌লে বয়েত=পরিবারবর্গ।

মোখ্‌লেছ দোওয়াগোর নামে যে অনুগ্রহ লিপি প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাইয়া সৌভাগ্যবান হইলাম। আপনার মাতামহ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আপনাকে উচ্চ পারিতোষিক প্রদান করুন এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি করুন ও আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করুন ও সকল কার্য্য সহজ করিয়া দিন এবং আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পায়রবীর উপর সুদৃঢ় রাখুন। যে ব্যক্তি আমার এই দোওয়ার প্রতি আমীন বলিবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার উপরেও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমীন ॥

অতঃপর দুশ্চরিত্র অসৎ সঙ্গীর দুর্নাম কিছু বর্ণনা করিতেছি। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন।

হে সম্মানিত ভাই, জানিবেন যে, নফ্‌ছে আম্মারা স্বভাবতঃই সম্মান ও কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাশী এবং সর্ব্বদাই স্বীয় সঙ্গীগণ হইতে উচ্চ হওয়ার আশা ধারী। সে চায় যে, সৃষ্ট বস্তু সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হয় এবং সে যেন কাহারও অধীন না হয়। ইহা যে, খোদায়ী দাবী এবং লাশরীক— সমকক্ষবিহীন আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সমকক্ষতা করা, বরং ঐ হতভাগা সমকক্ষ হইয়াও যেন সন্তুষ্ট হয় না। সে আল্লাহ্‌তায়ালার উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়, যেন সকলেই তাহার আদেশ পালন করিয়া চলে।

হাদীছে কুদ্‌ছিতে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন, "তোমার নফ্‌ছের সহিত তুমি শত্রুতা কর, যেহেতু সে আমার সহিত শত্রুতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে" ; অতএব সম্মান, কর্ত্তৃত্ব ও উচ্চতা এবং তাকাব্‌বর ইত্যাদি কর্ত্তৃক তাহার মতলব পূর্ণ করতঃ তাহাকে প্রতিপালন করা, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুর সাহায্য করা মাত্র। ইহা যে, কত দোষণীয় কার্য্য তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হাদীছে কুদ্‌ছিতে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন, "অহংকার আমার চাদর এবং উচ্চতা আমার লুঙ্গি স্বরূপ ; যদি কেহ ইহার কোন একটি লইয়া আমার সহিত বিবাদ করে, আমি তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাইব। আমি কাহারও পরওয়া করি না"।

নিকৃষ্ট দুনইয়া অর্জ্জন করা 'নফ্‌ছের' আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়তাকারী বলিয়া উহা আল্লাহ্‌তায়ালার কোপনীয় ও অভিশপ্ত বস্তু। যে ব্যক্তি শত্রুর সাহায্য করে, সে অভিশাপের উপযোগী। এই হেতু দরিদ্র্যতা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর "গৌরবের কারণ হইয়াছে", যেহেতু দরিদ্র্যতার মধ্যে নফ্‌ছের কামনা পূর্ণ হয় না এবং সে অক্ষম হইয়া থাকে।

নফ্‌ছে আম্মারাকে অক্ষম এবং ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌পাক পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে প্রেরণ করিয়াছেন ও শরীয়তের হুকুম প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। নফ্‌ছের অসৎ আকাঙ্ক্ষা সমূহ দূর করণার্থেই যাবতীয় শরীয়ত অবতীর্ণ

হইয়াছে। যে পরিমাণ শরীয়ত প্রতিপালিত হইবে সেই পরিমাণ নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা অপসারিত হইবে। এই হেতু শত সহস্র বৎসরের কাল্পনিক কঠোরব্রত পালন হইতে শরীয়তের এক হুকুম পালন করাই নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা দূর করণার্থে শ্রেষ্ঠতর ; বরং শরীয়তের অনুকূল ব্রত না হইলে তাহা নফ্ছের আকাঙ্ক্ষা আরও শক্তিশালী করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও যোগী-সন্ন্যাসীগণ কঠোর ব্রত পালন করিতে অবহেলা করে না, অথচ তদ্দ্বারা 'নফ্ছ'কে শক্তিশালী করা ব্যতীত তাহাদের কোনই ফল লাভ হয় না।

যথা— 'নফ্ছ' সংশোধনার্থে শরীয়তের আদেশানুযায়ী জাকাতের নিয়াতে একদাম (একতোলা) ব্যয় করা, স্বেচ্ছাকৃত সহস্র মুদ্রা প্রদান হইতে উৎকৃষ্ট এবং শরীয়তের আদেশানুযায়ী ঈদের দিবস পানাহার করা বৎসর ভরিয়া রোজা রাখা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নফল নামাজ পাঠ করতঃ ফজরের নামাজের জামায়াত পরিত্যাগ হইতে ছুন্নাতানুযায়ী উহা জামাতের সহিত পাঠ করাই উত্তম।

ফলকথা, যে পর্য্যন্ত 'নফ্ছ' পবিত্র হইবেনা এবং স্বীয় নেতৃত্বের মত্ততা হইতে মুক্তি পাইবে না, সে পর্য্যন্ত উদ্ধার প্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব নফ্ছের এই ব্যাধি মুক্তির চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য, যেন চিরস্থায়ী মৃত্যুর পর্য্যায় উপনীত না হয়।

পবিত্র কলেমা— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" যাহা বহির্জগত ও আত্মাস্থিত যাবতীয় বাতুল উপাস্যের উপাসনা নিবারণার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা এতদ্বিষয়ে অধিক ফলপ্রদ তাহাকেই "নফ্ছ" পবিত্র ও পরিষ্কার করণার্থে তরীকার বোজর্গগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

না করিলে **'লা'**র দ্বারা পথ সম্মার্জিত
হবে নাকো— **ইল্লাল্লাহ্‌র** গৃহে উপনীত।

যখনই 'নফ্ছ'— 'ছারকাশী'[1] এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তখনই এই 'কলেমা' দ্বারা নূতন ভাবে ঈমান আনিতে হয়। এই কারণে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা দ্বারা স্বীয় ঈমানকে নূতন কর" ; বরং সর্ব্বদাই এই কলেমার পুনরাবৃত্তি ব্যতীত উপায় নাই, যেহেতু 'নফ্ছে আম্মারা' অপবিত্রতায় নিমজ্জিত। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "আছমান এবং জমিন সমূহ যদি এক পাল্লায় অবস্থিত হয় এবং অপর পাল্লায় এই কলেমা শরীফ স্থাপিত হয় ; তবে নিশ্চয়ই কলেমা শরীফের পাল্লাই ভারী হইবে"।

যাহারা হেদায়েতের পথে গমন করে এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ছালাম।

টীকা :—১। ছারকাশী=দুষ্টামী।

৫৩ মকতুব

ইহাও ছৈয়দ শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে অসৎ আলেমগণের মতভেদই জগতে গোলযোগের কারণ, তদ্বিষয় বর্ণনা হইবে।

শুনিতে পাইলাম যে, বাদশাহ্ স্বীয় জন্মগত ইছলামী অনুপ্রেরণা হেতু আপনাকে বলিয়াছেন যে, চারিজন দ্বীনদার আলেম ব্যক্তিকে কর্ম্মচারীরূপে সর্ব্বদা উপস্থিত রাখিবেন। তাঁহারা যেন শরীয়তের মাছআলা সমূহ বয়ান করিতে থাকেন। যাহাতে বাদশাহের দ্বারা শরীয়ত গর্হিত কোন কার্য্য সম্পাদিত না হয়। ইহা শ্রবণে পবিত্র আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী করিতেছি। মোছলমানদিগের জন্য ইহা হইতে আর কি সুসংবাদ হইবে এবং দুঃখিত ব্যক্তিগণের ইহা হইতে আর কি অধিক শান্তির বার্ত্তা হইতে পারে ! আমিও আপনার খেদমতে বহুবার এই কথা প্রকাশ করিয়াছি এবং বলিতে ও লিখিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আশা করি আপনি মনে কিছু রাখিবেন না। কথিত আছে যে, ঠেকায় পড়িলে পাগল হয়।

দীনদার আলেম— যাঁহারা আত্মসম্মান ও কর্তৃত্ব ইত্যাদির বন্ধন মুক্ত হইয়াছেন এবং শরীয়ত প্রচার ও দীনের সহায়তা ব্যতীত যাঁহাদের কোনই লালসা নাই— এইরূপ আলেম অতি বিরল। যাহাদের আত্মসম্মানের আকাঙ্ক্ষা আছে তাহারা হয়তো একপক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করতঃ দ্বন্দ্ব যুক্ত এখ্তেলাফী বাক্য সমূহ প্রয়োগ দ্বারা বাদশাহের নৈকট্য সাধনের চেষ্টায় থাকিবে। অতএব ধর্ম্মের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বের জমানা সমূহেও আলেমদিগের মতানৈক্য হেতু জগতে বহু প্রকার ফাছাদ দেখা দিয়াছিল, ভবিষ্যতেও ইহাদের দ্বারা এইরূপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহারা দীনের প্রচলন কি আর দিবে, বরং দীন নষ্ট করারই সূত্র হইবে ! আল্লাহ্তায়ালা এইরূপ অপকৃষ্ট আলেমগণের ফেত্না-ফাছাদ হইতে রক্ষা করুন। এই উদ্দেশ্যে যদি মাত্র একজন আলেম নির্ব্বাচিত করেন তাহাই উৎকৃষ্ট হইবে ; অবশ্য তিনি পরকাল ভাবী আলেম হইলে তাঁহার সংসর্গ স্পর্শমণি তুল্য। যদি পরকাল আকাঙ্ক্ষী আলেম সংগ্রহ না হয়, তবে ইহাদের মধ্য হইতেই যথা সম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। কথিত আছে, "যাহা সম্পূর্ণ পাওয়া না যায়— তাহার সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে"।

কি–যে লিখিব বুঝিতেছি না ! আলেম সম্প্রদায় দ্বারা জগদ্বাসীর যেরূপ উদ্ধার হয় তদ্রূপ ধ্বংসও হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আলেম জগৎ শ্রেষ্ঠ এবং অপকৃষ্ট আলেম বিশ্বের নিকৃষ্ট ! পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা উভয় তাহাদের উপর নির্ভর করে। কোন বোজর্গ ব্যক্তি ইব্লিছকে নিশ্চিন্ত (বেকার) বসিয়া আছে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল যে, এ-কালের আলেমগণ আমাদেরই কার্য্য করিতেছে এবং পথভ্রষ্ট করার জন্য তাহারাই যথেষ্ট।

যে আলেম করে স্বীয় শরীর পালন,
আপনার স্বার্থ সিদ্ধি যাহার মনন।
নিজেই ভ্রষ্ট, সে কারে করিবে উদ্ধার ?
পড়িলে নজর তার হয় অন্ধকার।

ফলকথা, এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া সত্যে উপনীত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। হস্তচ্যুত হইয়া গেলে কোন ব্যবস্থাই চলিবে না। সত্যান্বেষী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এইরূপ কথা লিখা লজ্জাজনক, কিন্তু ইহাকে নিজের পরকালের নেকবখ্তির অবলম্বন মনে করিয়াই আপনাকে কষ্ট দিলাম।

৫৪ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বয়ান হইবে যে, বেদাতীদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। কাফেরের সংশ্রব হইতেও উহা ক্ষতিকারক। ইহাদের মধ্যে শীয়ারাই অধিকতর বদ্।

যিনি মানব ছরদার, যাঁহার কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই (দঃ), তাঁহার এবং তাঁহার পরিবার বর্গের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠ দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক। তাঁহারই তোফায়েলে আল্লাহ্পাক আপনাকে বৃহৎ পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনার সম্মান উচ্চ করুন এবং আপনার যাবতীয় কার্য্য সহজসাধ্য করুন ও আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করুন।

"যে ব্যক্তি মানবের কৃতজ্ঞতা পালন করিল না, সে আল্লাহ্তায়ালারও কৃতজ্ঞতা পালন করিল না।" অতএব আমাদের মত ফকীরগণের প্রতি আপনার শোকর গোজারী করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রাঃ)-এর খাতের-জমা ও নিশ্চিন্ত থাকার কারণ আপনিই ছিলেন। সেই শান্তির মধ্যে আমরাও নিশ্চিন্তভাবে আল্লাহ্ অন্বেষণে লিপ্ত থাকিয়া অফুরন্ত ফয়েজ-বরকত প্রাপ্ত হইতেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ কথিত আছে যে, "মহৎগণের মৃত্যু হওয়ায় আমিই মহৎ হইয়াছি", আমিও যখন এই পর্য্যায় উপনীত হইলাম, তখনও আপনি ফকীরদিগের সমুদয় কার্য্যের এন্তেজামের হেতু এবং তালেবগণের শান্তির কারণ হইয়াছেন। অতএব আল্লাহ্তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতে আপনাকে উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুন।

যদ্যপি হয় লোমরাশি মোর—
জিহ্বা সম এই দেহে,
লক্ষ-কোটি কৃতজ্ঞতার
একটিও শোধ হইবে না-হে ॥

আল্লাহ্তায়ালার দরগায় আশা রাখি যে, আপনার মাতামহ ছৈয়েদুল মোরছালীন (দঃ)-এর অছিলায় আপনার যাহা উপযোগী নহে এবং আপনার পক্ষে অশোভনীয় তাহা হইতে আল্লাহ্পাক আপনাকে রক্ষা করুন।

আমি আপনার নিকট হইতে দূরবর্ত্তী, কাজেই জানি না যে, আপনার খেদমতে কি প্রকারের ব্যক্তি স্থান পায় এবং আপনার বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ কাহার সহিত।

ভাবনায় নিদ্রা নাহি আসে এ নয়নে,
কাহার কোলে যে, শুয়ে আছ ফুল্ল মনে।

সঠিক জানিবেন যে, বেদয়াতী ব্যক্তির সংশ্রব কাফেরের সংশ্রব হইতেও অনিষ্টকর। উক্ত বেদয়াতী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যাহারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর এবং ছাহাবাগণের সহিত হিংসা পোষণ করে— তাহারাই সকলের চেয়ে নিকৃষ্টতম। আল্লাহ্পাক স্বীয় কালাম পাকে তাহাদিগকেও কাফের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "লে ইয়াগিজা বিহিমূল কোফ্ফার"। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাহাদের (ছাহাবাগণ) দ্বারা কাফেরগণকে ক্রুদ্ধ করেন। ছাহাবীগণ কোরআন শরীফ ও শরীয়তের সর্ব্ববিধ হুকুম প্রচার করিয়াছেন ; যদি তাঁহারা দোষী হন, তবে নিশ্চয় কোরআন এবং শরীয়তের মধ্যেও উক্ত দোষ যাইয়া পড়ে। যথা— হজরত ওছমান আলাইহের রেজওয়ান কোরআন শরীফ একত্রিত করিয়াছেন। যদি হজরত ওছমান (রাঃ) অপরাধী ও নিন্দিত হন, তবে কোরআন শরীফও নিন্দিত হওয়া উচিত। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে 'জিন্দিক'— কাফেরদের অনুরূপ বিশ্বাস হইতে রক্ষা করুন। ছাহাবীগণের মধ্যে যাহা কিছু মতভেদ ও বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহাদের নফ্ছের শয়তানীর জন্য বা চক্রান্তমূলক ছিল না। কারণ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংশ্রবেই তাঁহাদের 'নফ্ছ' পবিত্র হইয়া স্বীয় দোষণীয় 'আম্মারা' অবস্থার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহা জানি যে, এবিষয়ে হজরত আলী কাররামাল্লাহো ওয়াজ্হাহু সত্যের উপর ছিলেন এবং তাঁহার বিরোধীদল ভুল পথে ছিল ; কিন্তু তাঁহাদের এই ভুল, বুঝের ভুল। বুঝের ভুলের জন্য কেহ ফাছেক হয় না। পরন্তু তাঁহাদের দুর্ণামও করা চলে না। যেহেতু মাছ্আলা উদ্ধার কালে বুঝিতে ভুল করিলে সেও এক প্রস্থ ছওয়াব পাইয়া থাকে। অবশ্য লক্ষীছাড়া এজিদ ছাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত নহে ; সে, যে বদবখত তাহাতে কাহার বলার কি আছে, সে কমবখত যাহা করিয়াছে, তাহা কোন ফিরিঙ্গি কাফেরও করিবে না। আহ্লে ছুন্নতের কোন কোন আলেম তাহাকে মালুউন বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, উহার কার্য্যে তাঁহারা সন্তুষ্ট ; বরং এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, কি জানি, সে যদি তওবা করিয়া থাকে !

কুতবে জমান হজরত মখদুমে-জাহানের[1] নির্ভরযোগ্য পুস্তকাদি কিছু না কিছু আপনার দরবারে প্রত্যহ আলোচনা করা উচিত। তিনি ছাহাবাগণের কত যে প্রশংসা করিয়াছেন এবং কত সম্মানের সহিত যে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা দেখিয়া যেন বিরোধীদল শরমেন্দা, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। ইদানীং ইহারা অত্যধিক বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালাইতেছে ; এই হেতু দুই-চার কথা লিখিলাম, যাহাতে আপনার খেদমতে ইহারা স্থান না পায়। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে স্বীয় পছন্দনীয় পথে সুদৃঢ় রাখুন।

৫৫ মকতুব

ছৈয়দ শায়েখ আবদুল ওহাব বোখারীর নিকট মহব্বৎ প্রকাশের বিষয়ে লিখিতেছেন।

কিছুদিন হইতে আপনার সহিত যেন নূতনভাবে এক মহব্বৎ দেখা দিয়াছে ; যাহা ইতিপূর্ব্বে ছিল না। এইহেতু দূরে থাকিয়াও আপনার জন্য অন্তর হইতে দোওয়া বাহির হইতেছে। যখন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "যদি কোন ভ্রাতাকে কেহ ভালবাসে তবে তাহাকে উহা অবগত করান উচিত।" তখন আমিও উক্ত মহব্বৎ প্রকাশ করাই সমীচীন মনে করিলাম, এবং এই ভালবাসা দ্বারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর বংশধরগণের ভালবাসার সূত্র যে পাইলাম, তাহাতেই পূর্ণ আশাধারী হইলাম। আল্লাহ্পাক হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর তোফায়েলে এই মহব্বতের প্রতি যেন আমাকে কায়েম রাখেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৫৬ মকতুব

ইহাও ছৈয়দ শায়েখ আবদুল ওহাব বোখারীর নিকট লিখিতেছেন।

পবিত্র জনাব ছৈয়দ ছাহেব ! আপনি অসংখ্য বরকত যুক্ত ; যেহেতু আপনি সেই দীন-দুনিয়ার ছরদার (দঃ)-এর বংশধর। আপনার প্রশংসা আমার মত ব্যক্তির দ্বারা হওয়া অসম্ভব, মাত্র স্বীয় পরকালের অবলম্বন জানিয়া কিছু লিখিতে সাহস করিলাম ; বরং তদ্দারা যেন নিজেকে প্রশংসিত করিতেছি এবং মহব্বত প্রকাশ করা শরীয়তের আদেশ বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছি। হে আল্লাহ্, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে ইঁহাদের প্রেমিকগণের অন্তর্ভুক্ত কর।

পত্রবাহক মীর ছৈয়দ আহ্মদ ছামানাবাসী ছৈয়দগণের মধ্যে একজন। ইনি তালেবে এল্ম এবং নেক ব্যক্তি। জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া আপনার

টীকা ঃ—১। মখদুমে-জাহান=হজরত মীর ছৈয়দ জালাল উদ্দিন বোখারী (রাজীঃ)।

খেদমতে যাইতেছেন। ইনি আপনার খেদমতেই থাকার উপযুক্ত। অন্যথায় আপনার কোন বন্ধু ব্যক্তিকে সুপারিশ করিয়া ইঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের কিছু উপায় করিয়া দিবেন, যাহাতে ইনি খাতের-জমা থাকিতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি ফকীর মোহ্তাজদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ ছৈয়দগণের প্রতি। এই হেতু ইহার সাহায্যার্থে কিছু লিখিতে সাহস করিলাম।

বিদায়ের সময় যদিও আপনার সহিত দেখা করার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তথাপি জানিবেন, আমি আপনার খাছ বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্পাক আপনার খালেছ-মহব্বতের প্রতি কায়েম রাখুন। আর অধিক গোস্তাহী করিলাম না।

৫৭ মকতুব

শায়েখ মোহাম্মদ ইউছুফের নিকট নছিহতের বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্পাক হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আপনাকে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের সরল ও প্রশস্ত পথে কায়েম রাখুন।

বোজর্গী আপনার খান্দানে যেন— মৌরুষী, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে সমাগত। আপনি এমনিভাবে জীবন যাপন করিবেন যাহাতে আপনিও ইহার উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। স্বীয় বাহ্যিক দেহকে জাহেরী শরীয়ত দ্বারা এবং অন্তর্জগৎকে বাতেনী শরীয়ত বা হকীকত দ্বারা সুসজ্জিত রাখিবেন। কেননা, হকীকতের অর্থ শরীয়তের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তরীকতের অর্থ উক্ত হকীকত প্রাপ্তির পথ। শরীয়ত এবং তরীকত ও হকীকত বিভিন্ন বস্তু নহে। এইরূপ ধারণা করা বে-দীনী মাত্র। আপনার বিষয় আমার ধারণা খুবই ভাল। অনেক ঘটনায় আমি ইহার প্রমাণও পাইয়াছি, এবং আপনার পিতার নিকট উহা প্রকাশও করিয়াছিলাম।

অবশিষ্ট কথা এই যে, শায়েখ আবদুল গণী সৎচরিত্র ও নেক ব্যক্তি। আপনার নিকট যদি কোন বিষয়ে হাজির হয়, তবে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। আচ্ছালামু ওয়াল এক্রাম।

৫৮ মকতুব

ছৈয়দ মাহমুদের নিকট লিখিতেছেন। আমরা যে পথে চলিতেছি তাহা সাতকদম[1] এবং নক্শবন্দী বোজর্গগণ আলমে আমর হইতে ছয়ের আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের তরীকা ছাহাবা কেরামের তরীকার অনুরূপ ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

টীকা ঃ—১। কদম=পদক্ষেপ অর্থাৎ স্তর।

আপনার অনুগ্রহ লিপি যথা সময় উপনীত হইল। পত্র পাঠে বুঝিলাম যে আপনি এ তরীকার বিষয় জানিতে বাসনা রাখেন। তাই প্রতি-উত্তর হিসাবে এবং উৎসাহ প্রদানার্থে কয়েকটি কথা লিখিতেছি।

মাননীয় ভ্রাতঃ ! আমরা যে পথে চলিতেছি মানবদেহের সাত লতিফার গণনা অনুযায়ী তাহা সাত 'কদম' বা পদবিক্ষেপ মাত্র, তন্মধ্যে দুই কদম আলমে খাল্ক বা স্থূল জগতস্থিত দেহ ও নফ্ছের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং পাঁচ 'কদম' আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতস্থিত, যাহাদিগকে কল্ব, রূহ্, ছের, খফী ও আখ্ফা বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেক কদমে নূরানী হউক বা জোলমানী[1] হউক দশ দশ সহস্র পর্দ্দা উঠিয়া যায়। "নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা ও বান্দার মধ্যে আলোক ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দ্দা আছে।" আলমে আমরের প্রথম পদবিক্ষেপে "তাজাল্লীয়ে আফ্য়াল"[2] প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় কদমে "তাজাল্লীয়ে ছেফাত"[3] ও তৃতীয় কদমে "তাজাল্লীয়ে জাতি" আরম্ভ হয়, তৎপর পর পর চলিতে থাকে, যাহা সাধকগণের প্রতি অবিদিত নহে। ইহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সে নিজ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ; যতদিন না উক্ত পদক্ষেপ সমূহের অবসান দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের পূর্ণতা ঘটে। যখন ইহা শেষ হইবে তখন সে "ফানা-বাকা" প্রাপ্ত হইয়া "বেলায়েতে খাচ্ছা" বা বিশিষ্ট নৈকট্য লাভ করে। নক্শবন্দী বোজর্গগণ আলমে আমর হইতে এই ছয়ের আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের আলমে খালকের ছয়েরও উহার আনুষঙ্গিক অতিবাহিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য তরীকার মাশায়েখগণ ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন। সুতরাং এই নক্শবন্দীয়া তরীকাই অতি নিকটবর্ত্তী তরীকা এবং অন্যান্য তরীকার শেষ— ইঁহাদের প্রারম্ভেই প্রবেশ করান হইয়া থাকে।

আমার গোলেস্তাঁ দেখি কর অনুমান
বসন্তে হইবে ইহা কত শোভমান ॥

এই বোজর্গগণের তরীকা অবিকল ছাহাবা কেরামের তরীকা। ছাহাবাগণ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রথম সংস্রবেই যাহা পাইয়াছিলেন, অলী-আল্লাহ্গণের অনেকেই হয়তো শেষ মাকামেও তাহা লাভ করিতে পারে না, ইহা যে শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করান হিসাবে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইহেতু 'অহ্শী' নামক ছাহাবী, যিনি হজরত হাম্জা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিলেন এবং যিনি ছাহাবীগণের মধ্যে নিম্নতম মর্ত্তবাধারী,

টীকাঃ—১। জোলমানী=তমসাময়। ২। তাজাল্লীয়ে আফ্য়াল=দৈনন্দিন পার্থিব কার্য্যকলাপ যে ক্ষমতা দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহার প্রকাশ। ৩। তাজাল্লীয়ে ছেফাত=গুণাবলীর আবির্ভাব।

তিনিও তাবেয়ীন শ্রেষ্ঠ ওয়ায়েছ করণী হইতে উৎকৃষ্ট। হজরত আব্দুল্লাহ্ এব্নে মোবারক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, হজরত মোয়াবিয়া এবং ওমর এবনে আব্দুল আজিজ এই উভয়ের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, হজরত রছুল (দঃ)-এর অনুগমনকালে হজরত মোয়াবীয়ার অশ্বের নাসারন্ধ্রে যে ধূলীকণা প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও ওমর এব্নে আবদুল আজিজ হইতে বহুগুণ মর্য্যাদাশীল। অতএব চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যাঁহাদের প্রারম্ভই অন্যদের শেষ, তাঁহাদের শেষ যে— কি হইবে তাহা অন্যে কি আর বুঝিবে ! "তদীয় প্রতিপালকের সৈন্যের খবর তিনি ব্যতীত কেহই জানেন না" (কোরআন)।

ইঁহাদেরে দোষী যদি করে মূঢ়-জন
খোদা মোর— পুত, ইহা অন্যায় বচন !
ব্যাঘ্র সম মহারথী বন্দী সবে ইথে,
এ-শৃঙ্খল ছিঁড়িবে না শৃগালীর দাঁতে !

এই দুষ্প্রাপ্য মহাজনগণের প্রেম-ভক্তি আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে প্রদান করুন। যদিও সামান্য কাগজে লিখিলাম, তথাপি ইহাতে অতি উচ্চ মারেফতের বর্ণনা হইয়াছে। সযত্নে রাখিবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৫৯ মকতুব

ইহা ছৈয়দ মাহ্মুদের নিকট লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির তিনটি বস্তু ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই— উহা এল্ম (জানা), আমল (কার্য্য) এবং এখ্লাছ (নিয়াত বিশুদ্ধি) ইত্যাদি।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে শরীয়তের উপর সুদৃঢ় রাখিয়া পূর্ণরূপে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লউন। আপনার পবিত্র লিপি উপনীত হইয়া আনন্দ প্রদান করিল এবং ফকীরগণের ভালবাসা ও এই নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের সহিত বৈশিষ্ট্যের মুখবন্ধ সমূহ প্রকাশ্যভাবে অবগত করাইল। হে আল্লাহ্ ! ইহা আরও বৃদ্ধি কর।

উপদেশ চাহিয়াছেন। হে মান্যবর ! প্রত্যেক ব্যক্তির তিনটি বিষয় লাভ করা ব্যতীত উপায় নাই। তবেই অনন্তকালের জন্য তাহার মুক্তি লাভ হইবে।

প্রথমটি 'এল্ম'[1], দ্বিতীয় 'আমল'[2] এবং তৃতীয় 'এখ্লাছ'[3]। এল্ম দুই প্রকার— এক প্রকার এল্মের উদ্দেশ্য— আমল করা, ফেকাহ্ যাহার জিম্মাদারী গ্রহণ করিয়াছে।

টীকা ঃ— ১। এল্ম=অর্থাৎ জানা। ২। আমল=আল্লাহ্তায়ালার আদেশ প্রতিপালন। ৩। এখ্লাছ=উদ্দেশ্য-'নিয়াত' বিশুদ্ধ করা।

দ্বিতীয় প্রকার এল্‌মের উদ্দেশ্য ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী বিশ্বাস শাস্ত্রে যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তদ্রূপ স্বীয় বিশ্বাস স্থাপন এবং একীন লাভ করা। আহ্‌লে ছুন্নত জামায়াতগণই উদ্ধার প্রাপ্ত দল। ইঁহাদের অনুসরণ ব্যতীত পরকালের উদ্ধার সম্ভবপর নহে। ইঁহাদের মতের সহিত চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম থাকিলে বিশেষ ভয়ের কারণ। ইহা আমি প্রকাশ্য কাশফ্ বা আত্মীক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছি। আমার এই 'এল্‌হাম' বা বিজ্ঞপ্তি ভুল হইবার নহে। যাহাকে এই বোজর্গগণের অনুসরণ করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে,, তাহার জন্যই সুসংবাদ। পক্ষান্তরে যাহারা ইঁহাদের বিরোধিতা করে অথবা ইঁহাদের মত হইতে সরিয়া যাইয়া 'মোতাজেলী' হয় কিংবা ইঁহাদের কানুন উপেক্ষা করিয়া 'রাফেজী' হয় অথবা ইঁহাদের দল হইতে বহির্গত হইয়া 'খারেজী' হইয়া যায় ; তাহারা পথ-ভ্রষ্ট হইল এবং অন্যকেও পথ-ভ্রষ্ট করিল। অতএব তাহারা পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন অস্বীকার করে এবং শাফায়াত অমান্য করে। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গের ফজিলত এবং ছাহাবাগণের শ্রেষ্ঠতা উহাদের চক্ষু হইতে গুপ্ত। আহ্‌লে বয়তে রছুল (দঃ)-এর মহব্বত হইতে তাহারা বঞ্চিত। সুতরাং প্রচুর খায়ের, বরকাত্ যাহা আহ্‌লে ছুন্নাত জামায়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে উহারা মাহ্‌রূম।

ছাহাবীগণ সকলেই একমত যে, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)। হজরত এমাম শাফী ছাহেব (রাঃ) যিনি ছাহাবাগণের বিষয়ে অন্য সকল হইতে অধিক অবগত ছিলেন, তিনি ফরমাইয়াছেন যে, নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ওফাত্ শরীফের পর সকলেই নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। অতঃপর আকাশের তলে হজরত আবুবকর (রাজিঃ) হইতে কাহাকেও উৎকৃষ্ট পাইলেন না । তখন তাঁহারই হস্তে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য বুঝা যাইতেছে যে, হজরত ছিদ্দিকে আকবর (রাজিঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কাহারও মতভেদ ছিল না, সুতরাং প্রথম জমানাই ইহা অকাট্য মতৈক্যে পরিণত হইয়াছে ; ইহা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর আহ্‌লে বয়েত নূহ (আঃ)-এর তরণী তুল্য। যে ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিবে সে— উদ্ধার পাইবে এবং যে আরোহণ করিবে না, সে ধ্বংশ হইয়া যাইবে।

কোন কোন 'আরেফ'-বোজর্গ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) স্বীয় ছাহাবাগণকে নক্ষত্রতুল্য করিয়াছেন। নক্ষত্র দ্বারা পথ নির্ণয় করা যায় এবং স্বীয় আহ্‌লে বয়েত কে নূহ (আঃ)-এর তরণী স্বরূপ বলিয়াছেন ; ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, তরী আরোহী ব্যক্তিদিগের দিক নির্ণয়ার্থে নক্ষত্র আবশ্যক, যাহাতে তাহারা ধ্বংস না হয়। অতএব নক্ষত্র ব্যতীত উহাদের উদ্ধার একেবারেই অসম্ভব।

ইহাও জানা আবশ্যক যে, তাঁহাদের কাহাকেও এন্‌কার (অস্বীকার) করা সকলকেই এন্‌কার করা হইবে ; যেহেতু তাঁহারা সকলেই হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গের ফজিলত প্রাপ্ত এবং এই উৎকর্ষই সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা হইতে উৎকৃষ্ট। এই হেতু তাবেয়ীন শ্রেষ্ঠ হজরত ওয়ায়েছ করণী (রাঃ) সর্ব্ব নিকৃষ্ট ছাহাবীর তুল্য মর্ত্তবা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

"কাজেই যে কোন উৎকৃষ্ট আমল হউক না কেন তাহাকে ছোহ্‌বাত বা সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্বের সহিত তুলনা করিবেন না," যেহেতু হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গ হেতু এবং অহি নাজেল হওয়ার কারণে তাঁহাদের ঈমান প্রত্যক্ষ ঈমান ছিল। তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণ উক্তরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া তাহাদের ঈমান তদ্রূপ হয় নাই। ঈমানের পূর্ণতার ন্যূনাধিক্যের উপর আমলের মূল্য হইয়া থাকে। যাহার ঈমান পূর্ণ তাহার আমলও পূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ ইঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু বাদ্-বিসম্বাদ ও সংগ্রাম ঘটিয়া ছিল, তাহা সৎভাবে ও সৎ-উদ্দেশ্যে হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস রাখিতে হইবে। উহা অজ্ঞতা বা চক্রান্ত মূলক নহে, কেবলমাত্র জানিবার ও বুঝিবার ভুল বশতঃই হইয়াছিল। অবশ্য মাছ্‌আলা[১] উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যদি কেহ ভুল করে তবে সে ব্যক্তিও এক প্রস্থ পুণ্য পাইয়া থাকে। ইহাই মধ্যবর্ত্তী পথ। আহ্‌লে ছুন্নত জামায়াত এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই সরল ও সুদৃঢ় পথ।

ফল কথা 'এল্‌ম' ও 'আমল' শরীয়ত হইতে গৃহীত এবং 'এখ্‌লাছ' যাহা উক্ত এল্‌ম ও আমলের আত্মা স্বরূপ, তাহা ছূফীগণের তরীকা চলার প্রতিই নির্ভরশীল। "ছয়ের এলাল্লাহ্" শেষ করিয়া "ছয়ের ফিল্লাহে" উপনীত না হইলে প্রকৃত 'এখ্‌লাছ' ও 'মোখলেছ্‌গণের' 'কামালাত' (পূর্ণতা) হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অবশ্য সাধারণ মো'মেনগণ জোর-জবরদস্তি করিয়া হইলেও এক প্রকার 'এখ্‌লাছ' পাইয়া থাকে ; কিন্তু আমি যে 'এখ্‌লাছ' লইয়া আলোচনা করিতেছি, তাহা উক্ত 'এখ্‌লাছ' নহে ; বরং প্রত্যেক কথাবার্ত্তা, গতিবিধি, কার্য্যকলাপ ইত্যাদিতে অনিচ্ছাকৃত ও স্বভাবতঃ 'এখ্‌লাছ' হওয়া। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উপাস্য সদৃশ্য উদ্দেশ্য সমূহ নিবারিত হওয়া। "যাহা ফানা বাকা এবং বেলায়েতে-খাচ্ছার মাকামে উপনীত হওয়ার প্রতি নির্ভর করে", তাহারই প্রতি নির্ভরশীল। কৃচ্ছ্র-সাধ্য আড়ম্বর যুক্ত 'এখ্‌লাছ' স্থায়ী হয় না ; যাহা সহজ সাধ্য ও স্বাভাবিক, স্থায়ী হওয়ার জন্য তাহাই প্রয়োজন ; "হক্কুল্ একীন"-এর মর্ত্তবাতেই উহা হইয়া থাকে। অতএব অলী-আল্লাহ্‌গণ যাহাই করেন না কেন তাহা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই করিয়া থাকেন, স্বীয় নফ্‌ছের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে নহে। তাঁহাদের নফ্‌ছ যে, পূর্ব্বেই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ফেদা (সমর্পিত) হইয়া গিয়াছে। তাই এখ্‌লাছের জন্য তাঁহাদের

টীকা ঃ—১। মাছ্‌আলার অর্থ=প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাস্য, অনুসন্ধেয় বিষয়।

আর নূতন করিয়া নিয়াত দুরস্ত করার আবশ্যক হয় না। 'ফানা'-'বাকা'-এর দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের নিয়াত মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির 'নফ্ছ' বিশুদ্ধ হয় নাই এবং যে নিজের প্রেমেই আসক্ত, সে ব্যক্তি যাহাই করুক না কেন, তাহা স্বীয় নফ্ছের জন্যই করিয়া থাকে, নিয়াত করুক বা না করুক। উক্ত ব্যক্তি যখন স্বীয় নফ্ছের প্রেম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রেমাসক্ত হইবে, তখন সে যাহাই করিবে তাহা আল্লাহ্‌র জন্যই হইবে। নিয়াত লাভ হউক বা না হউক। যে-স্থলে দুই প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে-স্থলে নিয়াত আবশ্যক করে এবং যথায় একটিই নির্দ্দিষ্ট হয়, তথায় পুনরায় নির্দ্দিষ্ট করার কোনই আবশ্যক করে না। "ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই ইহা প্রদান করেন। তিনি অতিশয় অনুকম্পাশীল" (কোরআন)॥

যে ব্যক্তির 'এখ্‌লাছ' স্থায়ী ভাবে হয়, তাহাকে 'মোখ্‌লাছ' (বিশুদ্ধকৃত) 'লাম' অক্ষরে জবর দিয়া বলিতে হয় এবং যাহার উহা স্থায়ী হয় না ও চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, তাহাকে 'মোখ্‌লেছ' (বিশুদ্ধকারী) 'লাম' অক্ষরে জের দিয়া বলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে।

ছুফীগণের তরীকায় চলিয়া এল্‌ম ও আমলের মধ্যে যে ফায়দা লাভ হয়, তাহা এই যে, বিশ্বাস সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য এল্‌ম, যাহা দলিল কর্ত্তৃক প্রমাণিত ছিল, তাহা 'কাশফ্' বা আত্মিক বিকাশ দ্বারা উপলব্ধি হয় এবং সমুদয় 'আমল' সহজ সাধ্য ও সরল হইয়া যায় ; যেন সে আমল করিতে কোনরূপ কষ্ট বোধ না করে। শয়তানের দিক হইতে অলসতা ইত্যাদি যাহা আসিত তাহাও বিদূরিত হইয়া যায়।

বিশাল সম্পদ-সম জানিবে ইহায়,
জানিনা কাহাকে ইহা দিবেন খোদায়।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে ছালাম।

৬০ মকতুব

ইহাও ছৈয়দ মাহ্‌মুদের নিকট অন্তরের দুশ্চিন্তা নিবারণ ইত্যাদির বিষয় লিখিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বদা যেন নিজের সহিত আকৃষ্ট রাখেন, কেননা প্রকৃত মুক্তিই ইহাতে। নক্‌শবন্দীয়া বোজর্গগণের তরীকায় মনের দুশ্চিন্তা পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া থাকে, এমনকি এই তরীকার অনেক বোজর্গ এতদর্থে চেল্লাকশি পালন করতঃ চল্লিশ দিনের মধ্যেই স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে পূর্ণভাবে দুশ্চিন্তা দূর করিয়া থাকেন।

হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (কোঃ ছেঃ) এই বিষয় ফরমাইয়াছেন যে, "দুশ্চিন্তা দূর করার অর্থ সর্ব্ববিধ চিন্তা নিবারণ নহে ; বরং যে দুশ্চিন্তা আল্লাহ্‌তায়ালার

দিকে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকা হইতে বিরত রাখে তাহাই নিবারণ যোগ্য"। কিন্তু এই ছেলছেলার ভক্তবৃন্দের মধ্যে এক 'দরবেশ'[১]— "তোমার প্রতিপালকের নেয়মত ব্যক্ত কর", আল্লাহ্‌র এই হুকুম অনুযায়ী স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাহার অন্তঃকরণ হইতে চিন্তারাশি এমনভাবে অপসারিত হইয়াছে যে, তাহাকে হজরত নূহ (আঃ)-এর মতও যদি জীবন প্রদান করা যায়, তথাপি তাহার অন্তরে চিন্তার লেশ-মাত্র প্রবিষ্ট হইবে না। ইহা তাহার কৃচ্ছ্র সাধ্য নহে, যেহেতু কৃচ্ছ্র সাধ্য কার্য্য ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে ; বরঞ্চ বহু বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাহার অন্তরে দুশ্চিন্তা আসিবে না। চল্লিশা পালন করা কৃচ্ছ্র সাধ্য হওয়া বুঝায় এবং যতদিন যত্ন সাপেক্ষ থাকিবে ততদিন 'পথে আছি', বলিয়া বুঝা যাইবে। যাহা বিনা যত্নে (স্বভাবতঃ) হয়, তাহাই প্রকৃত বটে ; এই হেতু 'ইয়াদ্ কর্দ্দ' (প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করা) তরীকত এবং ইয়াদ্ দাশ্‌ত্ (সর্ব্বদা স্মরণ রাখা বা চৈতন্যময় হওয়া) হকীকত। অতএব জানা গেল যে, দশ দিনের হউক বা চল্লিশ দিনের হউক চেষ্টা করিয়া সাময়িকভাবে দুশ্চিন্তা অপসারিত করণ দ্বারা আল্লাহ্‌র দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য নিয়োজিত হইতে পারে না ; কারণ 'চেষ্টা' পথের মধ্যে হয় এবং 'পথে' স্থায়ীভাবে থাকা চলে না। অবশ্য ইহা 'হকীকতে' স্থায়ীভাবে হইয়া থাকে ; যেহেতু চেষ্টা ও সাধনার তথায় অবকাশ নাই, সুতরাং দুশ্চিন্তা নিবারণ চেষ্টাসাধ্য হইলে স্থায়ী লক্ষ্যযুক্ত হওয়ার নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হইবে ; অর্থাৎ আড়ম্বরযুক্ত হইলে তাহা স্থায়ী হইবে না।

এই তরীকার আরম্ভকারীগণের কল্‌ব বা অন্তঃকরণের আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে যে সর্ব্বদা লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা অন্যবস্তু, এবং যে তাওয়াজ্জোহ্ বা লক্ষ্য রাখার আলোচনা আমরা করিতেছি, উহা তাহা নহে, ইহাকে 'ইয়াদ্ দাশ্‌ত' বলা হয় ; যাহা পূর্ণতার মাকামের শেষ মর্ত্তবা। হজরত খাজা আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, 'ইয়াদ্ দাশ্‌ত' (চৈতন্যময় হওয়া)-এর মাকামের পর 'পেন্দাশ্‌ত' (কল্পনা)-এর মর্ত্তবা, অর্থাৎ ইহার পর আর কোনই মাকাম নাই। যদিও অস্বীকারকারীগণের বিশ্বাস হইবে না, তথাপি এসব আলোচনা দ্বারা এই তরীকার তালেবগণকে উৎসাহ প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য। "ইহার দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়, আবার অনেকেই সুপথ প্রাপ্ত হয়" (কোরআন)।

কাহিনীর মত ইহা পড়িবে যে জন,
'কাহিনী' বলিয়া সে-তো করিবে গণন।
মূল্যবান জানি যেবা করিবে দরদ,
সেই তো পুরুষ বটে— খোদার মরদ।
নীল দরিয়ার পানি, ফেরাউনের দল—
দেখিত শোনিত-বৎ ; না দেখিত জল।
সানন্দে করিত পান বনীইস্রাইল,
তাহাদের কাছে ছিল সুমিষ্ট সলিল।

আচ্ছালামো ওয়াল একরাম।

টীকা ঃ— ১। দরবেশ=স্বয়ং হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেছানী (রাঃ)।

৬১ মকতুব

ইহাও ছৈয়দ মাহ্‌মুদের নিকট লিখিতেছেন। কামেল পীরের সংসর্গের উপকারীতা এবং নাকেছ[১] পীরের সংসর্গের অপকারীতার বিষয় ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

মানব-ছরদার যিনি দৃষ্টি-কুটিলতা হইতে সুরক্ষিত (মুক্ত) তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্‌পাক স্বীয় অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার প্রচুর প্রাচুর্য্য প্রদান করুন, এবং উহার প্রতিবন্ধক সমূহ হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকিবার তৌফিক দান করুন।

আপনার পবিত্র লিপি পাইয়া গৌরবান্বিত হইলাম। পত্রের গর্ভে আল্লাহ্‌-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা দেখিয়া চমৎকার মনে হইল। অন্বেষণ-প্রাপ্তির সুসংবাদদাতা, এবং মনোব্যথা— উদ্দিষ্ট বস্তু লাভের পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ। জনৈক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন, "আগার না-খাস্তে দাদ, নাদাদে খাস্ত", অর্থাৎ দানে ইচ্ছা না থাকিলে আকাঙ্ক্ষাও প্রদান করিতেন না। অন্বেষণের স্পৃহা হওয়াকেই অতি উচ্চ নেয়্মত জানিয়া উহার প্রতিবন্ধক যাহা কিছুই হউক না কেন তাহা হইতে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ্‌ না করুন যেন, এই অন্বেষণে কোনরূপ বাধা না পড়ে, এবং এই উষ্ণতার মধ্যে শৈথিল্য না ঘটে। উক্ত 'তলব' বা অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখিবার প্রধান উপায় সর্ব্বদা উক্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তির শোকর গোজারী করা ; যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "যদি তোমরা শোকর গোজারী কর তবে নিশ্চয় অধিকতর প্রদান করিব" এবং তিনি স্বীয় অক্ষয়, রূপময় জাতের সম্মুখ হইতে যেন আমাদের অন্বেষণের মুখ ফিরাইয়া না দেন, এই হেতু তাঁহার দরবারে কাঁদাকাটি করা।

যদি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে প্রকৃত ক্রন্দন না আসে তবে বাহ্যিক ভাবে চেষ্টা করিয়া হইলেও নিঃসহায় ভাবে তাঁহার নিকট কাঁদাকাটি করা আবশ্যক। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "ক্রন্দন না আসিলে তদনুরূপ ভাব-ভঙ্গি কর"— একথা ইহারই বর্ণনা মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত কামেল মোকাম্মেল পীরের খেদমতে উপনীত না হয়, ততদিন এই ভাবে আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করিতে হইবে। তৎপর যখন কামেল পীর প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করতঃ তাঁহারই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্বীয় আকাঙ্ক্ষা ও স্পৃহাকে পরিচালিত করিতে হইবে এবং বিধৌতকারীর সম্মুখে মৃতদেহবৎ হইয়া থাকিতে হইবে।

প্রথম 'ফানা', ফানাফিস্‌ শায়েখ্‌, অর্থাৎ পীরের মধ্যে লয় প্রাপ্তি, তৎপর উহাই 'ফানাফিল্লাহ্‌রে' সূত্র হইয়া থাকে।

যতদিন রবে তুমি টেরক লোচন,
ততদিন পীর তব পুজার ভাজন।

টীকা ঃ— ১। নাকেছ=অপূর্ণ।

কেননা, 'ফায়দা' আদান-প্রদানের জন্য উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। প্রারম্ভে তালেব্‌ যখন মনের পূর্ণ ইতরতা ও কালিমা হেতু আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্পর্ক রহিত, তখন যিনি উভয়ের সহিত সম্পর্ক রাখেন এমন এক ব্যক্তি ব্যতীত উপায় নাই এবং তিনিই কামেল পীর। আল্লাহ্‌-অন্বেষণের প্রধান প্রতিবন্ধক অপূর্ণ পীরের নিকট গমন করা। যে ব্যক্তি 'ছুলুক' ও 'জয্‌বা' দ্বারা কার্য্য পূর্ণ না করিয়া পীরের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে, তালেবগণের জন্য তাহার সংসর্গ বিষাক্ত এবং তাহার দিকে ধাবমান হওয়া জীবন-নাশক ব্যাধি। এমনকি তাহার সংসর্গে তালেবগণের উচ্চমনোবৃত্তি ও যোগ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়, যেন শৃঙ্গ হইতে পাতালে পতিত হয়। যেরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়, বরং তাহার রোগ নাশকতা শক্তিই বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও উহা প্রথমে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অনিষ্টকারী। উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যখন বিজ্ঞ-চিকিৎসকের নিকট গমন করে ; তখন সে প্রথমে রেচকাদি ঔষধ দ্বারা পূর্ব্বের ঔষধের দুষ্ক্রিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তৎপর ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া থাকে। পীরের সংসর্গের উপরই এই তরীকার সম্পূর্ণ নির্ভর। আলোচনায় কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না, বরং উহা অন্বেষণের মধ্যে অলসতা আনয়ন করে।

কিছুদিন পর দিল্লী, আগ্রার দিকে যাইতে পারি ; তখন আপনি যদি একাই আসিয়া কিছু শিক্ষা লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইতেন, তবে ভাল হইত। অধিক আর কি কষ্ট দিব। শেষ কথা এই যে, মারেফত নিপুন জনাব শায়েখ তাজ তদ্দেশে বোজর্গ ব্যক্তি এবং দেশবাসীদিগের জন্য তিনি যথেষ্ট ; কিন্তু আপনার যোগ্যতার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি অল্প। সম্পর্ক ব্যতীত উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সুকঠিন, এখন আপনি বুঝিয়া দেখুন। আপনি নিজের অবস্থা মাঝে মাঝে লিখিতে থাকিলে তাহার উত্তরে আমিও কিছু লিখিতে থাকিতাম। এই ভাবে খালেছ্‌-মহব্বতের শৃঙ্খল দুলিতে থাকিত। ওয়াচ্ছালাম ॥

৬২ মকতুব

মির্জ্জা হোছাম উদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বয়ান হইবে যে, যে 'জয্‌বা' 'ছুলুকের' পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা মকছুদ নহে। ছুলুকের পরে যাহা হয় তাহাই মক্‌ছুদ বটে।

"আল্‌হামদুলিল্লাহে ওয়া ছালামুন্‌ আলা এবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা"— যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

আল্লাহ্‌-প্রাপ্তির পথ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি 'জয্‌বা'[১] অপরটি 'ছুলুক'[২] অন্য কথায় তছ্‌ফিয়া[৩] ও তজ্‌কিয়া[৪] বলা হইয়া থাকে। ছুলুকের পূর্ব্বে যে জয্‌বা হইয়া থাকে বা

টীকা ঃ— ১। জয্‌বা=আকর্ষণ। ২। ছুলুক=গমন। ৩। তছ্‌ফিয়া=পরিষ্কার করণ। ৪। তজ্‌কিয়া=পবিত্র করণ।

তজ্‌কিয়ার পূর্ব্বে যে তছ্‌ফিয়া লাভ হয়, তাহা উদ্দেশ্য নহে। যে জয্‌বা— ছুলুক পূর্ণ হওয়ার পর লাভ হয়, এবং যে তছ্‌ফিয়া, তজ্‌কিয়ার পর সংঘটিত হয়, যাহা ছয়ের ফিল্লাহের মাকামে হইয়া থাকে— তাহাই উদ্দেশ্য বটে। প্রারম্ভে যে জয্‌বা ও তছ্‌ফিয়া পরিদর্শিত হয়, তাহা পথ সহজ করার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে ; কিন্তু ছুলুক ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না, এবং মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম না করিলে উদ্দিষ্ট জনের সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাথমিক জয্‌বা— শেষ জয্‌বার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ ; বরং উভয়ের মধ্যে যেন কোনই সম্বন্ধ নাই। এই ছেলছেলার বোজর্গগণ "শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করা"— যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা শেষ-বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি যেন প্রথমে দেখান হয় ; নতুবা শেষ-বস্তু প্রথমে অবস্থানের কোনই অবকাশ নাই এবং উহার সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। যে পুস্তকে আমি জয্‌বা এবং ছুলুকের তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহাতে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ফল কথা, আকৃতি হইতে আসল বস্তুতে উপনীত হওয়া আবশ্যক। আকৃতি লইয়া আসল বস্তু হইতে বিরত থাকা দূরবর্ত্তী হওয়া মাত্র।

নবীয়ে মোখ্‌তার (দঃ) এবং তাঁহার আওলাদ পাকের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রদান করুন, এবং আকৃতি বা ছুরত হইতে বিরত রাখুন।

৬৩ মকতুব

এই পত্র শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সকলেই যে, ধর্ম্মের মূলনীতিতে একমত এবং শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিভিন্ন, তদ্বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রশস্ত পথে আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে কায়েম রাখুন। তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে এবং অবশিষ্ট সকলের প্রতি সাধারণভাবে দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। ইঁহাদের অছিলায় জগদ্বাসীগণের অনেকেই চিরস্থায়ী উদ্ধারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ 'গণী'। কোনক্রমে কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন ; সুতরং ইঁহারা যদি না হইতেন তবে জগদ্বাসীগণকে তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) আপন জাত-ছেফাতের কোনই সন্ধান দিতেন না ; এবং তাহার পথও দেখাইতেন না। অতএব কেহই তাঁহার পরিচয় পাইত না। তিনি সৃষ্ট জীবগণের উন্নতি কল্পে যে আদেশ-নিষেধাদি করিয়াছেন ও শরীয়ত প্রতিপালনের দায়ীত্ব দিয়াছেন তাহাও দিতেন না, এবং তাঁহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয় সমূহের পার্থক্যও জানাইতেন না। এই

নবী (আঃ)-গণ যে, কত উচ্চ-অবদান, তাহার শোকর গোজারী কাহারও দ্বারা যথাযথরূপে পালন হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং এই কৃতজ্ঞতার দায়ীত্ব হইতে কেহই নিস্কৃতি পাইতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর গোজারী যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ এছ্‌লামের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে বিশ্বাস করিবার ও সত্য জানিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

এই পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সকলেই শরীয়তের মূলনীতিতে একমত, ইঁহাদের সকলেরই কলেমা এক ; যথা— আল্লাহ্‌তায়ালার জাত-ছেফাত সম্বন্ধে এবং কবর হইতে উত্থান, রছুল প্রেরণ, ফেরেশ্‌তা অবতরণ, 'অহী' নাজেল হওয়া, বেহেশ্‌তের নে'মত ও দোজখের আজাবের স্থায়ীত্ব ইত্যাদি। ইঁহাদের মতভেদ শুধু দীনের শাখা-প্রশাখার মধ্যে। প্রত্যেক জমানায় সে সময়ের উপযোগী হুকুম, আহ্‌কাম, সেই যুগের উলুল আজম পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি 'অহী' নাজেল করিয়া সে যুগের মনুষ্যকে বিশেষ বিশেষ আদেশ পালনের ভার দেওয়া হইত। হুকুম-মনছুখ বা পরিবর্ত্তন করার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ হেকমত্‌ বা কৌশল এবং উত্তম বিধান রহিয়াছে। অনেক সময় একই পয়গাম্বরের প্রতি বিভিন্ন কালে পূর্ব্বের হুকুম বাতিল করিয়া তাহার বিপরীত হুকুম অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত অন্যের উপাসনা নিষেধ ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহ কাহাকেও স্বীয় 'রব' বা পালনকর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না, এই সমস্ত বিষয়ে সকল পয়গাম্বর (আঃ)-গণই একমত। ইহা পয়গাম্বরগণের বিশিষ্ট বিদ্যা। তাঁহাদের অনুসরণকারীগণ ব্যতীত কেহই এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই এবং পয়গাম্বর (আঃ)-গণ ব্যতীত কেহই এইসব কথা আলোচনা করে নাই। যাহারা নবুয়াত অমান্যকারী তাহারা যদিও আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করে তথাপি তাহাদের অবস্থা এই দুই প্রকারের— এক প্রকার না হইয়া উপায় নাই ; হয়তো তাহারা মোছলমানগণের অনুসরণ করিবে নতুবা আল্লাহ্‌তায়ালাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে এক বলিয়া জানিবে, কিন্তু এবাদতের উপযোগী অনুসারে নহে। মোছলমানের নিকট আল্লাহ্‌পাক অবশ্যম্ভাবী 'জাত' রূপেও এক ; এবং এবাদত-বন্দেগীর উপযোগী অনুসারেও এক। "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" কলেমার উদ্দেশ্য অমূলক 'মা'বুদ' সমূহের বন্দেগী হইতে নিষেধ করা এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে এক মা'বুদ বলিয়া প্রমাণ করা।

ইঁহাদের সর্ব্ববাদিসম্মত দ্বিতীয় বাক্য এই যে, ইঁহারা নিজেকে সকলের মত 'মানব' বলিয়া জানেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকেই মা'বুদ বা উপাস্য জানেন। সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন। তাঁহাকে কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা ও কাহারও সহিত এক হইয়া যাওয়া হইতে পবিত্র মনে করেন। কিন্তু নবুয়াত অমান্যকারীগণ এইরূপ নহে।

তাহাদের ছরদারগণ নিজেকেই আল্লাহ্ বলিয়া দাবী করে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া জানে। নিজেকে উপাসনার উপযোগী জানা ও উপাস্য বলা হইতে বিরত থাকে না ; অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার বন্দেগী হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া অসৎ-কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকে। এইহেতু নিজের জন্য সর্ব্ববিধ কার্যকেই তাহারা বিধেয় বলিয়া জানে। তাহারা মনে করে যে, যে ব্যক্তি 'মা'বুদ' বা পুজনীয় তাহার প্রতি কিছুই নিষেধ নাই, সে যাহা বলে তাহাই সত্য ; যাহা করে তাহাই বিধেয়। তাহারা নিজেরাও ভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথ ভ্রষ্ট করে। তাহাদের এবং তাহাদের অনুগামীগণের অবশ্যই সর্ব্বনাশ হইবে।

আরও এক বিষয়, যাহাতে পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সকলেই একমত এবং অমান্যকারীগণের ভাগ্যে যাহার কিছুই নাই, তাহা এই যে, মাছুম বা নিষ্পাপ ফেরেশ্‌তাবৃন্দ যাঁহাদের পার্থিব জগতের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, ইহজগতের কালিমা ও আকর্ষণ হইতে যাঁহারা পবিত্র এবং যাঁহারা অহী বা ঐশী বাণীর বিশ্বস্ত রক্ষক, তাঁহারাই আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী বহন করিয়া থাকেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ যাহা কিছু বলেন তাহা আল্লাহ্‌পাকের তরফ হইতে বলিয়া থাকেন এবং যে সংবাদই লইয়া আসেন তাহা তাঁহারই নিকট হইতে আনিয়া থাকেন। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের স্বীয় জ্ঞান দ্বারা উদ্ধৃত বিষয় সমূহও 'অহীর' সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কখনও তাহাতে কোনরূপ ভুল হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা অকাট্য অহীর সাহায্যে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইত, পক্ষান্তরে নবুয়াত অমান্যকারীগণ খোদায়ীদাবীর ধারণায় যাহা কিছুই বলিয়া থাকে, তাহা নিজ হইতেই বলিয়া থাকে এবং তাহাকেই অতি সত্য মনে করে। (অতএব তাহাদের ভুল সংশোধনের কোনই পথ নাই)।

এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত, যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ নিজেকে মা'বুদ বলিয়া মনে করে ও এবাদত গ্রহণের যোগ্য জানে, এবং এই ধারণায় পড়িয়া অনুচিত কার্য্যাদি করিয়া থাকে— তাহার বাক্যের মূল্য কি ? তাহার অনুসরণ কিভাবে নির্ভরযোগ্য ? "ভাল বৎসরের পরিচয় বসন্তেই পাওয়া যায়"— এবিষয় বিশদভাবে জানার জন্য আলোচনা করিতেছি নতুবা প্রকৃত বস্তু অপ্রকৃত বস্তু হইতে পৃথক আছে, এবং আলোক-অন্ধকার প্রকাশ্যই আছে।

"হক আগমন করিল এবং বাতেল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, নিশ্চয়ই বাতেল ধ্বংস হইয়া যায়" (কোরআন)। হে আল্লাহ্ ! এই মহাজনগণের অনুসরণের উপর আমাদিগকে দৃঢ় রাখিও। ইঁহাদের উপর সর্ব্বদা দরূদ ও সম্মান বর্ষিত হউক।

অবশিষ্ট কথা— ছৈয়দ মিঞা পীর কামালকে আপনি ভালভাবে জানেন। তাঁহার বিষয় আর বেশী কিছু লিখা নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র লিখা আবশ্যক যে, কিছুদিন হইতে এ ফকীর তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে। অনেক দিন হইতে আপনার কদমবুছি বা সাক্ষাতের আশা রাখেন কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি দুর্ব্বল, এমনকি শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আপনার খেদমতে যাইতেছেন। অনুগ্রহের আশা রাখেন।

৬৪ মকতুব

ইহাও শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। দৈহিক এবং আত্মীক লজ্জত ও কষ্টের বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

ছাইয়েদুল্-ছাকালাইন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আপনাদিগকে দোজাহানে ছালামাৎ[1] এবং আফিয়াতের[2] সহিত রাখুন।

পার্থিব শান্তি এবং কষ্ট দুই প্রকার— 'জেছ্‌মানী'[3] ও 'রূহানী'[4]। যদ্দারা দেহ শান্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্দারা আত্মা কষ্ট পায়, এবং যদ্দারা দেহ কষ্ট পায় তদ্দারা আত্মা শান্তি পাইয়া থাকে। অতএব আত্মা এবং দেহ পরস্পর বিপরীত বস্তু। কিন্তু আত্মা (রূহ্) ইহজগতে দেহের স্থানে অবতরণ করিয়া এবং দেহের সহিত আকৃষ্ট হইয়া আত্মাও দেহের তুল্য হইয়া তাহার সুখে-সুখী ও দুঃখে-দুঃখী হইয়া গিয়াছে। ইহাই সর্ব্ব সাধারণের অবস্থা। ইহাদের জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "সকলের নিম্নস্তরে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছি।" যদি আত্মা এই আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় আবাস ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তবে তাহার প্রতি শত সহস্র ধিক্কার !

শেষের স্তরে মানব হইল সৃজন,
তাই সে বেগানা হ'য়ে র'ল-আজীবন।
সে যদি স্বদেশে যেতে না করে যতন,
হবে না দুর্ভাগা কেহ তাহার মতন।

কষ্টকে শান্তি মনে করা এবং শান্তিকে কষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করা, আত্মার ব্যাধি বটে। পিত্তাধিক্যের রোগী যথা— শর্করাকে তিক্ত অনুভব করে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রতি এই ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যেন দৈহিক অশান্তি ও কষ্টের মধ্যেও প্রফুল্ল মনে জীবন-যাপন করিতে পারে।

এরূপ শান্তির আশা করিবে যে-জন,
করিতে হইবে তারে অসাধ্য সাধন।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, যদি ইহজগতে 'বালা-মুছিবত'[5] সমূহ না থাকিত তবে এক যব পরিমাণও ইহার মূল্য হইত না। পার্থিব জগতের তমোরাশি যেন এই আকস্মিক ঘটনাগুলি দ্বারাই বিদূরিত হইতেছে। ইহাদের তিক্ততা ব্যাধি নাশক 'অমৃতের'[6] (তিক্তের) ন্যায়, যদ্দারা রোগ মুক্তি হয়।

টীকা ঃ— ১। ছালামাৎ=শান্তি। ২। আফিয়াত=সুস্থতা। ৩। জেছ্‌মানী=দৈহিক। ৪। রূহানী=আত্মীক। ৫। বালা-মুছিবত=আপদ-বিপদ। ৬। অমৃতের=রোগনাশক অব্যর্থ ঔষধ।

আমি অনুভব করিতেছি যে, সাধারণ লোকের আমন্ত্রণে যে সব খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের মধ্যে, যাহারা উহাতে খালেছ[১] নিয়াত করিতে পারে না তাহাদের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ হয়তো নিন্দা অপবাদ করে এবং খানা ও নিমন্ত্রণকারীর নানা প্রকার দুর্নাম করিতে থাকে ; তৎশ্রবণে নিমন্ত্রণ কারীর মনে কষ্ট হয়। অতএব উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ না থাকা হেতু তাহার খাদ্যাদির মধ্যে যে জুলমাত[২] আসিয়াছিল তাহা ঐ মনঃকষ্টের কারণে বিদূরিত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার দরবারে মকবুল হইয়া যায়। যদি ঐ সকল লোক নিন্দাবাদ না করিত তবে সে মনঃক্ষুণ্ন হইত না এবং তাহার তমসাচ্ছন্ন খাদ্য-সামগ্রী কখনও আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কবুল[৩] হইত না। সুতরাং মনঃক্ষুণ্নতা ও ঔদাসীন্যের উপরেই যেন কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। আমরা যে স্নেহ পালিত ; 'আয়েশ-আরাম'[৪] আকাঙ্ক্ষী, তাই আমাদের জন্যই মুশ্‌কিল্ (অসুবিধা)। আল্লাহ্তায়ালার অকাট্য বাণী যে, "জীন-ইনছানকে দাসত্ব করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।" দাসত্বের অর্থ লাঞ্ছিত-অপদস্ত ভগ্ন-প্রায় হইয়া থাকা। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, অপদস্ত, মনঃক্ষুণ্ন হইয়া থাকার জন্যই মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ দীনদার মোছলমানগণের জন্য ইহজগত যে কারাগার তুল্য ! কারাগারের মধ্যে সুখ-শান্তি অন্বেষণ— মূর্খতা মাত্র। অতএব মানব জাতির জন্য কষ্ট করার অভ্যাস ব্যতীত উপায় নাই, পরিশ্রম ও ভার বহন ব্যতীত তাহার নিস্তার নাই।

আল্লাহ্তায়ালা আপনার মাতামহ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আমাদের মত অক্ষম ব্যক্তিকে যেন এইরূপ ভাবে কায়েম থাকিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

৬৫ মকতুব

খানে আজমের নিকট ইছলামের দুর্ব্বলতার প্রতি আক্ষেপ করিয়া এবং ইছলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা ইছলামের হুকুম আহ্কাম প্রচার করিতে ইছলাম বিরোধী দলের উপর আপনাকে সাহায্য প্রদান করুন। সত্য সংবাদদাতা হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "পথিক-মোছাফিরের ন্যায় ইছলামের প্রারম্ভ, অবশেষে আবার তদ্রূপ হইবে। অতএব মোছাফিরগণের জন্যই সুসংবাদ।"

টীকা ঃ— ১। খালেছ=বিশুদ্ধ। ২। জুলমাত=তমসা। ৩। কবুল=গৃহীত। ৪। আয়েশ-আরাম=সুখ-শান্তি।

ইছলাম এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কাফেরগণ প্রকাশ্য ভাবে ইছলাম ও মোছলমানগণের নিন্দা অপবাদ করিতেছে এবং অবাধে হাটে-বাজারে কুফরী ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। কিন্তু মোছলমানগণ স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারে নিষিদ্ধ এবং শরীয়ত পালন করিয়া নিন্দিত ও অপদস্ত হইতেছে।

আপন বদন 'পরী' রেখেছে গোপনে,
অথচ খেলিছে 'দেও' প্রফুল্ল বদনে।
হইনু এ-দৃশ্য হেরি যেন মনোহারা—
কি আশ্চর্য্য ব্যবহার পাগলের পারা !

"ছোব্হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহী" শরীয়ত তলোয়ারের নীচে বলা হইয়া থাকে এবং শরীয়তের জাঁকজমক বাদশার উপরই নির্ভর করে। এই বিধান যে— বিপরীত হইয়া গেল, কার্য্যে ইনকেলাব[১] ঘটিল। হায় কি আফছোছ ! হায় কি লজ্জার কথা ! হায় কি সর্ব্বনাশের বিষয়! এই সঙ্কীর্ণ সময় আপনাকে আমরা যথেষ্ট মনে করিতেছি। এই দুর্ব্বল রণক্ষেত্রে পরাজিত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে আপনি ব্যতীত কাহাকেও বীরত্ব দেখাইবার মত দেখিতেছি না। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ও তদীয় আল-আওলাদগণের অছিলায় আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সাহায্য প্রদান করুন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "তোমাদের কেহই মো'মেন হইবে না, যে পর্য্যন্ত না তাহাকে মজ্‌নুন বা উন্মাদ বলা হয়।" আপনার মধ্যে ইছলামের জন্য প্রতিযোগিতার আধিক্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে উক্তরূপ 'উন্মাদনা' আপনাতে বর্ত্তমান আছে। এই হেতু আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখন ঐ সময় আসিয়াছে যে, সামান্য আমলই অধিক মূল্যে গৃহীত হয়। আছহাবে কাহাফগণের প্রকাশ্য মূল্যবান আমল তাহাদের হিজরত করা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। সিপাহীগণ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যদি সামান্য বীরত্ব দেখায়, তবে উহা শান্তির সময় অসাধারণ বীরত্ব দেখান অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণ মূল্যবান হইয়া থাকে। উপস্থিত আপনি বাক্য-দ্বারা যেরূপ জেহাদ করিতেছেন তাহাকেই 'জেহাদে আক্‌বার' বলা যাইতে পারে। ইহাকেও যথেষ্ট জানিবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট এইরূপ করার শক্তি আরও প্রার্থনা করিবেন। এই বাক্য-যুদ্ধকেই তরবারি-যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন। আমাদের মত দুর্ব্বল ফকীরদের এরূপ সৌভাগ্যলাভ দুরূহ।

টীকা ঃ—১। ইনকেলাব=বিপর্য্যয়, বিপ্লব।

সুখীগণ পেয়েছেন যেই অবদান,
তাহাই তাঁদের তরে সুখের ছামান।
আশেক-মিছ্কিন সে-যে অতি নিঃসহায়,
যাহা পায় তাহা দিয়া জীবন কাটায়।

উদ্দিষ্ট বস্তুর তোরে দিলাম নিশান
যদিও পাইনি আমি তাঁর সন্নিধান।
আশা করি সে দুর্লভ অমূল্য-রতন—
লভিতে পারিবে তুমি, করিয়া যতন।

হজরত খাজা আহ্রার (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন, "যদি আমি শুধু পীর-মুরিদী করিতাম তবে অন্য কোন পীরই মুরীদ পাইত না। কিন্তু আমাকে আল্লাহ্তায়ালা অন্য কাজের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম-প্রচার এবং দীনের সাহায্য করা।" এই হেতু তিনি বাদশাহ্দিগের নিকট যাইয়া স্বীয় আত্মীক শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করতঃ তাহাদের দ্বারা শরীয়ত প্রচার করাইতেন।

আপনার নিকট নিবেদন এই যে, নক্শবন্দী খান্দানের সহিত মহব্বত থাকা হেতু আল্লাহ্তায়ালা যখন আপনার কথায় তাছির (ফল) দিয়াছেন এবং সমকক্ষগণের মধ্যে আপনাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন অন্ততঃ আপনাকে এইটুকু চেষ্টা করা উচিত যে— বিধর্ম্মীদের বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যাবলী যাহার জের মোছলমানদিগের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করেন, যাহাতে মজলুম মোছলমানগণ উক্ত কদর্য্য কার্য্যাদি হইতে সুরক্ষিত থাকে।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের এবং নিখিল বিশ্বের মোছলমানদিগের পক্ষ হইতে আপনাকে ইহার শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক প্রদান করুন। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহের মধ্যে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পাওয়া যাইতেছিল, বর্ত্তমান বাদশাহের মধ্যে তাহা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না ; যদিও কিছু থাকে, তবে তাহা তাঁহার অজ্ঞতা বশতঃ। খোদা-নাখাস্তা উহা অবশেষে পূর্ব্ববৎ হিংসা-দ্বেষে পরিণত না হয় এবং মোছলমানগণ দুরবস্থায় পতিত না হয়।

বেত বৃক্ষ যথা আমি সদা-সশঙ্কিত,
কি-সে যে ঈমান মোর হবে সুরক্ষিত।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পদানুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। এ ফকীর ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়াছে, তাই আপনাকে সংবাদ না দিয়া এবং দুই চারিটি উপকারী কথা না লিখিয়া পারিল না। জন্মগত-মহব্বত হিসাবে সংবাদ লইতে বাধ্য হইলাম। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যদি কোন মোছলমান ভাই কাহাকেও ভালবাসে, তবে তাঁহাকে অবগত করান উচিত"।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৬৬ মকতুব

ইহাও খানে আজমের নিকট নক্শবন্দী তরীকার প্রশংসা এবং ছাহাবা কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় লিখিতেছেন।

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক।

নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের তরীকার প্রারম্ভেই শেষ-বস্তু প্রবেশ করান হয়। ইহাকে তাঁহারা "ইন্দেরাজুন্নেহায়াৎ ফিল্ বেদায়াৎ" বলিয়া থাকেন। হজরত খাজা নক্শবন্দ (কোঃ ছেঃ) বলিয়াছেন যে, "আমরা শেষ-বস্তুকে প্রথমেই প্রবেশ করাইয়া থাকি"। এই তরীকা অবিকল ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা, তাঁহারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, উম্মতের অলী-আল্লাহ্গণ শেষ মর্ত্তবায় হয়তো তাহার কিছু মাত্র পাইয়া থাকেন। এই হেতু অহ্শী নামক ছাহাবী যিনি হজরত আমীর হামজা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলেন, এবং যিনি একবার মাত্র হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) কে ঈমানের সহিত অবলোকন করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ওয়ায়েছ করণী হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠতর। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতেই অহ্শী ছাহাবী যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ওয়ায়েছ করণীর এরূপ বিশিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও শেষ মাকামে যাইয়াও তিনি উহা প্রাপ্ত হন নাই। অতএব ছাহাবীগণের জমানাই উৎকৃষ্ট জমানা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত 'তৎপর' শব্দটি সকলকে যেন পিছনে সরাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের দূরবর্ত্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ্ এবনে মোবারক (কোঃ ছেঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হজরত মোয়াবিয়া এবং ওমর এবনে আবদুল আজীজ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুগমন কালে হজরত মোয়াবিয়ার অশ্বের নাসারন্ধ্রে যে ধুলিকণা প্রবেশ করিয়াছিল তাহারই মর্ত্তবা হজরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ হইতে বহুগুণ অধিক"। সুতরাং বিশদ্ভাবে প্রমাণিত হইল যে, নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের ছেলছেলা যেন সোনার ছেলছেলা এবং অন্যান্য তরীকা হইতে এই তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব ঐরূপ, অন্য জমানা হইতে ছাহাবাগণের জমানার শ্রেষ্ঠত্ব যেরূপ। পূর্ণ অনুগ্রহে যাহাদিগকে প্রথমেই উক্ত পেয়ালা (নক্শবন্দী ছেলছেলা) হইতে কিছু পান করান হয়, তাহাদের তত্ত্ব তাহারা ব্যতীত অন্যের বুঝা সুকঠিন। ইহাদের শেষ যে, অন্য সকলের শেষ মর্ত্তবার বহু উচ্চে।

তুলনা করিয়া দেখ গোলেস্তাঁ আমার,
বসন্তে ধরিবে ইথে কিরূপ বাহার।
বসন্তের শুভ-হাল বুঝে সকলেই,
এবৎসর ভাল ভাবে যাইবে নিশ্চয়ই।

"ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল-অনুকম্পা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। তিনি অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল"। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (কোঃ ছেঃ) ফরমাইয়াছেন যে, "আমরা অনুকম্পনীয়"।

কোরায়শী নবী (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে যেন এই বোজর্গগণের প্রেমিক ও অনুগামী করেন।

৬৭ মকতুব

খান-খানানের নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে যেন, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনুসরণের উপর সুদৃঢ় রাখেন। যে-ব্যক্তি এই দোওয়ার প্রতি 'আমীন' বলিবে তাহাকেও আল্লাহ্‌তায়ালা যেন স্বীয় রহমত প্রদান করেন।

দুইটি বিশেষ জরুরী বিষয়ের জন্য আপনাকে অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম ; প্রথমতঃ আপনার প্রতি অসন্তুষ্টির যে ধারণা— তাহা অপসারিত হওয়ার ; বরং অকৃত্রিম মহব্বত লাভ হওয়ার প্রকাশ করণ। দ্বিতীয়তঃ কোন এক আশাধারী ব্যক্তির সুপারিশ করণ। উক্ত ব্যক্তি ফজিলত সম্পন্ন সচ্চরিত্রবান এবং মারেফত ও আত্মীক দর্শন লাভকারী। ইনি বংশ-বুনিয়াদেও উৎকৃষ্ট।

হে মান্যবর ! সত্য কথার মধ্যে কিছু না কিছু তিক্ততা আছে— অবশ্য ন্যূনাধিক্য আছে। অতীব সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে, এই তিক্ততাকে সুমিষ্ট সুধার ন্যায় পান করে এবং আরও অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। সৃষ্ট বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবেই। যাহারা আত্মীক স্থিতিশীল তাহারাও পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সম্মিলিত। 'মোম্‌কেন্'[১] বেচারা কখনও যে, আল্লাহ্‌তায়ালার 'জালাল' ছেফতের অধীনস্থ হয়, কখনও বা 'জামাল' দ্বারা পরিচালিত হয় ; কখনও 'কব্‌জ' বা আত্মীক সঙ্কোচন সম্পন্ন হয় এবং কখনও 'বছত্'— আত্মীক প্রসারণ প্রাপ্ত হয়। অবশ্য প্রত্যেক মৌসুমের ব্যবস্থা বিভিন্ন। গতকল্য যাহা ছিল অদ্য তাহা নাই। মো'মেনের 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌তায়ালার দুই-অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন।

টীকাঃ— ১। মোম্‌কেন=নব-উৎপন্ন।

৬৮ মকতুব

ইহাও খান-খানানের নিকট নম্রতা প্রকাশ করার বিষয় লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌পাক যাহা করেন তাহাই শ্রেয়ঃ।

হে মান্যবর !

কর্ত্তব্যের কথা যাহা কহিনু তোমায়,
ধর বা না-ধর তুমি, যাহা ইচ্ছা হয়।

ধনবান ব্যক্তি যদি নম্রতা প্রকাশ করে, তাহা অতি সুন্দর দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ ফকীরগণ যদি বেপরওয়া ভাবে থাকে, তাহাও চমৎকার দেখায় ; যেহেতু বিপরীত বস্তুর দ্বারাই প্রতিকার হইয়া থাকে। আপনার তিনখানা পত্র দেখিয়া বেপরওয়ায়ী ভাব ব্যতীত আর কিছুই বুঝিলাম না। হয়তো নম্রতাও আপনার উদ্দেশ্য হইতে পারে। যথা— শেষ পত্রে আপনি লিখিয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌তায়ালার সমস্ত প্রশংসা ও হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রতি দরূদের পর, প্রকাশ থাকে যে....।" আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ বাক্য লিখিবার স্থান কোথায় ? অবশ্য ফকীর-দরবেশগণের সংসর্গে অনেকদিন ছিলেন, কিন্তু সংসর্গের আদব-সম্মান রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবেই ফল লাভ হইয়া থাকে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ। যদিও হজরত (দঃ)-এর পরহেজগার উম্মতগণ আড়ম্বর হইতে বিরত থাকেন, তথাপি— "অহঙ্কারীদের সহিত অহঙ্কার করা ছদ্‌কা প্রদান তুল্য" জানিবেন। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ (কোঃ ছেঃ)-কে কেহ অহঙ্কারী বলিয়াছিল ; তৎশ্রবণে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমার অহঙ্কার আল্লাহ্‌তায়ালার কিব্‌রিয়াঈ বা উচ্চতা-গুণ হইতে সমাগত"। আপনি এই সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট ও অপমানিত ধারণা করিবেন না। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "অনেক মলিন বেশ-বিশিষ্ট, দ্বারে দ্বারে বিতাড়িত ব্যক্তি আছে ; যদি তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া কিছু বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাই করিয়া দেন।"

সামান্য কহিনু পাছে পাও মনোব্যথা,
নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।

আপনার বিশিষ্ট বন্ধুগণের উচিত যে, সত্য পথে থাকে এবং আপনার নিকট যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই পৌঁছায়। তাহারা আপনাকে যে পরামর্শই দেউক না কেন, তাহাতে আপনার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য। নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনুচিত। যেহেতু উহা বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র। আপনার হিত-কামনাই আমার এ ছফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু আপনারই কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু আপনার নিকট যাওয়ার প্রতিবন্ধক হইল। আমার তরফ হইতে কোনরূপ ত্রুটি ছিল, মনে করিবেন না। যদিও এসব কথা দৃশ্যতঃ কটু বলিয়া মনে হয় ; তথাপি আপনার তোষামোদকারী ব্যক্তি

অনেক আছে, তাহাদিগকেই যথেষ্ট মনে করিবেন। ফকীরদিগের সঙ্গে ভালবাসার উদ্দেশ্য স্বীয় গুপ্ত আয়েব-ত্রুটি সমূহের প্রতি অবগতি লাভ এবং চরিত্রের গুপ্ত দোষ সমূহ (সংশোধনার্থে) প্রকাশ করিয়া লওয়া। কিন্তু জানিবেন যে, এইরূপ বাক্য দ্বারা আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে ; বরং আপনার হিতাকাঙ্ক্ষাহেতু এবং আপনার জন্য আমার প্রাণ দগ্ধ হয় বলিয়া— বলিলাম। ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন। খাজা মোহাম্মদ ছিদ্দিক— যদি একদিন পূর্ব্বে আসিতেন, তবে বোধ হয় আপনার খেদমতে যাইতে পারিতাম ; কিন্তু ছেরহেন্দ যাওয়ার পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাত পাইলাম। ক্ষমা-প্রার্থী। "আল্লাহ্তায়ালা যাহা করেন তাহাই মঙ্গল জনক"।

৬৯ মকতুব

ইহাও খান-খানানের নিকট লিখিতেছেন। ইহার মধ্যে বর্ণনা হইবে যে, নম্রতাই দোনজাহানের উচ্চতার কারণ এবং আহ্লে ছুন্নত জামাতের অনুসরণই উদ্ধারের উপায়।

"আল্হামদু লিল্লাহে ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আলা রাছুলিল্লাহে", আপনার অনুগ্রহ লিপি যাহা মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিকের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন— প্রাপ্ত হইলাম। বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আল্লাহ্পাক আপনাকে আমার পক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পারিতোষিক প্রদান করুন। আপনি যখন ফকীরগণের আদব রক্ষা করিয়া নম্রতার সহিত পত্র দিয়াছেন তখন আশা রাখি যে, এই নম্রতাই আপনার দীন-দুনিয়ার উচ্চতার কারণ হইবে ; বরং হইয়াছে। যেহেতু হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে নম্র হয়, তাহাকে আল্লাহ্তায়ালা উচ্চ করেন"। অতএব আপনার জন্য সুসংবাদ। যখন আপনি 'প্রত্যাবর্ত্তন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন মনে করিবেন যে, জনৈক দরবেশের হস্তে আপনার এই প্রত্যাবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার ফল-লাভের আশাধারী হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকুন। অবশ্য যথাসম্ভব উহার হক বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

নছিহত বা উপদেশ প্রদান সম্বন্ধে কি লিখিব, এবং মারেফতের এল্‌ম সম্বন্ধে কি আর ব্যক্ত করিব ! যেহেতু মোজ্তাহেদ বা বিচক্ষণ আলেমগণ ও তত্ত্ববিদ ছুফীগণ এসকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিতে ত্রুটি করা সঙ্গত মনে করেন নাই। পরন্তু, বন্ধুগণ আমার মোশাবিদা সমূহেরও কিয়দাংশ আপনার খেদমতে পৌছাইয়াছে। হয়তো তাহাও দেখিয়া থাকিবেন।

ফলকথা, আহ্লে ছুন্নত জামাতের অনুসরণের প্রতিই পরকালের উদ্ধার নির্ভরশীল। আল্লাহ্তায়ালা কথা-বার্ত্তায়, কার্য্য-কলাপে ও মূল-বস্তুতে এবং শাখা প্রশাখায় ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকুন ; যেহেতু ইঁহারাই উদ্ধার প্রাপ্ত সম্প্রদায়। অবশিষ্ট সকল

দলই ধ্বংস এবং সর্ব্বনাশের পথে। আজ ইহা কেহ জানিতে পারুক বা না-পারুক, অবশ্য আগামীতে বা রোজ হাশরে নিশ্চয় প্রত্যেকেই জানিতে পারিবে, কিন্তু তখন আর কোন লাভ হইবে না।

হে আল্লাহ্ ! মৃত্যু যখন আমাদিগকে সচেতন করিবে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি আমাদিগকে সচেতন করিয়া দাও।

ছৈয়দ ইব্রাহীম পূর্ব্ব হইতেই সেই উচ্চ-দরবারের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং তিনি দোয়াগো বা আশীর্বাদকগণের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য ; লক্ষ্য রাখিবেন যেন তিনি এই অভাবের সময় ও বৃদ্ধাবস্থায় সপরিবারে শান্তির সহিত কালযাপন করতঃ আপনার ইহ-পরকালের মঙ্গল কামনায় মশগুল থাকিতে পারেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৭০ মকতুব

ইহাও খান-খানানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, মানব সকল পদার্থের সমষ্টি বলিয়া— আল্লাহ্ হইতে দূরবর্ত্তী, আবার এই সমষ্টিভূত হওয়াই তাহার নৈকট্যের কারণ।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর শরীয়তের প্রতি আপনাদিগকে কায়েম রাখুন। আমার এই দোওয়ার প্রতি যে— আমীন বলিবে তাহাকে আল্লাহ্তায়ালা রহম করুন। আমীন ॥ মানবের মধ্যে সর্ব্ব-প্রকার বস্তুর সমষ্টিভূতিই যেরূপ তাহার নৈকট্য এবং সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তদ্রূপ উক্ত সমষ্টিভূতিই তাহার দূরত্ব, ভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতারও কারণ। নৈকট্যের কারণ এই হেতু যে, সর্ব্ব প্রকার বস্তু হইতে তাহার 'দর্পণই' পূর্ণতর এবং এছ্‌ম-ছেফাত বরং জাতেরও আবির্ভাব গ্রহণের সে যোগ্যতা রাখে। হাদীছে কুদ্ছিতে আসিয়াছে, "জমিন-আছমানে কোথাও আমার সঙ্কুলান হয় না ; কিন্তু মো'মেন বান্দার অন্তঃকরণে আমার সঙ্কুলান হয়।" ইহা উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। পক্ষান্তরে তাহার দূরত্ব এই হেতু যে, মানব সকল-বস্তুর সমষ্টি বলিয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রতিই তাহার মুখাপেক্ষিতা আছে, সকল বস্তুই যে তাহার আবশ্যক। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইতেছেন, "ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।" এই আবশ্যকতার জন্য সে সকল-বস্তুর সহিত আকৃষ্ট ; অতএব সে আল্লাহ্ হইতে দূরে পতিত ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

সকলের শেষে হ'ল মানব সৃজন,
তাই সে বেগানা হয়ে র'ল অনুখন।
স্বদেশে যাইতে যদি না করে যতন,
কে আছে বঞ্চিত আর তাহার মতন !

সুতরাং যাবতীয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই মানব এবং সর্ব্বনিকৃষ্টও এই মানব। আল্লাহ্তায়ালার অতীব প্রিয় হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-ও এই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ দুশ্মন আবুজহলও ইহাদের মধ্য হইতে উৎপন্ন। যে-পর্য্যন্ত মানবজাতি উক্ত আকর্ষণাদি হইতে মুক্ত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত এক জাত পাক, যিনি একত্ব হইতেও পবিত্র তাঁহার সহিত আকৃষ্ট হইতে পারিবে না। অন্যথায় সর্ব্বনাশ, আরও সর্ব্বনাশ ! কিন্তু "যাহা সম্পূর্ণ হস্তগত হয় না, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্যও নহে"— এই প্রবাদ অনুযায়ী সামান্য কয়েক দিনের জীবন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর শরীয়তের অনুরূপ যাপন করাই উচিত। কেননা, পরকালের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়া এবং বেহেশ্তের অনন্ত সুখ উপভোগ উহারই প্রতি নির্ভরশীল ; অতএব বর্দ্ধনশীল মালের ও চতুষ্পদ-জন্তু সমূহের যথারীতি জাকাত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; ইহা যেন ধন-সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তুদের আকর্ষণ হইতে বিরত রাখে। সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য ও সৌখিন বস্ত্রাদি দ্বারা স্বীয় নফ্ছের কামনা পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য রাখা উচিত নহে। পানাহার হইতে শক্তি লাভ করিয়া এবাদত করিব এবং আল্লাহ্র হুকুম যে— "প্রত্যেক নামাজের সময় উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান কর," ইহা পালনার্থে বস্ত্র পরিধান করিতেছি— এইরূপ উদ্দেশ্য রাখিয়া পানাহার ও বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যরূপ নিয়াত করা উচিত নহে। উক্তরূপ প্রকৃত নিয়াত যদি স্বাভাবিক ভাবে না আসে তবে চেষ্টা করিয়া হইলেও করিতে হইবে। যথা— হাদীছে আসিয়াছে, "ক্রন্দন যদি না আসে, তবে উহার অনুকরণ কর।" তদুপরি সর্ব্বদা আল্লাহ্পাকের নিকট প্রকৃত নিয়াত লাভের জন্য বিনীতভাবে কাঁদাকাটি ও অনুযোগ করিতে থাকা উচিত।

গ্রহণ করিতে পারে মম অশ্রু বারি,
মুকুতা করেন যিনি জলধির বারি।

এইরূপ সমস্ত বিষয় দ্বীনদার আলেম যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধ্য আমল অবলম্বন করতঃ সহজ সাধ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ফত্ওয়া (ব্যবস্থা) অনুযায়ী জীবন-যাপন করা এবং ইহাকেই অনন্তকালের উদ্ধারের পথ জানা উচিত। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে শাস্তি দিয়া কি করিবেন ; যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা পালন কর এবং ঈমান আন।"

৭১ মকতুব

ইহা খান-খানানের পুত্র মির্জ্জা দারাবের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নেয়মত প্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত যে, নেয়মত দাতার কৃতজ্ঞতা করে এবং শরীয়ত প্রতিপালিত হইলে উক্ত কৃতজ্ঞতা পালন হইয়া থাকে ; অন্যথায় হয় না, ইত্যাদি।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে ক্ষমতা দান করুন ও সাহায্য দান করুন। উপকৃত ব্যক্তির জ্ঞানতঃ ও ধর্ম্মত ওয়াজেব বা কর্ত্তব্য যে, উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইহাও জানা আবশ্যক যে, নেয়মতের ন্যূনাধিক্যে কৃতজ্ঞতারও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অধিক নেয়মত প্রাপ্ত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার দায়িত্বও অধিক। সুতরাং ফকীরগণ হইতে সম্পদশালীগণের উপর কৃতজ্ঞতার ভার বহুগুণ অধিক। এইহেতু এই উম্মতের ফকীরগণ "ধনীদিগের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন।"

আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারীর পদ্ধতি এই যে, প্রথমতঃ আহ্লে ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী স্বীয় আকিদা, বিশ্বাস সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তৎপর উক্ত আলেমগণের নির্দ্দেশানুযায়ী শরীয়তের যাবতীয় আমল প্রতিপালন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ নক্শবন্দীয়া ছুফীগণের তরীকা অনুযায়ী 'ছুলুক' করতঃ স্বীয় নফ্ছকে পরিস্কার ও পবিত্র করিতে হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম বিষয় দুইটি আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ্য হুকুম দ্বারা ওয়াজেব এবং শেষটি অর্থাৎ নফ্ছ পরিস্কার করণ, আনুষঙ্গিক ভাবে ওয়াজেব ; যেহেতু প্রথম দুই 'রোকন' বা স্তম্ভদ্বারা শরীয়ত কায়েম হয় এবং তৃতীয়টির দ্বারা শরীয়ত ও ইছলামের পূর্ণতা সাধিত হয়। শরীয়তের এই তিন রোকনের বিপরীত যে কোন আমলই হউক না কেন এবং উহা যত বড়ই কঠোর সাধনা হউক না কেন, তাহা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ও কৃতঘ্নতা হইবে।

গ্রীসের দার্শনিকগণ ও ভারতের যোগী-সন্ন্যাসীগণ কঠোর সাধনা করিতে কোনরূপ ক্রটি করে নাই। কিন্তু উহা শরীয়তের অনুকূল নহে বলিয়াই উপেক্ষিত এবং পরকালের মুক্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত। সুতরাং আপনাদের উপর কর্ত্তব্য যে যিনি আমাদের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তা এবং শাফায়াতকারী ও আমাদের আত্মার চিকিৎসক হজরত মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ্ (দঃ), তাঁহার এবং তাঁহার খলিফা চতুষ্টয়ের দৃঢ়তার সহিত পদানুসরণ করিতে থাকেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৭২ মকতুব

ইহা খাজা জাহানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, দীন এবং দুন্ইয়া একত্রিত হওয়া সুকঠিন।

আল্লাহ্পাক আপনাকে শান্তি এবং সুস্থতার সহিত বর্ত্তমান রাখুন।

আহা যে— হইত ইহা কি সুন্দর হাল,
একত্রে হইত যদি, ইহ-পরকাল !

দীন এবং দুনইয়া একত্রিত করা— দুই বিপরীত বস্তুকে একত্রিত করার ন্যায়। অতএব পরকালাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির জন্য দুনইয়া পরিহার করা অনিবার্য্য। ইদানীং যদি প্রকৃতভাবে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর না হয় অথবা কষ্টকর হয়, তবে আভ্যন্তরীণভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ পরিত্যাগের অর্থ— পার্থিব সকল কার্য্যেই শরীয়তের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিয়া চলা ; পানাহার, আবাস-নিবাস ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ই শরীয়তের সীমা রক্ষা করিয়া চলা উচিত; কস্মিনকালেও যেন সীমা অতিক্রম না হয়। বর্দ্ধিত মাল সমূহ ও অতিরিক্ত চতুস্পদ জন্তু সমূহের নির্দ্দিষ্ট জাকাত পরিশোধ করা আবশ্যক। এইভাবে পার্থিব সমুদয় কার্য্য যখন শরীয়তের আদেশাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইবে, তখন উহা আর কোনই অনিষ্টকর হইবে না, প্রকারান্তরে উহা পরকালের সহিত যেন একত্রিত হইল। যদি এরূপ আভ্যন্তরীণ পরিত্যাগও ভাগ্যে না হয়, তবে তাহা আলোচনার বহির্ভূত। সে মোনাফেক স্বরূপ, তাহার ঈমান দৃশ্যতঃ। উক্ত ঈমান পরকালে তাহার কোনই কাজে আসিবে না। কেবল ইহজগতেই উক্তরূপ ঈমান দ্বারা স্বীয় জান্‌মাল রক্ষা হয় মাত্র।

কর্ত্তব্যের কথা, যাহা কহিনু তোমায়,
ধর বা না-ধর তুমি, যাহা ইচ্ছা হয়।

কে এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি আছে যে, এহেন পার্থিব চাকচিক্য ও দাস-দাসী এবং শান-শওকত, ঘৃতপক্ক খাদ্যাদি, মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এরূপ বাক্য সাগ্রহে শ্রবণ করে।

মানিক্যের তরে— গুরু-শ্রবণ তাহার,
শুনিতে পায় না তাই, ক্রন্দন আমার।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর শরীয়ত প্রতিপালন করিবার তৌফিক প্রদান করুন।

অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, মিঞা শায়েখ জাকারিয়া— যিনি ইতিপূর্ব্বে তহ্‌শিলদার ছিলেন, ভাগ্য বিড়ম্বনায় কিছুদিন হইতে তিনি কারাবদ্ধ আছেন। বাদ্ধর্ক্য ও দরিদ্র্যতা এবং বহুদিন হইতে বন্দী অবস্থায় থাকা হেতু অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি এ ফকীরের নিকট লিখিয়াছেন যে, লস্‌করে যাইয়া তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। পথের দূরত্বই আমার প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ ছাদেক যখন আপনার খেদমতে যাইতেছেন, কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহার দ্বারা আপনাকে দুই-চারিটি কথা লিখিয়া কষ্ট দিতেছি।

আশারাখি আপনার মহান দৃষ্টি, উক্ত জইফ-বেচারার প্রতি আকর্ষিত হইবে, যেহেতু তিনি আলেম এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি। ওয়াচ্ছালামু আউয়ালাউ ওঁয়া আখেরান।

৭৩ মকতুব

কলিজ খানের পুত্র কলিজুল্লাহ্‌র নিকট লিখিয়াছেন। দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের কুৎসা-অপবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর উজ্জ্বল শরীয়তের উপর আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে কায়েম রাখুন।

হে বৎস ইহজগত পরীক্ষার স্থান। বাহ্যতঃ ইহাকে নানারূপ সাজ-সজ্জা মণ্ডিত ও অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়াছে। ইহার বাহ্যিক আকৃতিকে কপোল-কল্পিত কৃত্রিম তিলক, কাজল ও বেণী এবং কল্পিত-কপোল ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ ইহা সুমিষ্ট মনোরমা ও তরু-তাজা। বস্তুতঃ সুগন্ধিমণ্ডিত মৃতবৎ এবং রাশিকৃত ময়লার কীট মক্ষিকা পূর্ণ নোংরা স্থান। ইহা মরীচিকার ন্যায় সলিল সদৃশ্য এবং শর্করা বেষ্টিত বিষতুল্য। ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি কদর্য্য ও নিকৃষ্ট। স্বীয় সঙ্গীদিগের সহিত ইহার ব্যবহার যাহা কিছুই বল না কেন, তাহা হইতে জঘন্যতম। ইহার প্রতি যে-আকৃষ্ট, সে— উন্মত্ত ও মোহমুগ্ধ। ইহার প্রতি প্রলুব্ধ ব্যক্তি জ্ঞানহারা ও প্রবঞ্চিত। ইহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া যে মুগ্ধ হইবে, সে অনন্তকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিবে ; ইহার মিষ্টতার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিবে, সে চিরস্থায়ী অনুতাপে— অনুতপ্ত হইবে।

ছরওয়ারে কায়েনাত হাবীবে রাব্বুল আ'লামীন (দঃ) ফর্‌মাইয়াছেন, "ইহকাল এবং পরকাল দুই সপত্নীবৎ ব্যতীত নহে।" ইহাদের একটি সন্তুষ্ট হইলে অপরটি রুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে সন্তুষ্ট করিবে, আখেরাত তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে; অতএব পরকালের সুখ-শান্তি হইতে সে বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদিগের মহব্বত হইতে রক্ষা করুন।

হে বৎস ! আপনি কি জানেন যে দুনিয়া কাহাকে বলে ? দুনিয়া ঐ বস্তু যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে বিরত রাখে। অতএব স্ত্রী-পরিবার, পুত্র-পরিজন, ধন-মাল, মান-সম্মান, ও কর্তৃত্ব এবং ক্রীড়া-কৌতুক ও অনর্থক কার্য্যসমূহে লিপ্ত হওয়া দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু, যে সকল বিদ্যা আখেরাতের কোন কার্য্যে আসে না, তাহাও দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যদি জ্যোতিঃশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি অহিতকর বিদ্যাসমূহ কাজে আসিত, তবে দার্শনিকগণ নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইত। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার বিমুখ হওয়ার চিহ্ন তাহার অনর্থক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া।

খোদার প্রণয় হ'তে— যতই সুন্দর,
যাই হোক তাই— অতি-অপকৃষ্ট তর।
যদ্যপি হউক না কেন মিষ্টান্ন ভোজন,
তথাপি জানিবে তাহা পরাণ খনন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা নামাজের সময় জানার জন্য আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, ইহা না হইলে নামাজের ওয়াক্তের পরিচয় লাভ

হইবে না ; ইহার অর্থ এই যে, ওয়াক্ত পরিচয়ের উপায় সমূহের মধ্যে ইহাও একটি উপায়। এইরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নক্ষত্র বিদ্যার কিছুই জানে না, অথচ জ্যোতির্ব্বিদগণ হইতেও নামাজের ওয়াক্তের অধিক অভিজ্ঞতা রাখেন। অনেকে বলিয়া থাকে যে, তর্কশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা ইত্যাদিও শরীয়াতের অনেক বিষয় আবশ্যক করে ; তাহাও প্রায় এই প্রকারের কথা। ফলকথা চেষ্টা-চরিত্র ও কৌশল করিয়া এই বিদ্যাসমূহ অর্জ্জন করা কোন প্রকারে জায়েজ করিয়া লওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা যদি শুধু শরীয়তের দলিল-প্রমাণ ও হুকুম-আহ্কাম জানিবার উদ্দেশ্যে হয় ; অন্যথায় কোনক্রমেই জায়েজ নহে। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, মোবাহ্ (পূণ্যবিহীন বিধেয়) কার্য্য করিতে যাইয়া ওয়াজেব বা একান্ত-কর্ত্তব্য কার্য্য বিনষ্ট হইলে উক্ত মোবাহ্ কার্য্যও তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে কি-না ? ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, এই সকল বিদ্যায় লিপ্ত হইলে শরীয়তের একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যা সমূহের প্রতি মনোযোগী হইবার অবকাশ পাওয়া যাইবে না।

হে বৎস! আল্লাহ্তায়ালা অশেষ মেহেরবাণী হেতু আপনাকে যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন বা তওবা করার সুযোগ দিয়াছেন এবং নক্শবন্দিয়া ছেলছেলার কোন এক দরবেশের হস্তে বায়াত[১] গ্রহণ করাইয়াছেন। জানিনা যে, নফ্ছ— শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া উক্ত তওবার উপর আপনি কায়েম আছেন কি-না, অবশ্য কায়েম থাকা সুকঠিন ; যেহেতু যৌবনের প্রারম্ভ এবং পার্থিব সর্ব্বপ্রকার উপকরণ বর্ত্তমান আছে, তদুপরি সহোচরবর্গ অনুপযুক্ত।

মূল-উপদেশ মোর, শুনহে বালক,
এ-গৃহ রঙ্গিন, আর তুমি নাবালক।

হে বৎস! মোবাহ্[২] বস্তু হইলেও যাহা অনাবশ্যক তাহা হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। মোবাহ্ বস্তু সমূহের মধ্যে যাহা আবশ্যকীয় তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে ; তাহাও নিশ্চিন্ত মনে এবাদত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। খাদ্য দ্বারা এবাদতের জন্য শক্তি অর্জ্জন উদ্দেশ্য রাখা আবশ্যক এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করা ও শীত-গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্য রাখা উচিত। সকল প্রয়োজনীয় মোবাহ্ বস্তুকেও এইরূপ জানিবেন। নক্শবন্দিয়া বোজর্গগণ 'আজিমাত' বা কঠোর সাধ্য আমল সমূহ মনোনীত করিয়া থাকেন এবং 'রোখছাত্' বা সহজ সাধ্য আমল হইতে যথাসাধ্য বিরত থাকেন। বিধেয় বস্তুসমূহ আবশ্যক মত গ্রহণ করা কঠোর সাধ্য আমলের অন্তর্ভুক্ত। যদি উক্ত রূপ কঠোরতা সম্ভবপর না হয়, তবে মোবাহ্ বা বিধেয় বস্তুর গণ্ডির বাহিরে পদক্ষেপ

টীকা ঃ— ১। বয়াত=দীক্ষা গ্রহণ, প্রতিজ্ঞা। ২। মোবাহ্=বিধেয়।

করা উচিত নহে এবং হারাম ও সন্দিগ্ধ দ্রব্যে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। আল্লাহ্তায়ালা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মোবাহ্ বস্তুসমূহ দ্বারা পূর্ণরূপে সুখ-সম্ভোগ জায়েজ রাখিয়াছেন, এবং উহার পরিসর অত্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। উপরন্তু দেখা উচিত যে, যাহার কার্য্যে তাহার প্রভু সন্তুষ্ট, তাহার মত শান্তি কাহার, এবং যাহার কার্য্যে তাহার প্রভু অসন্তুষ্ট, তাহার মত অশান্তি-বা কাহার ! "আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি বেহেশ্তের মধ্যে বেহেশ্ত হইতেও উৎকৃষ্টতর এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি দোজখের মধ্যে দোজখ হইতে অপকৃষ্ট" (হাদীছ)। ইহারা যে-বান্দা, মালিকের আজ্ঞাবহ, ইহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই যে, উহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত এবং দূরদর্শী জ্ঞানকে কার্য্যে নিয়োগ করা আবশ্যক। অন্যথায় পরকালে লজ্জিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। যৌবনই কার্য্যের উপযুক্ত কাল, বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে— এই সুযোগ না হারায়, এবং স্বীয় অবসর (জীবন)-কে যথেষ্ট মনে করে। হয়তো তাহাকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সময় নাও দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা সময় পাইলেও সুযোগ-সুবিধা নাও পাইতে পারে। আবার যদি সুবিধাও পায় তবে হয়তো অক্ষমতা ও আলস্যহেতু কার্য্য নাও করিতে পারে। ইদানীং আপনার সর্ব্ব-প্রকার শান্তির উপকরণ বর্ত্তমান আছে এবং পিতা-মাতা উভয়েই আছেন, ইহাও আল্লাহ্তায়ালার নেয়মত ; যেহেতু অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা তাঁহাদেরই প্রতি ন্যস্ত। অতএব আপনার অবসরও আছে এবং শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। কি আপত্তি দর্শাইয়া অদ্যকার কার্য্য আগামীর উপর ন্যস্ত করিবেন এবং সূত্র-দীর্ঘ করিতে থাকিবেন ! হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দীর্ঘ-সূত্রিগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে"। হাঁ, যদি পার্থিব কার্য্য সমূহ আগামীর উপর ন্যস্ত করিয়া, পরকালের কার্য্যে অদ্যই লিপ্ত হন, তবে তাহা বড়ই চমৎকার হইবে। ইহার বিপরীত অতি কদর্য্য। এখন যৌবনের প্রারম্ভ ; দীনের শত্রু— নফ্ছ ও শয়তানের প্রাবল্য আপনার প্রতি অধিক ; তাই আপনার এই সময়ের সামান্য আমলের মূল্য এত অধিক হইবে যে, যে সময় উক্ত প্রতিবন্ধক সমূহ থাকিবে না, সে সময়ের চতুর্গুণ আমলের মূল্যও তদ্রূপ হইবে না। সৈনিকদের রীতি যথা— শত্রুর প্রাবল্যের সময় তাহাদের সামান্য পায়চারী এত মূল্যবান হয় যে, শান্তির সময় উহার শত-সহস্রগুণ পায়চারীর মূল্য তদ্রূপ হয় না।

হে বৎস ! সৃষ্টি-সার, মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু ক্রীড়া-কৌতুক এবং আহার-নিদ্রা নহে। উহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বন্দেগী করা এবং নম্র, মনোভগ্ন, অক্ষম ও আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ও সর্ব্বদা আল্লাহ্তায়ালার নিকটে কাঁদাকাটি করা। শরীয়তে মোহাম্মদী (দঃ) যেরূপ এবাদতের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যদ্দারা আল্লাহ্তায়ালার কোনই উপচয় সাধিত হয়না, কেবলমাত্র বান্দাগণেরই উপকার হয়, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ণ আনুগত্যের সহিত আদেশ পালন ও নিষেধ হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করণ আবশ্যক। আল্লাহ্পাকের কোনই আবশ্যক নাই ;

অথচ অনুগ্রহপূর্ব্বক বান্দাগণকে যে আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের অতি সৌভাগ্য। আমাদের মত মুখাপেক্ষীগণকে পূর্ণরূপে ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাকে তাঁহার একান্ত অনুগ্রহ ভাবিয়া প্রতিপালন করার চেষ্টা করা দরকার।

আপনি জানেন যে, কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি কোন গরীব ব্যক্তিকে যদি কোন কার্য্যের আদেশ প্রদান করে, তবে সে কার্য্যে যদিও উক্ত সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির উপকার হয়, তথাপি উক্ত গরীব ব্যক্তি উহাকে কত যে— সুন্দর মনে করে এবং কত যে— আহ্লাদের সহিত তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকে ও নিজের প্রতি উহার কত যে— অনুগ্রহ অনুভব করে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে মনে করে যে, ইহা এক মহামান্য ব্যক্তির আদেশ যাহা আগ্রহের সহিত পালন করা উচিত। কি আশ্চর্য্যের কথা! সামান্য একটি বিত্তশালী ব্যক্তির সম্মান হইতেও কি আল্লাহ্‌র সম্মান ন্যূনতর ? তাহার হুকুম প্রতিপালনের কত যে চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম পালনের তো কিছু মাত্র চেষ্টা করে না ! লজ্জিত হওয়া উচিত। খরগোসের ন্যায় নিদ্রা হইতে সজাগ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম পালন না করার কারণ দুইটি ব্যতীত নহে, হয়তো শরীয়তের সংবাদ— 'অহি' ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস না থাকা, এবং উহাকে মিথ্যা ধারণা করা, অথবা দুনিয়াদারের সম্মান হইতেও আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মানকে তুচ্ছ মনে করা। এই দুইটি যে-কত নিকৃষ্ট তাহা চিন্তা করিয়া বুঝা উচিত।

হে বৎস ! যদি কোন প্রকাশ্য মিথ্যুক ব্যক্তি, যাহার মিথ্যা বলা বহুবার ধরা পড়িয়াছে, সে যদি বলে যে দস্যুর দল অমুক গ্রামে রাতে হানা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তবে সেই গ্রামের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নিজেদের রক্ষার্থে সাবধান হইতে মোটেও ত্রুটি করিবেন না। যদিও তাহারা জানেন যে সংবাদ বাহক প্রকাশ্য মিথ্যুক, তথাপি তাহারা বলিবেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট সন্দেহ স্থলে সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য। সত্য সংবাদ দাতা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) দৃঢ়তার সহিত পরকালের শাস্তি ইত্যাদির সংবাদ দিয়াছেন, ইহা তাহাদের জন্য মোটেও কার্য্যকরী হইতেছে না। যদি কার্য্যকরী হইত, তবে অবশ্যই তাহা হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিত। রক্ষা পাইবার পথও তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা সত্য-সংবাদ-দাতা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংবাদকে উক্ত মিথ্যুক ব্যক্তির সংবাদ তুল্যও মনে করে না। ইহা কিরূপ ঈমান ? ইহা ইছলামের আকৃতি মাত্র। বাহ্যিক ইছলাম দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। একীন বা দৃঢ়-বিশ্বাস আবশ্যক। এ-স্থলে দৃঢ়-বিশ্বাসের তো কোন নিদর্শনই নাই, বরং সন্দেহেরও নিদর্শন নাই। প্রকৃতপক্ষে সন্দেহ কেন ? ধারণাও যেন নাই। সুধীগণ সন্দেহ স্থলে ধারণাকেও মূল্য দিয়া থাকেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন, "তোমরা যাহা কিছুই কর না কেন, তাহা তিনি অবলোকন করিতেছেন"। একথা জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, তাহারা সর্ব্বদাই পাপ কার্য্যে

লিপ্ত আছে। তাহারা যদি জানিতে পারে যে, কোন অতি নগণ্য ব্যক্তি তাহাদের কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা উহার সম্মুখে কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিবে না ; অতএব উক্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা নিম্ন বর্ণিত দুই-প্রকারের এক-প্রকার ব্যতীত নহে। হয়তো তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত সংবাদের প্রতি আস্থা রাখে না, অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার অবগতিকে উক্ত নগণ্য ব্যক্তির অবগতির সমতুল্যও মনে করে না। এখন বুঝিয়া দেখুন যে, ইহা ঈমানদারী না কাফেরী ? সুতরাং আপনার কর্ত্তব্য নূতন ভাবে ঈমান আনা ; যেহেতু হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কালেমা কর্ত্তৃক তোমাদের ঈমান সংস্কার কর"। আল্লাহ্‌তায়ালার অপছন্দনীয় বস্তু সমূহ হইতে নূতন ভাবে বিশুদ্ধ মনে পুনরায় তওবা করা আবশ্যক। নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সহিত পাঠ করা উচিত। যদি রাত্রে জাগিয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করিতে পারেন, তবে তাহা আরও সৌভাগ্যের বিষয়। স্বীয় মালের জাকাত প্রদান, যাহা ইছলামের একটি রোকন (স্তম্ভ) তাহাও অবশ্য পরিশোধ করিবেন। উহার সহজ পন্থা এই যে, বৎসরে যাহা জাকাতের মাল হয়— তাহা পৃথক রাখিয়া সমুদয় বৎসর জাকাতের হকদার ফকীর-মিছকীনদিগকে জাকাতের নিয়াতে প্রদান করিবেন। ইহাতে প্রত্যেকবার নূতনভাবে নিয়াত করার কোনই আবশ্যক করে না। পৃথক করিয়া রাখার সময় নিয়াত করিলেই যথেষ্ট হইবে। বৎসরে হকদার ও ফকীরদিগের প্রতি কত যে ব্যয় হয় তাহা অজানা নাই, কিন্তু উহা জাকাতের নিয়াতে প্রদত্ত হয় না বলিয়া জাকাতের মধ্যে পরিগণিত হয় না, এবং উল্লিখিত ভাবে প্রদত্ত হইলে জাকাতের জিম্মাদারী হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে ও অতিরিক্ত ব্যয় হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইবে। দৈবক্রমে সমুদয় বৎসরে যদি উহা শেষ না হয় অর্থাৎ অবশিষ্ট কিছু রহিয়া যায়, তাহাও স্বীয় মাল হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরেই এইরূপ করিতে থাকিবেন, যখন ফকীর মিছকীনগণের মাল পৃথক থাকিল, তখন ব্যয়ের পথ অদ্য না পাইলেও হয়তো আগামীতে পাওয়া যাইবে।

হে বৎস! নফ্‌ছে আম্মারা স্বভাবতঃই সংকীর্ণচিত্ত ও কৃপণ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশাদি প্রতিপালনে অবাধ্য; তাই ইহা তাকিদের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, নতুবা মাল-দৌলত ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকারস্থ বস্তু। না দিবার অথবা বিলম্ব করিবার কাহারও কোন অধিকার নাই ; বরং কৃতজ্ঞতার সহিত উহা পরিশোধ করা উচিত। এইরূপ অন্যান্য এবাদতেও নিজেকে উপেক্ষণীয় মনে করিবেন না। অপর সকলের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আপনার দায়ীত্বে কাহারও যেন কোনরূপ প্রাপ্য না থাকে। ইহজগতে উহা সহজেই পরিশোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরকালে কঠিন হইয়া পড়িবে এবং তখন পরিশোধের কোনই ব্যবস্থা থাকিবে না।

শরীয়তের আদেশ-নিষেধাদি যাবতীয় হুকুম পরকাল-আকাঙ্ক্ষী আলেমগণের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত। যেহেতু তাঁহাদের বাক্যেরও কিছু গুণ আছে, হয়তো তাহার বরকতেই উক্ত কার্য্য সমূহ সরল হইয়া যাইতে পারে। দুন্‌ইয়াদার আলেম যাহারা

এল্‌মের সাহায্যে ধন-দৌলত ও মান-সম্মান অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকা উচিত। অবশ্য যদি পরহেজগার আলেম পাওয়া না যায়, তবে আবশ্যক মত উহাদের সহিত মেলামেশা করা যাইতে পারে। তদঞ্চলে মিঞা হাজী মোহাম্মদ উত্তরাহ্‌ আছেন, তিনি দ্বীনদার আলেম ব্যক্তি, এবং মিঞা শায়েখ আলী উত্তরাহ্‌ও আপনার বন্ধু ব্যক্তি। ফলকথা, ঐ অঞ্চলে এই দুই ব্যক্তিকে যথেষ্ট জানিবেন। যে কোন মাছ্‌আলাই হউক, তাহা ইঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া ভাল।

হে বৎস! আমাদের মত ফকীরগণের— অর্থশালী ব্যক্তিদের সহিত কি সম্পর্ক যে— তাহাদের ভাল-মন্দ লইয়া আলোচনা করি ! এ বিষয় শরীয়তের উপদেশাদি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার দলিলই শ্রেষ্ঠতম ; কিন্তু আপনি যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফকীরগণের নিকট আসিয়াছেন, তখন অধিকাংশ সময়ই আমি আপনার অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকি। তাহাই এই আলোচনার সূত্র। আমি জানি যে, এসব কথা ইতিপূর্ব্বেও আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে, কিন্তু শুধু জানিয়া রাখা উদ্দেশ্য নহে, আমল করাও আবশ্যক। যথা— পীড়িত ব্যক্তি স্বীয় ব্যাধির ঔষধ অবগত আছে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহা সেবন না করিবে, সে পর্য্যন্ত সুস্থ হইবে না। শুধু ঔষধের জ্ঞান থাকিলে রোগ দূরীভূত হয় না। যাহাতে আপনি আমল করেন তাহার জন্যই এত বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করিতেছি। জ্ঞান লাভ হইলে পূর্ণ দায়ীত্ব অর্পিত হইয়া থাকে। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "যে আলেম স্বীয় এল্‌ম দ্বারা উপকৃত হইবে না, রোজ কেয়ামতে তাহার উপর অতি কঠোর শাস্তি হইবে।" যদিও আপনি পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন বা মুরীদ হইয়াছেন, তথাপি শান্ত-চিত্ত অলীগণের সংসর্গে না থাকা হেতু তাহার বিশেষ কোন ফল প্রতিফলিত হয় নাই বটে ; কিন্তু উহা আপনার যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশক। আশা করি পূর্ব্বকৃত প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালা অবশেষে স্বীয় মর্জ্জি অনুযায়ী চলিবার সুযোগ প্রদান করতঃ পরকালের উদ্ধার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত করিবেন। যাহা হউক কোন অবস্থাতেই এই বোজর্গগণের ভালবাসার সূত্র হাত ছাড়া করিবেন না। ইঁহাদের নিকট বিনীতভাবে থাকা ও অনুনয়-বিনয় করা অভ্যাস করিয়া লইবেন। আশান্বিত হইয়া থাকিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন ইঁহাদের ভালবাসার অছিলায় স্বীয় ভালবাসা প্রদান করতঃ পূর্ণরূপে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতঃ পার্থিব ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি হইতে মুক্ত করেন।

প্রেম-শিখা প্রাণে যবে— উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রিয়া ছাড়া সবাকারে দিবে জ্বালাইয়া।
খোদার অরাতিগণে করিতে সংহার,
সজোরে মার হে ভাই **'লা'** -এর তলওয়ার।
পরিশেষে দেখ কিছু আছে নাকি আর,
নাইকো কিছুই আর, হয়েছে ছারখার।
আছে শুধু **'ইল্লাল্লাহ্‌'** চিরস্থায়ী জাত ;
সাবাস হে-প্রেম, অরি করেছ নিপাত।

৭৪ মকতুব

মির্জ্জা বদিউজ্জামানের নিকট ফকীরগণের মহব্বত এবং তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে লিখিতেছেন।

আপনার পবিত্র কোমল লিপিকা প্রাপ্ত হইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা যে, উহাতে ফকীর-দরবেশগণের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের আভাষ পাইলাম, যাহা (ইহ-পরকালের) মূলধন স্বরূপ ; "যেহেতু ইঁহারাই আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে উপবেশনকারী এবং ইঁহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ বদ্‌বখত্‌ হয় না"। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) মোহাজের ফকীরগণের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট যুদ্ধের বিজয় প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহাদের বিষয়ে ফরমাইয়াছেন যে, "বিক্ষিপ্ত কেশধারী, দ্বারে-দ্বারে বিতাড়িত, অনেক ব্যক্তি আছে, তাহারা আল্লাহ্‌র কছম করিয়া যাহা বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাই করিয়া দেন"।

আপনি স্বীয় লিপিকায়— "খাদেবে নাস্‌ আতায়েন্‌" যাহার অর্থ দোন-জাহানের মালিক, লিখিয়াছেন। ইহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের জন্যই বিশিষ্ট। ক্রীতদাস— যাহার কোন বস্তুর প্রতিই অধিকার নাই তাহার কি সাহস যে, কোন বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষ হইতে চায়, এবং স্বীয় কর্ত্তৃত্বের পথ অন্বেষণ করে ; বিশেষতঃ পরকালের বিষয় ! তথায় কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রকৃত অর্থেই হউক বা ভাবার্থেই হউক, সেই বিচার দিনের মালিক, প্রভুর জন্যই বিশিষ্ট। সেদিন আল্লাহ্‌তায়ালা উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিবেন, "আজ নেতৃত্ব কাহার" ? নিজেই আবার উত্তর দিবেন, "সেই পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌তায়ালার"। সেদিন বান্দাগণের ভয়-ভীতি, আফ্‌ছোছ, অনুতাপ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। সেদিন যে— সকলেরই ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইবে এবং সকলেই বিচলিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় কালাম পাকে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, "রোজ হাশরের (প্রারম্ভে) ভূমিকম্প— বৃহত্তম হইবে। সেদিন দেখিবে যে— প্রত্যেক স্তন্যদায়ীনি মাতা স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলিয়া যাইবে এবং গর্ভধারিণী-নারীগণের গর্ভপাত হইবে, তুমি দেখিবে সকলেই যেন উন্মাদ, বস্তুতঃ তাহারা উন্মাদ নহে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার আজাব যে— অতি কঠিন" (কোরআন)।

কি করেছ, কি বলেছ, শুধাবে যেদিন,
নবীগণও ভয়ে-ভীত, হইবে সেদিন।
আতঙ্কিত হবে যথা— নবীগণ সবে,
বল, দেখি তুমি তথা কি ওজর দিবে ?

অবশিষ্ট উপদেশ এই যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত উদ্ধার সম্ভবপর নহে। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা

এবং উহার অবস্থান ও অবসান তুল্য জানা উচিত, যেহেতু দুন্ইয়া আল্লাহ্তায়ালার অভিশপ্ত-বস্তু। তাঁহার নিকট ইহা মূল্যহীন ; অতএব বান্দাগণের নিকট ইহা থাকা হইতে না থাকাই শ্রেয়ঃ। ইহা যে কৃতজ্ঞতা শূন্য এবং ক্ষণস্থায়ী, তাহা প্রকাশ্য কথা ; বরং জাজ্বল্যমান। যে দুন্ইয়াদারগণ গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া সাবধান হউন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে যেন— হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ করার সুযোগ প্রদান করেন।

৭৫ মকতুব

ইহাও মির্জ্জা বদিউজ্জামানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সুস্থ এবং শান্তির সহিত রাখুক। ইহ-পরকালের সৌভাগ্যরত্ন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ছুন্নত জামাতের আলেমগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, মোস্তাহাব, মোবাহ্-বৈধ ও সন্দিগ্ধ বিষয় সমূহ জানিয়া লইতে হইবে ও তদ্রূপ আমল করিতে হইবে। যখন আমল ও বিশ্বাস এই দুই 'বাজু'[১] লাভ হইবে, তখন ভাগ্য সহায়তা করিলে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারের দিকে উড্ডীয়মান হইতে পারিবে। ইহা ব্যতীত মেহ্নত বরবাদ। নিকৃষ্ট দুন্ইয়া এবং উহার ধন-দৌলত, মান-সম্মান লাভ, উদ্দিষ্ট-বস্তু হইবার যোগ্যতা রাখে না। উচ্চলক্ষ্যধারী হওয়া উচিত। মাধ্যমে হউক অথবা বিনা মাধ্যমে হউক আল্লাহ্তায়ালার নিকটে তাঁহাকেই যাচঞা করা কর্ত্তব্য। ইহাই প্রকৃত কার্য্য, আর সবই অনর্থক।

যখন আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দোওয়া চাহিয়াছেন, তখন আপনার জন্য সুসংবাদ ; আপনি সুস্থতার সহিত, সম্পদ লাভ করতঃ আল্লাহ্ চাহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু একটি শর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন— তাহা এই যে, সর্ব্বদা এক দিকেই লক্ষ্য রাখিবেন। বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখা বিপদগ্রস্ত হওয়া মাত্র। কথিত আছে, "যে ব্যক্তি একস্থানে, সে সর্ব্ব স্থানে, এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র, সে যেন কোথাও নাই"। আল্লাহ্পাক মোস্তফা (দঃ)-এর প্রশস্ত শরীয়তের প্রতি আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

টীকা ঃ— ১। বাজু=পাখীর ডানা।

৭৬ মকতুব

কলিজ খানের নিকট তাকওয়া বা পরহেজগারীর উপর যে— আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভরশীল, তদ্বিষয় লিখিতেছেন।

বিছমিল্লাহের্ রাহ্মানের্ রাহীম, ওয়া বিহি নাস্তায়ীন— পরম করুণাময়, অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

মানব-ছরদার হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত, তাঁহারই অছিলায় যে-বস্তু আপনাকে কুৎসিত ও নিন্দিত করে, আল্লাহ্পাক তাহা হইতে রক্ষা করুন। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "রছুল (দঃ) যাহা তোমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ কর, এবং তিনি যাহা নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক"। অতএব পরকালের উদ্ধার দুই কার্য্যের প্রতি নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ— আদেশ প্রতিপালন করা, দ্বিতীয়তঃ— নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকা। এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই প্রধানতম, ইহাকে তাকওয়া বা পরহেজগারী বলা হইয়া থাকে। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর খেদমতে এক ব্যক্তিকে এবাদত ও কঠোর ব্রত পালনকারী হিসাবে এবং অপর এক ব্যক্তিকে পরহেজগারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তদ্শ্রবণে হজরত (দঃ) ফরমাইলেন যে, "পরহেজগারী বা অবৈধ বস্তু সমূহ হইতে বিরত থাকার সহিত কোন কিছুরই তুলনা করিও না"। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, "পরহেজগারীই তোমাদের ধর্ম্মের মূল"। এই পরহেজগারীর জন্য মানবজাতি ফেরেশ্তাবৃন্দ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারাই আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের পথ অতিক্রম হইয়া থাকে। যেহেতু 'প্রথম অংশে'[১] ফেরেশ্তাবৃন্দ ও মানবজাতি সমতুল্য ; অথচ তাহাদের উন্নতি নাই। অতএব পরহেজগারীর অংশটি রক্ষা করা ইছলামের একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য। এই পরহেজগারী, যাহা হারাম হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা ঐ সময় পূর্ণরূপে সাধিত হইবে, যে সময় অনাবশ্যকীয় মোবাহ্ কার্য্য সমূহ হইতে সরিয়া থাকিতে পারিবে এবং আবশ্যক মত উহা ব্যবহার করিবে ; কেননা মোবাহ্ কার্য্য সমূহের ব্যবহারে লাগাম শিথিল করিলে সন্দিগ্ধ কার্য্যে উপনীত করে এবং সন্দিগ্ধ কার্য্য হারামের নিকটবর্ত্তী। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বাদশাহের নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চতুস্পার্শ্বে স্বীয় পশু চরায়, হয়তো উহারা উক্ত নিষিদ্ধ স্থানেও যাইতে পারে"। সুতরাং পূর্ণ-পরহেজগারী প্রতিপালনার্থে মোবাহ্-কার্য্য সমূহ আবশ্যকের অতিরিক্ত ব্যবহার করা অনুচিত ; বরং পরিত্যাগ করা অনিবার্য্য। উহার যতটুকুই ব্যবহার করা হউক না কেন, তাহা এবাদতের সাহায্য প্রাপ্তি উদ্দেশ্যেই করিতে হইবে ; অন্যথায় উক্ত সামান্য ব্যবহারও ক্ষতিকারক এবং অতিরিক্তের ন্যায় হইবে।

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ আদেশ প্রতিপালন করার বিষয়।

অতিরিক্ত মোবাহ্ কার্য্য পরিত্যাগ সকল সময় সম্ভবপর হয় না, বিশেষতঃ উপস্থিত জমানায় দুরূহ। অতএব হারাম কার্য্য সমূহ হইতে পূর্ণভাবে বিরত থাকিয়া যথাসম্ভব মোবাহ্ বস্তু সমূহ সংক্ষেপে ব্যবহার করা উচিত। উহা সামান্য হইলেও উহার জন্য সর্ব্বদা অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থী হওয়া আবশ্যক। উহাকে হারামে প্রবেশের পথ জানিয়া উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট বিনীতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করা দরকার। এই অনুতাপ ও কাঁদা-কাটি হয়তো অতিরিক্ত মোবাহ্ ব্যবহারের ক্ষতি হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে। জনৈক বোজর্গ ফরমাইয়াছেন, "গোনাহ্গারদের মনের ভগ্নতা ও অনুতাপ এবাদতকারীগণের প্রখর উদ্যম হইতে আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর"।

হারাম বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকা— দুই প্রকার। প্রথম প্রকার— আল্লাহ্তায়ালার হকের[১] সহিত সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রকার— বান্দাগণের হকের সহিত সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের 'হক' রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, আল্লাহ্পাক পূর্ণ 'গণী', কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি "আরহামোর রাহেমীন"— অতি-দয়াবান, কৃপাময়। পক্ষান্তরে বান্দাগণ সকলেই মুখাপেক্ষী এবং স্বভাবতঃই কৃপণ ও সংকীর্ণচিত্ত। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মোছলমান ভ্রাতার মান-সম্মান বা কোন বস্তুর প্রতি কিছু অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা তাহার নিকট হইতে অদ্যই"[২] সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। যেদিন টাকা-কড়ি, ধন-রত্ন থাকিবে না, তাহার পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক, অন্যথায় অত্যাচারীর নিকট হইতে অত্যাচারের পরিমাণ 'নেকী' লইয়া উৎপীড়িত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে। যদি তাহার সৎকার্য্য কিছুই না থাকে, তবে উক্ত উৎপীড়িত ব্যক্তির পাপরাশি ইহার প্রতি অর্পিত হইবে।" হজরত (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা কি জান, নির্ধন ব্যক্তি কে? সকলে বলিল যে, যাহার টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র কিছুই নাই, সেই নির্ধন। তখন হজরত (দঃ) ফরমাইলেন যে, "আমার উম্মতগণের মধ্যে রিক্ত ঐ ব্যক্তি, যে রোজ-কেয়ামতে বহু নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদি সৎ-কার্য্যসমূহ লইয়া হাজির হইবে এবং সে, হয়তো কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে, কাহারও মাল-অপহরণ করিয়াছে, কাহাকেও বধ করিয়াছে এবং কাহাকেও বা প্রহার করিয়াছে ; তখন তাহার ঐ সৎকার্য্য সমূহ হইতে উক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত হইতে থাকিবে, উহা পরিশোধ হইবার পূর্ব্বেই যখন তাহার নেকী সমূহ ফুরাইয়া যাইবে, তখন উক্ত হক্দারগণের গোনাহ সমূহ ইহার প্রতি অর্পিত হইবে, অবশেষে উহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে"! হজরত রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ফরমান অতীব সত্য ও অকাট্য।

টীকা :— ১। হক=প্রাপ্য। ২। জীবিতাবস্থায় বা ইহকালে।

দ্বিতীয়তঃ— আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রেষ্ঠ নগরী লাহোরে আপনার অছিলায় এরূপ দুঃসময়েও শরীয়তের বহু হুকুম প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছে। এই হেতু তথায় ইছলামের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ফকীরের নিকট ভারতের যাবতীয় নগরের জন্য লাহোর নগরটি "কোৎবে-এরশাদ" বা নির্দ্দেশ প্রদান কেন্দ্র-স্বরূপ। উক্ত নগরীর খায়ের-বরকত যেন ভারতের যাবতীয় নগরে প্রবেশ করিয়াছে। লাহোরে যদি ইছলাম প্রচলিত হয়, তবে সর্ব্বত্রই এক প্রকার প্রচলিত হইবে। আল্লাহ্তায়ালা সর্ব্বদাই আপনার সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক থাকুন। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতগণের মধ্যে একদল সর্ব্বদাই সত্য পথে প্রবলভাবে থাকিবে। তাহাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিয়া কেহই কিছু করিতে পারিবে না। তাহারা এইভাবে কেয়ামত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে"। আপনি আমার পীর কেব্লা (রাঃ)-এর সহিত দৃঢ়-মহব্বত রাখিতেন বলিয়া উক্ত মহব্বত আলোড়নার্থে দুই-চারিটি কথা লিখিলাম। অধিক আর কি লিখিব !

পত্রবাহক নেক প্রকৃতির সৎব্যক্তি, সদ্বংশ-জাত, কোন আবশ্যক বশতঃ আপনার নিকট যাইতেছে। আশা করি উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার হাজত পূরণার্থে চেষ্টা করিতে মর্জ্জি ফরমাইবেন। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে প্রকৃত সম্পদ এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্য প্রদান করুন। মীর ছৈয়দ জামাল উদ্দিনকে এ গরীবের দোওয়া পৌঁছাইতে মর্জ্জি হয়।

৭৭ মকতুব

জব্বারী খানের নিকট লিখিতেছেন, প্রকার বিহীন আল্লাহ্তায়ালার এবাদত কিভাবে সুসম্পন্ন হয়— ইহাতে তাহার বর্ণনা হইবে।

"আল্হামদু লিল্লাহে ওয়া ছালামুন্ আলা এবাদেহিল্ লাজি নাছ্তাফা" অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য ও তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম বা শান্তি বর্ষিত হউক।

"খোদা ভিন্ন, কর যারই উপাসনা তোরা
অমূলক বটে সব, কিছু নয় তারা।
মূল্যহীন বস্তু যেবা করে এখ্তিয়ার
বে-দৌলৎ সে-যে, কিছু হবে না তাহার"।

প্রকার বিহীন আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগী ঐ সময় যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হইবে, যখন প্রকার সম্ভূত বস্তুসমূহের দাসত্ব ও আকর্ষণ হইতে পূর্ণরূপে মুক্ত হইবে, যেন সেই এক আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি তাহার লক্ষ্য না থাকে। নেয়মত এবং কষ্ট

উভয় সমতুল্য হওয়াই, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ ; বরং প্রারম্ভে নেয়মত হইতে কষ্টই যেন অধিক মনঃপুত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, অবশেষে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সমর্পণ ভাব আসিয়া যায়। তাঁহা হইতে যাহাই সমাগত, তাহাই উৎকৃষ্ট ও উপযোগী মনে হয়। শওক বা আগ্রহের সহিত যে কোন এবাদত প্রতিপালিত হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় নফ্ছের বন্দেগী করা হয় মাত্র। কেননা উহার দ্বারা পরকালে দোজখ হইতে উদ্ধার পাইবে এবং বেহেশ্তে আনন্দের সহিত থাকিবে— ইহাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

স্বীয় প্রেমে বন্দী তুমি আছ যতদিন,
খোদার আশেক বলা নহে সমীচীন।

এই অবস্থা প্রাপ্তি "ফানায়ে মোৎলাক"[১] বা পূর্ণ 'ফানা' হওয়ার প্রতি নির্ভর করে এবং এইরূপ লক্ষ্য ও মনোবৃত্তি[২] "মহব্বতে জাতী" বা প্রকৃত প্রেমের ফল মাত্র। ইহা বিশিষ্ট বেলায়েত বা বেলায়েতে মোহাম্মদী (দঃ)-এর পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ, এবং এই সৌভাগ্য তাঁহার শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণের প্রতি নির্ভশীল। কেননা প্রত্যেক পয়গাম্বর (আঃ)-কে তাঁহার নবুয়তের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই বেলায়েত বা নৈকট্যের উপযোগী, যেহেতু বেলায়েতের অবস্থায় পূর্ণভাবে আল্লাহ্তায়ালার দিকে লক্ষ্য থাকে। যখন হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাঁহারা নবুয়তে অবতরণ করেন, তখন উক্ত স্থানের নূর লইয়াই অবতরণ করিয়া থাকেন এবং উক্ত পূর্ণতা সমূহকে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করার সহিত একত্রিত করেন। উল্লিখিত (বেলায়েতের) নূরই নবুয়তের মাকামের পূর্ণতা লাভের কারণ। এই হেতু অনেকে বলিয়া থাকেন, "প্রত্যেক নবীর বেলায়েত, তাঁহার নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠ"। সুতরাং প্রত্যেক নবীর শরীয়ত তাঁহার বেলায়েতের অনুকূল এবং উক্ত শরীয়তের অনুসরণ করিলে অবশ্য তাঁহার বেলায়েত পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া যাইবে।

যদি কেহ বলে যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনেক অনুসরণকারী তাঁহার বেলায়েতের কোনই অংশ প্রাপ্ত হয় না; বরং তাহারা অন্য পয়গাম্বরের বেলায়েতের উপর চলিয়া থাকে। তদুত্তরে বলিব যে আমাদের পয়গাম্বর (দঃ)-এর শরীয়ত যাবতীয় শরীয়তের সমষ্টি, এবং তাঁহার প্রতি যে 'কেতাব' অবতীর্ণ হইয়াছে, যাবতীয় আছমানী 'কেতাব' তাহারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই শরীয়তের অনুসরণ করা প্রকারান্তরে যাবতীয় শরীয়তের অনুসরণ করা। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী যে পয়গাম্বরের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাঁহার বেলায়েত প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব ইহা অসম্ভব নহে, বরং বলিব যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর বেলায়েত অন্য সমস্ত পয়গাম্বরের বেলায়েতকে পরিবেষ্টনকারী। তাই অন্য যে কোন পয়গাম্বরের বেলায়েতে উপনীত হওয়া— যেন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর বেলায়েতের কোন অংশে উপনীত হওয়া

টীকা ঃ— ১। মোৎলাক=শর্ত্তবিহীন বা পূর্ণতম। ২। বেলায়েতে কোব্‌রা।

মাত্র। তাঁহার বেলায়েতে উপনীত না হওয়ার একমাত্র কারণ, তাঁহার পূর্ণ অনুসরণের ত্রুটি করা। ত্রুটির তারতম্য আছে বলিয়া বেলায়েতের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কাহারও ভাগ্যে তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ ঘটে, তবে নিশ্চয় সে তাঁহার বেলায়েত লাভ করিবে। অবশ্য যদি অন্য পয়গাম্বরের কোন উম্মত আমাদের পয়গাম্বর (দঃ)-এর বেলায়েত লাভ করে, তখন সমালোচনার সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু যখন ইহা হয় না, তখন সমালোচনারও স্থান নাই। আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সমুজ্জ্বল পথ, ও প্রকাশ্য শরীয়তকেই "ছেরাতুল মোস্তাকীম" বলা হইয়া থাকে ; ইহার প্রমাণ যথা— আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন, "ইন্নাকা লা মিনাল্ মোরছালীন, আলা ছেরাতিম্ মোস্তাকীম"। নিশ্চয় আপনি রছুলগণের মধ্য হইতে সুদৃঢ় পথে আছেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত (দঃ)-এর পূর্ণ অনুগামীদের ও উচ্চদরের অলী-আল্লাহ্গণের অছিলায় আমাদিগকে ও আপনাদিগকে তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের সুযোগ প্রদান করুন। (আমীন) ॥

দোওয়া-পত্র বাহক, তথায় যাইতেছেন জানিয়া মহব্বতের সূত্র বিকম্পিত করনোদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা লিখিলাম।

আচ্ছালামুআলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ছোব্হানাহু লাদায়কুম্।

৭৮ মকতুব

জব্বারী খানের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে "ছফর দর্ ওয়াতান" এবং ছায়রে আফাকী ও আন্ফুছীর বিষয় বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ্তায়ালা সত্য শরীয়তের সুদৃঢ় পথে আমাদিগকে কায়েম রাখুন। কয়েকদিন হইল দিল্লী, আগ্রার ছফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় চির পরিচিত শান্তিময় জন্মভূমিতে আসিয়া আরাম পাইলাম। "জন্মভূমির ভালবাসা যে, ঈমানের চিহ্ন" তাহাই আমার লাভ হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যদি ভ্রমণ হয়, তবে উহা স্বীয় গৃহের মধ্যেই হইতেছে। এই "ছফর দর্ ওয়াতান" বা "গৃহের মধ্যে ভ্রমণ" নক্শবন্দীয়া খান্দানের বোজর্গগণের নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই তরীকার প্রারম্ভেই উক্ত "ছফর দর্ওয়াতান"-এর কিঞ্চিৎ আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করণ হিসাবে হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করিলে 'মজযুবে ছালেক' বা আকর্ষিত ভ্রমণকারী করেন অর্থাৎ আকর্ষণের পর ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। তাহারা (কঠোর ব্রত পালন দ্বারা) বহির্জগতের ছয়ের সমাপ্ত করতঃ অন্তর্জগতের ছয়ের বা "ছফর দর্ ওয়াতান" -এ যাইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন।

ইহা যে সৌভাগ্য, আছে কার যে ললাটে
নেয়ামৎ প্রাপ্তগণের উহা— তৃপ্তিকর বটে।

এই উচ্চ নেয়্মত প্রাপ্তি হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত নিজেকে শরীয়তের মধ্যে নিমজ্জিত না করিবে এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধাদি পালন-রূপ অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উক্ত সৌভাগ্যের গন্ধও তাহার প্রাণ-নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবে না ; অতি সূক্ষ্ম লোমাগ্র তুল্যও যদি শরীয়তের সহিত কাহারো বিরোধ ভাব থাকে এবং তাহা সত্ত্বেও যদি উক্ত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করে, তাহা প্রতারণামূলক উন্নতি মাত্র। অবশেষে তাহাকে নিশ্চয় অপদস্থ করা হইবে। অতএব মাহবুবে রাব্বোল আ'লামীন (দঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত উদ্ধার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। সামান্য কয়েকদিনের জীবন আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি ও ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করাই উচিত। যদি মালিক তাহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে অসন্তুষ্ট থাকে, তবে তাহার জীবনযাত্রায় আর কিসের সুখ ! আল্লাহ্তায়ালা বিস্তৃত ভাবে হউক অথবা সংক্ষিপ্ত ভাবেই হউক তাহার সমুদয় কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান রাখেন এবং তিনি হাজের-নাজের ; অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সদা-বিরাজমান ও দর্শনকারী। অতএব লজ্জা করা উচিত। (যথা) কেহ যদি জানে যে, কোন ব্যক্তি তাহার দুষ্কর্ম্মসমূহ অবগত হইতেছে তখন ঐ ব্যক্তির সম্মুখে সে কোন অপকর্ম্ম করিবে না এবং সে চায় না যে, তাহার দোষণীয় কার্য্যসমূহের বিষয় ঐ ব্যক্তি অবগত হয়। কি বিপদ ! জানিতেছে যে, আল্লাহ্তায়ালা হাজির আছেন। অথচ তাঁহার কোনই ভয়-ভীতি উহার প্রাণে নাই, ইহা কিসের মোছলমানী ? আল্লাহ্তায়ালাকে কি উক্ত ব্যক্তির সমতুল্যও মনে করে না। "নাউযু বিল্লাহে মিন্ শুরুরে আন্ফুছেনা ওয়া মিন্ ছাইয়েআতে আ'মালে না।" আমাদের প্রবৃত্তির চক্রান্ত ও অপকর্ম্ম সমূহ হইতে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা দ্বারা ঈমানের সংস্কার করিতে থাকো।" এই হাদীছের আদেশানুযায়ী উক্ত মহান বাক্য দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই ঈমানের সংস্কার করা উচিত, এবং যাবতীয় অপছন্দনীয় কার্য্য সমূহ হইতে আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা আবশ্যক। হয়তো পরে তওবা করার সুযোগ আর নাও দিতে পারেন। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, "দীর্ঘ-সূত্রীগণ ধ্বংস হইয়াছে।" অর্থাৎ যাহারা বলিয়া থাকে যে অচিরেই করিব, এইভাবে যাহারা বিলম্ব করিতে থাকে, তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। অবসর বা জীবন কালকে যথেষ্ট গণ্য করা উচিত এবং উহাকে আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি অনুরূপ ব্যয় করাই কর্ত্তব্য। তওবা করার সুযোগ লাভ, আল্লাহ্তায়ালার একটি মহান অনুগ্রহ মাত্র। আল্লাহ্তায়ালা হইতে ইহা সর্ব্বদাই প্রার্থনা করা উচিত। যে সকল সাধক-দরবেশ শরীয়তের উপর সুদৃঢ় এবং হাকিকী জগতের তত্ত্ব জ্ঞাত (উক্ত বিষয়ে) তাঁহাদের নিকট

হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করা দরকার। তবেই আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ তাঁহাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়া পূর্ণভাবে তাহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে, যেন তাহার মধ্যে শরীয়তের বিরোধিতার কোনই অবকাশ না থাকে। চুল পরিমাণও বিরোধ ভাব থাকিলে ভয়ের কারণ। অতএব বিরোধিতার যাবতীয় পথ অবরুদ্ধ করা উচিত।

"হে ছা'দী, সম্ভব নয় আত্মা-সংশোধন
মোস্তফার (দঃ) পদে পদে না করি গমন।"

অলী-আল্লাহ্গণের প্রতি দোষারোপ করা, বিশেষতঃ স্বীয় পীরের প্রতি, যাহার নিকট হইতে ফয়েজ-নূরাদী গৃহীত হয়, কখনও উচিত নহে। ইহাকে প্রাণনাশক বিষতুল্য জানিবে, অধিক লিখা বাহুল্য। বিশেষ ভালবাসার সূত্র আছে বলিয়া দুই-এক কথা লিখিলাম। আশাকরি বিরক্তির কারণ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ আপনাকে তকলীফ দিতেছি যে, মোল্লা ওমর এবং শাহ্ হাছান উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি ; আপনার নিকট চাকুরীর আশা রাখে। আশা করি ইহাদিগকে উপযুক্ত চাকুরী প্রদানে বাধিত করিবেন। ইছমাইলও এইরূপ উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে যাইতেছে। যদিও সম্বল হীন তথাপি তাহার উপযোগী চাকুরী পাইতে আশা রাখে। অধিক আর কি কষ্ট দিব !

ওয়াচ্ছালাম ওয়াল্ একরাম (স্বসম্মানে বিদায়)।

৭৯ মকতুব

ইহাও জব্বারী খানের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আমাদের এই শরীয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় শরীয়তের সমষ্টি এবং এই শরীয়তের হুকুম প্রতিপালন পূর্ব্ববর্ত্তী শরীয়ত সমূহ প্রতিপালন স্বরূপ ইত্যাদি।

আল্লাহ্পাক শরীয়তের সরল পথের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম রাখিয়া পূর্ণরূপে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লউন। (আমীন) ॥ একথা যখন সঠিক যে, মোহাম্মাদোর রছুলুল্লাহ্ (দঃ) আছমা ও ছেফাতস্থিত যাবতীয় পূর্ণতা সমূহের সমষ্টি এবং তিনিই উহাদের সঠিক আবির্ভাব স্থল ; তখন তাঁহার প্রতি যে কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাও যাবতীয় আছমানী কেতাব, যাহা অন্য পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার সার এবং তাঁহার শরীয়তও পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় শরীয়তের সার। এই শরীয়তের আদিষ্ট আমল সমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী শরীয়ত সমূহ হইতে, বরং ফেরেশ্তাবৃন্দেরও আমল হইতে নির্ব্বাচিত আমল ; যেহেতু কোন কোন ফেরেশ্তা কেবলমাত্র রুকু করার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহবা 'ছেজ্দা' করার এবং কেহ 'কেয়াম' করার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(নামাজে দণ্ডায়মান হওয়াকে কেয়াম বলে)। এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গাম্বর (আঃ)-গণের উম্মতগণ কেহ প্রাতঃকালের নামাজ পাঠের আদেশ পাইয়াছিলেন, কেহবা. অন্যান্য সময়ের নামাজের হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের ও মোকাররব (নৈকট্যধারী) ফেরেশ্‌তাবৃন্দের আমল সমূহের মধ্য হইতে সার ও শ্রেষ্ঠ আমলগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া এই শরীয়তের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতএব এই শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তদনুযায়ী আমল করা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় শরীয়তকে বিশ্বাস করা এবং প্রতিপালন করা মাত্র। সুতরাং এই শরীয়ত বিশ্বাসকারীগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। পক্ষান্তরে এই শরীয়ত অমান্য করা পূর্ব্ববর্ত্তী শরীয়ত সমূহ অমান্য করা। এইরূপ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-কে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম ও ছেফাত সম্ভূত যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা সমূহকে অস্বীকার করা, এবং তাঁহাকে বিশ্বাস করা উক্ত কামালাত সমূহকে বিশ্বাস করা; সুতরাং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ও তাঁহার শরীয়ত অস্বীকারকারীগণ যাবতীয় উম্মত হইতে নিকৃষ্টতর। এইহেতু আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "আরববাসী বেদুঈনগণ কোফর এবং মোনাফেকীতে অতীব কঠিন।"

"আরবী মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের॰
দুইকালেরই লাজ রাখে,
তাঁর দ্বারে যে-ই মৃত্তিকা নয়,
মৃত্তিকা তার মস্তকে।"

আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর-গোজারী যে, এই শরীয়ত ও শরীয়তকর্ত্তা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রতি আপনার সদ্‌বিশ্বাস ও পূর্ণ শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইতেছে, এবং স্বীয় অপছন্দনীয় অবস্থার প্রতি অনুতাপ করা আপনার চির-অভ্যাস। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা আরও বর্দ্ধিত করুন।

দ্বিতীয়তঃ নিবেদন এই যে, দোওয়া পত্র বাহক মিঁয়া শায়েখ মোস্তফা, কাজী শোঁরায়েহ্‌-এর বংশ জাত। ইহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বহু প্রকারের আমদানী ও মোশাহারা ছিল। পত্রবাহক জীবিকা নির্ব্বাহে নিরুপায় হইয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার উদ্দেশ্যে যাইতেছে। তাঁহার প্রশংসা পত্র ও ফরমান পত্রাদিও সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। আশা করি আপনার ব্যপদেশে শান্তি লাভ করিতে পারিবে। বিশেষ আর কি কষ্ট দিব ! ইহার জন্য উচ্চ পদধারী ব্যক্তিগণের নিকট এমনভাবে সুপারিশ করিবেন যাহাতে কার্য্য হাছিল হয় এবং ইহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৮০ মকতুব

ইহা মির্জ্জা ফত্‌হুল্লাহ্‌ হাকিমের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তেহাত্তর ফের্‌কার মধ্যে আহ্‌লেছুন্নত জামাতের দলই যে নাজাত প্রাপ্ত, তদ্বিষয় এবং অন্যান্য বেদ্‌য়াতী দলের

কুৎসা ইত্যাদির বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্‌পাক শরীয়তের প্রশস্ত পথে সকলকে কায়েম রাখুন।

ইহাই কর্ত্তব্য, করা উচিত সবার,
ইহা ভিন্ন অন্য সব অনর্থের-সার।

তেহাত্তর দলের প্রত্যেক দলই শরীয়তের অনুসরণ দাবী করিয়া থাকে। প্রত্যেকের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত "কুল্‌লু হেজবিম্‌ বিমা লাদায় হিম ফারেহুন" অর্থাৎ "প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের নিকট যাহা আছে, তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট আছে" (কোরআন); আয়াতটির অনুরূপ ইহাদের অবস্থা। অতি সত্যবাদী পয়গাম্বর হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) উহাদের মধ্য হইতে যে দলটি উদ্ধার প্রাপ্ত, তাহার পার্থক্যের চিহ্ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই— "আল্‌লাজীনা হুম্‌ আলা মা আনা আলায়হে ওয়া আছ্‌হাবী"। অর্থাৎ "উক্ত উদ্ধার প্রাপ্ত দলটি ঐ দল, যে দল ঐ পথে আছে, যে পথে আমি এবং আমার ছাহাবাগণ আছেন"। এস্থলে শরীয়ত-কর্ত্তা স্বয়ং নিজের কথা উল্লেখ করা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও-ছাহাবাগণের উল্লেখ করার অর্থ এই হইতে পারে যে, সকলেই যেন অবগত হয় যে, ছাহাবাগণের পথই তাঁহার পথ এবং একমাত্র ইঁহাদের অনুসরণের প্রতিই পরকালের উদ্ধার নির্ভরশীল। যথা— আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "মাইঁ ইউতিয়ির রছুলা ফাকাদ্‌ আতায়াল্লাহ্‌" (কোরআন) অর্থাৎ যে ব্যক্তি রছুল (দঃ)-এর আদেশ পালন করিল, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালন করিল। অতএব রছুল (দঃ)-এর আদেশ পালন অবিকল আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালন এবং তাঁহার হুকুম অমান্য করাই আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম অমান্য করা। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আজ্ঞাধীন হওয়াকে রছুল (দঃ)-এর আজ্ঞাধীন হওয়ার বিপরীত ধারণা করে, আল্লাহ্‌পাক তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করতঃ তাহাদিগকে কাফের বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। যথা— আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "ইউরিদুনা আঁই ইউফাররেকু বায়নাল্লাহে ওয়া রোছোলিহি.....।" অর্থাৎ তাহারা চাহিতেছে যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাছুলগণের মধ্যে পার্থক্য করে, আর তাহারা বলে যে, আমরা ইহার কিছু স্বীকার করি এবং কিছু স্বীকার করি না, তাহারা ইহার মধ্যে কোনও পথ বা সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে ; উহারাই প্রকৃত 'কাফের'। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, ছাহাবাগণের অনুসরণের বিপরীত ভাবে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের দাবী করা, অমূলক দাবী ও উহা রছুল (দঃ)-এর নাফরমানী করা মাত্র। এই বিপরীত পথে গমন করিয়া উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ কোথায় ? ইয়াহ্‌ছাবুনা আন্নাহুম আলা শাইয়েন্‌.....। তাহারা ধারণা করিতেছে যে, তাহারা প্রকৃত বিষয়ের উপর আছে। "সাবধান ! নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যুক"— এই আয়াত শরীফের অনুরূপই তাহাদের অবস্থা। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে দল ছাহাবায়ে-কেরামের দৃঢ় অনুসরণকারী তাহারাই ছুন্নত জামাতের পথাবলম্বী এবং তাহারাই উদ্ধার প্রাপ্ত দল। যাহারা ছাহাবাগণের ভর্ৎসনা

করে, নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহাদের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত। যথা— 'শিয়া' এবং 'খারেজী' দল। অবশ্য মোতাজেলীগণও নূতন আবিষ্কৃত পথের পন্থী। ওয়াছেল এবনে আতা, মোতাজেলীগণের ছরদার। ইনি ঈমাম হাছান বছরী (রাঃ)-এর শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন। ঈমান ও কুফরের মধ্যে 'ওয়াছতা'[১] নামক স্তর স্থাপন হেতু, উক্ত ঈমাম হইতে ইনি পৃথক হইয়া গিয়াছিল। ঈমাম হাছান বছরী উহার অবস্থা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন, "এ'তাজালা আন্না" অর্থাৎ-এ ব্যক্তি আমাদের দল হইতে বহির্গত হইয়া গেল। এইরূপ অবশিষ্ট দল সমূহকেও জানিবেন। ছাহাবাগণকে দোষী করা প্রকারান্তরে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-কে দোষী করা। "যে ব্যক্তি ছাহাবাগণের সম্মান করিল না, সে ব্যক্তি রছুল (দঃ)-এর প্রতি ঈমান আনিল না।" "যেহেতু ছাহাবীগণের প্রতি দোষারোপ অবশেষে তাহাদের মালিক, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রতি উপনীত হয়। আল্লাহ্পাক এইরূপ অসৎ বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অধিকন্তু শরীয়তের হুকুম সমূহ, কোরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ ছাহাবাগণের বর্ণনার মাধ্যমেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি তাঁহারা দোষী হন, তবে তাঁহাদের বর্ণনাদিও দোষনীয় হইবে। এই বর্ণনা করণ, ব্যক্তিগত ভাবে কোন ছাহাবার জন্য বিশিষ্ট নহে ; বরং তাঁহারা সকলেই এন্ছাফ ও সত্যবাদিত্যে ও শরীয়তের আদেশ পৌঁছান কার্য্যে সমতুল্য। অতএব তাঁহাদের কাহারও প্রতি দোষারোপ করিলে প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের প্রতি দোষারোপ করা হইবে। ইহা হইতে আল্লাহ্-ছোবহানাহু তায়ালা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যদি দোষারোপকারীগণের কেহ বলে যে, "আমরাও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করি ; কিন্তু তাঁহাদের সকলের অনুসরণ করাতো জরুরী নহে, বরং সম্ভবপরও নহে ; যেহেতু তাঁহারা বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথাবলম্বী"। তদুত্তরে আমরা বলিব যে, কোন এক ছাহাবার অনুসরণের উপকারীতা তখন লাভ হইবে, যখন অবশিষ্টগণের প্রতি এন্কার ও দোষারোপ দেওয়া না হয়। যদি কাহাকেও অমান্য করা হয় এবং কাহারও অনুসরণ করা হয়, তবে তাহা কাহারও অনুসরণ বলিয়া গণ্য হইবে না। যথা— (চতুর্থ খলিফা) হজরত আলী (রাঃ) অপর খলীফাত্রয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, এবং তাঁহাদের হস্তে বায়াত গ্রহণও করিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি কেহ অপর খলীফাত্রয়কে অস্বীকার করে এবং কেবলমাত্র হজরত আলী (রাঃ)কে অনুসরণের দাবী করে, তবে তাহা প্রবঞ্চনা মাত্র। খলীফাত্রয়কে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে হজরত আলী (রাঃ) কেই অস্বীকার করা এবং

টীকা :—১। ওয়াছেল এবনে আতা ঈমান ও কুফরের মধ্যে আর একটি স্তর আছে বলিয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, কবিরা গোনাহ্ করিলে সে উক্ত স্তরে অবস্থান করে, অতএব সে ব্যক্তি ঈমানদারও নহে এবং কাফেরও নহে। হাছান বছরী (রাঃ) ছাহাবা ছিলেন। উক্তরূপ মতোবিরোধিতার কারণে উক্ত ওয়াছেলকে মোতাজেলী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মোতাজেলী অর্থ বহিস্কৃত।

তাঁহার বাক্য ও কার্য্যকলাপকে অমান্য করা। শেরে-খোদা হজরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে 'তাকীয়া' বা ভয় করার ধারণা করা— মূঢ়তা মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, হজরত আলী (কাঃ) পূর্ণ মারেফত প্রাপ্ত বীর পুরুষ হইয়া ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত খলীফাত্রয়ের হিংসা অন্তরে গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, এবং বাহ্যতঃ অন্তরের বিপরীত মত ব্যক্ত করিয়া মোনাফেকীর সহিত তাঁহাদের সংস্রবে ছিলেন ! সাধারণ মোছলমানের প্রতিও এরূপ মোনাফেকীর সন্দেহ করা উচিত নহে। ইহা হজরত আলী (কাঃ)-এর প্রতি যে কত কদর্য্য বিষয়ের ও কত বড় ধোকাবাজী ও মোনাফেকীর ইঙ্গিত করা হইতেছে এবং এরূপ করা কত যে দোষণীয় তাহা নিজেই অনুমান করা উচিত। হজরত আলী (রাঃ) এইরূপ আত্মগোপন করা যদিও অসম্ভব, তথাপি যদি উহা মানিয়া লওয়া যায় ; কিন্তু হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যে স্বয়ং খলীফাত্রয়কে সম্মান করিয়াছেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, বিরোধীদল তাহার কি উত্তর দিবে ? তথায় তো আত্মগোপন করার কোনই অবকাশ নাই। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি সত্য প্রচার করা ওয়াজেব। "ভয়ে সত্য গোপন করা" বাক্যটি তথায় প্রয়োগ করা বে-দীনী হইয়া যায়। আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে রছুল (দঃ) আপনার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট প্রচার করুন। আপনি যদি ইহা না করেন, তবে আপনার প্রতিপালকের সংবাদ পৌঁছাইলেন না, (অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন হইল না)। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মানুষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন।" (অর্থাৎ আপনি কাহারও অত্যাচারের ভয় করিবেন না)। কাফেরগণ বলিত যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মতের অনুকূল অহিগুলি প্রচার করিয়া থাকেন ; এবং তাঁহার মতের প্রতিকূল অহী প্রচার করেন না ; বরং গোপন রাখিয়া দেন। অথচ শরীয়তের অকাট্য বিধান যে, কোন পয়গাম্বরকে ভুলের উপর কায়েম রাখা বিধেয় নহে। অন্যথায় তাহার শরীয়তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যাইবে। সুতরাং যখন হজরত (দঃ) কর্ত্তৃক কখনও খলীফাত্রয়ের অসম্মান প্রকাশ পায় নাই, তখন বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের সম্মান করা ভুল নহে।

আসল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করতঃ বিরোধী দলের আরও পরিষ্কার উত্তর দিয়া বলিতে চাই যে, "দীনের মূল-নীতিতে সকল ছাহাবার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য"। মূল-নীতির মধ্যে তাঁহাদের কোনই মতভেদ নাই। কেবল মাত্র তাঁহাদের মতভেদ শরীয়তের শাখা প্রশাখাগুলির মধ্যে, কাজেই তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তিকে দোষী করিলে সকলের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত হইবে। যদিও ইঁহাদের কালেমা এক, কিন্তু ইঁহারা ধর্ম্মের মহৎব্যক্তি বলিয়া ইঁহাদের কাহাকেও অমান্য করিলে তাহার অমঙ্গল— উক্ত কলেমার একতা বিনষ্ট করিয়া বিভিন্নতায় পরিণত করে। বরং বক্তাকে অমান্য করিলে তাহার বাক্যকেও অমান্য করা হয়।

আবার, ছাহাবায়ে কেরামই শরীয়তের যাবতীয় হুকুম প্রচারক, সেইহেতু ইঁহারা সকলেই বিশ্বাসী। প্রত্যেকের নিকট হইতে শরীয়তের অবশ্য কিছু না কিছু

মাছআলা আমাদের নিকট আসিয়াছে ; এবং কোরআন শরীফের আয়াত সমূহ তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এক আয়াত, দুই আয়াত করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের কাহাকেও অমান্য করিলে তাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাকেও অমান্য করা হইবে। সুতরাং অমান্যকারীর ভাগ্যে সমস্ত শরীয়ত প্রতিপালন ঘটিবে না। সে আর কিভাবে উদ্ধার পাইবে ! আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "তোমরা কি কোরআন শরীফের কিয়দংশ মান্য কর এবং অপর অংশ অমান্য কর ? তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিবে, তাহার ইহা ব্যতীত কি শাস্তি হইতে পারে যে, ইহ-কালে সে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবে এবং রোজ-কেয়ামতে তাহাকে অতি কঠিন শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে" (কোরআন)।

তদুপরি বলিব যে, কোরআন শরীফ, হজরত ওছমান (রাঃ) একত্রিত করিয়াছেন, বরং প্রকৃতপক্ষে হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) ও হজরত ওমর ফারুকই (রাঃ) একত্রিত করিয়াছেন। হজরত আলী (রাঃ) কোরআন শরীফ ব্যতীত অন্য সমস্ত একত্র করিয়াছেন; অতএব চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, ইঁহাদিগকে অমান্য করিলে প্রকৃতপক্ষে "আল্লাহ্ ছোব্হানাহু ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন"; কোরআন শরীফকেই অমান্য করা হয়। কোন ব্যক্তি শীয়া সম্প্রদায়ের কোন এক মোজ্তাহেদ[১] আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কোরআন শরীফ যখন হজরত ওছমান (রাঃ)-এর একত্রিত করা, তখন উহার প্রতি তোমরা কিরূপ বিশ্বাস রাখ ? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল যে, কোরআন শরীফকে অমান্য করা যুক্তিসংগত মনে করি না, যেহেতু তাহাতে দীন বিশৃঙ্খলা হইয়া যাইবে।

আরও বলি যে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই সংগত মনে করিবে না যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ওফাত শরীফের দিবসে তাঁহার ছাহাবাগণ কোন অমূলক বস্তুর প্রতি একমত হইতে পারেন। ইহাও সত্য যে, ঐদিন তেত্রিশ হাজার ছাহাবা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই আনুগত্য ও আগ্রহের সহিত হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর হস্তে 'বয়াৎ' গ্রহণ করিয়াছিলেন। পয়গাম্বর (দঃ)-এর এত অধিক ছাহাবা অধর্ম্ম ও ভ্রষ্টতার উপর সমবেতভাবে একমত হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতগণ কখনও পথভ্রষ্টতার প্রতি সমবেত হইবে না"। হজরত আলী (রাঃ) যে 'বয়াৎ' গ্রহণ হইতে কয়েক দিবস বিলম্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে পরামর্শস্থলে আহবান না করার কারণেই ছিল ; যখন তিনি স্বয়ং ফরমাইয়াছেন যে, পরামর্শস্থল হইতে আমাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া আমি রাগান্বিত হইয়াছি ; অবশ্য আমি জানি যে-নিশ্চয় হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ।

টীকা ঃ—১। মোজ্তাহেদ্=মাছয়ালা উদ্ধারকারী।

উক্ত পরামর্শস্থলে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহাকে ডাকান হয় নাই যথা— বিপদের প্রথম আঘাতের সময় হজরত আলী (রাঃ) আহ্লে বয়তের নিকট উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক ছিল, হয়তো তিনি তথায় উপস্থিত না থাকিলে তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত ও মর্ম্মাহত হইতেন এবং সান্ত্বনা দিবার মত তথায় আর কেহই থাকিত না।

ছাহাবাগণের মধ্যে যে মতানৈক্য ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা মূলক ছিল না। তাঁহাদের পবিত্র 'নফ্ছ' বা প্রবৃত্তি পূর্ব্বেই বিশুদ্ধ হইয়াছিল এবং আম্মারা বা কুমন্ত্রণা প্রদান অবস্থা হইতে মোৎমায়েন্না বা শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং তাঁহাদের নফ্ছের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা শরীয়তের অনুকূল হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদের মতদ্বৈধতা শুধুমাত্র বুঝিবার ভুল বশতঃ ও সত্য প্রচারার্থে ছিল ; সুতরাং তাঁহাদের যাহা ভুল হইয়াছে তাহার জন্যও আল্লাহ্র নিকট হইতে একপ্রস্ত ছওয়াব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহা সত্য হইয়াছে তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইতে আমাদের রসনা বিরত রাখা কর্ত্তব্য ও তাঁহাদের সকলকে সদ্ভাবে স্মরণ করা উচিত। হজরত ঈমাম শাফেয়ী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, "যখন ঐ সমস্ত শোণিত হইতে আল্লাহ্পাক আমাদের হস্তকে পবিত্র রাখিয়াছেন, তখন আমাদের উচিত আমাদের রসনাকেও পবিত্র রাখি।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "হজরত রছুল (দঃ)-এর পরলোকগমনের পর সকলেই অস্থির ও নিঃসহায় হইয়া গেলেন। তৎপর তাঁহারা হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ব্যতীত আকাশের নিম্নে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ পাইলেন না ; অতএব তাঁহারই হস্তে আত্মসমর্পন করিলেন।" এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আলী (রাঃ) কোনরূপ 'তাকীয়া' বা আত্মগোপন করেন নাই। সন্তুষ্ট চিত্তে হজরত সিদ্দীকের হস্তে 'বয়াৎ' করিয়াছেন।

অবশিষ্ট কথা এই যে, শায়েখ আবুল খায়েরের পুত্র মিঞা ছায়দান বোজর্গের সন্তান ; আপনার সহিত দাক্ষিণাত্যে ছফরেও গিয়াছিলেন। ইনি আপনার মেহেরবানীর আশা রাখেন। মওলানা মোহাম্মদ আরেফও তালেবে-এল্‌ম এবং বোজর্গের সন্তান। ইহার পিতা মোল্লা উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন, জীবিকা-নির্ব্বাহের সহায়তার জন্য আসিয়াছেন। আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টির আশা রাখেন।

ওয়াচ্ছালাম ওয়াল্ এক্রাম।

৮১ মকতুব

ইছলাম প্রচারের বিষয় লালা বেগের নিকট লিখিতেছেন।

"আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ইছলামের সহায়তার্থে বর্দ্ধিত করুক" (আমীন)। প্রায় এক শতাব্দী হইতে ইছলাম দুর্ব্বল ও পথিকের বেশ ধারণ করিয়াছে।

কাফেরগণ ইছলামী রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াও সন্তুষ্ট হইতেছে না ; বরঞ্চ তাহারা ইছলামী বিধান সমূহ নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিতেছে ; যেন মোছলমান ও মোছলমানীর কোন নিশানাই না থাকে। তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, মোছলমানগণ ইছলামের কোন কার্য্য প্রচার করিতে গেলে নিহত হইয়া যায়। গরু কোরবাণী করা মোছলমানদের প্রধান কার্য্য। কাফেরগণ বোধ হয়, কর-দেওয়াতেও অসন্তুষ্ট হইবে না, কিন্তু কিছুতেই গো-হত্যা করিতে মত দিবে না। বাদশাহীর প্রারম্ভেই যদি ইছলাম প্রচার হয় এবং মোছলমানদিগকে সম্মান প্রদান করা হয়, তবেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। অন্যথায় মোছলমানগণের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়িবে। হে আল্লাহ্ ! রক্ষা কর ! রক্ষা কর !! কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি যে, এই সৌভাগ্য লাভ করিবে এবং কোন্ সাহসী বীরপুরুষ যে, এই দৌলত হস্তগত করিবে তাহা আল্লাহ্ই জানেন। "ইহা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ইহা প্রদান করেন ; তিনি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল"। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ছাইয়্যেদোল মোরছালীন (দঃ)-এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। তাঁহার ও তাঁহার আওলাদগণের প্রতি উৎকৃষ্ট দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াচ্ছালাম ॥

৮২ মকতুব

সেকেন্দার খান লুধীর নিকট কল্‌বের সুস্থ্যতা সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ), যিনি দৃষ্টি কৌটিল্য হইতে পবিত্র, তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্পাক (আমাদিগকে) সকল সময় যেন— নিজের সহিত রাখেন এবং অন্যের সহিত যাইতে না দেন, তাঁহার ও তাঁহার আল্ আওলাদগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

অন্যের আকর্ষণ হইতে 'কল্‌ব' বা অন্তঃকরণকে সুরক্ষিত করা আমাদের ও আপনাদের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ছালামতি তখন লাভ হইবে, যখন অন্তঃকরণে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান থাকিবে না। অন্যের স্থান না থাকা আল্লাহ্ ব্যতীত সমুদয় বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়ার প্রতি নির্ভর করে। অলী-আল্লাহ্গণ ইহাকে 'ফানা' বা 'লয়-প্রাপ্তি' বলিয়া থাকেন। এপর্য্যন্ত যে, ইচ্ছা পূর্ব্বক চেষ্টা করিলেও যেন— অন্যের চিন্তা অন্তরে প্রবিষ্ট না হয়। এই অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্‌বের রোগমুক্তি ও সুস্থ্যতা সম্ভবপর নহে। ইদানীং এই 'নেছ্‌বৎ' বা সম্বন্ধ আকাশ-কুসুম তুল্য হইয়া গিয়াছে ; বরং বলিলেও হয়তো অনেকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু—

সুখীগণ পেয়েছেন যেই অবদান
তাহাই তাঁদের তরে সুখের ছামান।
আশেক-মিছ্‌কীন, সে-তো অতি নিঃসহায়
যাহা পায়, তাই নিয়ে জীবন কাটায়।

আর অধিক কি লিখিব ! ওয়াচ্ছালাম ॥

৮৩ মকতুব

বাহাদুর খানের নিকট জাহের-বাতেনের শান্তির সহিত শরীয়ত এবং হকীকত একত্রিত করার বিষয়ে লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্তায়ালা বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ হইতে রক্ষা করিয়া পূর্ণরূপে নিজের সহিত আকৃষ্ট করিয়া লউন।

"খোদার প্রণয় হ'তে যতই সুন্দর—
যাই হোক, তাই অতি-অপকৃষ্টতর।
যদিও হোক না কেন— মিষ্টান্ন-ভোজন,
তথাপি জানিবে, উহা পরাণ খনন।"

স্বীয় বাহ্যিক দেহকে সমুজ্জ্বল শরীয়তের বাহ্যিক আমল দ্বারা সজ্জিত করতঃ অন্তর্জগতকে সদা-সর্ব্বদা আল্লাহ্তায়ালার সহিত আকৃষ্ট রাখা প্রধান কার্য্য। কোন্ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যে যে ইহা আছে, তাহা আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। বর্ত্তমান সময় এই দুই সম্বন্ধ একত্রিত করা ; বরং শুধু জাহেরী শরীয়তের উপরই অটল থাকা দুষ্প্রাপ্য এবং স্পর্শমণি হইতেও দুর্লভ। আল্লাহ্পাক পূর্ণ অনুকম্পা বশতঃ আমাদিগকে যেন— ছাইয়েদুল্ আউয়ালীন ওয়াল্ আখেরীন (দঃ)-এর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অনুসরণের প্রতি কায়েম রাখেন। তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দরূদ এবং ছালাম বর্ষিত হউক। ওয়াচ্ছালাম ॥

৮৪ মকতুব

ছৈয়েদ আহ্‌মদ কাদেরীর নিকট লিখিতেছেন। শরীয়ত এবং হকীকত পরস্পর যে, এক এবং হক্‌কুল একীনে উপনীত হওয়ার নিদর্শন ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা হইবে।

ছাইয়্যেদোল বশর হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যিনি লক্ষ্যভ্রষ্টতা হইতে পবিত্র, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক, আমীন। তাঁহারই অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে শরীয়তের প্রশস্ত পথের প্রতি কায়েম রাখিয়া আমাদের লক্ষ্য পূর্ণরূপে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করতঃ আমাদের নিজ হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লউন, এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকল দিক হইতে বিমুখ করুন। (আমীন) ॥

বন্ধুর বিষয় যাহা হয়— আলোচিত,
যাই হোক তাই হয় অতি-মনোনীত।

প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ্তায়ালার বিষয় যাহা কিছু বলা হইয়া থাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার বর্ণনা নহে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত উক্ত বাক্যের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে ;

তখন উক্ত সম্বন্ধকেই যথেষ্ট ভাবিয়া তদ্বিষয় বর্ণনা করার সাহস করিতেছি। ফলকথা শরীয়ত এবং হকীকত পরস্পর অবিকল এক-বস্তু ; প্রকৃতপক্ষে উভয়ে বিভিন্ন নহে। কেবল বিস্তৃত হওয়া ও সংক্ষিপ্ত হওয়া ও দলীল কর্তৃক প্রমাণিত ও আত্মীক বিকাশ কর্তৃক জ্ঞাত, অদৃশ্য-বিশ্বাস ও দৃশ্যে-বিশ্বাস এবং কৃচ্ছ্র সাধ্যতা ও সহজ সাধ্যতা ইত্যাদি পার্থক্য মাত্র। যে সমস্ত আদেশ এবং জ্ঞান— শরীয়ত কর্তৃক পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই হক্কুল একীনের তত্ত্বে উপনীত হইলে আত্মীক বিকাশ কর্তৃক বিস্তৃতভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং অদৃশ্য বস্তু যেন দৃশ্যে পরিণত হয়। কার্য্যের কঠোরতা এবং আমলের জন্য উপায় অবলম্বনের মধ্যস্থতা অপসারিত হইয়া যায়। হক্কুল একীনের তত্ত্বে উপনীত হওয়ার চিহ্ন এই যে, সাধকের এল্‌ম-মারেফত সমূহ পূর্ণভাবে শরীয়তের এল্‌ম ও মারেফতের অনুকূল হইয়া যায়। চুল পরিমাণও যদি প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি "হকীকাতুল হাকায়েকে" বা যাবতীয় তথ্যের তত্ত্বে উপনীত হয় নাই।

তরীকার মাশায়েখগণের মধ্য হইতে যাহার যে কোন শরীয়তের বিপরীত এল্‌ম ও আমল ঘটিয়াছে তাহা মত্ততার জন্যই ঘটিয়াছে। সাময়িক মত্ততা তরীকার মধ্য-পথে ব্যতীত হয় না। যাঁহারা অন্তের-অন্তঃস্থলে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সদা-সর্ব্বদাই জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন। 'ওয়াক্‌ত' বা মত্ততার-নির্দ্দিষ্টকাল তাঁহাদের অনুগত এবং 'হাল' বা মত্ততার অবস্থা ও মাকাম বা উহার স্তর তাঁহাদের পূর্ণতা সমূহের বাধ্য।

সময়ের পুত্র বটে, ছূফী-সাধুগণ,
হাল ও কালের বাধ্য নহে ছাফী[১] জন।
(মত্ততা কালের নাম জানিবে 'সময়'
'হালত' শব্দও তথা জানিবে নিশ্চয়।)

অতএর প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের বিরোধিতা করা, প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত না হওয়ার চিহ্ন-স্বরূপ। কোন কোন মাশায়েখ লিখিয়াছেন যে, "শরীয়ত হকীকতের খোলস্ স্বরূপ এবং হকীকত তাহারই সারবস্তু।" যদিও এরূপ বাক্য বক্তার স্থির চিত্ত না হওয়ার পরিচায়ক, তথাপি উহার অর্থ এইরূপ লওয়া যাইতে পারে যে, শরীয়ত যখন সংক্ষিপ্ত তখন বিস্তৃত হকীকতের সম্মুখে উহা ঐরূপ, খোলসের তুলনায় মজ্জা যেরূপ ; এবং শরীয়ত প্রমাণ সিদ্ধ ; অতএব আত্মীক বিকাশের তুলনায় প্রমাণ সিদ্ধ বস্তু সারাংশের সম্মুখে খোলসতুল্য। অবশ্য স্থিরচিত্ত সম্পন্ন বোজর্গগণ এরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য ব্যবহার সঙ্গত মনে করেন না। যেহেতু শরীয়ত এবং হকীকতের মধ্যে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃতি ও প্রমাণ সিদ্ধ এবং আত্মীক বিকাশ দ্বারা উপলব্ধ, পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্যের বর্ণনা

টীকা :— ১। নিজ চেষ্টায় ছাফাই হাছেল করার নাম 'ছুফী'। আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে ছাফাই লাভকারীর নাম 'ছাফী'।

করেন না। হজরত নক্‌শবন্দ "কোদ্দেছা ছেররুহুর" নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তরীকত অবলম্বনের উদ্দেশ্য কি ? তদুত্তরে তিনি ফরমাইয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সংক্ষিপ্ত মারেফত বা পরিচয় যেন বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়সমূহ— আত্মীক বিকাশ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়।" এল্‌ম এবং আমল অনুযায়ী আল্লাহ্‌পাক যেন আমাদিগকে শরীয়তের প্রতি দৃঢ়ভাবে কয়েম রাখেন। শরীয়তের মালিক যিনি [হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)] তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌পাকের দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

অবশিষ্ট কথা এই যে, দোওয়া-পত্রবাহক মিঞা শায়েখ মোস্তফা ছোরায়হী কাজী শোরায়হের বংশধর, ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ বোজর্গ ছিলেন। বাদশাহের নিকট হইতে মোশাহারা প্রাপ্ত ছিলেন; এবং তাঁহার আরও বহু আয়ের পথ ছিল। ইদানীং উক্ত ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রশংসাপত্র ইত্যাদি লইয়া সেনাদলে যাইতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিবেন, যাহাতে শান্তির সহিত বেচারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অধিক লিখা অনুচিত।

৮৫ মকতুব

মির্জ্জা ফত্‌হুল্লাহ্ হাকিমের নিকট নেক্ আমল, বিশেষতঃ— জামায়াতের সহিত নামাজ পাঠ করা, ইত্যাদি বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌পাক আপনাদিগকে স্বীয় মর্জ্জি অনুযায়ী চলিবার সুযোগ প্রদান করুন। প্রত্যেক ব্যক্তির যেরূপ আকিদা-বিশ্বাস দোরস্ত না করিলে উপায় নাই, তদ্রূপ নেক্ আমল না করিলেও রক্ষা নাই। সর্ব্ববিধ এবাদতের সার-সমষ্টি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সর্ব্বাধিক নৈকট্য প্রদানকারী এবাদত— নামাজ। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "নামাজই দীনের স্তম্ভ, যে-ব্যক্তি উহাকে কায়েম করিল সে 'দীন' বা ধর্ম্মকে কায়েম করিল এবং যে-ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিল, সে দীন বা ধর্ম্মকে ধ্বংস করিল।" আল্লাহ্‌পাক যাহাকে প্রত্যহ নামাজ পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেন, তাহাকে অসৎ ও নিন্দনীয় কার্য্যাদি হইতে বিরত রাখেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্‌পাক ফরমাইতেছেন— "নিশ্চয় নামাজ দুষ্কর্ম্ম এবং নিন্দিত কার্য্যাদি হইতে বিরত রাখে।" অতএব যে নামাজ বর্ণিত রূপ-গুণ সম্পন্ন নহে তাহা দৃশ্যতঃ নামাজ, তাহার মধ্যে প্রকৃত তত্ত্ব নাই। অবশ্য হকীকত[১] লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহ্যিক আকৃতিকে পরিত্যাগ করা চলিবে না। "যাহা সম্পূর্ণ হস্তগত হয় না, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে।" দয়ার সাগর যদি আকৃতিকেই প্রকৃত বস্তুর মূল্য প্রদান করেন তাহা কোনই বিচিত্র নহে। সুতরাং আপনাদের প্রতি প্রত্যহই জামাতের সহিত নম্রভাবে, অবনত হইয়া নামাজ পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য, কেননা ইহাই উদ্ধারের উপায়। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন, "নিশ্চয় মুক্তি পাইল ঐ সকল মোমেন (বিশ্বাসী) যাহারা

টীকা :— ১। হকীকত=প্রকৃত তত্ত্ব।

স্বীয় নামাজের মধ্যে অবনত চিত্ত হয়।" যাহা আশংকার মধ্যেও করা যায় তাহাই প্রকৃত মূল্যবান কার্য্য। সিপাহীগণ প্রবল শত্রুর সম্মুখে সামান্য বীরত্ব দেখাইলেই তাহা মূল্যবান হইয়া থাকে। যৌবনকালের সাধুতার মূল্য এই হেতু অধিক যে, নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির নানারূপ আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে সংযত করতঃ সততার দিকে আনয়ন করিয়াছে। আছহাবে কাহাফগণ ধর্ম্ম বিরোধী রাজার নিকট হইতে একবার মাত্র হিজরত করিয়া আসার জন্যই অসাধারণ বোজর্গী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, "ফেত্‌না[১] ফাছাদের সময় এবাদত করার মূল্য, আমার নিকট হিজরত করিয়া আসার তূল্য।" অতএব প্রতিবন্ধকই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যসিদ্ধির কারণ।

অধিক আর কি লিখিব ! প্রিয় বৎস, শায়েখ বাহাউদ্দিনের ফকীরদিগের সংসর্গ মনঃপুত হয় না। সে সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রতি আগ্রহান্বিত ও আকৃষ্ট। সে জানে না যে, তাহাদের সংসর্গ প্রাণনাশক হলাহল তুল্য, তাহাদের ঘৃত-পক্ক খাদ্য তমশা বর্দ্ধক। উহা হইতে ভীত হও, সাবধান— সাবধান ! ছহী হাদীছে আসিয়াছে, "যে ব্যক্তি ধনীর নিকট তাহার ঐশ্বর্য্যের জন্য নম্রতা প্রকাশ করে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ দীনদারী চলিয়া যায়।" অতএব ধনী হওয়ার জন্য তাহাদের নিকট যাহারা নম্রতা প্রকাশ করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ্‌তায়ালাই সৎকার্য্যের সহায়তাকারী।

৮৬ মকতুব

'জরক্' পরগণার জনৈক বিচারকের নিকট 'ছালামতিয়ে[২] কল্‌বের' বিষয় লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে সাম্যতা এবং ইনছাফের কেন্দ্রে সুদৃঢ় রাখুক। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আকর্ষণ হইতে অন্তঃকরণকে মুক্ত করা আমাদের এবং আপনাদের কর্ত্তব্য ; এমনিভাবে মুক্ত করা আবশ্যক যে, অন্যের চিন্তাও যেন অন্তঃকরণে প্রবেশ না করে। যদি কাহারও জীবনকাল সহস্র বৎসর হয়, তথাপি যেন তাহার অন্তরে অন্যের চিন্তা প্রবিষ্ট না হয় ; যেহেতু তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাই প্রকৃত কার্য্য, অন্য সবই অনর্থক।

সাক্ষাৎকালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "যদি কোন জরুরী কার্য্যের আবশ্যক হয়, তবে আমাকে পত্র দ্বারা জানাইবেন"; সেই হেতু জানাইতেছি যে, শায়েখ আব্দুল্লাহ্ ছূফী সৎ-ব্যক্তি, নিজের আবশ্যক পূরণ করিতে যাইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার ঋণ পরিশোধার্থে আপনার সাহায্যের আশা রাখে। ওয়াচ্ছালাম ॥

টীকা ঃ— ১। ফেত্‌না=ধর্ম্মের বিপর্যয় ও গোলমাল। ২। ছালামতী= সুস্থতা।

৮৭ মকতুব

পাহ্‌লোয়ান মাহ্‌মুদের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দোস্তগণ যদি কাহাকেও কবুল করেন তাহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থ রাখুক এবং শরীয়তের প্রশস্ত পথের উপর সুদৃঢ় রাখুক। আপনার খান্‌দানের জন্য প্রথম সুসংবাদ মিঞা শায়েখ মোজাম্মেলের শুভাগমন। ইঁহার সংসর্গের বরকত কি আর বর্ণনা করিব ! ঐ ব্যক্তির কত যে সৌভাগ্য, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দোস্তগণ কবুল করেন। তদুপরি যদি ভালবাসেন এবং নৈকট্য প্রদান করেন, তাহা যে, কতই উচ্চ মরতবা— তাহা বর্ণনাতীত। যেহেতু ইঁহারা ঐ সম্প্রদায়, যাঁহাদের সঙ্গে উপবেশনকারীগণ বদ্‌বখ্‌ত হয় না। ফল কথা ইঁহাদের সংসর্গ যথেষ্ট মনে করিবেন এবং সংসর্গের আদব-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তবেই ফল লাভ হইবে। অধিক আর কি লিখব !

ওয়াচ্ছালামো আউয়ালাওঁ ওয়া আখেরান।

৮৮ মকতুব

ইহাও পাহ্‌লোয়ান মাহ্‌মুদের নিকট লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌পাক সদাসর্ব্বদা যেন নিজের সঙ্গে রাখেন। ঈমান এবং সততার সহিত কেহ যদি স্বীয় কৃষ্ণ-কেশকে শুভ্রতায় পরিণত করিতে সক্ষম হয়, তাহা যে কত উচ্চ নেয়মত তাহা বলাই বাহুল্য। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "যে ব্যক্তি মোছলমান অবস্থায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তাহাকে ক্ষমা করা হইবে।"

'আশার' দিককেই প্রবল রাখিবেন এবং ক্ষমা-প্রাপ্তির ধারণাই অধিক করিবেন ; কেননা যৌবনকালে— 'ভয়' অতিরিক্ত রাখা আবশ্যক এবং বৃদ্ধাবস্থায়— 'আশা' অধিকতর রাখা উচিত। প্রারম্ভে ও অবশেষে ছালাম।

৮৯ মকতুব

মির্জ্জা আলী জানের নিকট সান্ত্বনা প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌পাক শরীয়তের প্রশস্ত পথে সর্ব্বদাই যেন কায়েম রাখেন ; যখন— "প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিবে" (কোরআন) ; তখন মৃত্যু ব্যতীত উপায় নাই। অতএব যাহার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ এবং পুণ্যকার্য্য সমূহ অধিক, তাহার জন্যই সুসংবাদ। মৃত্যু এমন একবস্তু যাদ্বারা (আল্লাহ্‌র) আকাঙ্ক্ষীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়, এবং

বন্ধুকে বন্ধুর নিকট উপনীত করা হয়। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশা রাখে তাহাকে বল— নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকাল অবশ্যই আসিবে।" অভিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত যাঁহারা এবং ইহ-জগতের বন্ধন মুক্ত যে মহাজনগণ তাঁহাদের তিরোধান হেতু পরবর্ত্তীগণের এবং ইহ-জগতে আকৃষ্টগণের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। আপনাদের মুরব্বী মরহুমা উপস্থিত সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিলেন, এখন আপনাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার উপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করেন এবং দোওয়া ও দরূদ-খয়রাত ইত্যাদি দ্বারা প্রতি মূহূর্ত্তে তাঁহার সাহায্য করিতে থাকেন ; যেহেতু "মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়, সর্ব্বদাই স্বীয় পিতা-মাতা ও ভাই, বন্ধু-বান্ধব হইতে দোওয়া প্রাপ্তির প্রতিক্ষায় থাকে।" অধিকন্তু তাহাদের মৃত্যু হইতে নিজেদের মৃত্যুর কথা ভাবিয়া সাবধান হওয়া উচিত; নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি ন্যস্ত করিবেন এবং পার্থিব জীবনকে প্রবঞ্চনার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিবেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পার্থিব সুখ-শান্তির অতি সামান্য মূল্যও যদি থাকিত, তবে উহার লোমাগ্র বরাবরও কাফের দিগের জন্য ব্যবস্থা করিতেন না।

আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ছাইয়েদুল মোর্‌ছালীন (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালা যেন অন্যের আকর্ষণ হইতে বিরত থাকার শক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা দান করেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

৯০ মকতুব

খাজা কাছেমের নিকট পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি মনোযোগী হওয়ার বিষয় লিখিতেছেন।

ছাইয়েদুল বাশার (দঃ) যিনি দৃষ্টি-কৌটিল্য হইতে পবিত্র তাঁহার এবং তাঁহার আল্‌-আওলাদগণের প্রতি উৎকৃষ্ট দরূদ ও পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক ; তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্‌পাক এই ইতর জগতকে আপনার হিম্মতের[1] চক্ষে অপদার্থ ও মূল্যহীন দেখাইয়া আখেরাতের শ্রী-সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনার অন্তঃকরণ বিভূষিত ও সুসজ্জিত করুক। আপনার পবিত্র লিপি শ্রেষ্ঠ-উপঢৌকনাদি সহ প্রাপ্ত হইলাম। অনুগ্রহ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে অতি উৎকৃষ্ট পারিতোষিক প্রদান করুক।

বিশিষ্ট বন্ধুগণকে যে উপদেশ প্রদান করা উচিত তাহা এই যে— আল্লাহ্‌ আজ্ঞাশানুহুর প্রতি যেন পূর্ণরূপে তাহাদের লক্ষ্য থাকে, এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সকল বস্তু হইতে বৈমুখ্য লাভ হয়। ইহাই কার্য্য, ইহা ব্যতীত অন্য সবই অনর্থক। ইদানীং এই

টীকা :— ১। হিম্মৎ=মনোবল।

উচ্চ সৌভাগ্য লাভ একমাত্র নক্‌শবন্দিয়া বোজর্গগণের খান্দানের সহিত খালেছভাবে সম্বন্ধ রাখার প্রতিই নির্ভর করিতেছে। কঠোর ব্রত পালন ও অসাধ্য সাধন দ্বারাও যাহা হয় না, ইঁহাদের একদণ্ড সংসর্গেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু-ইঁহাদের তরীকায় শেষ বস্তু প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম সাক্ষাতেই ইঁহারা যাহা প্রদান করেন, তাহা শেষ মর্ত্তবায় উপনীত ব্যক্তিগণের সর্ব্বশেষে হস্তগত হইয়া থাকে। এই বোজর্গগণের তরীকা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তরীকা। ছাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রথম সাক্ষাতেই এরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাহা উম্মতগণের অলীগণ সর্ব্বশেষে কচিৎ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা শেষ-বস্তু প্রারম্ভে প্রবেশ করণ স্বরূপ। অতএব ইঁহাদিগের প্রেমার্জ্জন আপনাদের জন্য একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু ইহাই একমাত্র অবলম্বন।

আপনাদের প্রতি এবং অবশিষ্ট যাঁহারা হেদায়েতের পথের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণকারী তাঁহাদের প্রতি ছালাম পৌঁছুক।

৯১ মকতুব

শায়েখ কবীরের নিকট— আকিদা দুরস্ত করা এবং নেক আমল করার বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ছুন্নতের প্রতি কায়েম রাখুন। কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, প্রথমতঃ— আহ্‌লে ছুন্নত জামায়াত— যাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত সম্প্রদায়, তাঁহাদের আলেমগণের মতানুযায়ী নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে সংশোধন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ— ফেকাহ্‌-এর নির্দ্দেশানুযায়ী জ্ঞান লাভ করতঃ দৃঢ়তার সহিত তদ্রূপ আমল বা কার্য্য করিতে হইবে। বর্ণিত বিশ্বাস ও আমলের দুই বাজু লাভ করার পর আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জগতের দিকে উড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই কার্য্য আর সবই অনর্থক। শরীয়তের আমল এবং তরীকত ও হকীকতের 'হালত' বা আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমূহ লাভ করা হইতে 'নফ্‌ছ'— পবিত্র করণ ও 'কল্‌ব' পরিস্কার করণই উদ্দেশ্য মাত্র। যে-পর্য্যন্ত নফ্‌ছ পবিত্র হইবে না, এবং কল্‌ব অন্যের আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ সুস্থ্য হইবে না, সে-পর্য্যন্ত প্রকৃত ঈমান, যাহার উপর উদ্ধার নির্ভর করে, তাহা লাভ হইবে না। কল্‌বের মুক্তি ও সুস্থতা তখনই লাভ হইবে যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের চিন্তার লেশ মাত্র অন্তরে প্রবেশ না করিবে। এমনকি সহস্র বৎসর জীবন অতিবাহিত হইলেও যেন— অন্তর্জগতে অন্যের চিন্তা আগমন না হয়। কারণ তাহার অন্তঃকরণ যে, অন্যকে একেবারেই ভুলিয়া যায়। যেন চেষ্টা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেও তাহার স্মরণ হয় না। এই অবস্থাকেই 'ফানা' বলা হইয়া থাকে, এবং ইহাই এ-পথের প্রথম পদক্ষেপ। ইহা ব্যতীত মেহ্‌নত বরবাদ। ওয়াচ্ছালাম, আউওয়ালাউ ওঁয়া আখেরান (প্রারম্ভে ও শেষে ছালাম)।

৯২ মকতুব

ইহাও শায়েখ কবীরের নিকট— কল্‌বের শান্তি জেকের দ্বারা হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর শরীয়তের উপর কায়েম রাখুন। "সাবধান ! শুন ! আল্লাহ্‌র জেকের দ্বারাই অন্তঃকরণ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে" (কোরআন)। কল্‌বের শান্তির পথ আল্লাহ্‌র জেকের বা স্মরণ। গবেষণা ও প্রমাণাদি নহে।

"কাষ্ঠের পদের মত প্রমাণের পদ,
স্থির থাকে না উহা, চলিতে বিপদ"।

যদিও আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না, তথাপি জেকের দ্বারা এক প্রকারের সম্বন্ধ অর্জ্জিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত মৃত্তিকার কি আর তুলনা হইবে ! অবশ্য স্মরণকারী ও স্মরণকৃত বস্তুর মধ্যে যে-একরূপ সম্বন্ধ হয়, তাহাতে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। যখন ভালবাসার প্রাবল্য হয়, তখন অন্তঃকরণ অবশ্যই শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং যখন অন্তর্জগত প্রশান্ত হয়, তখন সে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে।

খোদার জেকের কর, যাবত-জীবন,
অন্তর পবিত্র করে— খোদার স্মরণ।

ওয়াচ্ছালামু আউয়ালাউ ওঁয়া আখেরান।

৯৩ মকতুব

সেকেন্দার খান লুধির নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বয়ান হইবে যে, সমুদয় কাল ব্যাপিয়া আল্লাহ্‌র জেকেরে অতিবাহিত করা আবশ্যক।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সহিত এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের ছুন্নতে মোয়াক্কাদা রীতিমত পাঠান্তর অবশিষ্ট সময় আল্লাহ্‌তায়ালার জেকেরে (স্মরণে) ব্যয় করা উচিত। আহার নিদ্রাই হউক বা আচরণ-বিচরণেই হউক, ইহা ব্যতীত অন্য দিকে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। জেকেরের পদ্ধতি আপনাকে অবগত করান হইয়াছে, তদ্রূপ করিতে থাকিবেন। মনোনিবেশে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তবে ব্যাঘাতের কারণ উদ্ধার করতঃ তাহার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কাঁদাকাটি করিয়া উক্ত জুলমাত বা তমসা অপসারণের দরখাস্ত করা উচিত, এবং যে মোর্শিদ হইতে জেকের গৃহীত হইয়াছে তাহাকে অছিলা বা মধ্যস্থ করিয়া জেকের করা আবশ্যক।

আল্লাহ্‌তায়ালাই যাবতীয় মুশ্‌কিল সহজ করিয়া দেন। ওয়াচ্ছালাম॥

৯৪ মকতুব

খেজের খাঁ লুধির নিকট আকিদা বিশুদ্ধতা এবং নেক-আমল করা ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

হক্ ছোব্‌হানাহু তায়ালা, মোস্তফা (দঃ)-এর শরীয়তের উপর দৃঢ়তা প্রদান করুক।

যাহা না হইলে নয়, এবং যাহা ব্যতীত উপায় নাই, তাহা এই যে, প্রথমতঃ উদ্ধারপ্রাপ্ত দল ছুন্নত জামাতের মতানুযায়ী স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ফেকাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ফরজ, ছুন্নত, ওয়াজেব, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ্ এবং মোশতাবেহ্ ইত্যাদি জানিয়া লইয়া তদ্রূপ আমল করিতে হইবে। যখন বিশ্বাস ও আমল এই দুই পাখা লাভ হইল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, হকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের জগতের দিকে উড়িতে থাকিবে। কিন্তু উড়িবার এই দুই পাখা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত হকীকতের জগতে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

না করিয়া মোস্তফার পদানুসরণ,
মনের ছাফাই নাহি পাবে কোন জন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ও আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের উপর সুদৃঢ় রাখুন। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার আল্-আওলাদগণের প্রতি অজস্র দরূদ এবং ছালাম বর্ষিত হউক।

৯৫ মকতুব

ছৈয়দ আহ্‌মদ বজওয়াড়ীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, মানব একটি বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিভূত নোস্‌খা বা তালিকা স্বরূপ, এবং তাহার কল্‌ব তদ্রূপ সমষ্টিভূতি গুণধারী হইয়া সৃষ্টি, ইত্যাদি।

মানব বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিভূত তালিকা স্বরূপ। যাবতীয় অস্তিত্বধারী বস্তুর মধ্যে যাহা আছে তাহা সবই এক মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু সৃষ্ট জগতের বস্তুসমূহ উহাতে প্রকৃতভাবে আছে এবং অবশ্যম্ভাবী জগতের বস্তু সমূহ আকৃতিগত ভাবে আছে। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আদমকে স্বীয় আকৃতির উপর সৃষ্টি করিয়াছেন" (হাদীছ)। এইরূপ মানুষের কল্‌ব বা অন্তঃকরণ উহার সমষ্টি স্বরূপ। সম্পূর্ণ মানব দেহে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই যেন কল্‌বের মধ্যে আছে। এই হেতু ইহাকে 'হকীকতে জামেয়া' বা সমষ্টিভূত তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। এই সমষ্টিভূতির কারণে অনেক বোজর্গ— 'কল্‌ব'-এর প্রশস্ততার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে— 'আর্শ' এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই যদি আল্লাহ্‌র পরিচয় প্রাপ্ত আরেফের কল্‌বের এক কোণে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা

হইলে উহাদিগকে অনুভবই করা যাইবে না, যেহেতু কল্‌বের মধ্যে ভৌতিক বস্তু চতুষ্টয় অর্থাৎ জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা ও অন্তরীক্ষ জাত বস্তু সমূহ ও আর্শ্ব, কুরছী এবং আকল[১], নফ্‌ছ[২] ইত্যাদি একত্রিত আছে। 'মাকানী' বা স্থান-সম্ভূত এবং 'লা-মাকানী' বা স্থান-মুক্ত উভয়বিধ বস্তু সমূহও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। অতএব কল্‌বের মধ্যে লা-মাকানী বস্তু থাকা হেতু আর্শ্ব এবং আর্শ্বে যাহা কিছু আছে তাহা কল্‌বের সম্মুখে কোনই গুরুত্ব রাখে না। আর্শ্ব ও তাহাতে যাহা আছে তাহার মধ্যে প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও উহারা 'মাকান' বা স্থানের অন্তর্ভুক্ত। স্থান-সম্ভূত বস্তু যতই প্রশস্ত হউক না কেন তাহা সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। লা-মাকানী বা স্থান-শূন্য বস্তুর নিকটে উহার কোনই তুলনা হয় না ; অবশ্য সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বোজর্গগণ অবগত আছেন যে, এরূপ বাক্য মত্ততা-মূলক, প্রকৃত বস্তু ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য না বুঝা হেতু তাহারা এরূপ বলিয়া থাকে। আর্শ্বেমজীদ আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ আবির্ভাব স্থান। অতএব সংকীর্ণ কল্‌বের মধ্যে সংকুলান হওয়া হইতে আর্শ্ব অতি উচ্চ। কল্‌বের মধ্যে যে-আর্শ্ব পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রকৃত-আর্শ্ব নহে ; বরং তাহা আরশ্বের নমুনা মাত্র। অবশ্য ইহা সঠিক যে-কল্‌বের তুলনায় উক্ত নমুনার কোনই মূল্য নাই ; যেহেতু কল্‌ব— এরূপ অসংখ্য নমুনার সমষ্টিধারী। বিরাট আছমান আরও অন্যান্য বস্তু সহকারে ক্ষুদ্র দর্পণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে বলা যাইতে পারে না যে, 'আছমান' হইতে 'দর্পণ' প্রশস্ত। হাঁ ! আছমানের প্রতিচ্ছায়া যাহা দর্পণে পতিত হইয়াছে, তাহা দর্পণের তুলনায় ক্ষুদ্র বটে ; কিন্তু প্রকৃত আছমান ক্ষুদ্র নহে।

এ বিষয়টি আরও একটি উদাহরণ দিলে বিষদ্‌ভাবে বুঝা যাইবে। যথা— মানবের মধ্যে মৃত্তিকা গোলকের নিদর্শন আছে, মানবদেহ সমষ্টিভূত হওয়া সত্ত্বেও ইহা বলা যাইবে না যে— মানবদেহ মৃত্তিকার গোলক হইতে প্রশস্ত ; বরং মৃত্তিকা গোলকের তুলনায় মানবদেহ অতি ক্ষুদ্র বস্তু হওয়া ব্যতীত কোনই উপায় নাই। তাহারা বস্তুর সামান্য নিদর্শনকেই প্রকৃত বস্তু মনে করিয়া এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কোন কোন মাশায়েখ মত্ততা হেতু বলিয়া থাকেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সমষ্টিভূতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সমষ্টিভূতি হইতে শ্রেষ্ঠতর ; তাহাও উক্ত রূপ বাক্য ; যেহেতু হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে তাহারা সম্ভাব্য এবং অবশ্যম্ভাবী উভয়বিধ বস্তুর সমষ্টি বলিয়া জানেন। অতএব তাঁহার সমষ্টিভূতিকে আল্লাহ্‌তায়ালার সমষ্টিভূতি হইতে অধিক বলিয়া থাকেন। এস্থলেও আকৃতিকে প্রকৃত বস্তু ভাবিয়া এরূপ বলিয়াছেন। কারণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অজুব বা অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার আকৃতির সমষ্টি, প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী বস্তু নহে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা "হাকিকী ওয়াজেবুল্ ওজুদ"— প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী বস্তু। উক্ত মাশায়েখগণ যদি প্রকৃত অবশ্যম্ভাবী বস্তু ও উহার আকৃতির পার্থক্য করিতেন, তাহা হইলে

টীকা ঃ—১। আকল=জ্ঞান। ২। নফ্‌ছ= প্রবৃত্তি।

নিশ্চয় এরূপ কথা বলিতেন না, ইহা কখনও নহে। এরূপ মত্ততা-মূলক বাক্য হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা অতি পবিত্র। মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দা ও সসীম, তাঁহার অন্ত আছে এবং আল্লাহ্‌পাক অনন্ত-অসীম।

জানা আবশ্যক যে, মত্ততা-মূলক যাবতীয় বাক্য বেলায়েতের মাকাম হইতে উদ্ভূত, এবং সংজ্ঞাজাত বাক্য সমূহ নবুয়তের মাকামের অন্তর্ভুক্ত। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের পূর্ণ অনুগামীগণ সংজ্ঞাবান হওয়া হেতু অধীনস্থ হিসাবে এই মাকামের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বোস্তামীয়াগণ[১] মত্ততাকে সংজ্ঞা হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। এই হেতু শায়েখ আবু ইয়াজীদ বোস্তামী কোদ্দেছাছেররুহু বলিয়াছেন, "আমার পতাকা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পতাকা হইতে উচ্চে"। তিনি স্বীয় পতাকাকে বেলায়েতের পতাকা এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পতাকাকে নবুয়তের পতাকা ধারণা করিয়াছেন। বেলায়েতের পতাকা মত্ততা সম্ভূত এবং নবুয়তের পতাকা সংজ্ঞাযুক্ত ; কাজেই তিনি উহাকে নবুয়তের পতাকা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই ধারণার উপরেই অনেকে বলিয়া থাকেন, "বেলায়েত— নবুয়ত হইতে উৎকৃষ্ট"। তাহারা মনে করেন যে, বেলায়েতের গতি আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে এবং নবুয়তের গতি সৃষ্ট জগতের দিকে এবং ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সৃষ্ট পদার্থ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে লক্ষ্য হওয়াই শ্রেষ্ঠতর। এই বিষয়ের সমাধান করিতে যাইয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক নবীর বেলায়েত তাঁহার নবুয়াত হইতে উৎকৃষ্ট।" এ নগণ্যের নিকট এরূপ বাক্য সত্য হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। কেননা নবুয়তের মধ্যে শুধু যে— সৃষ্টজগতের দিকে লক্ষ্য তাহা নহে ; বরং তৎসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকেও লক্ষ্য থাকে। তাহার অন্তর সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাহ্যতঃ সে খল্‌কুল্লাহ্‌র সহিত জড়িত। যাহারা পূর্ণরূপে সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহারা দূর্ভাগ্যবানদিগের অন্তর্ভুক্ত। পয়গাম্বর (আঃ)-গণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ; অতএব তাঁহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদান করা হইয়াছে। বেলায়েত— নবুয়তের অংশ মাত্র এবং নবুয়তই তাহার মূল। সুতরাং নবুয়তই বেলায়েত হইতে উৎকৃষ্টতর ; উহা অলীগণের বেলায়েত হউক বা নবীগণের বেলায়েত হউক ; এইরূপ-সংজ্ঞা, মত্ততা হইতে শ্রেষ্ঠ। যেরূপ— নবুয়তের মধ্যে বেলায়েত আছে, তদ্রূপ সংজ্ঞার মধ্যেও মত্ততা আছে।

নিছক সংজ্ঞা[২] যাহা সর্ব্বসাধারণের অবস্থা তাহা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, উহা হইতে মত্ততাকে শ্রেষ্ঠ বলার কোন অর্থ হয় না ; কিন্তু যে-সংজ্ঞার মধ্যে মত্ততা আছে, নিশ্চয় মত্ততা হইতে উহা শ্রেষ্ঠ। শরীয়তের এল্‌ম সমূহ, যাহা নবুয়তের মর্ত্তবা হইতে সমাগত, তাহা পূর্ণ সংজ্ঞাজাত। অতএব শরীয়তের বিপরীত যাহা কিছু হউক না কেন, তাহা মত্ততা সম্ভূত। মত্ত ব্যক্তিগণ উপেক্ষ্য। সংজ্ঞাজাত বিদ্যা সমূহই অনুসরণ যোগ্য,

টীকা ঃ—১। বোস্তামীয়াগণ=হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ)-এর অনুগামীগণ। ২। নিছক সংজ্ঞা=আল্লাহ্‌র মহব্বত বিহীন সংজ্ঞা।

মত্ততামূলক বিদ্যাসমূহ নহে ; আল্লাহ্পাক আমাদিগকে শরীয়তের অনুসরণের প্রতি কায়েম রাখুন এবং যে-ব্যক্তি এই দোওয়ার জন্য 'আমীন' বলিবে তাহার প্রতি আল্লাহ্পাক রহম করুন। "জমিন এবং আছমানে আমার সংকুলান হয় না। কিন্তু মো'মেন বান্দার কল্বে আমার স্থান হয়" (হাদীছে কুদ্ছী)। এই সংকুলানের অর্থ অজুবের[1] মর্ত্তবার আকৃতির সংকুলান, প্রকৃত বস্তুর নহে। যেহেতু তথায় উহা প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব, যথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, কল্‌ব লা-মাকানীর আকৃতিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়াছে মাত্র, প্রকৃত লা-মাকানী বস্তুকে নহে ; যাহাতে আর্শ্ব এবং তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু উহার নিকটে মূল্যহীন হইতে পারে। অবশ্য প্রকৃত লা-মাকানীর তুলনায় উহা সম্ভব, অর্থাৎ প্রকৃত লা-মাকানী বস্তু কল্‌বের অধিকারে আসিলে আর্শ্ব-পাক কল্‌ব হইতে ন্যূনতর মর্ত্তবাধারী হইত এবং কল্‌বের তুলনায় আর্শ্ব মূল্যহীন হইত।

৯৬ মকতুব

মোহাম্মদ শরীফের নিকট দীর্ঘসূত্রতা হইতে বিরত থাকার এবং শরীয়তের পায়রবী করার বিষয় লিখিতেছেন।

হে বৎস ! উপস্থিত আপনার অবসর আছে এবং শান্তির সামগ্রীও সমস্তই বর্ত্তমান ; অতএব দীর্ঘসূত্রতা ও বিলম্বের কোনই অজুহাত নাই। জীবনের উৎকৃষ্ট সময়— যৌবনের প্রারম্ভ, সুতরাং উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য স্বীয় মালিকের বন্দেগীতে ব্যয় করা উচিত ; শরীয়তের হারাম ও সন্দিগ্ধ কার্য্য সমূহ হইতে বিরত থাকিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিশ্চিতভাবে জামাতের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। মালের 'নেছাব' পূর্ণ হইলে 'জাকাত' প্রদান করাও ইছলামের আবশ্যকীয় কার্য্য, উহা আগ্রহের সহিত বরং উহাকে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ ভাবিয়া পরিশোধ করা দরকার। পূর্ণ অনুকম্পা বশতঃ আল্লাহ্পাক সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে মাত্র পাঁচওয়াক্ত এবাদতের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বর্দ্ধিত মাল ও চতুষ্পদ জন্তুর এক চত্বারিংশৎ অংশ সূক্ষ্মভাবে অথবা অনুমান করিয়া ফকীরদিগের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মোবাহ্ বা বিধেয় বস্তু সমূহের পরিসর অতি প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি দিবা-রাত্রি ষাট দণ্ডের মধ্যে দুই দণ্ড আল্লাহ্তায়ালার বন্দেগীতে ব্যয় করা না হয় এবং চল্লিশ অংশের— এক অংশও যদি ফকীর-মিছকীনগণকে প্রদত্ত না হয় ও মোবাহ্ বস্তুসমূহ এত অধিক থাকা সত্ত্বেও যদি হারাম এবং সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ অন্যায় ও অবিচারের কথা। যৌবনকালে নফ্ছে আম্মারা এবং শয়তানের প্রাবল্য থাকা হেতু সামান্য

টীকা ঃ— ১। অজুব= অবশ্যম্ভাবী স্তর। সৃষ্টিকর্ত্তার স্তর।

আমলকেই অধিক ছওয়াবের পরিবর্ত্তে আল্লাহ্পাক গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তীকালে যখন জীবনের নিকৃষ্ট সময় আসিবে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যাইবে ও শান্তির সামগ্রী বিক্ষিপ্ত হইবে, তখন আক্ষেপ ও অনুতাপ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। অনেক সময় বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অবসর নাও দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং অনুতাপ— যাহা এক প্রকারের তওবা তাহার সুযোগ নাও পাইতে পারে। চিরস্থায়ী শাস্তির বর্ণনা যাহা সত্য-সংবাদ বাহক হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন ও যদ্দারা গোনাহ্গারদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছেন ; তাহা সম্মুখে আছে ও তাহা অপরিহার্য্য। "আল্লাহ্তায়ালা অনুকম্পাশীল"— এই প্রলোভন দেখাইয়া শয়তান আজ আমাদিগকে প্রতারিত করতঃ অবহেলায় ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার 'ক্ষমাগুণ' দেখাইয়া গুনাহ্ করাইতেছে।

জানা আবশ্যক যে ইহজগত পরীক্ষার স্থান, দোস্ত-দুশমন এ স্থানে সম্মিলিত আছে ; উভয়কেই তিনি স্বীয় রহমতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং আমার রহমত সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া আছে।" ইহারই প্রমাণ স্বরূপ কেয়ামতের দিবস শত্রুগণ হইতে মিত্রগণকে পৃথক করিবেন। আল্লাহ্র বাণী— "হে পাপীগণ আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও", ইহার নির্দ্দেশক। সেদিন অনুগ্রহের দাবা গুটিকা (লটারী) দোস্তগণের নামেই উঠিবে। দুশমনগণ পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন যে, "অবিলম্বে উক্ত রহমতকে আমি ঐ সকল লোকের জন্য লিখিতেছি— যাহারা আমাকে ভয় করে এবং জাকাত প্রদান করে ও যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিশ্বাস করে।" অর্থাৎ নিশ্চয়ই উক্ত রহমত আমি ঐ দলকে প্রদান করিব, যাহারা কুফর ও গোনাহ হইতে বিরত থাকে এবং জাকাত প্রদান করে ; অতএব পরকালে নেক্কার সৎচরিত্রবান এবং মোছলমানগণের জন্যই রহমত বিশিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য সাধারণ মোছলমানদের যদি খাতেমা বিল্ খায়ের বা ঈমানের সহিত মৃত্যু হয়, তবে তাহারাও রহমতের ভাগী হইবে ; যদিও উহা দীর্ঘকাল অগ্নিকুণ্ডে অবস্থানের পর। কিন্তু পাপের তমসারাশি এবং আছমানী হুকুম সমূহের অবমাননা 'ঈমান'কে অক্ষুন্নভাবে লইয়া যাইতে দিবে কি ! আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, 'ছগিরা' গোনাহের উপর হঠকরণ 'কবিরা' গোনাহ্ এবং 'কবিরার' উপর জিদ করণ কুফরে পরিণত হয়" আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

সামান্য কহিনু, পাছে পাও মনোব্যাথা
নতুবা অনেক ছিল— কহিবার কথা।

আল্লাহ্তায়ালা যেন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় স্বীয় মর্জ্জি (সন্তুষ্টি) কে আমাদের বন্ধু ও সঙ্গী করিয়া দেন। অবশিষ্ট বিষয় এই যে, পত্রবাহক মওলানা ইছহাক এ ফকীরের বিশিষ্ট বন্ধু ও পুরাতন প্রতিবাসী ; ইনি যদি কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাহার প্রার্থনা রক্ষা করিবেন। ইহার মুন্সীগিরি এবং পাণ্ডিত্যে কিছু অধিকার আছে।

ওয়াচ্ছালাম ॥

৯৭ মকতুব

শায়েখ দরবেশের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, বন্দেগী করার উদ্দেশ্য ইয়াকীন বা দৃঢ়-বিশ্বাস অর্জ্জন করা ইত্যাদি।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্‌পাক আমাদের মত সম্বলহীনদিগকে প্রকৃত ঈমান প্রদানে সৌভাগ্যবান করুন। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণ ও সমস্ত পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

মানবজাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য, যেরূপ বন্দেগী করণ, তদ্রূপ উক্ত বন্দেগী হইতে ইয়াকীন লাভ করাই উদ্দেশ্য, যাহাকে হকীকতে ঈমান বা প্রকৃত বিশ্বাস বলা হয়। বোধ হয় আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী— "তুমি ইয়াকীন না আসা পর্য্যন্ত এবাদত কর", ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু 'হাত্তা' অর্থাৎ 'পর্য্যন্ত' শব্দটির দ্বারা যেরূপ বিষয়ের 'অন্ত' বুঝায় তদ্রূপ 'কারণ'ও বুঝায়, অর্থাৎ ইয়াকীন আনয়নের জন্য এবাদত কর। এবাদতের পূর্ব্বে যে ঈমান ছিল, তাহা যেন বাহ্যিক ঈমান ছিল ; প্রকৃত ঈমান যাহাকে 'ইয়াকীন' বলা হয়, তাহা ছিল না। আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেন, "হে মো'মেনগণ ! ঈমান আন", অর্থাৎ হে ঐসকল ব্যক্তি যাহারা দৃশ্যতঃ ঈমান আনিয়াছ, আদেশকৃত প্রাত্যহিক এবাদত পালন করতঃ প্রকৃত ঈমান আন। 'ফানা'-'বাকা' লাভ হওয়া যাহাকে 'বেলায়েত' বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্যও এই ইয়াকীন লাভ হওয়া মাত্র। 'ফানা'-'বাকার' অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা যদ্দারা প্রবেশকরণ এবং আধার হওন বুঝায় তাহা পূর্ণ বে-দীনী[১]। আত্মিক অবস্থার চাপে এবং মত্ততা হেতু অনেক কিছুই প্রকাশ হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া তাহা হইতে তওবা[২] ও এস্তেগ্‌ফার[৩] করিতে হয়। ইব্রাহীম ইবনে শায়বান কোদ্দেছাছেররুহু, যিনি স্বনামধন্য পীর ও অলী-আল্লাহ্‌গণের দলভুক্ত ছিলেন, তিনি ফরমাইয়াছেন যে, 'ফানা'-'বাকার' এল্‌ম আল্লাহ্‌পাকের নিছক একত্ববাদ এবং বান্দার প্রকৃত দাসত্বের উপর নির্ভর করে ; ইহা ব্যতীত অন্য সবই ভুল এবং বে-দীনী। সত্যই তিনি ইহা সঠিক কথা বলিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার দৃঢ়তার পরিচায়ক। 'ফানাফিল্লাহ্‌র' অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জ্জি বা সন্তুষ্টির মধ্যে লয়প্রাপ্তি ; ছয়ের এলাল্লাহ্ বা ছয়ের ফিল্লাহ্ ইত্যাদিও এইরূপ।

দ্বিতীয়তঃ আপনাকে কষ্ট দিতেছি যে মিয়া শায়েখ এলাহ্ বখস্ সৎ ও পরহেজগার এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তি। ইঁহার অধীনে বহু পোষ্য আছে, কোন বিষয় যদি ইনি সাহায্য প্রার্থী হন, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থার প্রতি শুভদৃষ্টি রাখিবেন।

আপনার প্রতি এবং যাহারা হেদায়েতের অনুগামী তাহাদের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

টীকা ঃ— ১। বে-দীনী = অধর্ম্মতা। ২। তওবা=প্রত্যাবর্ত্তন। ৩। এস্তেগ্‌ফার =ক্ষমা প্রার্থনা।

৯৮ মকতুব

শায়েখ জাকারিয়ার পুত্র আব্দুল কাদেরের নিকট লিখিতেছেন। কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া সরলতা শিক্ষা করার প্রতি ইহাতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে সুবিচারের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রাখুন। উপদেশ সম্বলিত কতিপয় হাদীছ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা তদনুরূপ আমল করিবার সুযোগ প্রদান করুন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা রফীক (সরল) এবং সরলতাই তাঁহার প্রিয়।" "সরলতার মাধ্যমে তিনি যাহা প্রদান করেন তাহা কঠোরতা বা অন্য কোন উপায়ে প্রদান করেন না" (মোছলেম শরীফ)। উক্ত কেতাবের অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) মাই আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) আন্‌হাকে ফরমাইয়াছেন, "তুমি সরলতাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং কঠোরতা ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাক ; যেহেতু সরলতা যাহার মধ্যে থাকে তাহাকে সুশ্রী করে এবং যাহা হইতে বহিষ্কৃত হয় তাহাকে কুৎসিত করে।" তিনি (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন— "যে ব্যক্তি সরলতা হইতে বঞ্চিত সে ব্যক্তি যাবতীয় উৎকর্ষ ও আতিশয্য হইতে বঞ্চিত।" হজরত (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যাহার চরিত্র অধিক সুন্দর।" তিনি (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন, "যাহাকে সরলতার অংশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে দুন্‌ইয়া ও আখেরাত উভয় জগতের অংশ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন যে, "লজ্জা ঈমান হইতে উৎপন্ন, এবং ঈমান বেহেশ্‌তী। পক্ষান্তরে কঠোরতা ও অশ্লীলতা জুলুম-অত্যাচার হইতে উদ্ভূত এবং 'অত্যাচার' দোজখী।"

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা বদ জবান কটুভাষী ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করেন।" "আমি কি তোমাদিগকে বলিব যে, অগ্নির প্রতি হারাম— কে এবং কাহার প্রতি (দোজখের) অগ্নি হারাম!" (আহ্‌মদ তিরমিজি)। "প্রত্যেক সরল-কোমল ব্যক্তি, যাহার ব্যবহার ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মত।" "মো'মেনগণ সকলেই কোমল ও সরল চিত্ত, নাসা-রজ্জুধারী উষ্ট্রের ন্যায় আকর্ষণ করিলে আকর্ষিত হয় এবং কোন প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করাইলে তথায় উপবিষ্ট হয়।" "যে ব্যক্তি স্বীয় রোষাগ্নি সম্বরণ করিল, অথচ সে তাহা প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ্‌পাক রোজ-কেয়ামতে সকলের সম্মুখে তাহাকে ডাকিয়া ইখ্‌তিয়ার দিবেন যে— সে হুরীগণের[১] মধ্য হইতে যাহাকেই ইচ্ছা তাহাকে লইতে পারে।"

"কোন এক ব্যক্তি হজরত (দঃ) কে বলিল যে, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তদুত্তরে তিনি (দঃ) ফরমাইলেন, "তুমি রাগান্বিত হইও না।" সে বারংবার উহা বলিতে লাগিল। তদুত্তরে হজরত (দঃ)ও বলিতে থাকিলেন যে, "তুমি রাগান্বিত হইও না"।

টীকা ঃ— ১। হুরীগণ=স্বর্গীয় মহিলা।

হজরত (দঃ) ফরমাইতেছেন, "আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কি— যে, বেহেশ্‌তবাসী কে ?" (উত্তর) "প্রত্যেক ক্ষীণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি, যাহাকে সকলেই শক্তিহীন বলিয়া ধারণা করে, কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া কিছু বলে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাহা পূর্ণ করেন। আমি তোমাদিগকে দোজখবাসীদের সংবাদ দিব কি ?" (উত্তর) "প্রত্যেক কর্কশ ভাষী, কলহ প্রিয়, অহঙ্কারী।" "তোমাদের মধ্যে কেহ যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তাহার উচিত যে উপবেশন করে। তাহাতে যদি তাহার ক্রোধ বিদূরিত হয় তবে হইল, নতুবা যেন শয়ন করে।" "নিশ্চয় ক্রোধ ঈমানকে ঐরূপ বিনষ্ট করে, যেরূপ তিক্ত-মোছাব্বর[1] মধুকে নষ্ট করে।" "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে উচ্চ করেন ; অতএব সে নিজ চক্ষে অতিক্ষুদ্র কিন্তু সর্ব্বসাধারণের চক্ষে অতি উচ্চ ; এবং যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে তাহাকে আল্লাহতায়ালা অবনত করেন, সুতরাং সে সমাজের চক্ষে অতি ক্ষুদ্র এবং নিজের চক্ষে অতি উচ্চ ; এমন কি কুত্তা, শুকর হইতেও সকলে তাহাকে ঘৃনিত মনে করে।" "এমরাণের পুত্র হজরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্‌ তোমার নিকট সকল ব্যক্তি হইতে সম্মানিত কে ?" তদুত্তরে আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছিলেন যে, "ঐ ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে।" হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন— "যে ব্যক্তি স্বীয় রস্‌নাকে সংযত করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার দোষ-ত্রুটি সমূহ গোপন করেন এবং যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধ সম্বরণ করে, আল্লাহ্‌পাক রোজ-কেয়ামতে তাহার উপর হইতে স্বীয় আজাব প্রতিরোধ করিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আপত্তি জানায়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার আপত্তি শ্রবণ করেন।"

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "কোন ভ্রাতার প্রতি কাহারও যদি সম্মান বা অন্য কোন বিষয় অত্যাচারকৃত কিছু থাকে তাহা অদ্যই যেন তাহার নিকট হইতে সংশোধন করিয়া লয়। যে দিন টাকা-কড়ি কিছুই থাকিবে না সেদিন আসিবার পূর্ব্বেই, (উহা যেন করিয়া লয়); অন্যথায় যদি তাহার নেক্‌ আমল থাকে, তবে অত্যাচারের অনুপাতে তাহা হইতে গৃহীত হইবে এবং যদি নেক্‌ আমল না থাকে তবে উহার (দাবী দারের) গোনাহ্‌ লইয়া তাহার প্রতি অর্পিত হইবে।" তিনি (দঃ) আরও ফরমাইয়াছেন যে, "তোমরা কি জান রিক্ত হস্ত কে?" সকলেই বলিলেন যে, আমাদের মধ্যে রিক্ত হস্ত ঐ ব্যক্তি, যাহার কোন টাকা-পয়সা নাই এবং আসবাবপত্রও নাই। তখন হজরত (দঃ) ফরমাইলেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে রিক্তহস্ত ঐ ব্যক্তি, যে রোজ-কেয়ামতে বহু নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি লইয়া হাজির হইবে কিন্তু সে হয়তো কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে আবার কাহারও মাল অপহরণ করিয়াছে, কাহাকেও বা বধ করিয়াছে এবং কাহাকেও প্রহার করিয়াছে ; তখন তাহার নেকী সমূহ হইতে প্রত্যেক (দাবীদার)-কে প্রদত্ত হইতে থাকিবে, তৎপর যদি দাবীদারগণের প্রাপ্য

টীকা ঃ— ১। মোছাব্বর=ঔষধ বিশেষ।

অবশিষ্ট থাকিতেই উহার নেকী সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে উহাদের পাপ ইহার প্রতি অর্পিত হইবে। অবশেষে ইহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে।" হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজরত মাই আয়শা ছিদ্দীকা (রাঃ) আনহার নিকট লিখিয়াছিলেন— "আমাকে পত্র দ্বারা সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করুন।" তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন— "আপনার প্রতি ছালাম, অতঃপর হজরত রাছুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ফরমাইয়াছেন— "যে ব্যক্তি লোকের অসন্তুষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, লোকের সাহায্য হইতে আল্লাহ্‌তায়ালাই তাহার জন্য যথেষ্ট হন ; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির অপেক্ষা না করিয়া লোককে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে লোকের প্রতি ন্যস্ত করেন— ওয়াচ্ছালাম"।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যাহা ফরমাইয়াছেন— তাহা সত্য। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে তাঁহার ফরমান অনুযায়ী আমল করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন।— ওয়াচ্ছালাম।

এই সকল হাদীছ অর্থবিহীন লিখা হইল ; অতএব আপনি শায়েখ জিউর নিকট যাইয়া অর্থ বুঝিয়া লইয়া তদ্রূপ আমল করিতে চেষ্টা করিবেন। দুন্‌ইয়ার স্থায়ীত্ব অতি সামান্য এবং আখেরাতের আজাব অতি কঠিন ও চিরস্থায়ী। সুতরাং দূরদর্শী জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। দুন্‌ইয়ার লজ্জত বিহীন শ্যামলতার প্রবঞ্চনায় পতিত হওয়া উচিত নহে। দুন্‌ইয়ার সাহায্যে যদি কাহারও সম্মান বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে দুন্‌ইয়াদার কাফেরগণ সর্ব্বাধিক সম্মানিত হওয়া উচিত ছিল। দুন্‌ইয়ার বাহ্যিকরূপে মত্ত হওয়া নিরেট বোকামী। সামান্য কয়েক দিনের জীবনকে যথেষ্ট মনে করা উচিত এবং তাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টির প্রতি উপকার করা আবশ্যক। "আল্লাহ্‌র হুকুমের সম্মান করা ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করা" এই দুইটি কার্য্য পরকালের উদ্ধারের মূল। সত্য সংবাদদাতা হজরত (দঃ) যাহা কিছু ফরমাইয়াছেন তাহা বাস্তবের অনুরূপ, তাহা পরিহাস বা বৃথা প্রলাপ নহে। শশকের ন্যায় আর কতদিন নিদ্রিত থাকিবেন। অবশেষে অপদস্থ এবং বঞ্চিত হইতেই হইবে। অপদস্থ ও বঞ্চিত হইবেন না কেন ? আল্লাহ্‌পাক যে ফরমাইয়াছেন— "তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা কি আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না?" আমি জানি যে আপনার এই বয়সে এরূপ কথা শুনিবার স্পৃহা নাই। যৌবনের প্রারম্ভ এবং পার্থিব আয়েশ-আরামের যাবতীয় বস্তু মওজুদ, তদুপরি সর্ব্বসাধারণের উপর প্রাবল্য ও কর্ত্তৃত্ব আছে ; কিন্তু আপনার অবস্থার প্রতি মমতা ও দয়া বশতঃ এরূপ আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। এখনও সময় যায় নাই, ফিরিয়া আসার ও তওবা করার অবসর আছে। সাবধান ! সাবধান !!

গৃহের ভিতরে যদি থাকে কোন প্রাণ,
এক বর্ণ উচ্চারিলে— হয় অনুমান।

৯৯ মকতুব

মোল্লা হাছান কাশ্‌মিরীর নিকট তাঁহার পত্রের উত্তরে 'দাওয়ামে আগাহী'-এর বষয় লিখিতেছেন।

আপনার পত্র পাইয়া ছরফরাজ হইলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নক্‌শবন্দী খানদানের কোন কোন বোজর্গ দাওয়ামে আগাহী বা সর্ব্বদা চৈতন্য বিশিষ্ট থাকা— এমন কি নিদ্রার সময়, যাহা পূর্ণ অচৈতন্য ও শৈথিল্যের সময়, তৎকালেও উহা হইয়া থাকে বলিয়াছেন, তাহা কিভাবে হইতে পারে ?

হে মান্যবর ! এ প্রশ্নের সমাধান একটি মুখবন্ধের উপর নির্ভর করে। তাহা বর্ণনা করা একান্ত আবশ্যক। অতএব বলিতেছি যে, পার্থিব দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে 'রূহ্' বা আত্মার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ ছিল। "আমাদের মধ্যে কেহই নাই যে, তাহার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট মাকাম নাই" (কোরআন)। এই (বাক্য অনুযায়ী তাহারা স্বীয় মাকামে) পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঐ উৎকৃষ্ট সারবস্তুর স্বভাবের ভিতর নিম্নে অবতরণ করা শর্ত্তে উর্দ্ধারোহণ যোগ্যতা আল্লাহ্‌পাক নিহিত রাখিয়াছিলেন, (অর্থাৎ সে নিম্নে অবতরণ করিলে স্বীয় মাকাম হইতেও উর্দ্ধে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে)। এই হেতু আল্লাহ্‌তায়ালা আত্মাকে ফেরেশ্‌তাবৃন্দ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ অনুকম্পা বসে উক্ত নূরানী সারবস্তু 'রূহ্‌কে' তমসাময় দেহের সহিত একত্রিত করিলেন। "আল্লাহ্‌তায়ালা অতি পবিত্র, তিনি আলোক ও অন্ধকারকে একত্রিত করিয়াছেন, এবং সূক্ষ্ম জগতের বস্তুকে স্থূল জগতের বস্তুর সহিত সম্মিলিত করিয়াছেন।"

প্রকৃতপক্ষে এই দুই বস্তু' যখন পরস্পর বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত, তখন সু-কৌশলী আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদের বন্ধন ও শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য 'রূহ্'-কে 'নফ্‌ছের' সহিত ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন এবং এই আকর্ষণকেই ইহাদের নিয়ম ও বন্ধন কায়েম থাকার হেতু করিলেন। "নিশ্চয় আমরা মানবকে উৎকৃষ্ট উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, তৎপর উহাকে নিম্নের নিম্ন-স্তরে নিক্ষেপ করিয়াছি"— বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইহারই বর্ণনা করিতেছেন। আত্মার এই অবতরণ ও দেহের প্রতি উহার আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে যেন মন্দ বাক্য দ্বারা উহার প্রশংসাকরণ স্বরূপ। এই প্রেম সম্বন্ধ হেতু 'রূহ্' নিজেকে পূর্ণ রূপে নফ্‌ছের জগতে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার অনুগত হইয়া গেল, বরং তাহার প্রেমে আত্ম-বিস্মৃত হইল, এবং নফ্‌ছে আম্মারা বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে লাগিল। ইহা রূহের স্বভাবজাত আর একটি সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা, অর্থাৎ উহা অতি সূক্ষ্মতা হেতু যাহাতেই প্রবেশ করে তাহার মতই হইয়া যায়। অতএব সে যখন নিজকেই ভুলিয়া যায়,

টীকা ঃ— ১। রূহ্ ও নফ্‌ছ।

তখন তাহার সহিত পূর্ব্বেই আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবার যে চৈতন্য সম্বন্ধ ছিল, তাহাও ভুলিয়া যায় এবং পূর্ণ (আল্লাহ্‌র প্রতি) অমনোযোগিতায় পতিত হইয়া তমসাময় হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষ অনুকম্পা করতঃ পয়গাম্বরগণকে পাঠাইয়াছেন, এবং উক্ত আত্মাকে ইঁহাদের মাধ্যমে নিজের দিকে আহ্বান করিয়াছেন ও উহার প্রিয় বস্তু নফ্‌ছের সহিত বিরোধিতা করার আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর যে রূহ্ স্বীয় পদ-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সে সফল মনোরথ হইল এবং যে আত্মা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলও না ও ইহজগতেই চিরস্থায়ীভাবে থাকার সংকল্প করিল ; সে-ই চিরতরে পথভ্রষ্ট হইয়া গেল— ইহা বিশেষ স্মরণীয়।

এখন উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই যে, বর্ণিত মুখবন্ধ দ্বারা 'রূহ্' এবং 'নফ্‌ছ' একত্রিত হইয়া, বরং নফ্‌ছের মধ্যে তাহার 'ফানা'-'বাকা' হইয়া যাওয়া সুস্পষ্টভাবেই বুঝা গেল। যতদিন উহাদের এই সংমিশ্রণ ও শৃঙ্খলা ঠিক থাকিবে ততদিন বহির্জগতের শৈথিল্য উহার অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইবে এবং নিদ্রা— যাহা বাহ্যিক দেহের অচৈতন্য, তাহা অন্তরের অচৈতন্যের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন উহাদের এই শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটে এবং অন্তর্জগত বাহ্যিক জগত হইতে বিমুখ হইয়া যায় ও অন্তরের-অন্তরেরদিকে উহার প্রেমের লক্ষ্য হয়, ধ্বংস-প্রাপ্ত বস্তুর সহিত উহার যে ফানা-বাকা হইয়াছিল তাহা যখন অপসারিত হইতে থাকে ও প্রকৃত স্থায়ী বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ফানা-বাকা লাভ করে, তখন তাহার বাহ্যিক দেহের শিথিলতা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় না। কিরূপে প্রবিষ্ট হইবে ! তাহার অন্তঃকরণ যে বাহ্যিক জগত হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে, এবং বাহ্যিক জগতের কোন কিছুই তথায় প্রবেশ করিতেছে না। এমতাবস্থায় ইহা সম্ভব যে, বাহ্যতঃ সে গাফেল থাকে, এবং উহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সচেতন থাকে ; ইহাতে কোনই দ্বন্দ্ব ভাব নাই। যেরূপ বাদামের তৈল, যতদিন উহা বাদামের মধ্যে থাকে, ততদিন খলি সহ মিশ্রিত থাকে এবং উভয়েই এক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু যখন খলি হইতে তৈল পৃথক করা যায়, তখন উভয়ে বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়। অতএব তাহাদের নিয়মও পৃথক হয়, এবং একের নিয়ম অন্যের প্রতি পরিচালিত হয় না। উল্লিখিত রূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌পাক যদি পুনরায় জগতে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহার দ্বারা জগতবাসীদিগকে নফ্‌ছের জুল্‌মাত (অন্ধকার) হইতে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, তখন ছয়ের "আনিল্লাহ্ বিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হইতে আল্লাহ্‌কে লইয়া ফিরিয়া আসা— 'ছয়ের' দ্বারা তাহাকে আবার জগতে লইয়া আসেন। তখন তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য 'খল্‌কুল্লার' (সৃষ্ট জীবের) প্রতি করিয়া দেন। লক্ষ্য করিয়া দেন বটে, কিন্তু উহাদের সহিত তাঁহার কোনই আকর্ষণ থাকে না, পূর্ব্বের মত আল্লাহর প্রেমেই আকৃষ্ট থাকেন ; তাঁহাকে যেন অনিচ্ছাকৃত ইহজগতে আনা হইয়াছে ; এই মুন্‌তাহী বা সমাপ্তকারী অন্যান্য মোব্‌তাদী বা আরম্ভকারীগণের মত

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেন আল্লাহ্তায়ালা হইতে বিমুখ ও সৃষ্ট-পদার্থের প্রতি লক্ষ্যকারী। দৃশ্যতঃ উভয়েই একরূপ, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই। 'আকৃষ্ট' ও 'মুক্ত'-এর মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। অপিচ এই মুন্তাহী বা সমাপ্তকারী যে সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে ; এবং উহার প্রতি তাঁহার কোনই আগ্রহ নাই, বরং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করিতেছে। পক্ষান্তরে উহা আরম্ভকারীর স্বভাবজাত ও তাহার আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির বিপরীত।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, মোব্তাদী সহজেই ইহজগত হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ্তায়ালার দিকে লক্ষ্য করিতে পারে, কিন্তু মুন্তাহীর জন্য সৃষ্ট পদার্থ হইতে বিমুখ হওয়া অসম্ভব। সর্ব্বদাই সৃষ্ট পদার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার এই মাকামের জন্য অনিবার্য্য। অবশ্য যখন তাঁহার 'দাওয়াত' বা আহ্বান কার্য্যের অবসান হইবে এবং ইহজগত হইতে চিরস্থায়ী জগতে এন্তেকাল বা তিরোধানের সময় আসিবে, তখন তিনি "আল্লাহুম্মা আর রফিকুল্ আ'লা"— হে আল্লাহ্ ! তুমিই উচ্চ সঙ্গী বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে, ও ইহজগত হইতে পূর্ণরূপে বিমুখ হইবে। তরীকার মাশায়েখগণ আহ্বান কার্য্যের মাকাম নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের প্রতি যখন এক সঙ্গে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবে, তখন দাওয়াতের মাকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবস্থা ও মাকামের বিভিন্নতাই এই মতভেদের কারণ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাকামের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালাই জানেন। ছৈয়দে তায়েফা হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "সমাপ্তির অর্থ পুনরায় প্রারম্ভে উপনীত হওয়া"। তাঁহার এই কথা আহ্বান কার্য্যের মাকামের উপযোগী, যাহা ইতিপূর্ব্বে এই মোসাবিদায় লিখা হইয়াছে— কারণ প্রারম্ভে পূর্ণরূপে সৃষ্ট জগতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। "আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত হয় বটে, কিন্তু কল্ব বা অন্তর নিদ্রিত হয় না— " হাদীছটি যাহা পূর্ব্বে লিখা হইয়াছিল, উল্লিখিত দাওয়ামে আগাহী বা চৈতন্য যুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত নহে ; বরং ইহা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর মধ্যে যে গাফ্লতের মোটেই অধিকার ছিল না এবং তিনি যে সর্ব্বদাই নিজের অবস্থা ও তদীয় উম্মতগণের অবস্থার প্রতি হুঁশিয়ার থাকিতেন, তদ্দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। এই হেতু নিদ্রা তাঁহার অজু ভঙ্গের কারণ হইত না, যখন নবীগণ রাখাল তুল্য, তখন উম্মতের হেফাজত করিতে গাফ্লত করা নবুয়তের মাকামের জন্য শোভনীয় নহে। "আমার সহিত আল্লাহ্তায়ালার বিশিষ্ট এক সময় আছে, তখন কোন মোকাররব ফেরেশ্তা বা কোন প্রেরিত নবী আমার সহিত তথায় স্থান পায় না"— হাদীছটি যদি ছহী হয়, তবে ইহা আল্লাহ্তায়ালার— "তাজাল্লীয়ে জাতী-বরকী" (তড়িৎ-বৎ আবির্ভাব)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার দ্বারাও আল্লাহ্তায়ালার দিকে লক্ষ্য করা বুঝায় না, কেননা এই তাজাল্লী আল্লাহ্তায়ালার তরফ

হইতে উদ্ভূত। আবির্ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির ইহাতে কোনই অধিকার নাই, যেন আশেকের মধ্যে মাশুক স্বয়ং ছয়ের করিতেছেন, আশেক যেন ছয়ের করা হইতে তৃপ্ত হইয়াছে।

দর্পণ ছুরতে কভু করে না গমন,
স্বীয় নূরে ছুরতেরে করে আকর্ষণ।

জানা আবশ্যক যে— সাধক সৃষ্ট জগতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও বিদূরিত পর্দ্দাসমূহ পুনরায় ফিরিয়া আসে না। আল্লাহ্পাক এবং তাঁহার মধ্যে কোনই পর্দ্দা বা ব্যবধান নাই ; অথচ তাঁহাকে খল্কুল্লার সহিত মশগুল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্ট জীবগণের উদ্ধার তাঁহারই প্রতি ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইঁহাদের উদাহরণ ঐব্যক্তির মত যিনি বাদশাহের পূর্ণ নৈকট্যধারী বন্ধু, যেন বাদশাহ এবং তাঁহার মধ্যে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক কোনই ব্যবধান নাই ; ইহা সত্ত্বেও বাদ্শাহ তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের আবশ্যক পূরণার্থে তাহাদের সহিত মশগুল করিয়া রাখিয়াছে। মোন্তাহী (সমাপ্তকারী) গণের মধ্য হইতে যাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং মোব্তাদী (আরম্ভকারী)-এর মধ্যে ইহা অপর একটি পার্থক্য, যেহেতু মোব্তাদী— পর্দ্দাধারী এবং মোন্তাহী— পর্দ্দা রহিত।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১০০ মকতুব

ইহাও মোল্লাহ্ হাছান কাশ্মীরির নিকট তাহার প্রশ্ন, "শায়েখ আব্দুল কাবীর ইয়ামানী বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা আলেমুল্ গায়েব নহেন।" তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন।

আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইয়া ছরফরাজ হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, শায়েখ আব্দুল কাবীর ইয়ামানী বলিয়াছে যে— "হক ছোব্হানাহু তায়ালা আলেমে গায়েব (অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞানধারী) নহেন।" হে মান্যবর এরূপ বাক্য শ্রবনের মত ধৈর্য্য এ ফকীরের মোটেই নাই। আমার ফারুক বংশীয় শিরা ক্রোধে অনিচ্ছাকৃত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে ; এমন কি ঐ কথার কারণ দর্শাইবার সময় দিতেও যেন রাজী নহে ; এ বাক্যের বক্তা শায়েখ কাবীর ইয়ামানীই হউক অথবা আক্বার শামীই হউক না কেন ! এ-স্থলে মোহাম্মদে আরাবী (দঃ)-এর বাক্য আবশ্যক। মহিউদ্দিন আরাবী, বা ছদ্রুদ্দিন কুবীনাবী এবং আব্দুর রাজ্জাক কাশীর বাক্য নহে ; আমাদের— 'নচ্ছ' বা কোরআনের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার। 'ফচ্ছ'[১] নামক পুস্তকের সহিত নহে, ফুতুহাতে মাদানীয়া (হাদীছ শরীফ), ফুতুহাতে মক্কিয়া[২] হইতে আমাদিগকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় কালাম পাকে 'এল্মে গায়েব' দ্বারা নিজের প্রশংসা করিতেছেন, এবং নিজেকে

টীকা ঃ— ১। শায়েখ আকবর-এর ফুছুছুল্ হেকাম নামক পুস্তক। ২। শায়েখ মহিউদ্দিন এব্নে আরাবীর পুস্তকের নাম বিশেষ।

'আলেমুল্ গায়েব' আখ্যা দিয়াছেন। অতএব তাঁহার এল্‌মে গায়েব অস্বীকার করা অত্যন্ত দোষণীয় ও কদর্য্যকর্ম্ম। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহ্‌তায়ালাকেই মিথ্যাবাদী করা হয়। গায়েবের অন্যরূপ অর্থ করা এই দোষণীয় কার্য্যের দোষ হইতে মুক্তি প্রদান করে না। "ইহা অতি বৃহৎ বাক্য যাহা তাহাদের ক্ষুদ্র মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে" (কোরআন)। আমি বুঝি না যে, কিসে তাহাদিগকে এরূপ প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। হজরত মনছুর হাল্লাজ যে, আনাল্‌হক বলিয়াছেন এবং হজরত বায়েজীদ বোস্তামী— 'আনা-ছোব্‌হানী' বলিয়াছেন, তাঁহারা মার্জ্জনীয় ; যেহেতু তাঁহারা স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থার চাপে পরাজিত ছিলেন। কিন্তু এস্থলে ইহাদের বাক্য কোন আধ্যাত্মিক (মত্ততার) অবস্থা হেতু নহে ; ইহা জ্ঞান সম্পন্ন বাক্য, যাহা কোরআন শরীফের মন গড়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। ইহাদের কোনই ওজর আপত্তি চলিবে না ; এবং ইহাদের বাক্যের কোনই বিশ্লেষণ গৃহীত হইবে না ; যেহেতু মত্ত ব্যক্তিদিগের বাক্য বাহ্যিকভাবে ধর্ত্তব্য নহে। মত্ত ব্যতীত অন্যের বাক্য এরূপ নহে। উল্লিখিত বাক্যের বক্তাগণ যদি এরূপ বাক্যদ্বারা মানুষের নিকট নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হইবার সংকল্প করিয়া থাকেন, তাহাও দোষণীয়। ঘৃণিত হওয়ার জন্য ইহা ব্যতীত আরও বহু পথ আছে। ইহার জন্য কুফরের সীমানায় উপনীত হওয়ার কি আবশ্যক ? যখন এ-কথার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম ; 'গায়েব' বা অদৃশ্যের এল্‌ম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটেই আছে।

অনেকে বলিয়া থাকে যে, গায়েবের অস্তিত্ব নাই, এবং যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার এল্‌ম বা জ্ঞান লাভ হইতে পারে না ; অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট গুপ্ত বা অদৃশ্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই তখন তাহার জ্ঞান লাভ করা বা তাহাকে জানার কোনই অর্থ হয় না। যেহেতু তাহার জ্ঞান লাভ হওয়া, তাহার অস্তিত্ব শূন্যতা নিবারণ করে। ইহা বলা যাইতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের শরীক বা সমকক্ষকে জানেন ; যেহেতু তাঁহার সমকক্ষের কোনই অস্তিত্ব নাই। উহা একেবারেই অস্তিত্ব-শূন্য। অবশ্য গায়েব এবং 'শরীকের'[১] অর্থ— ধারণা করা সম্ভবপর, কিন্তু আমাদের আলোচনা প্রকৃত বস্তুর প্রতি, উহার অর্থের প্রতি নহে। এইরূপ যাবতীয় অসম্ভব বস্তু সমূহেরও অবস্থা, অর্থাৎ উহাদের অর্থ সমূহের ধারণা সম্ভবপর, কিন্তু প্রকৃত বস্তুর অবগতি অসম্ভব, এবং উহাদের জ্ঞান লাভ উহাদিগকে অসম্ভাব্য হইতে বহিষ্কৃত করে ; অন্ততঃপক্ষে ধারণার জগতে উহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

আপনি মওলানা মোহাম্মদ রোজীর সমাধানের প্রতি— যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা সত্য। আল্লাহ্‌তায়ালার 'আহাদিয়াতে মোজাররাদা' বা নিছক একত্বের মর্ত্তবায়

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ আমরা বলিতেছি যে, কোন বাস্তব শরীকের জ্ঞান লাভ হয় না বটে কিন্তু শরীকের অর্থ ধারণা করা অসম্ভব নহে।

'এল্‌ম' গুণের সম্বন্ধ অস্বীকার করা সাধারণভাবে এল্‌মকেই অস্বীকার করা হয়। বিশেষভাবে এল্‌মে গায়েব অস্বীকার করার কোনই পন্থা নাই। উক্ত মওলানার সমাধানের প্রতি দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, যদিও আহাদিয়াতে মোজাররাদার মর্ত্তবায় এল্‌মের সম্বন্ধ নাই, তথাপি আল্লাহ্‌তায়ালা যে, সর্ব্ব-বস্তুর জ্ঞানধারী ইহা অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান আছে ; যেহেতু তিনি স্বয়ং স্বীয় জাত কর্ত্তৃক জ্ঞানময়, (এল্‌ম) গুণ কর্ত্তৃক নহে, কেননা তথায় কোন গুণেরই অবকাশ নাই। যাহারা ছেফাত বা গুণসমূহকে অস্বীকার করে, তাহারাও আল্লাহ্‌তায়ালাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া থাকে ; অথচ তাহারা এল্‌ম গুণকে তাঁহার পবিত্র জাত হইতে অপসারিত করে। ছেফাতের মধ্যে যে বিকাশ আছে— তাহা তাহারা জাতের মধ্যে প্রমাণ করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। আপনি স্বয়ং যে সমাধান করিয়াছেন এবং 'গায়েব' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার জাত হইতে গায়েব (গুপ্ত) ভাবিয়াছেন, ও এল্‌মের সম্বন্ধ তাহার সহিত জায়েজ নহে যদিও উহা অবশ্যম্ভাবী জাতের এল্‌ম হউক না কেন, মনে করিয়াছেন। এ কথাই অনেকটা সত্যের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী 'জাতে বাহাত'[১] বা নিছক জাত পাকের সহিত 'এল্‌ম'-এর সম্বন্ধ জায়েজ না হওয়ার মধ্যে এ ফকীরের কিছু বক্তব্য আছে। কেননা জায়েজ না হওয়ার আপনি যে কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে এল্‌মের হকীকত বা প্রকৃততত্ত্ব স্বীয় জানিত বস্তু সমূহকে বেষ্টন করিতে চায় ; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার মুক্ত জাত কোনরূপ বন্ধন ও বেষ্টনে আসিতে চায় না ; অতএব জাত পাক এই এল্‌ম সম্বন্ধের সহিত একত্রিত হয় না। এ-স্থলেও কিন্তু সন্দেহ আছে, কেননা এল্‌মে-হুছুলী[২] বা অর্জ্জিত জ্ঞানের মধ্যে উক্ত সম্বন্ধ আবশ্যক ; যেহেতু উহাতে এল্‌ম শক্তির মধ্যে জানিত বস্তুর আকৃতি লব্ধ মাত্র। কিন্তু এল্‌মে-হুজুরী[৩] বা আত্মজ্ঞানের মধ্যে ইহার কিছুই আবশ্যক করে না। আমাদের বক্তব্য এল্‌মে-হুজুরী বা আত্মজ্ঞান লইয়া, এল্‌মে-হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান লইয়া নহে। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মের স্বীয় জাতের সহিত সম্বন্ধ রাখাতে কোন বাধা নাই। ইহা এল্‌মে-হুজুরী অনুযায়ী ; এল্‌মে-হুছুলী অনুযায়ী নহে। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন।

আল্লাহ্‌পাক হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ও তাঁহার আল্-আওলাদের প্রতি দরূদ এবং ছালাম বর্ষিত করুক ও তাহা বরকত যুক্ত করুক। প্রারম্ভে ও অবশেষে ছালাম।

১০১ মকতুব

ইহাও মোল্লাহ্ হাছান কাশ্মীরির নিকট, যাহারা কামেল অলী-আল্লাহ্‌কে নাকেছ বা অপূর্ণ ধারণা করিয়া তাহাদের প্রতি নানরূপ অভিযোগ আনয়ন করে ; তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন।

টীকা ঃ— ১। যে মর্ত্তবায় জাত পাক আছে সেই মর্ত্তবায় বা স্তরে। ২। এল্‌মে হুছুলী=কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ। ইহাতে প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না। আকৃতির জ্ঞান লাভ হয় মাত্র। ৩। এল্‌মে হুজুরী=আত্মজ্ঞান ; প্রত্যেক বস্তুর নিজের জ্ঞান, ইহাতে এল্‌ম, মালুম, আলেম একই বস্তু হইয়া থাকে।

আল্লাহ্পাক আপনাদের হালত উৎকৃষ্ট করুক এবং আপনাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করুক। আপনার পবিত্র লিপি মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক পৌঁছাইল। আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে দূরবর্ত্তীগণকে ভুলিয়া যান নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে 'নফ্‌ছ' সম্বন্ধে আপনি যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে পারিলাম। হাঁ, নফ্‌ছ— আম্মারা কুমন্ত্রণাদাতা থাকাকালীন তাহার প্রতি যে অভিযোগই আনা হউক না কেন তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু মোৎমায়েন্না-শান্তশিষ্ট হইবার পর উহার প্রতি কোনই অভিযোগ আনার অবকাশ নাই ; যেহেতু নফ্‌ছ তখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্তায়ালাও উহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। অতএব তখন সে আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি এবং মক্‌বুল— অভিপ্রেত ও গৃহীত হইয়া যায়। যাহাকে আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতি কোনই অভিযোগ আসিতে পারে না, তখন তাহার ইচ্ছাই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা হইয়া থাকে। যখন মানব আল্লাহ্‌র চরিত্রে-চরিত্রবান হয়, তখন সে এই দৌলত লাভ করিয়া থাকে। আমাদের মত ইতর ব্যক্তিদের সমালোচনা হইতে তাঁহার পবিত্রস্থান অতি উচ্চে। আমরা যাহাই বলি অবশেষে তাহা আমাদের প্রতিই পতিত হয়।

জঠরের শিশু নহে— নিজেই সজ্ঞান,
সে-কি আর নিতে পারে পরের সন্ধান !

অনেক সময় মূর্খ ব্যক্তিগণ স্বীয় মূর্খতা বশতঃ নফ্‌ছে মোৎমায়েন্নাকে— 'আম্মারা' ধারণা করতঃ তাহার সহিত আম্মারার মত ব্যবহার করিয়া থাকে। যথা— কাফেরগণ পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে সাধারণের মত ধারণা করিয়া তাঁহাদের নবী হওয়া অস্বীকার করিয়াছিল। আল্লাহ্পাক এই বোজর্গগণ এবং ইঁহাদের অনুসরণকারীগণকে অমান্য করা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইঁহাদের প্রতি দরূদ এবং সম্মান বর্ষিত হউক।

১০২ মকতুব

মোল্লাহ্ মুজাফ্‌ফরের নিকট লিখিতেছেন। ইহার মধ্যে বর্ণনা হইবে যে, 'সুদ' সহ কর্জ্জ করিলে তাহা সম্পূর্ণ-ই হারাম, সুদের অতিরিক্তটি নহে ; যেরূপ কোন ব্যক্তি বার টাকা দিবার অঙ্গীকারে দশ টাকা কর্জ্জ লইল ; এমতাবস্থায় উক্ত বার টাকাই হারাম হইবে, উদ্বৃত্ত দুই টাকা নহে, ইত্যাদি।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক। সেদিন আপনি বলিয়াছিলেন, "অতিরিক্তটিই কর্জ্জের মধ্যে সুদ মাত্র। বার টাকা দিবার অঙ্গীকারে দশ টাকা কর্জ্জ লইলে উদ্বৃত্ত দুই টাকাই হারাম হইবে"। আমি যখন কতিপয় ফেক্‌হার কেতাব দেখিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে, শরীয়তের যে-কোন আদান-প্রদানের মধ্যে অতিরিক্ত প্রদানের প্রতিজ্ঞা থাকে, তাহাই সুদ হইবে।

অতএব এস্থলে এরূপ আদান-প্রদানের প্রতিজ্ঞা হারাম হইবে, এবং হারাম কর্ত্তৃক যাহা লাভ হয় তাহাও হারাম হইয়া থাকে ; সুতরাং উক্ত দশ টাকাও সুদে পরিগণিত ও হারাম হইবে। এই মাছয়ালা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এব্রাহীম শাহীর পুস্তকের রেওয়ায়েত এবং জামেউর রোমুজ পুস্তক আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। এখন সংকটাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা চিন্তার বিষয়।

হে মান্যবর !— কোরআন শরীফের অকাট্য আয়াত দ্বারা সুদের হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে ; যাহার আবশ্যক আছে এবং যাহার আবশ্যক নাই সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবশ্যকধারী ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া ইহা হইতে বাদ দেওয়া কোরআন শরীফের অকাট্য হুকুম বাতিল করা মাত্র। 'কিন্‌ইয়া' নামক পুস্তকের রেওয়ায়েতের এরূপ মূল্য নাই যে, কোরআন পাকের অকাট্য হুকুমকে রদ্ করে। অধিকন্তু মওলানা জামাল লাহোরী, যিনি লাহোরের শ্রেষ্ঠ আলেম, তিনি বলিয়াছেন, "কিন্‌ইয়া পুস্তকের অনেক বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে, এবং তাহা বিখ্যাত কেতাব সমূহের বর্ণনার বিপরীত।"

উল্লিখিত বর্ণনাটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, উক্ত আবশ্যকতাকে ক্ষুধায় অস্থির ও ব্যাকুল অবস্থার আবশ্যকতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ; যাহাতে আল্লাহ্তায়ালার বাণী, "যে ব্যক্তি ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়"[১] আয়াতের অকাট্য হুকুম দ্বারা পূর্ব্ব বর্ণিত সুদের আয়াতের হুকুম হইতে ক্ষুধাতুরকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা উহারই মত শক্তিশালী আয়াত।

পারে না বহিতে কেহ রুস্তমের দেহ
তাহারী ঘোটক তারে বহে অহরহ।

বর্ণিত আছে যে, তাহার জন্য যে-কোন হারাম খাদ্য হালাল হয় ; কিন্তু প্রাণ রক্ষা পর্য্যন্ত আহার বিধেয়, তাহার অধিক নহে।

যদি আবশ্যককে সাধারণ আবশ্যক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় ; তবে সুদ হারাম হইবার আর কোনই স্থান থাকে না, কেননা বিনা আবশ্যকে কেহই অতিরিক্ত দিতে স্বীকার করে না ; নিশ্চয় তাহার কিছু না কিছু আবশ্যক থাকিবে। বিনা কারণে কেহই নিজের ক্ষতি করিতে অগ্রসর হয় না। অতএব তখন সুকৌশলী, প্রশংসিত আল্লাহ্তায়ালার অবতারিত হুকুমের বিশেষ কোন উপকারিতা থাকে না। এইরূপ অসৎ ধারণা হইতে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র 'কিতাব' অতি উচ্চ। যদিও অসম্ভব তথাপি যদি সাধারণ আবশ্যকতাকেই ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বলিব যে আবশ্যকীয় বস্তু আবশ্যক মত গ্রহণ করা উচিত, "আবশ্যকের অতিরিক্ত নহে"। কিন্তু সুদ প্রদত্ত টাকার দ্বারা খানার আয়োজন করা ও সর্ব্ব-সাধারণকে

টীকা ঃ— ১। যে ব্যক্তি ক্ষুধায় ব্যাকুল বা প্রাণ-নাশের আশঙ্কা করে, উক্ত আয়াতে।

নিমন্ত্রিত করা কোনও আবশ্যকের অন্তর্ভুক্ত নহে ; এবং ইহার কোনই দরকার হয় না। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল হইতে তাহার আবশ্যক বর্জ্জনীয় ; কিন্তু উহা তাহার কাফনের উপরেই সীমাবদ্ধ। তাহার রূহের উপর ছওয়াব রেছানীর জন্য খানার আয়োজন করা আবশ্যকের অন্তর্ভুক্ত নহে। যদিও মৃতব্যক্তি 'ছদ্‌কা'-'খয়রাতের' মুখাপেক্ষী, তথাপি আলেমগণ উহাকে তাহার আবশ্যকের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। অতএব আমাদের আলোচ্য বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, সুদী-কর্জ্জ গ্রহণকারীগণ অভাব গ্রস্ত কি-না ? যদি অভাব গ্রস্ত হয়, তবে উক্ত সুদের টাকা দ্বারা যে খানা প্রস্তুত করিতেছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য হালাল হইবে কি-না ? জামাদারী, সিপাহীগিরি করাকে অভাবের সূত্র ধরিয়া লওয়া এবং সেই সূত্রে কর্জ্জ গ্রহণ করা ও উহা জায়েজ মনে করা, দীনদারী হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়ে। আপনার উচিত যে সৎ উপদেশ ও অসৎ কার্য্যে বাধা প্রদান ; যাহা আপনার চির অভ্যাস, তদানুযায়ী যে সকল লোক উক্তরূপ অপকর্ম্মে পতিত আছে, তাহাদিগকে নিষেধ করতঃ এইরূপ কারসাজি যে ঠিক নহে তাহা জানাইয়া দেন। এইরূপ পেশা তাহারা কি জন্য গ্রহণ করে, যাহাতে হারামের বশবর্ত্তী হইতে হয় ! জীবিকা নির্ব্বাহের অনেক উপায় আছে, শুধু সিপাহীগিরি নহে। আপনি মোত্তাকী ও সৎ-চরিত্রবান ব্যক্তি বলিয়া আহার্য্যাদির বিষয় সন্দেহবিহীন বর্ণনা লিখিয়া পাঠান হইল।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, সন্দেহবিহীন কোন উপার্জ্জনই আজকাল দেখা যায় না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধ বস্তু হইতে যথাসাধ্য বিরত থাকাই উচিত। আপনি পবিত্র দেহ (অজু, গোছল) ব্যতীত কৃষিকার্য্যকে যে পবিত্র হইবার প্রতিবন্ধক মনে করিয়াছেন ; ভারতবর্ষে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন ; অতএব "আল্লাহ্‌তায়ালা কাহারও শক্তির বাহিরে তাহাকে দায়ীত্ব প্রদান করেন না" (কোরআন)। কিন্তু সুদের খানা বর্জ্জন করা অতি সহজ। হালালকে-হালাল জানা এবং হারামকে-হারাম জানা মো'মিনের প্রতি অকাট্য হুকুম ; যাহা অস্বীকার করিলে কুফরে উপনীত করে। সন্দিগ্ধ বাক্যসমূহ এইরূপ নহে। অনেক বিষয় আছে যাহা হানাফী আলেমগণের নিকট মোবাহ্ (বিধেয়), কিন্তু শাফী আলেমগণ তাহাকে মোবাহ্ বলিয়া স্বীকার করেন না, অথবা ইহার বিপরীত। আমাদের আলোচ্য বিষয় সুদী-কর্জ্জ— যাহা কোরআন পাকের অকাট্য হুকুমের বাহ্যতঃ বিপরীত, সন্দেহযুক্ত ; অভাবী ব্যক্তির জন্য যদি কেহ উহাকে হালাল বলিতে ইতস্ততঃ করে, তবে তাহাকে পথভ্রষ্ট বলা যাইবে না ; এবং উহার হালাল হওয়া বিশ্বাস করার জন্য তাহাকে চাপ দেওয়া যাইবে না, তাহার (হারাম হওয়ার) বিশ্বাসই সত্যের নিকটবর্ত্তী, বরঞ্চ সঠিক ; এবং তাহার বিপক্ষ— হালাল বিশ্বাসকারীগণই আশঙ্কা গ্রস্ত।

আপনার কতিপয় বন্ধু বর্ণনা করিল যে, একদিন মওলানা আব্দুল ফাত্তাহ্ আপনার সম্মুখে বলিয়াছিল যে— যদি বিনা সুদে কর্জ্জ পাওয়া যায়, তবে তাহাই ভাল। সুদী-কর্জ্জ

আর লইবে কেন ? তখন আপনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি হালাল বস্তুকে কি এনকার কর" ? ভ্রাতঃ ! এইরূপ কথা যাহা অকাট্য হালাল তাহাতেই প্রযোজ্য। ইহা যদি হালালও হয় তথাপি ইহা পরিত্যাগ করা যে শ্রেয়ঃ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পরহেজগার ব্যক্তিগণ কখনই 'রোখ্‌ছত' বা সহজসাধ্য কার্য্যের আদেশ দেন না ; এবং 'আজিমত' বা কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। লাহোরের মুফ্‌তীগণ 'আবশ্যককে' অধিকার প্রদান করিয়া হালালের হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু আবশ্যকের অঞ্চল যে অতি প্রশস্ত, যদি উহা বিস্তারিত করা যায়, তবে কোন সুদই আর অবশিষ্ট থাকিবে না ; এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সুদ-হারাম হওয়ার অকাট্য হুকুম অনর্থক হইয়া যায় ; যথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অন্ততঃ এইটুকু লক্ষ্য করা দরকার যে সুদী-কর্জ্জ লইয়া অন্যকে খাওয়ান কর্জ্জ গ্রহীতার কি ধরণের আবশ্যক !

'কিনইয়ার' বর্ণনাকে যে ভাবেই লওয়া যাউক না কেন, তদ্বারা আবশ্যকধারীদের জন্য সুদী-কর্জ্জ গ্রহণ জায়েজ করা যাইতে পারে মাত্র, অন্যের জন্য নহে। যদি কেহ বলে যে, শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত এবং 'জেহার'[১] অথবা রোজার কাফ্‌ফারার জন্য যে খানা প্রস্তুত হয়, তাহা আবশ্যকের অন্তর্ভুক্ত ; যেহেতু উক্ত বিষয়সমূহের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করা তাহার একান্ত আবশ্যক। তদুত্তরে বলিব যে, খানা-খাওয়ানের ক্ষমতা না থাকিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য রোজা রাখার বিধান আছে, সুদী-কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা নাই ; এইরূপ যদি আরোও কোন রকমের আবশ্যক সম্মুখীন হয়, তবে তাহা পরহেজগারীর সহিত একটু চিন্তা করিলেই বিদূরিত হইয়া যাইবে। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার উদ্ধারের পথ করিয়া দেন এবং এমনস্থান হইতে তাহাকে রেজেক পৌঁছান যাহা সে ধারণাও করে নাই" (কোরআন)।

অধিক আর দীর্ঘ করিলাম না ; আপনার প্রতি এবং যে ব্যক্তি সৎপথে চলে তাহার প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

১০৩ মকতুব

শায়েখ ফরিদের নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সুস্থ্যতার সহিত রাখুন। ঐ সুস্থতা আমি প্রার্থনা করিতেছি, যাহা কোন এক বোজর্গ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে সদা-সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তিনি আশা করিতেন যে অন্ততঃ একটি দিনও যেন সুস্থভাবে যাপন করিতে পারেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি এত সুস্থভাবে আছেন ! ইহা কি সুস্থতা নহে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন

টীকা ঃ— ১। জেহার=স্বীয় স্ত্রীকে মাতার সহিত তুলনা করার প্রায়শ্চিত্ত।

যে— "আমি চাই যেন একটি দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন পাপের ভাগী না হই এবং আল্লাহ্তায়ালার নাফরমানী না করি"। অনেক দিন হইতে 'ছেরহেন্দে'— 'কাজী' নাই। শরীয়তের অনেক হুকুমের প্রচলন অসম্ভব হইয়াছে ; যথা— আমার একটি এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, তাহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে, কাহাকেও তাহার পিতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছিয়ত করিয়া যান নাই। তাহার উক্ত সম্পত্তিতে শরীয়তের বিনা আদেশে আমি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। যদি কাজী থাকিত— তবে তাহার হুকুম লইয়াই হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইত। এইরূপ অন্যান্য কার্য্য সমূহও জানিবেন।

১০৪ মকতুব

মোস্তাকেন পরগণার কাজীগণের নিকট সান্ত্বনা প্রদান করিয়া লিখিতেছেন।

মৃত মরহুমের এন্তেকাল হেতু যদিও অতি কঠিন মুছিবত ও অসহনীয় দুঃখ আসিয়াছে, তথাপি আমরা যে বান্দা— আল্লাহ্র দাস, সেই মালিক জাল্লাশানুহুর কার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আমাদের কোনই উপায় নাই। চিরস্থায়ীভাবে থাকার জন্য ইহজগতে আমাদিগকে আনয়ন করা হয় নাই। কার্য্যের জন্য আনা হইয়াছে, অতএব কার্য্য করা উচিত। কার্য্য সমাধা করিয়া যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে কোনই চিন্তার কারণ নাই ; বরং সে যেন বাদ্শাহ। "মৃত্যু— সেতু-তুল্য, বন্ধুকে-বন্ধুর সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়", হাদীছটি তাহার প্রতি প্রযোজ্য। ইহজগত হইতে প্রস্থান করা কোন বিপদ নহে। বন্ধুর দিকে যাত্রাকারীর অবস্থার প্রতি বিপদ ; তাহার সহিত তথায় কি ব্যবহার করা হইবে, তাহাই দেখিবার বিষয় ! দোওয়া এস্তেগফার (ক্ষমা-প্রার্থনা) দান-খয়রাত ইত্যাদি দ্বারা তাহার সাহায্য করা কর্ত্তব্য। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "মৃত ব্যক্তি স্বীয় কবরের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থী ডুবন্তের ন্যায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বীয় পিতামাতা, ভ্রাতা বন্ধুগণের দোওয়ার প্রতিক্ষায় সদা-সর্ব্বদা থাকে। যখন সে উহা প্রাপ্ত হয়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতেও উহা তাহার নিকট প্রিয়তর হয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা ভূ-তলস্থিত ব্যক্তিগণের দোওয়ার ফলে কবরস্থিত ব্যক্তিদের নিকট পর্ব্বত তুল্য রহমত প্রেরণ করিয়া থাকেন ; এবং নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিদের নিকট জীবিত ব্যক্তিগণের উপঢৌকন তাহাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করা।" আপনার অনুগ্রহ লিপি পৌঁছিয়াছে। ফকীরদিগকে শীতের হাওয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। নতুবা স্বয়ং উপস্থিত হইতে ত্রুটি করিতাম না। তাগিদ করিয়া সুপারিশ পত্র লিখা হইয়াছে, আশাকরি কার্য্যকরী হইবে। অধিক আর কি কষ্ট দিব ! প্রিয় বন্ধু কাজী হাছান এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুত বহুত দোওয়া লইবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট ও শোকর-গোজার থাকিবেন।

১০৫ মকতুব

হাকীম আব্দুল কাদেরের নিকট লিখিতেছেন যে, রোগী যে পর্য্যন্ত রোগ মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পথ্যই তাহার জন্য উপকারী হয় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হাকীমদের প্রচলিত কথা— "যে পর্য্যন্ত রোগী রোগ-মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন খাদ্যই তাহার জন্য উপকারী হয় না"। যদিও উহা মোরগের 'মোতানজান' হউক না কেন ; বরং তদ্বারা তাহার ব্যাধির পোষকতাই হইয়া থাকে।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যাহা করিবে সেবন,
তাহাতেই হবে তার ব্যাধির পোষণ।

অতএব, প্রথমতঃ তাহার রোগ মুক্তির চেষ্টা করিতে হইবে ; তৎপর ক্রমান্বয় পুষ্টিকর খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে ধীরে ধীরে তাহার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসে। তদ্রূপ মানবের কল্ব বা অন্তঃকরণ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, "তাহাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত" (কোরআন)। তখন তাহার কোন এবাদতই ফলপ্রদ হয়না, বরং অপকারী হয়। "অনেক কোরআন পাঠকারীকে কোরআন অভিশাপ করে" ইহা পরিচিত হাদীছ। "অনেক রোজাদারের রোজা হইতে ক্ষুৎ-পিপাসা ব্যতীত কোনই লাভ হয় না"— ছহী হাদীছ।

আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসকগণও তদ্রূপ প্রথমে রোগমুক্তির নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত ব্যাধি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সহিত তাহার মহব্বত বা আকৃষ্টতা বরং নিজেরই সহিত আকর্ষণ ; কেননা যে-কেহ যে-কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করুক না কেন, তাহা নিজের জন্যই করিয়া থাকে। সন্তান-সন্ততিগণকে ভালবাসে, তাহাও নিজের জন্যই ভালবাসে, এইরূপ— ধন-সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং মান-সম্মান ইত্যাদির ভালবাসাকেও জানিবে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহার নফছের আকাঙ্ক্ষাই তাহার মাবুদ বা উপাস্য তুল্য। যে পর্য্যন্ত উক্ত মহব্বত হইতে মুক্তি লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার প্রাপ্তি সুকঠিন ; সুতরাং জ্ঞানী আলেমগণ এবং বহুদর্শী হাকীমগণের প্রতি উক্ত ব্যাধি বিদূরিত করার চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গৃহে যদি থাকে কেহ মানব-সন্তান,
এক বর্ণ উচ্চারিলে পাইবে সন্ধান।

১০৬ মকতুব

মোহাম্মদ ছাঁদেক কাশ্মীরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, এই দলের মহব্বত যাহা ইঁহাদের পরিচয়ের প্রতি নির্ভর করে, তাহা আল্লাহ্তায়ালার অতি উচ্চ নেয়মত।

আপনার মনোরম পত্র যাহাতে অতিরিক্ত প্রেম এবং পূর্ণ ভালবাসার ইঙ্গিত ছিল, তাহা পাইলাম। এই হেতু আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করিতেছি, ও তাঁহার অনুগ্রহ

জানিতেছি। ইঁহাদের মহব্বত ইঁহাদের পরিচয়ের প্রতি নির্ভর করে— যাহা আল্লাহ্তায়ালার অতি উচ্চ নেয়্মত। কোন্ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে এই নেয়্মত পাইয়া ছরফরাজ হয় (তাহা আল্লাহ্তায়ালাই জানেন)। ছাইফুল ইছলাম হরবী ফরমাইয়াছেন, "হে আল্লাহ্ ! তুমি স্বীয় দোস্তগণকে কি করিয়াছ যে, যে ব্যক্তি ইঁহাদিগকে চিনিল, সে তোমাকে পাইল এবং যে পর্য্যন্ত তোমাকে পাইবে না, সে পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে চিনিবে না। এই বোজর্গগণের সহিত হিংসা পোষণ করা প্রাণনাশক বিষ-তুল্য, এবং ইঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা অনন্তকালের তরে বঞ্চিত হওয়ার কারণ মাত্র। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে উক্তরূপ পরীক্ষা হইতে রক্ষা করুন। ছাইফুল ইছলাম ফরমাইয়াছেন, "হে আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে ধ্বংস করিতে চাও, তাহাকে আমাদের সহিত (শত্রুতা সূত্রে) লাগাইয়া দাও"।

খোদা ও অলীর কৃপা যদি নাহি হয়,
ফেরেশ্তা হ'লেও তার ভাগ্য তমোময়।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে নূতনভাবে প্রত্যাবর্ত্তন ও তওবা করার সুযোগ দিয়াছেন ; ইহা অতি উচ্চ নেয়্মত ভাবিয়া তাঁহার নিকট ইহার প্রতি দৃঢ়তার সহিত অবস্থিতি প্রার্থনা করা উচিত। যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং মোস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

১০৭ মকতুব

ইহাও মোহাম্মদ ছাদেক কাশ্মীরীর নিকট তাহার কতিপয় প্রশ্ন— যাহা হইতে শেকায়াতের আভাষ পাওয়া যাইতেছে তাহার উত্তরে লিখিতেছেন।

এই মকতুব নক্শবন্দী বোজগর্গণের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়।

আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে এই নক্শবন্দীয়া দলের প্রতি বিশ্বাসের সৌভাগ্য প্রদানে ভাগ্যবান করুন। আপনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পৌঁছিয়াছে। প্রশ্নগুলির মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ ও পক্ষপাতিত্বের আভাষ থাকা হেতু যদিও উহা উত্তর দিবার উপযোগী নহে, তথাপি আমি নীচতা স্বীকার করিয়া উত্তর দিতে অগ্রসর হইলাম ; অবশ্য কাহারও উপকারে আসিবে।

প্রথম প্রশ্ন ছিল এই যে, "ইহার কারণ কি-যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অলী-আল্লাহ্গণ হইতে অনেক কিছু কারামত বা অলৌকিক কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু এই জমানার বোজর্গগণ হইতে অতি সামান্য প্রকাশ হইয়া থাকে।" এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হইয়া থাকে যে, "কারামত অল্প প্রকাশ হয় বলিয়া এই জমানার বোজর্গগণ বোজর্গ নহে," যেরূপ আপনার ভাষায় প্রকাশ পাইতেছে ; তাহা হইলে এইরূপ শয়তানী প্রবঞ্চনা হইতে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি। কারামত প্রকাশ হওয়ার জন্য 'অলী' হওয়া কোন শর্ত্ত নহে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণের মো'জেজা ইহার বিপরীত ; যেহেতু উহা নবুয়তের মাকামের শর্ত্ত।

অবশ্য অলী-আল্লাহ্গণ হইতে বহু আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হইয়া থাকে ; প্রায় অন্যথা হয় না। কিন্তু অধিক কারামত প্রকাশ হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশক নহে। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের ন্যূনাধিক্যই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বটে। হয়তো অধিক নৈকট্যধারী অলীর কারামত অল্প এবং তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী অলীর কারামত অধিকতর। এই উম্মতের অনেক অলী-আল্লাহ্ হইতে এত অধিক কারামত প্রকাশ হইয়াছে যে, তাহার শত ভাগের এক ভাগও ছাহাবায়ে কেরাম হইতে প্রকাশ হয় নাই। অথচ যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলী তিনিও সর্ব্ব নিকৃষ্ট ছাহাবীর সমকক্ষ হইতে পারেন না। অলৌকিক ঘটনাদির প্রতি লক্ষ্য করা ইতরতা মাত্র ; এবং উহা তাহার অনুসরণ শক্তির ন্যূনতার পরিচায়ক।

নবুয়ত এবং বেলায়েতের ফয়েজ-নূরাদি ঐ ব্যক্তিই অধিক প্রাপ্ত হইবে, যাহার মধ্যে স্বীয় বিবেচনা শক্তি হইতেও অনুসরণ করার যোগ্যতা প্রবল আছে। হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর অনুসরণ যোগ্যতা প্রবল থাকা হেতু, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-কে বিশ্বাস করিতে কোন 'কারণের' মুখাপেক্ষী হন নাই এবং অভিশপ্ত আবুজাহল উক্ত যোগ্যতার ন্যূনতা বশতঃ এত অধিক মো'জেজা ও প্রকাশ্য নিশানী সমূহ দেখিয়াও নবুয়তের বিশ্বাস সৌভাগ্য লাভে ভাগ্যবান হইতে পারে নাই। আল্লাহ্তায়ালা এই হতভাগাদিগের বিষয় ফরমাইতেছেন, "ইহারা সর্ব্বপ্রকারের নিশানী দেখিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, এমনকি যে তাহারা আপনার নিকট আসিয়া বিবাদ করিতে থাকিবে এবং উক্ত অবিশ্বাসীগণ বলিবে যে , ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী মিথ্যা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।" অধিকন্তু বলিতে চাই যে পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণ হইতে— তাঁহাদের আজীবন কালে মাত্র পাঁচ কিম্বা ছয় কারামতের অধিক কেহই বর্ণনা করেন নাই। জোনায়েদ বাগ্দাদী, যিনি ছূফীগণের শীর্ষস্থানীয়— জানিনা যে তাঁহা হইতে দশটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত আছে। আল্লাহ্পাক স্বীয় কলীম— মুছা (আঃ)-এর বিষয় স্বীয় কালাম পাকে এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন, "এবং নিশ্চয়ই আমি মুছা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিশানী প্রদান করিয়াছি।" আপনি কোথা হইতে জানিলেন যে— এ জমানার বোজর্গগণের এইরূপ কারামত প্রকাশ হয় না ; অলী-আল্লাহ্গণ পূর্ব্ববর্ত্তীগণ হউক বা পরবর্ত্তীগণ হউক তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই কারামত প্রকাশ হইতেছে ; বিপক্ষগণ তাহা জানুক বা না-জানুক।

কাহারো নয়ন যদি দেখিতে না পায়।
দিবাকর দোষী কভু হবে না তাহায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, শিক্ষার্থীগণের কাশ্ফ বা আত্মীক বিকাশ এবং 'শুহুদ' বা আত্মীক দর্শনের মধ্যে শয়তানের প্রবঞ্চনার অধিকার থাকিতে পারে কি-না? যদি অধিকার থাকে, তবে শয়তানের নিক্ষিপ্ত কাশ্ফ কি প্রকারে বুঝা যাইবে ; পক্ষান্তরে যদি ক্ষমতা না থাকে, তবে অনেক কাশ্ফ-এল্হামের মধ্যে ভুল-ত্রুটি পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি ? প্রকৃত কথা আল্লাহ্তায়ালাই জানেন ; কিন্তু ইহার উত্তর এই দিব যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে কোন ব্যক্তি সুরক্ষিত নহে। পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে যখন কুমন্ত্রণা দিয়াছে তখন অলী-আল্লাহ্গণকে আরও অধিকভাবে দিতে পারে। সৎ-শিক্ষার্থীগণের আর স্থান

কোথায় ! ফলকথা, আল্লাহ্পাক পয়গাম্বর (আঃ)-গণকে উক্ত প্রবঞ্চনা হইতে হুঁশিয়ার করিয়া দেন, এবং বাতেল ও হক (প্রকৃত ও অপ্রকৃত) পৃথক করিয়া দেন, যথা— আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন, "এবং শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আল্লাহ্তায়ালা মনছুখ বা বাতিল করিয়া দেন। তৎপর আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় আয়াতকে সুদৃঢ় করিয়া দেন।" এই আয়াত পূর্ব্বে বর্ণিত কথার পোষকতা করিতেছে ; কিন্তু অলী-আল্লাহ্গণের বিষয় এইরূপ হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া কোন জরুরী নহে। যেহেতু তিনি পয়গাম্বরের অনুগামী, পয়গাম্বরের মতের বিপরীত যাহাই হইবে তাহা পরিত্যাজ্য এবং তাহাকে বাতিল বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু যে-স্থলে তাঁহার শরীয়ত মৌনাবলম্বন করিয়াছে এবং বিধেয় কি অবিধেয় কোনই হুকুম দেয় নাই ; তথায় হক-বাতেল বা প্রকৃত ও অপ্রকৃত সঠিকভাবে নির্দ্দিষ্ট করা সুকঠিন। যেহেতু এল্হাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি সন্দেহযুক্ত এল্ম। অবশ্য এই পার্থক্য না করার জন্য তাহার অলী হওয়ার মধ্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। যেহেতু শরীয়ত প্রতিপালন এবং পয়গাম্বরের অনুসরণ ইহ-পরকালের উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়াছে, যে সকল বিষয় হইতে শরীয়ত নিরব আছে, সে-সমস্ত— শরীয়ত হইতে অতিরিক্ত এবং আমাদের প্রতি অতিরিক্ত বিষয়গুলির দায়িত্ব নাই।

জানা আবশ্যক যে, কাশ্ফের মধ্যে ভুল হওয়া শুধু শয়তানের কুমন্ত্রণার জন্য নহে; অনেক সময় অবান্তর খেয়াল অন্তঃকরণে জাগে এবং উহা একটি রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায় ; শয়তানের তাহাতে কোনই অধিকার নাই। এইরূপ অনেক সময় হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেকে আদেশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; প্রকৃতপক্ষে তাহা শরীয়তের বিপরীত হুকুম, কিন্তু তথায় শয়তানের কোন মন্ত্রণা নাই। যেহেতু সর্ব্ববাদিসম্মত যে, যেকোন ভাবেই হউক না কেন শয়তান হজরত ছৈয়েদুল বশর (দঃ)-এর আকৃতি ধারণ করিতে পারে না। অতএব এস্থলে উহা খেয়ালের বিকৃতি ব্যতীত কিছুই নহে, যেন অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃতরূপে প্রকাশ করিতেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, যখন কারামত বা অলৌকিক ঘটনা সমূহ, এবং এস্তেদ্রাজ বা পাপিষ্ঠদিগকে অবসর প্রদান দৃশ্যতঃ একইরূপ তখন আরম্ভকারী কিভাবে কারামতধারী অলী এবং মুদ্দায়ী বা মিথ্যা দাবীদার ব্যক্তিকে চিনিবে। "আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত" ইহার উত্তর এই যে, আরম্ভকারী তালেবের জন্য পার্থক্য করিবার একটি প্রকাশ্য দলিল আছে। তাহা উহার সত্য অনুভূতি, অর্থাৎ যদি উক্ত ব্যক্তির সংস্রবে থাকাকালীন স্বীয় অন্তঃকরণ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি রুজু হয়, তাহা হইলে জানিবে যে ইনি কারামতধারী-অলী ; ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে এস্তেদ্রাজধারী মিথ্যা দাবীদার জানিবে। অবশ্য চতুষ্পদ তুল্য সাধারণ ব্যক্তিগণের প্রতি উহার অনুভূতি গুপ্ত, তালেবগণের প্রতি নহে। সাধারণ ব্যক্তির প্রতি উহা গুপ্ত থাকা আল্লাহ্তায়ালার খাছ ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ত্তব্য নহে। যেহেতু উহা তাহাদের অন্তরের ব্যাধির কারণে হইয়া থাকে। সর্ব্ব সাধারণের প্রতি অনেক কিছুই গুপ্ত আছে ; যাহার জ্ঞানলাভ করা, তাহাদের জন্য ইহা হইতেও অধিক আবশ্যকীয়।

কতিপয় মারেফত যাহা ইত্যাকার সন্দেহ দূরীকরণার্থে আপনার একান্ত জরুরী এবং ফলপ্রদ তাহা লিখিয়া অত্র মকতুব শেষ করিতে চাই।

জানিবেন, "আল্লাহ্র চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়া বাক্যটি যাহা বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্য পথে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা এই যে, অলী-আল্লাহ্গণ ঐগুণ সমূহ লাভ করিয়া থাকেন— যাহা আল্লাহ্তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাতের গুণাবলীর অনুরূপ ; কিন্তু উক্ত আনুরূপ্য নামতঃ এবং সাধারণ গুণ-সমূহের সহিত, বিশিষ্ট গুণ-সমূহের সহিত নহে ; যেহেতু উহা অসম্ভব এবং তাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'তহকীকাত' নামক পুস্তকে খাজা মোহাম্মদ পারছা (রাঃ) আল্লাহ্র চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়ার বর্ণনাকালে ফরমাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় গুণ মালেক (বাদশা)। 'মালেক' শব্দের অর্থ সকলের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করা, আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রমকারী ছালেক যখন স্বীয় নফ্ছের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং তাহাকে নিজ আয়ত্ত্বে রাখিতে সক্ষম হয়, খল্কুল্লারও দেল বা অন্তঃকরণ সমূহে তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রবিষ্ট হয়, তখন উল্লিখিত 'মালেক' গুণে-গুণান্বিত হইয়া থাকে। অপর গুণ— 'ছামী'। 'ছামী' শব্দের অর্থ শ্রবণকারী। যখন আধ্যাত্মিক পথের পথিক আল্লাহ্তায়ালার বাক্যসমূহ যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতেই হউক না কেন শুনিয়া বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং গায়েব-অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব সমূহ আধ্যাত্মিক কর্ণ দ্বারা অনুভব করে— তখন উল্লিখিত 'ছামী' গুণ সম্পন্ন হয়। অপর একটি গুণ— 'বছির'। 'বছির' শব্দের অর্থ দর্শনকারী। যখন পথিক আত্মার জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে থাকে এবং ফেরাছাত বা বিবেক কর্ত্তৃক নিজের যাবতীয় দোষ অবলোকন করে ও অপর লোকের আধ্যাত্মিক পূর্ণতার অবস্থা স্বীয় অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট পরিদর্শন করে ও আল্লাহ্তায়ালার দর্শনকে স্বীয় চক্ষে ভাসমান প্রাপ্ত হয় ; তখন যাহা কিছুই করে আল্লাহ্তায়ালার পছন্দ অনুযায়ী করে। তখন উক্ত বছির গুণে-গুণান্বিত হইয়া থাকে। অপর আর একটি গুণ— 'মোহ্য়ী'। 'মোহ্য়ী' শব্দের অর্থ জীবন-প্রদানকারী। যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী পরিত্যক্ত ছুন্নত পুনরুজ্জীবিত করে, তখন সে উক্ত গুণে-গুণময় হইয়া যায়। দ্বিতীয় আর একটি গুণ— 'মোমিত'। 'মোমিত' শব্দে অর্থ মৃত্যু-দানকারী। সাধক যখন ছুন্নতের পরিবর্ত্তে যে বেদ্য়াত বা অসৎ কার্য্য সমূহের প্রচলন হইয়াছে, তাহা ধ্বংস করতঃ মৃতবৎ করিয়া দেয়, তখন সে উক্ত গুণাধারী হয়। এইরূপ অন্যান্য গুণসমূহকেও জানিবে"। সর্ব্ব সাধারণগণ আল্লাহ্র চরিত্রে-চরিত্রবান হওয়াকে অন্য প্রকার ধারণা করিয়া থাকে। অতএব তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাহারা ধারণা করে যে, অলী-আল্লাহ্ হইলে তাহাকে মৃতদেহ জীবিত করা আবশ্যক এবং অধিকাংশ অদৃশ্য বস্তুসমূহ যেন তাহার প্রতি প্রকাশ পায় ; এইরূপ আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য গুণসমূহ যেন ঐভাবে তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি স্বয়ং-তো দেখিতেছেন যে, ইহা অসৎ ধারণা মাত্র এবং অনেক ধারণাই গোনাহ্ বটে। ইহাও জানিবেন যে, অলৌকিক কার্য্য শুধু জীবিত করা এবং নিহত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; এল্হাম জাত এল্ম-মারেফত সমূহ অতি উচ্চ নিশানী এবং শ্রেষ্ঠ কারামত। এই হেতু কোরআন পাকের মো'জেজা, সমুদয় মো'জেজা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং

স্থায়ী হইয়াছে। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখুন যে, বর্ষার বারী-বিন্দুর মত যে-সমস্ত এল্‌ম-মারেফত বর্ষিত হইতেছে, তাহা কোথা হইতে আসিতেছে। এরূপ অধিক এল্‌ম মারেফত এত অজস্রভাবে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু ইহা সবই শরীয়তের অনুকূল ; চুল পরিমাণ প্রভেদেরও যেন কোনই অবকাশ নাই। এই বিশেষত্বই উক্ত এল্‌ম সমূহের সত্য হওয়ার চিহ্ন। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ কোদ্দেছাছেরুহু লিখিয়াছিলেন যে, আপনার এল্‌ম সমূহ সবই সত্য, কিন্তু ইহা বলিয়া কি হইবে ! হজরত খাজার বাক্য তো আপনার জন্য দলিল নহে ; অবশ্য আপনি তাঁহার অনুগত বলিয়া দাবী করেন। অধিক আর কি লিখিব ! প্রথমতঃ আপনার প্রশ্ন সমূহ গুরুতর (খারাপ) মনে হইয়াছিল। কিন্তু যখন এই প্রসঙ্গে বহু এল্‌ম-মারেফত আলোচিত হইল, তখন উহা ভালই বলিয়া মনে হইতেছে।

হয় হোক কুশ্রী যত সৃষ্টি-বিধাতার
নিশ্চয় তাহাতে আছে, কিছু উপকার।
আঁধার রজনী যথা— হাবশীর আকার,
মুকুতা-সদৃশ্য বটে— দশন তাহার।

আশ্চর্য্যের কথা যে, পূর্ব্বের মকতুবে খালেছ মহব্বত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা পরস্পর দুইটি স্বপ্নের জন্য হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছিলেন, যাহার তাবীর (ফলাফল) জাগ্রত অবস্থায়ও পাইয়াছিলেন ; এমন কি তৎকারণে বিশেষ লজ্জিত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের জন্য অনুতাপ করতঃ তওবা-এস্তেগফার দ্বারা ইছলামের নূতনত্ত্ব সাধন করিয়াছিলেন। একটি মাস হইতে না হইতেই ইহার আবার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যাইয়া পড়িলেন। এমন পর্য্যায় উপনীত হইলেন যে, উক্ত ঘটনাদ্বয়কে শয়তানের মন্ত্রণা ও উক্ত কাশ্‌ফ বা আত্মিক বিকাশকে ভুল বলিয়া ধারণা করিতে চলিয়াছেন ; কি ছিল এবং কি হইল !

কহিল— অমুকে করে অন্যায় তোমার,
নহে মোর, সে-যে করে অন্যায় তাহার।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে এবং হজরত মোস্তফা (দঃ)-এর অনুসরণ করে তাঁহার প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

১০৮ মকতুব

মিঞা ছাইয়েদ আহ্‌মদ বজ্‌ওয়াড়ীর নিকট বেলায়েত হইতে নবুয়ত উৎকৃষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ও সমস্ত মোছলমানগণকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পয়রবীর প্রতি সুদৃঢ় রাখুক। কোন কোন মাশায়েখ সাময়িক মত্ততা হেতু বলিয়াছেন যে, নবুয়ত হইতে বেলায়েত উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ উক্ত বেলায়েত হইতে নবীর বেলায়েত অর্থ লইয়াছেন, যেন নবী হইতে অলীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা না

আসে ; কিন্তু প্রকৃত কথা ইহার বিপরীত। কেননা নবীর নবুয়তই তাহার বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। বেলায়েতে— বক্ষের সংকীর্ণতা হেতু খল্‌কুল্লার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন না এবং নবুয়তের মধ্যে বক্ষের প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততার জন্য আল্লাহ্‌র দিকে লক্ষ্য করা সৃষ্ট–পদার্থের দিকে লক্ষ্য করার প্রতিবন্ধক হয় না এবং সৃষ্ট পদার্থের দিকে লক্ষ্য করা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে লক্ষ্য রাখারও প্রতিবন্ধক হয় না। নবুয়তের মধ্যে শুধু যে সৃষ্ট–পদার্থের দিকে লক্ষ্য তাহা নহে ; তজ্জন্যই যে 'বেলায়েতকে'— যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে লক্ষ্য থাকে, নবুয়ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যাইতে পারে— তাহা নহে। এরূপ ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্র জাত-পাকের আশ্রয় চাহিতেছি। কেবলমাত্র সৃষ্ট পদার্থের দিকে লক্ষ্য করা চতুষ্পদ তুল্য, সর্ব্ব সাধারণের মর্ত্তবা ; নবুয়তের মর্ত্তবা ইহা হইতে অতি-উচ্চ। ছোকর বা উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ইহা উপলব্ধি করা সুকঠিন। যাঁহারা স্থায়ী জ্ঞান সম্পন্ন তাঁহারাই ইহা বুঝিয়া থাকেন।

নে'মাত প্রাপ্তগণের তরে— উহাই অতি তৃপ্তিকর,
পথ ভিখারী আশেকগণের, সবই যেন দুঃখকর।

অবশিষ্ট কথা এই যে, মিঞা শাহ্ আব্দুল্লাহ্, শায়েখ আব্দুর রহীমের পুত্র। আমাদের সহিত ঘনিষ্ট আত্মীয়তা রাখেন। ইহার পিতা বহুদিন পর্য্যন্ত বাহাদুর খানের কর্ম্মচারী এবং সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। ইদানীং অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। নিজের ছেলেকে বাহাদুর খাঁনের নিকট কোন চাকুরীর জন্য পাঠাইয়াছেন। আপনি যদি এ বিষয় তাহাকে কিছু ইঙ্গিত করিয়া পত্র দিতেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইত। ওয়াচ্ছালাম ॥

১০৯ মকতুব

হাকীম ছদরের নিকট ছালামতিয়ে কল্‌ব বা কল্‌বের সুস্থতা ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

অলী-আল্লাহ্‌গণ কল্‌ব বা অন্তঃকরণের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসক ; আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ বিদূরিত হওয়া ইঁহাদের শুভ দৃষ্টির প্রতিই নির্ভর করিয়া থাকে। ইঁহাদের বাক্য সমূহ[১] ঔষধ তুল্য এবং ইঁহাদের শুভ দৃষ্টিই[২] রোগমুক্তির কারণ। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "ইঁহারা এমন দল যাহাদের সহিত উপবেশনকারীগণ বদ্‌বখত হয় না, এবং ইঁহারাই আল্লাহ্‌র সহিত উপবেশনকারী। ইঁহাদের অছিলায় বৃষ্টি হয় এবং ইঁহাদের কারণেই জগতবাসীগণ রেজেক পাইয়া থাকে।" অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠ ব্যাধি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ; যে পর্য্যন্ত এই আকর্ষণ মুক্ত না হইবে, সেপর্য্যন্ত তাহাদের সুস্থ্যতা লাভ করা অসম্ভব। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার দরবার পাকে সমকক্ষের কোনই স্থান নাই। "আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ দীন বা ধর্ম্মের আবশ্যক" (কোরআন)। তখন আর সমকক্ষকে কিভাবে প্রাবল্য দেওয়া যাইবে ! ইহা অতীব লজ্জার বিষয় যে, অন্যের মহব্বতকে এমনিভাবে প্রবল করা যায় যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত তাহার সম্মুখে যেন অস্তিত্বহীন কিম্বা

টীকা ঃ— ১। কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত-বস্তু। ২। কার্য্যের আনুষঙ্গিক-বস্তু।

পরাজিত হইয়া থাকে। লজ্জা ঈমানের একটি শাখা (হাদীছে) বোধ হয় উক্ত লজ্জার দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মা-ছেওয়া বা অপর-বস্তু সমূহকে পূর্ণভাবে ভুলিয়া যাওয়াই অন্যের প্রতি কল্‌বের মহব্বত ও আকর্ষণ না থাকার চিহ্ন। কল্‌ব অন্য বস্তু সমূহকে এইরূপ ভাবে ভুলিয়া যায় যে, তাহাকে ইচ্ছা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেও উহাদের স্মরণ আসে না। তথায় আকর্ষণ বা মহব্বতের আর কি অবকাশ থাকিবে ! অলী-আল্লাহগণ এই অবস্থাকেই 'ফানা' বলিয়া থাকেন এবং ইহাই এই পথের প্রথম-পদক্ষেপ। অনন্ত ও মহামহিমান্বিত জাত পাকের নূর প্রকাশের প্রারম্ভ এবং মারেফত ও হেকমত সমূহের উৎপত্তি স্থান ইহাই। ইহা ব্যতীত মেহনত বরবাদ।

যাবত হবে না 'ফানা'— নফ্‌ছে আম্মারার,
পাইবে না পথ কভু— খোদার দরগার।

১১০ মকতুব

শায়েখ ছদ্‌রুদ্দিনের নিকট মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য— বন্দেগী করা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে পূর্ণভাবে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের আকাঙ্ক্ষার চরম সীমায় আমাদিগকে আল্লাহ্‌পাক উপনীত করুন। মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্দেশিত দাসত্ব-কার্য্য সমূহ প্রতিপালন করা এবং সদা-সর্ব্বদা তাঁহারই দিকে লক্ষ্য রাখা। ইহ-পরকালের ছরদার নবীয়ে করীম (দঃ)-এর আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত ইহা লাভ করা সম্ভবপর নহে। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যকলাপে বাহ্যিকভাবে ও আভ্যন্তরীণভাবে আমল দ্বারা ও বিশ্বাস দ্বারা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। আমীন ইয়া রাব্বুল আ'লামীন।[১]

খোদা ভিন্ন কর যা'রী উপাসনা তোরা
মূল্যহীন বস্তু সব, কিছু নহে তা'রা।
ভাগ্যহীন যেবা উহা করে এখতিয়ার
সে কভু দোজখ হ'তে পাবে না উদ্ধার।

আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহাই মাবুদ বা উপাস্যতুল্য। অন্যের এবাদত হইতে ঐ সময় মুক্তি পাইবে যখন আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই উদ্দেশ্য থাকিবে না। উহা পরকালের উদ্দেশ্য বা বেহেশ্‌তের নেয়মত ইত্যাদিই হউক না কেন ! উক্ত উদ্দেশ্য সমূহ যদিও নেকী বা পুণ্য, তথাপি নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণের নিকট উহাও যেন গোনাহ্। পরকালের কার্য্য সমূহের অবস্থা যখন এইরূপ তখন পার্থিব বিষয় সমূহের সম্বন্ধে আর কি

টীকা ঃ— ১। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) এবং তাঁহার বংশধর ও ছাহাবাগণের প্রতি ও যাবতীয় পয়গাম্বর (আঃ)-গণের প্রতি শ্রেষ্ঠ দরূদ এবং পূর্ণ ছালাম বর্ষিত হউক।

বলিব ! দুন্‌ইয়া ও পার্থিব বস্তু সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশপ্ত-বস্তু, সৃষ্টি করার পর হইতে উহার প্রতি তিনি নিশ্চয় সুনজরে তাকান নাই। উহার মহব্বত যাবতীয় গোনাহের মূল এবং উহার অন্বেষণকারীগণ অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার উপযোগী। হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দুন্‌ইয়া এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে— আল্লাহের জেকের ব্যতীত সবই অভিশপ্ত"। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার হাবীব ছাইয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন (দঃ)-এর অছিলায় দুন্‌ইয়া এবং তাহাতে যাহা কিছু আছে তাহার অপকারীতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হজরত (দঃ)-এর প্রতি এবং তাঁহার আল-আওলাদের প্রতি অজস্র দরূদ এবং ছালাম বর্ষিত হউক।

১১১ মকতুব

শায়েখ হামীদ ছাম্ভাহ্‌লীর নিকট তৌহিদের অর্থ অন্যের আকর্ষণ হইতে কল্‌বের মুক্তিলাভ ইত্যাদি বিষয় লিখিতেছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি ছালাম। তৌহিদ-একত্ববাদের অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইতে কল্‌বের মুক্তিলাভ। যতদিন অন্তঃকরণ অন্যের সহিত আকৃষ্ট থাকিবে উহা অতি সামান্যই হউক না কেন, ততদিন সে তৌহিদ বা একত্ববাদী নহে। উল্লিখিত দৌলত লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তৌহিদ লাভকারীগণের নিকট আল্লাহ্‌পাককে এক বলা বা এক জানা বাচালতা মাত্র। অবশ্য ঈমানের-বিশ্বাসের[১] মধ্যে যে এক বলা বা এক জানা অনিবার্য্য, তাহা অন্য অর্থে। "লা-মাবুদা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই) এবং "লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও অস্তিত্ব নাই) বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য আছে। ঈমানের-বিশ্বাস জ্ঞানতঃ হইয়া থাকে ; এবং অনুভূতি অবস্থার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। অবস্থায় পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার আলোচনা করা অনুচিত। মাশায়েখগণের মধ্যে যে দল এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের দুই রকম অবস্থা হইতে পারে। হয়তো তাঁহারা উপেক্ষণীয়, যেহেতু তাহারা স্বীয় অবস্থার চাপে পরাজিত ; কিম্বা তাহাদের ইহা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে, তাহারা অন্য সকলের হালতের কষ্টি পাথর তুল্য হয়। সকলেই যেন তাহাদের হালত দৃষ্টে স্বীয় হালতের সত্যাসত্য পরিমাপ করিয়া লইতে পারে ; এই দুই কারণ ব্যতীত স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রচার নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ও তাঁহার আল্-আওলাদের অছিলায় আমাদের মত দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণকে পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হালত সমূহের যৎকিঞ্চিত প্রদান করতঃ হজরত (দঃ)-এর ছুন্নতের পয়রবীর প্রতি সুদৃঢ় রাখুন।

অবশিষ্ট কথা এই যে, দোওয়া-পত্র বাহক মিঞা শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ— হাফেজ এবং সম্মানী বংশীয় ব্যক্তি। ইহার পরিবার বর্গে অনেক পোষ্য ও ইহার সন্তান সবই

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ ঈমানের স্বীকৃতির সময় যে 'এক' বলা হয়।

কন্যা। ইনি এই অবস্থায় উপনীত যে, করীম বা দাতাগণের দরবারে ইহাকে উপস্থিত হইতে হইতেছে। আশাকরি ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। অধিক আর কি কষ্ট দিব !

১১২ মকতুব

শায়েখ আব্দুল জলীল থানেশ্বরী তৎপর জৌনপুরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আহ্‌লে ছুন্নত জামায়াতের আকিদা বা বিশ্বাস লাভ করাই আমাদের কর্ত্তব্য ; ইহার সহিত যদি অন্য কিছু লাভ হইল তবে আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবাণী, অন্যথায় ইহাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্-ছোব্‌হানাহুতায়ালা— আমরা সম্বলহীনগণকে যেন আহ্‌লে ছুন্নত জামায়াতের সত্য আকিদা বা বিশ্বাস প্রদান করিয়া স্বীয় পছন্দনীয় আমল করিবার তৌফিক বা সুযোগ প্রদান করেন ; এবং উহার ফলস্বরূপ আত্মীক হালত সমূহ দান করতঃ পূর্ণরূপে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া লন।

ইহাই কার্য্য বটে বলিলাম যাহা,
ইহা ভিন্ন আছে যাহা মূল্যহীন তাহা।

যে সমস্ত আধ্যাত্মিক হালত ইত্যাদি উক্ত উদ্ধার প্রাপ্ত দলের বিশ্বাস লাভ না করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এছ্‌তেদ্‌রাজ বা চক্রান্ত মূলক, সুযোগ প্রদান ব্যতীত কিছুই নহে। তাহাতে ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বুঝি না। এই উদ্ধার প্রাপ্ত দলের অনুসরণ সহ যাহা কিছুই প্রদান করেন তাহাই অনুগ্রহ এবং তাহার শোকর-গোজারী করি ; যদি শুধু ইহাই প্রদান করেন এবং অন্য হালতাদি আর কিছুই না দেন তাহাতে কোনই ভয় করি না ; বরং সন্তুষ্ট থাকি। অনেক বোজর্গ হইতে ছোকর বা মত্ততার অবস্থায় সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত অনেক এল্‌ম-মারেফত প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন উহা মত্ততা মূলক তখন তাহারা উপেক্ষণীয়। আশাকরি আগামীতে (হাশরে) তাহারা ধৃত হইবে না। উহাদের অবস্থা মোজতাহেদ্ বা শরার মাছ্‌য়ালা উদ্ধারকারী ঈমামগণের ন্যায়, ভুল হইলেও তাহারা এক প্রস্থ ছওয়াব পাইয়া থাকেন ; ছুন্নত জামাতের আলেমগণই সত্যের উপর আছেন, যেহেতু তাহাদের এল্‌মসমূহ নবুয়তের তাক্[১] হইতে গৃহীত, যাহা অকাট্য অহীর সাহায্য প্রাপ্ত এবং ছূফীগণের পেশওয়া বা অগ্রগামী কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম, যাহার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাই। আহ্‌লে ছুন্নতের আলেমগণের মতের অনুকূল হওয়াই কাশ্‌ফ-এল্‌হামের সত্যতার চিহ্ন। যদি তাহাদের মতের সহিত লোমাগ্র বরাবর ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে উহা সত্যের বৃত্তের বহির্ভূত। ইহাই সঠিক এল্‌ম এবং ইহাই প্রকাশ্য সত্যকথা। সত্যের পর ভ্রষ্টতা ব্যতীত কিছুই নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর বাহ্যিক এবং

টীকা ঃ— ১। তাক্=গবাক্ষ।

আভ্যান্তরিক অনুসরণের প্রতি আমল এবং বিশ্বাস দ্বারা সুদৃঢ় রাখুক। তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার আল-আওলাদের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও শ্রেষ্ঠ ছালাম বর্ষিত হউক।

আপনার প্রতি এবং যে-ব্যক্তি সৎপথে চলে তাহার প্রতি ছালাম।

১১৩ মকতুব

জামাল উদ্দিন হোছায়েন কোলাবীর নিকট আরম্ভকারীর জজ্‌বা বা আকর্ষণ এবং চরম উন্নত ব্যক্তির জজ্‌বার সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

"আল্‌হামদু লিল্লাহে ওয়াছালামুন্ আলা এবাদীহীল্লাজী নাস্তাফা।" (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত বান্দাগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।)

এন্‌জেজাব বা আকর্ষণ ঊর্দ্ধ হইতেই হ্ইয়া থাকে, উর্দ্ধের-উর্দ্ধ হইতে নহে ; শুহুদ বা আত্মীক দর্শনের অবস্থাও তদ্রূপ। যে মজ্‌জুব বা আকর্ষিত ব্যক্তি ছুলুক বা বাহ্যিক ভ্রমণ করে নাই, এবং যাহারা কল্‌বের মাকামে আছে তাহাদের জজ্‌বা 'রূহের' মাকামেই হইয়া থাকে, যাহা কল্‌বের মাকামের উর্দ্ধে।

'এন্‌জেজাবে-এলাহী' বা ঐশিক-আকর্ষণ, চরম উন্নত ব্যক্তিদের জজ্‌বার মধ্যে হইয়া থাকে ; যাহার উর্দ্ধে আর কোন মাকাম নাই। প্রারম্ভে জজ্‌বার অবস্থায় মন্‌ফুখ (ফুৎকৃত) 'রূহ্' ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। যখন রূহ্-স্বীয় মূল— বস্তুর ছুরতে সৃষ্ট, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আদমকে স্বীয় ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (হাদীছ)। তখন রূহের দর্শনকেই তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন বলিয়া অনুমান করে এবং দৈহিক জগতের সহিত রূহের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার দর্শনকে কখনও একাধিক বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন বলিয়া ব্যক্ত করে ; কখনও বা নিজের সহিত একত্রিত বলিয়া দাবী করে। প্রকৃত আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন–পূর্ণ 'ফানা', যাহা ছুলুকের শেষ স্তরে হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সংঘটিত হয় না।

যাবৎ হ'বে না 'ফানা' নফ্‌ছে আম্মারার,
তাবৎ পাবে না পথ— খোদার দরগার।

দৈহিক জগতের সহিত এই দর্শনের কোনই সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত দর্শন এবং পরবর্ত্তী দর্শনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দৈহিক জগতের সহিত যদি কোনও প্রকারের সম্বন্ধ রাখে, তাহা হইলে উহা আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন নহে এবং যদি কিছুই সম্বন্ধ না রাখে তবে উহা আল্লাহ্‌তায়ালারই দর্শন বটে ; 'দর্শন' শব্দ ভাষার সংকীর্ণতা হেতু ব্যবহৃত হইয়াছে ; নতুবা সম্বন্ধিত বস্তু (আল্লাহ্‌পাক)-এর ন্যায় সম্বন্ধও প্রকারবিহীন। প্রকার সম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীন বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ হয় না। বাদশাহের বাহন ব্যতীত তাহার দান বহিতে পারে না।

১১৪ মকতুব

ছূফী কোরবানের নিকট হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পায়রবী করা সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

ছাইয়েদুল্ আউয়ালীন ওয়াল্ আখেরীন— যাঁহার বন্ধুত্বের অছিলায় আল্লাহ্পাক স্বীয় 'এছ্ম' বা নামজাত এবং 'ছেফাত' বা গুণজাত পূর্ণতা সমূহ প্রকাশ্য ময়দানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে সমুদয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করিয়া পয়দা করিয়াছেন (ছঃ), আমরা সম্বলহীন ফকীরদিগকে আল্লাহ্পাক তাঁহার অনুসরণের সৌভাগ্য প্রদান করতঃ সৌভাগ্যবান করুক ও উহার প্রতি সুদৃঢ় রাখুক। যেহেতু তাঁহার এই পছন্দনীয় উচ্চ অনুসরণ ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় লজ্জত ও নেয়মত হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বোজর্গীর আধিক্য তাঁহার অনুসরণ ও উজ্জ্বল শরীয়ত প্রতিপালনের প্রতি নির্ভর করে। যথা— হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণ করিয়া দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাওয়া তাঁহার অনুসরণের বিপরীত শত সহস্র রাত্রি জাগরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ ঈদুল ফেত্‌রের দিনে আহার করা, যাহা তাঁহার শরীয়তের হুকুম, তাহা আজীবনকাল রোজা রাখা— যাহা শরীয়তের হুকুম নহে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট এবং পর্ব্বত তুল্য স্বর্ণ প্রদান হইতে শরীয়তের আদেশানুযায়ী এক কপর্দ্দক প্রদানই অধিক মূল্যবান। আমিরুল মো'মেনীন হজরত ওমর (রাজীঃ) একদিন ফজরের নামাজের জামাতে কোন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত পাইলেন না, জিজ্ঞাসা করায় ছাহাবাগণ উত্তর দিলেন যে, অমুক ব্যক্তি (ছোলায়মান) সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এবাদত করে, বোধ হয় এখন তাহার নিদ্রা পাইয়াছে ; তখন আমিরুল মো'মেনীন হজরত ওমর (রাজীঃ) ফরমাইলেন যে, "সে যদি সমস্ত রাত্রি ঘুমাইত এবং সকালের নামাজ জামায়াতের সহিত পড়িত তাহাই তাহার জন্য উৎকৃষ্ট হইত।"

পথভ্রষ্ট যোগী-সন্ন্যাসীগণ বহু কঠোর ব্রত পালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা শরীয়তের অনুকূল নহে বলিয়া কোনই মূল্য রাখে না এবং আল্লাহ্তায়ালার দরবারে উহা অতি তুচ্ছ। উক্ত আমল সমূহ দ্বারা যদি সামান্য কিছু ফল লাভও হয়, তাহা পার্থিব কোন বিষয়ের ফল মাত্র। নিখিল বিশ্বেরই বা মূল্য কতটুকু যে তাহার কতিপয় বস্তুর আর কে কত মূল্য দিবে ! ইহারা ঝাড়ুদার-মেথরগণের মত, যাহাদের পরিশ্রম অত্যধিক, অথচ পারিশ্রমিক অতি সামান্য। শরীয়তের অনুসরণকারীগণের উদাহরণ যথা— ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁহারা বহু মূল্যবান মানিক, মুক্তার মধ্যে সূক্ষ্ম-হীরক দ্বারা কারুকার্য্য করেন, তাঁহাদের পরিশ্রম অতি অল্প অথচ পারিশ্রমিক সর্ব্বাধিক। ইহারা এক দণ্ডের কার্য্যেই হয়তো শত বৎসরের মজুরী পাইবার উপযোগী হইয়া থাকেন।

ইহার রহস্য এই যে, শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা আল্লাহ্তায়ালার পছন্দনীয় এবং উহার বিপরীত করা তাঁহার অপছন্দনীয়, সুতরাং অপছন্দনীয় কার্য্যে ছওয়াব তো দূরের কথা আজাব (শাস্তি) হইবারই সম্ভাবনা অধিক। এই অপ্রকৃত জগতেও ইহার বহু প্রকাশ্য উদাহরণ আছে। একটু চিন্তা করিলেই তাহা উপলব্ধি হয়।

ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তি যাহাই করিবে গ্রহণ,
তাহাতেই ব্যাধি তার বাড়ে অনুক্ষণ।
কহিলে কামেল-অলী— কুফরেরকথা,
ধর্ম্মরূপ হয় তাহা— শরীয়ত যথা।

অতএব ছুন্নতের অনুসরণ করা যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধন স্বরূপ এবং শরীয়তের বিপরীত কার্য্য— অনর্থের মূল। আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুক। ওয়াচ্ছালাম ॥

১১৫ মকতুব

মোল্লা আব্দুল হক দেহ্লবীর নিকট লিখিতেছেন যে, "আমরা যে-পথ অতিক্রম করিতেছি, তাহা সাত কদম"।

"দোস্তের কথা যাহাই বলি তাইতো চমৎকার !"

আমরা যে পথে চলিতেছি তাহা সাত কদম বা পদক্ষেপ। আলমে খাল্‌ক বা স্থূল জগতের দুই 'কদম' এবং আলমে আমর বা সূক্ষ্ম জগতের পাঁচ 'কদম'। আলমে আমরের প্রথম কদমে তাজাল্লিয়ে আফ্‌য়াল বা আল্লাহ্তায়ালার কার্য্যসমূহের প্রতিচ্ছায়া দৃষ্ট হয় এবং দ্বিতীয় কদমে ছেফাত বা গুণসমূহের প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়। তৃতীয় কদমে তাজাল্লিয়ে জাতিয়া বা আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় জাতের প্রতিবিম্বের আবির্ভাব হয়। তৎপর পর পর পূর্ণতার ক্রমানুযায়ী, যথারীতি উন্নতি হইতে থাকে। উক্ত মর্ত্তবাসমূহ লাভ হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই পথ দুই পদক্ষেপ, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আলমে খাল্‌ক (স্থূল জগত) ও আলমে আমর (সূক্ষ্ম জগত)। তালেবগণকে সহজ করিয়া দেখাইবার জন্য সংক্ষেপতঃ ইহা বলিয়া থাকেন। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে আমি যাহা বলিলাম তাহাই, ইহা অবশ্য স্মরণীয়।

১১৬ মকতুব

মোল্লা আব্দুল ওয়াহেদ লাহোরীর নিকট কল্‌বের সুস্থতার বিষয় লিখিতেছেন।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। কল্‌বের ছালামতী বা সুস্থতার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। অবশ্য উহার সুস্থতা আল্লাহ্ ব্যতীত সকল বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়ার প্রতিই নির্ভর করে। এমন কি ইচ্ছা পূর্ব্বক স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন স্মরণ না হয়। অতএব কল্‌বে অন্যের চিন্তা প্রবিষ্ট হওয়ার কোন অর্থ হয় না। এইরূপ অবস্থাকে কল্‌বের 'ফানা' বলা হইয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক পথে ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ইহা বেলায়েতের মর্ত্তবার পূর্ণতা সমূহের যেন সুসংবাদ দাতা, যাহা যোগ্যতার তারতম্যানুযায়ী তালেবগণ পাইয়া থাকেন ; উচ্চ মনোবৃত্তি রাখা উচিত।

আখ্‌রোট, মোনাক্কা লইয়া যথেষ্ট মনে করা উচিত নহে ; "নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক উচ্চ মনোবৃত্তিধারীগণকে ভালবাসেন" (হাদীছ শরীফ)।

পার্থিব বিষয়ে অধিক নিবিষ্ট হইলে উহার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। সাবধান! কল্‌বের ঐরূপ সুস্থতায় প্রতারিত হইবেন না— যাহা আবার পূর্ব্ববৎ হইতে পারে, এবং পার্থিব বিষয়ে যথা সম্ভব অগ্রসর হইবেন না ; কি জানি অতিরিক্ত লোভে পতিত হইয়া ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত করে ; আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা হইতে রক্ষা করুন। ফকীর হইয়া ঝাড়ুদারী করা, আমীর হইয়া সভাপতিত্ব করা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ পূর্ণ মনোবল রাখিবেন যেন অভাব-অভিযোগ ও মনঃকষ্টের সহিত পার্থিব দিন কয়টি অতিবাহিত হয়। ধন-সম্পদ ও সম্পদশালীগণ হইতে ঐরূপ পলায়ন করিবেন ; যথা— ব্যাঘ্র হইতে পলায়ন করেন। ওয়াচ্ছালাম ৷৷

১১৭ মকতুব

মোল্লা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম বদখ্‌শীর নিকট লিখিতেছেন।

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, প্রারম্ভে 'কল্‌ব' ইন্দ্রিয়ের অনুগত থাকে, অবশেষে— থাকে না।

মওলানা ইয়ার মোহাম্মদ আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না, কিছুদিন পর্য্যন্ত 'কল্‌ব' ইন্দ্রিয় সমূহের অনুগত থাকে ; অতএব তখন যাহা ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে দূরবর্ত্তী হয়, তাহা কল্‌ব হইতেও দূরবর্ত্তী। হাদীছ শরীফে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে— "যে ব্যক্তি স্বীয় বক্ষের মালিক নহে, 'কল্‌ব'ও তাহার নিকট নাই।" অবশেষে যখন 'কল্‌ব' ইন্দ্রিয়ের অনুগত থাকে না ; তখন ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে দূরবর্ত্তী হইলেও কল্‌বের নৈকট্যের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। সুতরাং তরীকার বোজর্গগণ আরম্ভকারী বা মধ্য-অবস্থাধারী তালেব্‌গণের জন্য কামেল-মোকাম্মেল পীরের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা জায়েজ রাখেন নাই। ফলকথা "যাহা সম্পূর্ণ লাভ হয় না, তাহার যাহা পাওয়া যায় তাহা পরিত্যাজ্য নহে"— বাক্যটির মত আপনিও কার্য্য করিবেন এবং প্রতিকূল ব্যাক্তিগণের সংশ্রব পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেন। মিঞা শায়েখ মোজাম্মেলের শুভাগমনকে সৌভাগ্যের নিদর্শন জানিয়া তাঁহার সংসর্গ যথেষ্ট জানিবেন। অধিকাংশ সময় তাঁহার সংস্রবে অতিবাহিত করিবেন। যেহেতু তিনি অতি মূল্যবান ব্যক্তি। (ওয়াচ্ছালাম) ৷৷

১১৮ মকতুব

মোল্লা কাছেম আলী বদখ্‌শীর নিকট লিখিতেছেন।

স্নেহাস্পদ মওলানা কাছেম, যে পত্র লিখিয়াছেন— তাহা উপনীত হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে বুঝিলাম। আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— "যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিবে উহা তাহার নফ্‌ছের উপকারার্থেই করিবে এবং যে বদ-কার্য্য করিবে, তাহা উহার ক্ষতির

জন্যই করিবে।" খাজা আবদুল্লাহ আন্‌ছারী (রাজিঃ) ফরমাইয়াছেন, "হে আল্লাহ্ তুমি যাহাকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা কর, তাহাকে আমাদের সহিত শত্রুতা সূত্রে লাগাইয়া দাও।"

ভয় করি আমি ঐ দল যারা—
শরাবী[1] দেখিয়া করে পরিহাস,
শরাব খানার দুয়ারে থাকিতে
ঈমান তাদের হইবে নাশ।

আল্লাহ্‌পাক ছৈয়্যেদুল্ মোরছালীন (ছঃ)-এর অছিলায় মোছলমানগণকে ফকীর দরবেশগণের প্রতি দোষারোপ করা হইতে রক্ষা করুন। ওয়াচ্ছালাম ৷৷

১১৯ মকতুব

মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট লিখিতেছেন। পীরের সংসর্গে থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং কখনও কখনও যে কামেল-পীর কোন নাকেছ-মুরীদকে তরীকাত শিক্ষা দিবার আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জনাব মীর ছাহেবের পত্র— প্রাপ্ত হইলাম। এই আধ্যাত্মিক পথে উন্মত্ততা আবশ্যক। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— "তোমাদের কেহই মো'মেন হইবে না, যে-পর্য্যন্ত তাহাকে উন্মাদ বলা না হয়।" যখন উন্মত্ততা আসিবে তখন পরিবার বর্গের ও পার্থিব বিষয়ের যাবতীয় চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিবে। আপনার স্বভাবের মধ্যে এরূপ 'ঔদাসিন্য' ভাব আছে বটে, কিন্তু কতিপয় বাহ্যিক অনর্থক কার্য্য তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। কি করা যাইবে ; এই বিচ্ছেদ হেতু অনেক সম্পর্ক হীনতা অনুভব করিতেছি ! আপনি অতি সত্ত্বর ইহার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। পাথেয় নাই বলিয়া জানাইয়াছেন ; না থাকাকেই— থাকা ভাবিয়া এই বাহ্যিক-দূরত্ব দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। সাধারণে যাহাতে শান্তি পায়, এই বোজর্গগণের শান্তি তাহাতে নহে। অন্যের শান্তির বস্তুসমূহ ইঁহাদের অশান্তির কারণ। অতএব যাহাতে সকলের অশান্তি হয়, তাহাই করা উচিত। তবেই শান্তি লাভ হইবে। অন্য সকলে যাহাতে শান্তি পায়, তাহাদের মত যদি ইহারাও তাহাতে শান্তি প্রাপ্ত হন, তবে উহা হইতে ভীত হইয়া কাঁদা-কাটা করা উচিত ; যাহাতে উহা প্রাণের শত্রু না হইয়া পড়ে। ইহার— উহার অবস্থার সহিত তুলনা করা উচিত নহে। পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে সকল মর্ত্তবাই অপূর্ণ জানিবেন ; অবশ্য উহাদের মধ্যে তারতম্য আছে।

বন্ধুর বিরহ নহে সামান্য কখন,
অতি-সূক্ষ্ম বালুকণা সহেনা নয়ন।

তরীকার মাশায়েখগণ অনেক সময় কোন মুরীদকে পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তরীকত শিক্ষা দিবার আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। হজরত খাজা নক্‌শবন্দ কোদ্দেছাছেরুরুহু

টীকাঃ— ১। শরাবী=এস্থলে আল্লাহ্‌র প্রেমের শরাব পানকারী অর্থাৎ অলী-আল্লাহ্‌গণ।

হজরত মওলানা ইয়াকুব চরখীকে তরীকা শিক্ষা দিয়া কিছু অগ্রসর করার পর ফরমাইয়াছিলেন যে, "আয়-ইয়াকুব" ! আমার নিকট হইতে তুমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা খলকুল্লাহ্‌কে পৌঁছাও।" অথচ তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন, "আমার পর তুমি আলাউদ্দীনের খেদ্‌মতে থাকিও" ; তিনি অধিকাংশ সময়ই খাজা আলাউদ্দীনের নিকট ছিলেন। এই হেতু জনাব মওলানা আব্দুর রহমান জামী (আঃ রঃ) তাঁহার নফাহাত নামক পুস্তকে হজরত ইয়াকুব চরখী (রাঃ)-কে প্রথমতঃ হজরত আলাউদ্দীনের মুরীদ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, পরে হজরত নক্‌শবন্দ ছাহেবের মুরীদ বলিয়াছেন। ফলকথা মনের এই অশান্তির চিকিৎসা শান্তি প্রাপ্ত বোজর্গগণের সংস্রব ; ইহা আপনাকে বারংবার তাকিদ করিয়া লিখা হইতেছে।

শুনিলাম মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক 'ফকিরী' পরিত্যাগ করতঃ চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। আফ্‌ছোছ, হাজার আফ্‌ছোছ, সে যেন উচ্চাদপি-উচ্চস্থান হইতে নিম্নের নিম্নস্তরে পতিত হইল। তাহার অবস্থা দুই প্রকারের— এক প্রকার না হইয়া উপায় নাই। হয়তো চাকুরীতে সে শান্তি প্রাপ্ত হইবে, কিম্বা হইবে না। যদি শান্তি লাভ করে, তবে তাহা 'বদ' বা কদর্য্য এবং যদি শান্তি লাভ না করে, তবে উহা 'বদ্‌তর'— অতীব কদর্য্য।

ইয়া আল্লাহ্‌, আমাদিগকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তঃকরণ (সত্য পথ হইতে) বিমুখ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর— নিশ্চয়ই তুমি বিনা পরিবর্ত্তে প্রচুর প্রদানকারী। ওয়াচ্ছালাম ॥

১২০ মকতুব

ইহাও মীর মোহাম্মদ নো'মান বদখ্‌শীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নিশ্চিন্ত ও শান্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংস্রব আবশ্যক।

জনাব মীর ছাহেব, বোধ হয় পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। সংবাদাদি প্রদানেও একটু স্মরণ করেন না। অবসর অর্থাৎ জীবন অতি সামান্য, ইহাকে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় করা উচিত। উক্ত কার্য্য খাতের-জমা— নিশ্চিন্ত ব্যক্তিগণের সংসর্গ। ইঁহাদের সংসর্গের সহিত কোন আমলেরই তুলনা করিবেন না, যে কোন আমলই হউক না কেন ! আপনি কি অবগত নহেন যে, হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ছাহাবাগণ তাঁহার সংসর্গ হেতু সমুদয় উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। যদিও ওয়ায়েছ কারণী কিম্বা ওমর মারওয়ানই হউক না কেন !

অবশ্য ওয়ায়েছ কারণী এবং ওমর মারওয়ানী শেষ স্তরে উপনীত হইয়া পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া— হজরত মোয়াবিয়ার ত্রুটিও হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংস্রবের বরকতে উঁহাদের শুদ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট ; এবং 'ওমর এবনেল্ আছ'-এর ভুলও উঁহাদের সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু হজরত (দঃ)-এর সংসর্গে ও তাঁহাকে অবলোকন এবং ফেরেশ্‌তার সাক্ষাৎ লাভ ও অহি, মো'জেজা ইত্যাদি দর্শন করতঃ তাঁহাদের ঈমান দৃশ্যবৎ হইয়াছিল। এই পূর্ণতাসমূহ যাবতীয় পূর্ণতার মূল। ইহা ছাহাবাগণ ব্যতীত

অন্যের ভাগ্যে লাভ হয় নাই। যদি হজরত ওয়ায়েছ কারণী হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর সংসর্গের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য জানিতে পারিতেন, তবে তাঁহাকে হজরত (দঃ)-এর সংসর্গ হইতে কেহই বিরত রাখিতে পারিত না। আল্লাহপাক কোন বস্তুকেই সংসর্গের তুল্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন নাই। "স্বীয় অনুকম্পা প্রদানার্থে তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া লন, তিনি অতি উচ্চ কৃপাধারী" (কোরআন)।

কার্য্য হাছিল হয় না কভু—
থাকলে মানিক, স্বর্ণ, বল,
ছেকেন্দরও পায়নি তাতে—
আব্‌হায়াতের বিন্দু জল।

হে আল্লাহ্‌ ! তুমি যখন ইহজগতে আমাদিগকে তাঁহাদের জমানায় সৃষ্টি কর নাই, ছৈয়েদুল মোরছালিন (দঃ)-এর তোফায়েলে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের হাশর বা পুনরুত্থান করিও। (ওয়াচ্ছালাম) ॥

১২১ মকতুব

ইহাও মীর মোহাম্মদ নো'মানের নিকট— এই পথ সপ্ত-পদক্ষেপ, কেহ কেহ ষষ্ঠ পদক্ষেপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় লিখিয়াছেন।

জনাব মীর ছাহেব, অসংখ্য দোওয়া গ্রহণ করিবেন। দীর্ঘদিন হইতে আপনি স্বীয় অবস্থার কোন সংবাদ দিতেছেন না এবং এথাকার ফকীরগণের সংবাদও লইতেছেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার কৃতজ্ঞতা এবং অনুগ্রহ যে, ফকীরগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দতার সহিত কালাতিপাত করিতেছেন ; আধ্যাত্মিক বিষয় সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

প্রিয় ভ্রাতঃ ! এই পথ সম্পূর্ণ— সপ্ত পদক্ষেপ। কেহ কেহ ষষ্ঠ-পদক্ষেপ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, কেহবা পঞ্চম পদক্ষেপ পর্য্যন্ত, কেহবা চতুর্থ পদক্ষেপ, কেহবা তৃতীয় পদক্ষেপ পর্য্যন্ত তারতম্যানুযায়ী অগ্রসর হইয়াছেন। যিনি তৃতীয় পদক্ষেপ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, তিনিও অন্যকে ফায়দা প্রদান করিতেছেন; অতএব যাঁহারা তাঁহা হইতে আরও অগ্রগামী তাঁহারা কিরূপ হইবে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন। উচ্চ মনোবল রাখা আবশ্যক, সামান্য পাইয়া যথেষ্ট জানা উচিত নহে ; অতিরিক্ত লিখিবার সময় নাই। (ওয়াচ্ছালাম) ॥

১২২ মকতুব

মোল্লা তাহের বদখ্‌শীর নিকট, লক্ষ্য-উচ্চ রাখার বিষয় লিখিতেছেন।

মওলানা মোহাম্মদ তাহের, পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষমা করিবেন। মওলানা ইয়ার মোহাম্মদ আপনাকে আমার স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয় অবশ্য কিছু বলিবেন। যখন ভারতে যাওয়ার আপনার একান্ত ইচ্ছা তখন যাইতে পারেন, কিন্তু স্বীয়

পরিবারবর্গের সংবাদ লইতে থাকিবেন। "অবশিষ্ট কথা সাক্ষাতে বক্তব্য" ইহা প্রচলিত কথা। আল্লাহ্তায়ালার সর্ব্বদা হুজুরী[1] রাখা উচিত এবং অপর লোক হইতে দূরে সরিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক। লক্ষ্য— উচ্চ রাখা দরকার। যাহা কিছুই হস্তগত হয়, তাহাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।

যেই আলো এই সব আলোকের দীপ্তি ; মোরা— বান্দাগণ,
সব আলোকে বিসর্জ্জিয়া, করছি তারই অন্বেষণ।

এই জমানার অধিকাংশ দরবেশগণ তৃপ্তি এবং যথেষ্ট মনে করার মাকামে অবস্থিত। তাহাদের সংসর্গ প্রাণ নাশক বিষ-তুল্য ; "হিংস্র জন্তু হইতে যেরূপ পলায়ন করেন, তাহাদের নিকট হইতেও তদ্রূপ পলায়ন করিবেন।" এই বাক্য দৃঢ় ভাবে ধারণ করিয়া চলিবেন। স্বপ্ন ইত্যাদির প্রতি বিশেষ নির্ভর করিবেন না। যেহেতু উহার অনেক প্রকার তাবীর (অর্থ) হইতে পারে। সাবধান ! ধারণায় প্রবঞ্চিত হইবেন না।

ছোয়াদের কাছে যাব কি উপায় করি,
গিরি-গহ্বর, খাদ, আছে সারা পথ ধরি।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১২৩ মকতুব

ইহাও মোল্লা তাহের বদখ্শীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে নফল কার্য্য যদিও হজ্জকরণ হউক না কেন, তাহাও অনর্থক কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।

আপনার নাম যেরূপ তাহের বা পবিত্র, তদ্রূপ আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সম্পর্ক হইতে পবিত্র করুন। আপনার প্রেরিত পত্র পৌঁছিয়াছে। হে ভ্রাতঃ! হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— "আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বান্দা হইতে যে বিমুখ, তাহার চিহ্ন তাহার (বান্দার) অনর্থক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া।" ফরজ কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ নফল কার্য্যে লিপ্ত হওয়া— অনর্থক কার্য্য বটে। অতএব স্বীয় অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত ; তবেই বুঝা যাইবে যে, সে কোন্ কার্য্যে লিপ্ত আছে, নফল কার্য্যে, না ফরজ কার্য্যে। একটি নফল হজ্জ করিতে যাইয়া কত যে নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। জ্ঞানীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আপনার প্রতি এবং আপনার বন্ধুগণের প্রতি ছালাম।

১২৪ মকতুব

ইহাও মোল্লা তাহের বদখ্শীর নিকট— "পাথেয় থাকাও হজ্জ করার একটি শর্ত্ত" ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

টীকা ঃ— ১। হুজুরী=চৈতন্যময় থাকা।

ভ্রাতঃ ! খাজা মোহাম্মদ তাহের, আপনার পত্র পাইলাম। আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ যে দীর্ঘদিন দূরবর্ত্তী থাকা সত্ত্বেও ফকীরদিগের ভালবাসার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহা অতি উচ্চ সৌভাগ্যের চিহ্ন। প্রিয় ভ্রাতঃ! যখন আপনি বিদায় চাহিয়াছিলেন এবং হজ্জে যাওয়ার দৃঢ়-সংকল্প করিয়াছিলেন, তখন এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, আমিও হয়তো আপনার সহিত এই ছফরে সঙ্গী হইতে পারি। কিন্তু যতই চেষ্টা করিলাম, এস্তেখারা অনুকূল হইল না এবং ইহা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইল না, অগত্যা ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমতঃ আপনার যাওয়ার বিষয়েও আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কিন্তু আপনার আগ্রহ লক্ষ্য করতঃ প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করি নাই। হজ্জের শর্ত্ত পাথেয় থাকা ; পথ-খরচ না থাকিলে অনর্থক সময় নষ্ট করা হয় মাত্র। আবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ অনাবশ্যকীয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে ; ইতিপূর্ব্বে ইহা কয়েক পত্রে আপনার নিকট লিখিয়াছিলাম। পৌঁছিল কি-না জানি না, ইহাই প্রকৃত কথা। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা।

ওয়াচ্ছালাম ॥

১২৫ মকতুব

মীর ছালেহ্ নিশাপুরীর নিকট 'আলমে ছগীর'— মানব দেহ এবং 'আলমে কবীর' বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড আল্লাহ্তায়ালার এছ্‌ম-ছেফাতের যে আবির্ভাব-স্থল, তদ্বিষয় লিখিতেছেন।

আলমে ছগীর (ক্ষুদ্র জগত) হউক বা আলমে কবীর (বৃহত্তম জগত) হউক, সবই আল্লাহ্পাকের এছ্‌ম ও ছেফাতের (নাম-গুণাবলীর) আবির্ভাব স্থল, এবং আল্লাহ্তায়ালার শান[1] ও কামালাতে-জাতিয়ার[2] দর্পণ স্বরূপ।

আল্লাহ্পাক গুপ্ত রত্ন ও অদৃশ্য রহস্যবৎ ছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল যে গুপ্তস্থান হইতে প্রকাশ্য স্থানে স্বীয় পূর্ণতা গুণসমূহকে প্রকাশ করেন ; এবং সংক্ষিপ্ত হইতে বিস্তৃতি প্রদান করেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে এমনভাবে সৃষ্টি করিলেন যে, উহারা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাত ও ছেফাত সমূহের প্রতি নির্দ্দেশক হয়। অবশ্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সৃষ্টি-কর্ত্তার কোনই সম্বন্ধ নাই ; কেবল স্রষ্টা এবং সৃষ্ট-পদার্থ ও ইহারা তাহার এছ্‌ম[3] ও শান[4] সমূহের প্রতি নির্দ্দেশক, এইমাত্র সম্বন্ধ আছে।

এত্তেহাদ বা অভিন্নত্ব এবং আইনিয়াত বা অবিকল একই বস্তু হওয়া ও পরিবেষ্টন, প্রবেশকরণ ও সঙ্গতা ইত্যাদি যাহারা প্রমাণ করিয়া থাকেন ; তাহারা মত্ততা হেতু অবস্থার চাপে উহা বলিয়া থাকেন। যাঁহাদের আত্মীক অবস্থা অটল এবং যাঁহারা কিঞ্চিত সংজ্ঞা

টীকা ঃ— ১। শান=ছেফাত বা গুণাবলীর মূল-বস্তু। ২। কামালাতে জাতীয়া= আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতস্থিত পূর্ণতা গুণসমূহ। ৩। এছ্‌ম=নাম। ৪। শান=মহত্ব।

প্রাপ্ত তাঁহারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্ট পদার্থ এবং আবির্ভাব স্থল ব্যতীত দ্বিতীয় কোনই সম্বন্ধ প্রমাণ করেন না। বেষ্টন, প্রবেশকরণ, সঙ্গতা ইত্যাদিকে তাঁহারা 'জ্ঞানানুযায়ী' বলিয়া থাকেন, ইহা সত্যবাদী আলেম বা ছুন্নত জামায়াতের মতের অনুকূল। আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদের যত্ন সফল করুন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ছূফীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বেষ্টন, সঙ্গতা ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রমাণ করিয়া থাকেন— তাঁহারাও ইহা স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাবতীয় সম্বন্ধচ্যুত ; এমন কি ছেফতে জাতিয়া (আল্লাহ্‌তায়ালার জাতস্থিত অষ্ট-গুণাবলী)-কেও তাঁহারা জাত হইতে অপসারিত করেন। তবে কি ইহা তাহাদের বাক্যের অসামঞ্জস্য নহে ? এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণার্থে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতপাকের মধ্যে কতকগুলি স্তর প্রমাণ করা দার্শনিকদিগের ন্যায় অতিরঞ্জন মাত্র। যাঁহারা সত্য আত্মীক বিকাশধারী— তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত পাক্‌কে প্রকৃত 'অবিভাজ্য' ব্যতীত কিছুই জানেন না। ইহা ব্যতীত যাহা কিছুই আছে, তাহা এছ্‌ম বা নাম ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয়ার বিচ্ছেদ নহে সামান্য কখন,
অতি সূক্ষ্ম বালু-কণা সহেনা নয়ন।

এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ দিতেছি, যথা— কোন বিজ্ঞ বা বহুবিধ বিদ্যাধারী পণ্ডিত ব্যক্তি যদি স্বীয় গুপ্ত গুণসমূহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্য কতকগুলি বর্ণ ও শব্দ আবিষ্কার করে, যাহার সাহায্যে উক্ত গুণসমূহ প্রকাশ করিতে পারে ; তাহা হইলে উক্ত বর্ণ ও শব্দগুলি, যাহা তাহার পূর্ণতা গুণসমূহের নির্দ্দেশক ; তাহা উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির গুপ্ত-গুণসমূহের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না। উহারা তাহার গুণসমূহের প্রকাশক— দর্পণ তুল্য মাত্র। বর্ণ ও শব্দসমূহকে অবিকল তাহার গুণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করার কোন অর্থ হয় না। সে-স্থলে বেষ্টন এবং সঙ্গতার নির্দ্দেশ প্রদানেরও কোন অবকাশ নাই। গুণসমূহ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবেই আছে, তাহাদের মূলবস্তু এবং গুণাবলী সমূহের মধ্যে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু যখন ঐ বর্ণ ও শব্দ সমূহ উক্ত গুণাবলীর নির্দ্দেশক, তখন নির্দ্দেশক ও নির্দ্দিষ্ট বস্তু অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ হেতু উহাতে কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ের সন্দেহ আসিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত 'গুণ' সমূহ যাবতীয় অতিরিক্ততা হইতে পবিত্র। এ বিষয়ে আমাদের ইহাই বিশ্বাস। উহারা প্রকাশক বা দর্পণবৎ হওয়া ব্যতীত উহাদের সহিত অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করা ; "যথা— উভয় এক-বস্তু হওয়া, একটি অপরটির অবিকল হওয়া এবং বেষ্টন ও সঙ্গতা ইত্যাদি"— মত্ততা মূলক। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র জাত প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় সম্বন্ধ শূন্য ও সমূহ-সম্পর্ক হইতে পবিত্র। মৃত্তিকার সহিত সে মহান পালন কর্ত্তার কি আর সম্বন্ধ হইতে পারে ! এই "প্রকাশক ও প্রকাশিত-বস্তু" সম্বন্ধ দ্বারা ওয়াহ্‌দাতুল্ ওজুদ বা একবাদ বলিতে পারেন ও বলিতে নাও পারেন। বস্তুতঃ বস্তুসমূহ বিভিন্ন ও একাধিক। অবশ্য ইহাদের কোনটি মূলবস্তু এবং কোনটি প্রতিবিম্ব ও কোনটি প্রকাশক এবং কোনটি প্রকাশিত বস্তু। ইহা নহে যে, অস্তিত্বধারী বস্তু একটিই এবং অন্য সমস্তই ধারণাকৃত। ইহা

অবিকল দার্শনিকদিগের অভিমত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রকৃত-বস্তু প্রমাণ করিলে যে উহা[১] ধারণার গণ্ডি হইতে বাহির হইবে তাহা নহে।

প্রথম হইতে তাঁরে জেনেছ যখন,
করিলে তাঁহার দিকে ইশারা তখন।
কার প্রতিচ্ছায়া তাহা পাইলে সন্ধান,
জীবনে মরণে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

১২৬ মকতুব

ইহাও মীর ছালেহ নিশাপুরীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, তালেবকে মনোযোগের সহিত অপ্রকৃত উপাস্য তুল্য উদ্দেশ্য সমূহকে 'নফী' বা নিবারণ করিতে হইবে। উহা বাহ্যিক বস্তু হউক বা আভ্যন্তরিক হউক এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করণের দিকে, জ্ঞানের আয়ত্তে ও অনুভূতির গণ্ডির মধ্যে যাহা আসে তাহাকে 'নফী' বা নিবারণ করতঃ শুধু তাঁহার (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্বের অবস্থিতিকেই যথেষ্ট জানিতে হইবে। অবশ্য অস্তিত্বের অবস্থিতিরও তথায় কোন অবকাশ নাই— ইত্যাদি।

হে প্রশংসিত মহান ভ্রাতঃ ! তালেবের উচিত যে অতি মনোযোগের সহিত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপ্রকৃত উপাস্য তুল্য উদ্দেশ্য সমূহকে 'নফী' বা নিবারণ করে। পক্ষান্তরে প্রকৃত 'মাবুদ' জাল্লাছুলতানুহুকে প্রমাণ করার দিকে যাহা কিছু জ্ঞানের আয়ত্তে আসে এবং চিন্তায় সঙ্কুলান হয়, তাহাদিগকে নিবারণ করতঃ শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অবস্থিতিকে যথেষ্ট মনে করে।

"তথাকার তীক্ষ্ম দৃষ্টিধারীগণ যবে—
'আছেন' বলিয়া ক্ষান্ত হয়েছেন সবে"।

প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বেরও তথায় কোন অবকাশ নাই। তাঁহাকে অস্তিত্বেরও বাহিরে অন্বেষণ করা আবশ্যক। ছুন্নত জামায়াতের আলেমগণ কি সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন, "অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব বা অজুদও তাঁহার জাত পাক হইতে অতিরিক্ত"। 'অজুদ' বা অস্তিত্বকেই আল্লাহ্‌তায়ালার 'জাত' বলা এবং উহা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রমাণ না করা জ্ঞান দৃষ্টির ন্যূনতামূলক। শায়েখ আলাউদ্দৌলা বলিয়াছেন— "অস্তিত্বের জগতের উর্দ্ধে আল্লাহ্‌তায়ালার জগত"। এ ফকীরকে যখন 'অজুদের' মর্ত্তবার উর্দ্ধে লইয়া গেলেন তখন কিছুদিন পর্য্যন্ত উক্ত অবস্থার অধীন ছিলাম। নিজেকে আগ্রহের সহিত অকর্ম্মণ্য প্রাপ্ত হইতাম এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ করিতাম না ; যেহেতু 'অজুদ' বা অস্তিত্বকে পথেই ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম এবং আল্লাহ্‌তায়ালার জাতপাকের মর্ত্তবায়ে 'অজুদের' কোনই অবকাশ পাইতাম না। তখন অন্যের অনুসরণ করিয়াই আমার 'এছলাম'

টীকা :— ১। অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ যে ধারণাকৃত রহিবে না, প্রকৃত বস্তুতে পরিণত হইবে, তাহা নহে।

ছিল ; স্বীয় অনুভূতি দ্বারা তত্ত্বানুভব করিয়া নহে। ফলকথা সম্ভাব্য বস্তুর আয়ত্ত্বে যাহা কিছুই আসুক না কেন, তাহা সম্ভাব্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্‌তায়ালার জাত— 'পবিত্র', পরিচয় লাভ হইতে অক্ষমতা ব্যতীত স্বীয় সৃষ্টিকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার অন্য কোনই পথ প্রদান করেন নাই। 'ফানাফিল্লাহ্' এবং 'বাকাবিল্লাহ' লাভ করা হইতে কেহ যেন ইহা ধারণা না করে যে, আদি যুক্ত বস্তু অনাদি হইয়া যায় এবং সম্ভাব্য বস্তু অবশ্যম্ভাবী[1] হয়। যেহেতু ইহা অসম্ভব এবং ইহাতে বস্তুর মূল-তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হওয়ার পর্য্যায়ে উপনীত করে ; অতএব যখন 'মোম্‌কেন' বা আদিযুক্ত বস্তু ওয়াজেব বা অনাদি হয় না, তখন 'মোম্‌কেনের' ভাগ্যে ওয়াজেবকে অনুভব করার অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আন্‌কা তোমার ফাঁন্দে কভু— পড়বে না, ফাঁদ লও তুলি,
ফাঁন্দে শুধু পড়বে পবন, ফাঁদ লয়ে তাই যাও চলি।

উচ্চ মনোবৃত্তিধারীগণের আকাঙ্ক্ষা এইরূপই, যেন তাঁহার (আল্লাহ্‌র) কিছুই হস্তগত না হয় এবং তাঁহার নাম-নিশান কিছুই যেন প্রকাশ না পায়। স্বীয় মতলব অন্বেষী একদল লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে অবিকল 'নিজ' বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার সহিত নৈকট্য ও একত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করে। হে আল্লাহ্ ! তাহারা ঐরূপ এবং আমি যে— এইরূপ। ওয়াচ্ছালাম ॥

১২৭ মকতুব

মোল্লা ছেফের আহ্‌মদ রুমীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, পিতা-মাতার খেদমত যদিও পূণ্য-কার্য্য, তথাপি প্রকৃত উদ্দিষ্ট-বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের তুলনায় উহা অনর্থক, বরঞ্চ গোনাহের শামিল ইত্যাদি।

আপনার বাঞ্ছিত পত্র উপনীত হইল। বিলম্ব করার আপত্তি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা সত্য। যেরূপ খেদমত করিতেছেন, ইহা হইতে আরও অধিক করা কর্ত্তব্য এবং নিজেকে অক্ষম ধারণা করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইয়াছেন— "এবং আমরা মানবকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি উপকার করার উপদেশ দিয়াছি। তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভধারণ করিয়াছে এবং কষ্টে প্রসব করিয়াছে" ; আরও তিনি ফরমাইয়াছেন— "আমার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতা-মাতার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। ইহা সত্ত্বেও বিশ্বাস রাখা উচিত যে, মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভের তুলনায় ইহা একেবারেই অনর্থক। বরং ছুলুকের পথ অতিক্রমের তুলনায়ও বেকার, "নেক্‌কারগণের নেকীসমূহ— মোকাররব বা নৈকট্যধারী ব্যক্তিগণের গুণাহ তুল্য"। হাদীছটি শুনিয়া থাকিবেন।

খোদার প্রণয় ভিন্ন যতই সুন্দর,
যাহা হউক তাহা অতি নিকৃষ্টতর।

টীকা ঃ— ১। অর্থাৎ সৃষ্ট-বস্তু স্রষ্টা হয় না।

যদ্যপি হয় না কেন মিষ্টান্ন-ভোজন,
তথাপি জানিবে উহা পরাণ খনন।

আল্লাহ্‌তায়ালার 'হক' (দাবী) সকলের 'হক' হইতে অগ্রগণ্য। অন্য সকলের 'হক' প্রতিপালন আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশানুযায়ী হইয়া থাকে। নতুবা কাহার সাধ্য যে তাঁহার খেদমত পরিত্যাগ করতঃ অন্যের খেদমতে লিপ্ত হয়। উক্ত খেদমত সমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার আদিষ্ট বলিয়া প্রকারান্তরে উহা তাঁহারই খেদমত। অবশ্য এই উভয় খেদমতের মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। চাষী কৃষকগণও বাদ্‌শাহের খেদমত করিয়া থাকে ; কিন্তু নৈকট্যধারীগণ, যথা— মন্ত্রীগণের খেদমত বিভিন্ন, চাষীদের খেদমতের সহিত তাহার তুলনা করাই পাপ।

প্রত্যেক কার্য্যের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহার মজুরী হইয়া থাকে। চাষীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া এক টাকা মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং নৈকট্যধারীগণ হয়তো বাদ্‌শাহের সম্মুখে কোন বিশিষ্ট খেদমত করিয়া এক দণ্ডেই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তথাপি উহারা উক্ত লক্ষ টাকার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বাদ্‌শাহের নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষী থাকেন। অতএব ইহাদের মধ্যে বহু প্রভেদ বিদ্যমান।

ফর্‌রখ্ হোছায়েন উন্নতির পথে, তাহার দিক হইতে নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বিশেষ আর কি লিখিব ! ওয়াচ্ছালাম ॥

১২৮ মকতুব

খাজা মুকীমের নিকট উচ্চ-মনোবৃত্তি রাখার বিষয় লিখিতেছেন।

জনাব খাজা মোহাম্মদ মুকীম! দূরবর্ত্তীগণকে ভুলিয়া যাইবেন না ; বরং দূরবর্ত্তীই মনে করিবেন না। যে যাহাকে ভালবাসে সে যে তাহারই সঙ্গে। ফলকথা, পথ অতি দীর্ঘ ও অভিষ্ট বস্তু— অতি-উচ্চ এবং মনোবল অতি সামান্য, আবার মধ্যবর্ত্তী মঞ্জিল সমূহ মরীচিকা তুল্য। দেখিতে কাম্য-বস্তু বলিয়া মনে হয়।

"আল্লাহ্‌তায়ালা রক্ষা করুন", কেহ যেন মধ্যবর্ত্তী স্থানকে শেষ বলিয়া ধারণা করতঃ অজ্ঞাত ভাবে অনভিষ্ট-বস্তুকে অভিষ্ট-বস্তু বলিয়া ধারণা না করে, এবং রকম-প্রকার সম্ভূত বস্তুকে প্রকারবিহীন বস্তু ধারণা করতঃ প্রকৃত উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে বিরত না থাকে। স্বীয় মনোবৃত্তি ও লক্ষ্য অতি উচ্চ রাখা উচিত ; যাহা কিছু লাভ হয় তাহা প্রাপ্ত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকা উচিত নহে। অভিষ্ট-জনকে আরও পরে ! তাহারও পরে ! অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ মনোবৃত্তি লাভ অগ্রগামী শায়েখ বা পীরের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে এবং অনুগামী মুরীদের ভালবাসা ও নির্ম্মলতা অনুযায়ীই তাঁহার আভ্যন্তরীণ লক্ষ্য হইয়া থাকে। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ইহা প্রদান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌পাক অতিশয় অনুকম্পাশীল।

১২৯ মকতুব

ছৈয়দ নেজামের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, মানব জাতির সমষ্টিভূতিই তাহার চাঞ্চল্যের কারণ এবং ইহাই তাহার মনের স্থিরতারও কারণ।

আপনার পবিত্র লিপি যথা সময়ে প্রাপ্ত হইলাম। যাবতীয় সৃষ্ট-পদার্থ হইতে মানব জাতির মধ্যেই সমষ্টিভূতি অধিক বলিয়া যাবতীয় সৃষ্টির সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। অতএব এই সমষ্টিভূতিই যেন সকল বস্তু অপেক্ষা তাহার— আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে দূরবর্ত্তী হইবার কারণ হইয়াছে ; এবং এই বিভিন্ন সম্বন্ধ হেতু সে সকল-বস্তু হইতে অধিক বঞ্চিত। কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে নিজেকে এই সমুদয় বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করতঃ স্থিরচিত্ত হয় এবং স্বীয় পদ-চিহ্নে ফিরিয়া চলে, তবে সে উচ্চ-মনোবাঞ্ছা লাভ করিল। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হইয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সুতরাং এই সমষ্টিভূতির কারণেই সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম। পক্ষান্তরে এই সমষ্টিভূতির জন্যই সে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম ; সমষ্টিভূতির কারণেই উহার দর্পণ পূর্ণতর। যদি সে ইহজগতের প্রতি লক্ষ্য করে, তবে যাহা কিছু বল না কেন— সকলের চেয়ে সেই অধিকতর কলুষিত, এবং যদি আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে লক্ষ্য করে, তবে সে অতি পরিষ্কার ও পরিস্ফুট।

ইহজগতের যাবতীয় সম্বন্ধ হইতে পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য। তৎপর অন্যান্য পয়গাম্বরগণ এবং অলী-আল্লাহ্‌গণ স্বীয় মর্ত্তবার তারতম্য অনুযায়ী মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণের প্রতি কেয়ামত পর্য্যন্ত দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হইতে থাকুক। হজরত নবীয়ে কীরম (দঃ) যিনি "লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই এবং সীমা অতিক্রম করেন নাই"— এই ঐশীবাক্য দ্বারা প্রশংসিত, তাঁহারই অছিলায় আল্লাহপাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে উক্ত আকর্ষণসমূহ হইতে মুক্তিদান করুন। অধিক লিখা বিরক্তির কারণ। ওয়াচ্ছালাম ওয়াল একরাম।

১৩০ মকতুব

জামাল উদ্দিনের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আত্মীক অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। প্রকার বিহীন অভিষ্ট-বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত।

আত্মীক হালত সমূহ বিভিন্ন রঙ্গে-রঞ্জিত হওয়ার বিশেষ কোন মূল্য নাই। অতএব কি (অবস্থা) আসিল এবং কি (অবস্থা) চলিয়া গেল, কি বলিল ও কি শুনিল তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। অভিষ্ট-বস্তু— অন্য-বস্তু ; যাহা কথা-বার্ত্তা ও দেখা-শুনা এবং চিন্তা-ধারণা হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল। আধ্যাত্মিক পথের শিশুগণকে যেন আখ্‌রোট, মোনাক্কা দ্বারা সান্তনা প্রদত্ত হয়। লক্ষ্য উচ্চ রাখা আবশ্যক। (প্রকৃত) কার্য্য অন্যরূপ ; ইহা সবই স্বপ্ন ও ধারণা মাত্র। কেহ যদি স্বপ্নে নিজেকে বাদ্‌শাহ্ বলিয়া দর্শন করে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে বাদ্‌শাহ নহে। অবশ্য এই স্বপ্ন তাহাকে আশা প্রদান করে মাত্র। নক্‌শবন্দিয়া তরীকায় স্বপ্নের কোনরূপ মূল্য প্রদত্ত হয় না। তাই তাঁহাদের পুস্তকে নিম্নের পদ্যটি লিখিত আছে।

ভাস্করের দাস আমি কহি তার কথা,
জানে যে ভাস্কর মোর পরাণের-ব্যথা।
নহি আমি নিশা, আর নহি নিশাচর,
কহিতে যাইব কেন— স্বপ্নের খবর।

যদি কোন অবস্থার আবির্ভাব বা তিরোভাব হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া বা দুঃখ করার কি আছে ! প্রকারবিহীন অভিষ্ট-বস্তু লাভের অপেক্ষায় থাকা উচিত। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৩১ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলীর নিকট এই তরীকার উচ্চতা সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল্ আ'লামীন ওয়াচ্ছালাতো ওয়াচ্ছালামো আ'লা ছাইয়েদুল্ মোরছালীন ওয়া আলেহিত্তাহেরীন ; অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতের প্রতিপালক এবং দরূদ ও ছালাম ঐ মহাজন (দঃ) ও তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের প্রতি যিনি রছুলগণের ছরদার।

সরল ভ্রাতঃ খাজা মোহাম্মদ আশরাফ ! "আল্লাহ্‌পাক আপনাকে স্বীয় অলীগণের সম্মান দ্বারা সম্মানিত করুক"। জানিবেন যে, হজরত খাজাগানে নক্‌শবন্দীয়া (রাঃ)-এর তরীকা, যাবতীয় আল্লাহ্-প্রাপ্তির পথ হইতে নিকটতর। অন্যান্য তরীকার শেষ, ইঁহাদের প্রারম্ভে নিহিত এবং ইঁহাদের আত্মীক সম্বন্ধ অন্যান্য আত্মীক সম্বন্ধ হইতে উচ্চতম। দৃঢ়তার সহিত ছুন্নতের অনুসরণ এবং অপছন্দনীয় বেদ্‌আত সমূহ হইতে বিরতিই এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। ইঁহারা যথা সম্ভব সহজ সাধ্য আমল পছন্দ করেন না, যদিও উহা দৃশ্যতঃ আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপকারী মনে হয় ; এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য 'আমল' পরিত্যাগ করেন না, যদিও বাহ্যতঃ উহা অন্তর্জগতের ক্ষতিকারক বলিয়া উপলব্ধি হয়। আধ্যাত্মিক অবস্থা ও 'শিহরণ' আদিকে শরীয়তের অনুকূল করতঃ আত্মীক আস্বাদ (অনুভূতি) সমূহ ও পরিচয় প্রাপ্তি ইত্যাদিকে শরার এল্‌মের 'খাদেম' বলিয়া জানিয়া থাকেন। অতি মূল্যবান মণি-মুক্তা তুল্য শরীয়তকে শিশুদের ন্যায় আখরোট-মোনাক্কা যথা— 'অজ্‌দ', 'হাল' বা আত্মীক শিহরণ ও অবস্থার বিপর্য্যয়ের সহিত বিনিময় করেন না ; এবং ছুফীগণের অনর্থক— বাতুল বাক্য সমূহের প্রবঞ্চনায় পতিত হন না। তাহারা 'নচ্ছ' (আল্লাহ্‌র অকাট্যবাণী) পরিত্যাগ করতঃ [শেখ মহিউদ্দিন (রাঃ)-এর] 'ফচ্ছ' পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং 'ফুতুহাতে মাদানিয়া' অর্থাৎ হাদীছ শরীফ বর্জ্জন করতঃ (উক্ত শায়েখের লিখিত) 'ফুতুহাতে মাক্কীয়ার' প্রতি লক্ষ্য করেন না। ইঁহাদের আত্মীক অবস্থা স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্য সকলের তাজাল্লী— জাতী বা জাতের আবির্ভাব, যাহা তড়িৎবৎ হয় ; ইঁহাদের তাহা স্থায়ীভাবে হইয়া থাকে। যে আবির্ভাবের পর মুহূর্ত্তেই অন্তর্ধান আছে, তাহা এই বোজর্গাণের নিকট ধর্ত্তব্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে।

আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন, "তাঁহারা এমন পুরুষ, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ্‌র জিকির হইতে বিরত রাখিতে পারে না"। অবশ্য ইঁহাদের 'আস্বাদ' সকলেই

উপলব্ধি করিতে পারে না। এই হেতু হয়তো অনেক অপূর্ণ ব্যক্তি ইঁহাদের অনেক 'কামালাত'— পূর্ণতা অস্বীকার করিতে পারে।

যদি কোন মূঢ়জন স্বীয় জ্ঞান ভরে,
অপূর্ণ বলিয়া দোষী করে ইঁহাদেরে ;
খোদার শপথ করি কহিব তখন—
"কহিবনা, কখনও এরূপ বচন"।

অবশ্য এই তরীকার কতিপয় পরবর্ত্তী খলীফা তরীকার মধ্যে বহু নূতনত্ব করিয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণের আচার ব্যবহার হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের অনেক মুরীদ উহাকেই তরীকার পূর্ণতা বলিয়া ধারণা করে। "আল্লাহ্-পবিত্র"[১], ইহা কখনও নহে, ইহা অতি বৃহৎ বাক্য, যাহা তাহাদের ক্ষুদ্র আনন হইতে বহির্গত হইতেছে ; বরং উহারা তরীকা বিনষ্ট ও ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে। আফ্ছোছ ! হাজার আফ্ছোছ !! যে, অন্যান্য তরীকায় যে-সমস্ত নূতনত্ব নাই, তাহাও উহারা এই তরীকায় প্রবিষ্ট করিতেছে। তাহাজ্জোদের নামাজ তাহারা জামায়াতের সহিত পাঠ করিয়া থাকে এবং তখন চতুর্দ্দিক হইতে উক্ত নামাজের জন্য লোক আসিয়া একত্রিত হয়। মনোনিবেশের সহিত নামাজ পাঠ করে। ইহা মাকরূহ (ঘৃনিত), হারামের নিকটবর্ত্তী। কোন কোন 'ফেকাহ্' শাস্ত্রবিদ, ইহা 'আহ্বান করা' শর্ত্তে মাকরূহ বলিয়াছেন।

তাঁহারা নফল নামাজের জামায়াত, জায়েজ রাখেন। কিন্তু তাহা মস্জিদের এক পার্শ্বে করিতে হইবে বলিয়াছেন এবং তাহাতেও তিন ব্যক্তির অধিক হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ হইবে। অধিকন্তু তাহারা তাহাজ্জোদের নামাজ ত্রয়োদশ রাকাত বলিয়া জানেন অর্থাৎ দ্বাদশ রাকাত দণ্ডায়মান হইয়া এবং দুই রাকাত উপবেশন করিয়া পাঠ করে। উক্ত দুই রাকাত্কে এক রাকাত বলিয়া গণ্য করিলে এই ত্রয়োদশ রাকাত নামাজ হয়। বস্তুতঃ ইহা নহে। আমাদের পয়গাম্বর (দঃ) কখনো ত্রয়োদশ রাকাত পাঠ করিতেন, কখনো একাদশ রাকাত, কখনো নয় রাকাত, কখনো সাত রাকাত আদায় করিতেন। অর্থাৎ তাহাজ্জোদ বেতের সহ অযুগ্ম হইয়া যাইত। ইহা নহে যে, দুই রাকাত উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করতঃ উহাকে এক রাকাত বলিয়া গণ্য করিতেন। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর ছুন্নত এবং হাদীছের তত্ত্ব অবগত না থাকার জন্যই এরূপ জ্ঞানলাভ ও আমল করার কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দেশে আলেম এবং মোজতাহেদগণের নিবাস, সে-দেশেই এইরূপ 'বেদ্আত' কার্য্য প্রচলিত হইতেছে। অথচ আমরা এছ্লামী এলম সমূহ তাঁহাদের বরকতেই লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্ ছোব্হানাহু— সত্য পথ-প্রদর্শক।

সামান্য কহিনু, পাছে পাও মনো ব্যথা,
নতুবা অনেক ছিল কহিবার কথা।
ওয়াচ্ছালাম ॥

টীকা ঃ—১। ইহা শপথ গ্রহণ।

১৩২ মকতুব

মোল্লা মোহাম্মদ ছিদ্দিক বদখ্শীর নিকট ঐশ্বর্য্যশালীগণের সংসর্গ হইতে দূরে থাকার বিষয় লিখিতেছেন।

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে সরল-পথ দেখাইবার পর পুনরায় আমাদের হৃদয়কে বক্র করিও না ; এবং আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে রহমত প্রদান কর"।

হে ভ্রাতঃ ! আপনি মনঃক্ষুন্ন হইয়া প্রকাশ্যভাবে ফকীরদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করতঃ ধনীদিগের সংসর্গ মনোনীত করিয়া লইয়াছেন। ইহা অতীব 'বদ' কার্য্য করিয়াছেন। ইদানীং যদিও বুঝিতেছেন না ; কিন্তু পরে অবশ্য চক্ষু খুলিবে, তখন লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কিছুই লাভ হইবে না। সাবধান হউন ! নির্ব্বোধ আপনি। আপনার অবস্থা এই দুই প্রকার হওয়া ব্যতীত উপায় নাই, হয়তো ধনীদিগের মজ্লিসে শান্তি পাইবেন কিম্বা পাইবেন না ; যদি শান্তি প্রাপ্ত হন— তাহাও 'বদ' এবং যদি প্রাপ্ত না হন— তাহা অতিশয় 'বদ'। যদি শান্তি প্রদত্ত হন, তাহা এস্তেদ্রাজ বা ছলনামূলক জানিবেন। ইহা হইতে আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন ; এবং যদি শান্তি প্রদত্ত না হন, তবে ইহকাল-পরকাল উভয় বিনষ্ট হইল। ফকীরগণের দরবারে ঝাড়ু দারী যে ধনীদিগের মজ্লিসের সভাপতিত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, আজ ইহা আপনার উপলব্ধি হউক বা না হউক, পরে অবশ্যই বুঝিবেন ; কিন্তু তখন বুঝিয়া আর কোনই লাভ হইবে না। ঘৃতপক্ক খাদ্য এবং সৌখিন বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষাই আপনাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, এখনও সময় যায় নাই। স্বীয় উৎপত্তিস্থানের চিন্তা করিবেন এবং যাহা কিছুই আল্লাহ্তায়ালা হইতে প্রতিবন্ধক হয়, শত্রু ভাবিয়া তাহা হইতে পলায়ন করিবেন এবং ভীত হইবেন।

আল্লাহ্পাক ফরমাইতেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের কতিপয় স্ত্রী ও কতিপয় সন্তান শত্রু, তাহাদিগকে তোমরা ভয় করিও"।

কিছুদিন সংসর্গে ছিলেন বলিয়া হিত কামনার্থে একবার সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। এখন কার্য্যে পরিণত করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। আমি অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে, এরূপ কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকা আপনার পক্ষে দুষ্কর।

আশঙ্কা আছিল যাহা, অবশেষে হ'ল তাহা,
ইন্না লিল্লাহে বল, ওহে মন আহা ! আহা !

যে ব্যক্তি সরল পথের অনুগামী এবং মুস্তফা (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী, তাহার প্রতি ছালাম। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রতি শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ দরূদ, ছালাম, তাহিয়াৎ (সম্মান) বর্ষিত হউক।

আমি আপনার যোগ্যতা দেখিয়া অন্যরূপ আশা রাখিয়াছিলাম। শ্রেষ্ঠ মানিক মুক্তাকে যেন বিষ্টায় নিক্ষেপ করিলেন। ইন্না-লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন।

১৩৩ মকতুব

ইহাও মোল্লা মোহাম্মদ ছিদ্দিকের নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, অবসর অর্থাৎ পার্থিব জীবন যথেষ্ট মনে করা উচিত এবং সময়কে মূল্যবান জানা আবশ্যক।

বাহক মারফতে যে পত্র পাঠাইয়াছেন— তাহা পৌঁছিয়াছে। অবসরকে যথেষ্ট মনে করা উচিত, এবং সময়ের মূল্য জানা কর্ত্তব্য, রীতি-নীতির দ্বারা কোনও কার্য্য সিদ্ধি হয় না এবং বাহানা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত কিছুই উন্নতি হয় না। সত্য সংবাদদাতা হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "দীর্ঘ সূত্রীগণ— ধ্বংস হইল" অর্থাৎ যাহারা বলে— "একটু পরেই করিতেছি, তাহারা বরবাদ হইয়া গেল"। নিশ্চিত জীবন, অনিশ্চিত কার্য্যের জন্য ব্যয় করা এবং অনিশ্চিত জীবন নিশ্চিত বস্তু পরকালের জন্য রাখা অতি কদর্য্য কর্ম্ম। উপস্থিত জীবন জরুরী কার্য্যে ব্যয় করা উচিত এবং পরবর্ত্তী অনিশ্চিত জীবন পার্থিব সাজ-সজ্জা অর্জ্জনের জন্য গচ্ছিত রাখা কর্ত্তব্য। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রেম-প্রদানে আমাদিগকে যেন অস্থির করিয়া রাখেন—যাহাতে অন্যের সহিত শান্তি লাভ হইতে মুক্তি পাই। আলোচনায় কোন লাভ হয় না। কল্‌ব বা অন্তঃকরণের সুস্থতা আবশ্যক, মূল-বস্তুর চিন্তা করা উচিত এবং অনর্থক বস্তুসমূহ হইতে বিমুখ হইয়া থাকা দরকার।

খোদার প্রণয় হইতে যতই সুন্দর,
যাহা হউক তাহা অতি নিকৃষ্টতর।
যদ্যপি হউক না কেন মিষ্টান্ন ভোজন—
তথাপি জানিবে উহা পরাণ খনন।

সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়াই বাহকের কর্ত্তব্য।

১৩৪ মকতুব

ইহাও মোল্লা মোহাম্মদ ছিদ্দিকের নিকট লিখিতেছেন। আল্লাহ্‌পাক ছৈয়্যেদুল্ মোর্‌ছালীন (দঃ)-এর অছিলায় স্বীয় নৈকট্যের স্তরসমূহে অশেষ উন্নতি প্রদান করুন।

হে স্নেহাস্পদ ! 'কাল'— শানিত-অসি তুল্য, অতএব কাহারও জানা নাই যে, আগামী কল্য পর্য্যন্ত অবসর দিবেন কি-না ! সুতরাং একান্ত আবশ্যকীয় কার্য্যসমূহ অদ্যই সমাপ্ত করতঃ অনাবশ্যকীয় কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য রাখা উচিত, ইহাই জ্ঞানের নির্দ্দেশ ; অবশ্য পার্থিব জ্ঞান নহে, বরং পারলৌকিক জ্ঞান। ইহা হইতে অধিক আর কি লিখিব !

ওয়াচ্ছালাম ॥

১৩৫ মকতুব

ইহা খালেছ বন্ধু মোহাম্মদ ছিদ্দিকের নিকট লিখিতেছেন। বেলায়েত সম্বন্ধে ইহাতে বর্ণনা হইবে।

জানা আবশ্যক যে, বেলায়েত 'ফানা' এবং 'বাকা'-কে বলা হইয়া থাকে। উহা হয়তো 'আম'[১] কিম্বা 'খাছ'[২] হইবে। 'আম' বেলায়েতের অর্থ সাধারণ নৈকট্য এবং 'খাছ' বেলায়েত হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায়েত বা নৈকট্য। উক্ত বেলায়েতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে 'ফানা' (লয়-প্রাপ্ত), 'বাকা' (স্থায়ীত্ব) পূর্ণতর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই উচ্চ নেয়মত প্রাপ্ত হইল, এবাদতের জন্য তাহার 'চর্ম্ম' কোমল ও অনুগত হইল এবং এছ্‌লামের জন্য তাহার 'বক্ষ' উন্মুক্ত হইল ও তাহার 'নফ্‌ছ' প্রশান্ত হইল।

অতএব সে স্বীয় প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহার প্রভুও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল।

তাহার 'কল্‌ব' (অন্তঃকরণ) স্বীয় পরিচালকের জন্য শান্ত হইল এবং 'রূহ্'— 'লাহুত'[৩] ছেফাতের বিকাশের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হইয়া আরোহণ করিতে চলিল। তাহার লতিফায়ে 'ছের'— শূয়ূন, এতেবারাত, যাহা সমূহ-গুণাবলীর মূল ; তাহার দর্শনে লিপ্ত হইল এবং এই মাকামেই তড়িৎবৎ তাজাল্লীয়ে জাতী প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও তাহার 'খফী'— পূর্ণ পবিত্রতা ও উচ্চতা হেতু হয়রান থাকে এবং তাহার 'আখ্‌ফা'— প্রকার বিহীন ও উদাহরণ রহিত মিলনে সম্মিলিত হইয়া যায়।

নেয়মত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরে—
উহাই অতি তৃপ্ত করে।

ইহাও জানা আবশ্যক যে, 'বেলায়েতে খাচ্ছা' বা বিশিষ্ট নৈকট্য যাহাকে 'বেলায়েতে মোহাম্মদীয়া' বলা হয়, তাহার 'উরুজ', 'নুজুল' বা আরোহণ, অবতরণ উভয় দিক অন্য সমস্ত বেলায়েত হইতে বিভিন্ন। 'উরুজ' বা আরোহণের দিকের বিভিন্নতার কারণ এই যে, আখ্‌ফা লতিফার 'ফানা' এবং 'বাকা', এই বেলায়েতের জন্য খাছ ও অন্যান্য বেলায়েত সমূহের 'উরুজ' বা উন্নতি লতিফায়ে 'খফী' পর্য্যন্ত ; অবশ্য ইহাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। অর্থাৎ কাহারও উন্নতি 'রূহ্' পর্য্যন্ত, কাহারও 'ছের' পর্য্যন্ত, কাহারও 'খফী' পর্য্যন্ত, এবং ইহাই 'আম' বা সাধারণ বেলায়েতের শেষ মর্ত্তবা। পক্ষান্তরে অবতরণের দিকে এই যে, বেলায়েতে মোহাম্মদীয়াধারী অলীগণের দেহসমূহও উক্ত বেলায়েতের অংশ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু হজরত (দঃ) মে'রাজের রাত্রে স্বশরীরে আরোহণ করিয়াছিলেন ও আল্লাহ্‌পাকের যতদূর ইচ্ছা উত্তোলন করাইয়াছিলেন এবং তথায় বেহেশ্‌ত ও দোজখ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌পাকের যাহা ইচ্ছা ছিল, অহি দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বচক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভও হইয়াছিল। এতাদৃশ্য মে'রাজ হজরত (দঃ)-এরই হইয়াছিল মাত্র। অতএব তাঁহার পূর্ণ অনুসরণকারী ও তাঁহার পদানুগমনকারী অলী-আল্লাহ্‌গণও এই বিশিষ্ট মর্ত্তবার অংশ প্রাপ্ত হন।

মহৎগণের পান-পেয়ালায়,
মৃত্তিকাও অংশ পায়।

ফলকথা, পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র দর্শন তাঁহারই হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার অনুগামী অলী-আল্লাহ্‌গণের যে অবস্থা ঘটে, তাহাও দর্শন-এর মধ্যে পার্থক্য ঐরূপ ; মূল-বস্তু ও

টীকা :— ১। আম=সাধারণ, যাহাতে সকলেই সমতুল্য। ২। খাছ=বিশিষ্ট। ৩। অর্থাৎ যে গুণাবলী আল্লাহ্ নহে এবং আল্লাহ্ হইতে ভিন্নও নহে।

শাখা এবং আছল ব্যক্তি ও ছায়ার মধ্যে পার্থক্য যেরূপ। ইহাদের একটি অবিকল অপরটি নহে।

১৩৬ মকতুব

ইহাও মোল্লা ছিদ্দিকের নিকট 'দীর্ঘসূত্রতা' করা নিষেধ, তদ্বিষয় লিখিয়াছেন।

আপনার মনঃপূত পত্র প্রাপ্ত হইলাম। বাহক রমজান মাসের শেষ দশদিনের শেষে আসিয়াছিল বলিয়া রমজান অতিবাহিত হইবার পর পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খান-খানান এবং খাজা আব্দুল্লাহের পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছি, তাহা দেখিয়া লইবেন। এবার আপনার সৈন্যে প্রবেশ করা আমার বিবেকে সঙ্কুলান হইতেছে না। আল্লাহ্পাক জানেন ইহাতে কি ভেদ আছে, সবই আল্লাহ্র হাতে। ভাবিয়া দেখুন যে, আল্লাহ্তায়ালা নিতান্ত মেহেরবাণী করিয়া দৈনিকের আহার প্রদান করিয়াছেন, ইহা যথেষ্ট জানিয়া স্বীয় কার্য্যে, অর্থাৎ পরকালের কার্য্যে রত হওয়া উচিত। ইহা নহে যে ইহাকে পরবর্ত্তী দিনের খোরাক অন্বেষণের অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে সূত্র দীর্ঘ হইতে চলিবে। দরবেশীর মধ্যে দীর্ঘ আশাধারী হওয়া কুফর। আপনার ঋণ মুক্তির উপায়, জানিনা যে, খাজাগীর দ্বারা হইবে কি-না ! যদি সন্দেহ থাকে, তবে প্রকাশ্যভাবে তাহার নিকট লিখিয়া জানিবেন। তিনিও যদি প্রকাশ্যভাবে উত্তর দেন এবং ঋণ মুক্তির প্রতিজ্ঞা করেন, তবে এই উদ্দেশ্যে সৈন্যে ভর্ত্তি হইতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ-সূত্রতা এবং বিলম্ব করার কি আর চিকিৎসা আছে ! যাহাই করেন না কেন, অতি সত্তর করিবেন। অবসর বা জীবন যথেষ্ট মনে করিবেন।

১৩৭ মকতুব

ইহা হাজী খেজের আফ্গানের নিকট নামাজ আদায় করার উচ্চ-মর্ত্তবা ইত্যাদি বিষয় লিখিতেছেন।

আপনার প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম। এবাদত কালে লজ্জৎ প্রাপ্তি ও এবাদত করিতে কষ্ট অনুভব না হওয়া আল্লাহ্তায়ালার উচ্চ নেয়মত সমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশেষতঃ নামাজ কালে ইহা শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের হয় না, বিশেষতঃ ফরজ নামাজের মধ্যে। শেষ স্তরের প্রারম্ভে নফল নামাজ সমূহের মধ্যে অধিক লজ্জৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শেষ স্তরের শেষে ইহা ফরজ সমূহের মধ্যেই হইয়া থাকে ; সে সময় নফল পাঠ কালে যেন নিজেকে অকর্ম্মণ্য ভাবে, যেন তাহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য ফরজ পালন করাই মাত্র।

এরূপ সৌভাগ্য আছে কার যে ললাটে,
খোদাই জানেন তাহা, বলি অকপটে।

জানা আবশ্যক যে নামাজ পাঠকালে যে লজ্জৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নফ্ছের তাহাতে কোনই অধিকার নাই। সে যেন এত লজ্জতের মধ্যেও রোরুদ্যমান ও আর্ত্তনাদকারী। ছোব্হান আল্লাহ্ ! ইহা যে কি মর্ত্তবা !

নেয়মত প্রাপ্তগণের তরে—
ইহা অতি তৃপ্তি করে।

আমাদের মত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্য এইরূপ বাক্যের আলোচনা ও শ্রবণই যথেষ্ট।

বারেক মনের শান্তি করি কিছু দিয়া।

ইহাও জানিবেন যে, ইহজগতে নামাজের মর্ত্তবা ঐরূপ, পরজগতে আল্লাহ্র দর্শনের মর্ত্তবা যেরূপ। ইহজগতে আল্লাহ্র চরম নৈকট্য নামাজের মধ্যে হইয়া থাকে এবং পরকালে আল্লাহ্র দীদারের সময় নৈকট্যের চরমে উপনীত হইবে। আরও জানিবেন যে, অন্যান্য যাবতীয় এবাদত নামাজ বিশুদ্ধ করার অবলম্বন মাত্র এবং নামাজই প্রকৃত উদ্দেশ্য। 'ওয়াচ্ছালাম' ওয়াল একরাম।

১৩৮ মকতুব

শায়েখ বাহাউদ্দিন ছেরহেন্দীর নিকট দুন্ইয়ার নিন্দা ইত্যাদির বিষয় লিখিতেছেন।

হে সরল চিত্ত বৎস ! এই নিকৃষ্ট, অভিশপ্ত বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন না, এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সর্ব্বদা সম্মুখীন থাকার মূলধনটিকে হস্তচ্যুত করিবেন না। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, কিসের বিনিময় কি ক্রয় করিতেছেন, পরকালের পরিবর্ত্তে দুন্ইয়া গ্রহণ এবং সৃষ্ট-পদার্থকে লইয়া আল্লাহ্তায়ালা হইতে বিরত থাকা নিতান্ত মূর্খতা।

ইহকাল-পরকাল একত্রিত হওয়া, প্রকৃতপক্ষে যেন দুই বিপরীত বস্তুর একত্রিত হওয়া তুল্য।

কত যে সুন্দর হ'ত মানুষের হাল,
একত্রিত হ'ত যদি ইহ-পরকাল।

এই দুই বিপরীত বস্তুর যে কোনটি ইচ্ছা— গ্রহণ করিতে পারেন এবং নিজের বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু পরকালের শান্তি যে অনন্তকালের জন্য এবং পার্থিব সরঞ্জাম ও সুখ-শান্তি যে অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী। দুন্ইয়া আল্লাহ্তায়ালার অভিশপ্ত এবং আখেরাত আল্লাহ্তায়ালার মনঃপূত। (তাহা স্মরণীয়)।

থাকিও জীবিত তুমি, চাও যত দিন,
অবশ্য মরিতে হ'বে জানিও একীন।
ধরিয়া থাকিতে চাও— থাক, এজগৎ—
ছাড়িতেই হ'বে ইহা, জান হকীকৎ।

অবশেষে স্ত্রী পরিজনকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার ভার আল্লাহ্তায়ালার প্রতিই ন্যস্ত করিতে হইবে। অতএব অদ্যই নিজেকে মৃত ভাবিয়া ইহাদের বিপদ, সঙ্কট, আল্লাহ্তায়ালার উপরই ন্যস্ত করা উচিত।

"তোমাদের কতিপয় স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, তাহাদিগকে ভয় করিও", আল্লাহ্তায়ালার অকাট্যবাণী। আপনিও ইহা বহুবার শুনিয়াছেন, শশকের ন্যায় কতদিন

আর নিদ্রিত থাকিবেন। অবশেষে চক্ষু উম্মীলিত করিতেই হইবে। দুন্ইয়াদারগণের সংস্রব ও সংসর্গ প্রাণনাশক হলাহলতুল্য। ইহার 'বিষ' দ্বারা যাহার মৃত্যু হইবে , সে চিরকালের তরে মৃত। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট করে। উপরন্তু আমি এরূপ প্রকাশ্যভাবে তাকিদ করিয়া লিখিতেছি। ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ! বাদ্শাহ, আমীরগণের দরবারের ঘৃতপক্ক খাদ্যসমূহ অন্তঃকরণের রোগ বৃদ্ধি করে। অতএব উহার মধ্যে থাকিয়া মুক্তি ও উদ্ধার কিভাবে হইতে পারে ! সাবধান ! সাবধান ! আরও বলি সাবধান !! সাবধান !!

কর্ত্তব্যের কথা যাহা কহিনু তোমায়,
ধর বা না-ধর তুমি, যাহা ইচ্ছা হয়।

তাহাদের সংস্রব হইতে ঐরূপ পলায়ন করিবেন, যেরূপ সিংহ হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন ; সিংহের আক্রমণে পার্থিব দেহের মৃত্যু হয়। অবশ্য উহা দ্বারা কখনও পরকালের হিতসাধিত হয় ; এবং বাদ্শাহদের সংস্রব চিরকালের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের সঙ্গতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবেন ; এবং ইহাদের খাদ্য হইতে বিরত থাকিবেন ও ইহাদের ভালবাসা হইতে সরিয়া চলিবেন। বরং ইহাদের দর্শন হইতেও দূরে থাকিবেন। ছহি-হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, "কোন ঐশ্বর্য্যশালীর ঐশ্বর্য্যহেতু তাহার নিকট যদি কোন ব্যক্তি নম্রতা প্রকাশ করে, তবে তাহার দীনের (ধর্ম্মের) দুই-তৃতীয়াংশ চলিয়া গেল"। অতএব, চিন্তা করা উচিত যে, এইরূপ নম্রতা এবং খোশামোদ তাহাদের ঐশ্বর্য্যের কারণে কিম্বা অন্য কোন কারণে ! ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, উহা তাহাদের ঐশ্বর্য্যের কারণেই। কাজেই ইহা দ্বারা দীনদারীর দুই-তৃতীয়াংশ চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে আপনার মোছলমানী কোথায় ! এবং আপনার উদ্ধারই বা কোথায় ! আমি এরূপ কঠোরতার সহিত এই সকল আলোচনা এই জন্য করিলাম যে, আমি জানি ঘৃতপক্ক খাদ্য ও ধর্ম্ম প্রতিকূল ব্যক্তিগণের সংসর্গ, এইরূপ সৎবাক্য ও উপদেশ উপলব্ধি করা হইতে আপনার অন্তঃকরণের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। সুতরাং এই সকল কথা আপনার মধ্যে কোনই কার্য্যকরী হয় না। সাবধান ! সাবধান !! তাহাদের সংসর্গ হইতে সাবধান !!! তাহাদের দর্শন হইতেও সাবধান ! আল্লাহ্ তৌফিক বা সুযোগ দান করুন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া হইতে সুরক্ষিত বলিয়া প্রশংসিত, তাঁহার অছিলায় আল্লাহ্পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে তদীয় অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ হইতে রক্ষা করুন। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৩৯ মকতুব

জাফর বেগ নেহানীর নিকট ঐ সকল লোক, যাহারা অলী-আল্লাহ্গণের প্রতি দোষারোপ করে, তাহাদের নিন্দা করা জায়েজ ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখিতেছেন।

আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সুস্থ রাখুক ; যেহেতু আপনি সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সদা-সর্ব্বদাই ফকীরগণের তত্ত্বাবধানে লিপ্ত আছেন।

হে-মান্যবর ! কোরায়েশের কাফেরগণ পূর্ণ দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন মোছলমানদিগের নিন্দা চর্চ্চায় অতিরিক্ততা করিত, তখন হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) এছলামী কবিগণকে কাফেরদিগের নিন্দা করিতে আদেশ দিতেন, এবং উক্ত কবিগণ হজরত (দঃ)-এর সম্মুখেই মিম্বারারোহণ করতঃ কাফেরদিগের প্রকাশ্য নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) ফরমাইতেন যে, যতক্ষণ তিনি কাফেরদিগের নিন্দা করিতেছিলেন ততক্ষণ 'রূহুল কোদ্ছ'[1] তাঁহার সহিত ছিল।

সৃষ্টজীব কর্ত্তৃক নিন্দিত ও ক্লিষ্ট হওয়া প্রেম-ভালোবাসার একটি যথেষ্ট অবদান।

হে আল্লাহ্ ! হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আমাদিগকে তোমার প্রেমিকগণের মধ্যে শামিল কর।

১৪০মকতুব

কষ্ট ও শ্রম যে মহব্বতের আনুষঙ্গিক, তদ্বিষয় মোল্লা মোহাম্মদ মাছুম কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন।

হে স্নেহাস্পদ ! কষ্ট, শ্রম, ভালবাসার আনুষঙ্গিক। যে ব্যক্তি দরিদ্রতা গ্রহণ করে, তাহার জন্য চিন্তা-যাতনা অনিবার্য্য।

তব প্রণয় হইতে শুধু—
দুঃখ-যাতনাই লাভ আমার।
নয়, আকাশের নিম্নে সুখের—
ছামান আছে কমকি আর !

বন্ধু ঔদাস্য চায়, অপর সকল হইতে যেন পূর্ণরূপে বৈমুখ্য লাভ হয়। এস্থলে অশান্তির মধ্যেই যেন—শান্তি, আর্ত্তনাদের মধ্যেই যেন—সুখ, এবং চঞ্চলতার মধ্যেই যেন স্থিরতা ও আহত হওয়ার মধ্যেই যেন—আরাম। এ-স্থানে অবসর অন্বেষণ করা প্রকৃতপক্ষে বিপদ গ্রস্ত ও কষ্টে পতিত হওয়া। নিজেকে পূর্ণরূপে প্রিয় প্রভু— আল্লাহ্ তায়ালার হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। অতএব যাহা কিছুই তাঁহার পক্ষ হইতে সমাগত তাহা অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভ্রূকুঞ্চিত করা উচিত নহে। ইহাই জীবিকা নির্ব্বাহের পদ্ধতি। যথাসম্ভব দৃঢ়তার সহিত থাকিবেন ; অন্যথায় পর পরই বিপদের আশঙ্কা। আপনার সুন্দর মনোনিবেশ হইয়াছিল। কিন্তু উহা শক্তিশালী হইবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ; যাহা হউক, কোন চিন্তার কারণ নাই। এই সকল পার্থিব ঝামেলা হইতে যদি একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তবে আল্লাহ্ চাহে পূর্ব্ব হইতে আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই সকল ঝঞ্ঝাট ও অশান্তিকেই শান্তির কারণ জানিয়া যথাসম্ভব স্বীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন। ওয়াচ্ছালাম ॥

টীকা ঃ—১। হজরত জীব্রাইল (আঃ)।

১৪১ মকতুব

মোল্লা কলিজের নিকট মহব্বত ও এখ্লাছের বিষয় লিখিতেছেন।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্পাক আপনাকে বহু উন্নতি প্রদান করুক। কল্বের অবস্থা কিছুই বর্ণনা করিতেছেন না যে, কখন কিরূপ! অবশ্য তদ্বিষয়ও কিছু লিখিতে থাকিবেন ; যাহাতে 'গায়বানা' বা অদৃশ্য হইতে লক্ষ্য করার কারণ হয়। এ পথের উৎকৃষ্ট কার্য্য— খাঁটি মহব্বত। তাহাতে যদি উপস্থিত উন্নতি অনুভূত না হয়, তবে কোনও চিন্তার কারণ নাই। যদি এখ্লাছ বা নির্ম্মল-প্রেম কায়েম থাকে, তাহা হইলে আশাকরি বহু বৎসরের কার্য্য এক দণ্ডেই হইয়া যাইবে। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৪২ মকতুব

মোল্লা আব্দুল গফুর সমরকন্দীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, নক্শবন্দীয়া বোজর্গগণের আত্মীক সম্বন্ধ যদি যৎ-সামান্যও হস্তগত হয়, তাহাকে সামান্য ভাবা উচিত নয়।

আপনি অনুগ্রহ দৃষ্টি করতঃ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পৌঁছিয়াছে। ফকীরগণের মহব্বত ও তাঁহাদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্তায়ালার নেয়্মত সমূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ— নেয়্মত। ইহার উপর কায়েম থাকা আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে কাম্য ও প্রার্থনীয়। দরবেশদের নিকট যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্তে ফাতেহা পাঠ করা হইয়াছে। আপনি যে তরীকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে আত্মীক সম্বন্ধ পাইয়াছেন, তদ্বিষয় কিছুই আলোচনা করেন নাই। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, যেন উহাতে কোনরূপ অবহেলা না আসে।

নিমিষের তরে প্রভুর ধারণা,
সম্মুখে মোর এক নজর,
সারাটি জীবন মনহরাদের,
মিলন হইতে শ্রেষ্ঠতর।

এই বোজর্গগণের সম্বন্ধ সামান্য হস্তগত হইলেও সামান্য ভাবিবেন না। যেহেতু অন্য তরীকার শেষ-বস্তু, ইঁহাদের তরীকায় প্রারম্ভেই নিহিত আছে।

আমার গোলেস্তাঁ দেখি, কর অনুমান—
বসন্তে হইবে ইহা কত শোভমান।

অবশ্য স্বীয় পীরের সহিত যখন মহব্বত দৃঢ় আছে, তখন এই সামান্য অবহেলার জন্য কোনই চিন্তার কারণ নাই। যে 'ফরজী' (বস্ত্রবিশেষ) পাঠান হইয়াছে, তাহা আমি বহুবার পরিধান করিয়াছি। উহা সময় সময় পরিধান করিবেন, এবং আদবের সহিত হেফাজতে রাখিবেন। তাহাতে অনেক ফল লাভের আশা করা যায়। উক্ত বস্ত্র যখন পরিধান করিবেন, তখন অজুর সহিত করিবেন এবং স্বীয় 'ছবক' (আধ্যাত্মিক পাঠ) স্মরণ করিতে থাকিবেন ; আশাকরি পূর্ণ-মনোনিবেশ হইবে। যখনই পত্র দিবেন—প্রথমে

আধ্যাত্মিক বিষয় লিখিবেন। যেহেতু আধ্যাত্মিক অবস্থা ব্যতীত বাহ্যিক অবস্থার কোনই মূল্য নাই।

দোস্তের বিষয় যাহা আলোচিত হয়,
অতি মনোরম তাহা জানিবে নিশ্চয়।

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ) যিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হইতে পবিত্র, তাঁহার অছিলায় তাঁহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনুসরণের প্রতি আল্লাহ্পাক আমাগিদকে সুদৃঢ় রাখুক।

কার্য্য ইহা, অন্য সব অনর্থক বটে,
অনর্থে পড়িলে শেষে বিপর্য্যয় ঘটে।

১৪৩ মকতুব

মোল্লা শামছের নিকট লিখিতেছেন।

ফকীরগণের প্রেমিক মওলানা শাম্ছ তৌফিক (সুযোগ-সুবিধা) প্রদত্ত হউন, যৌবনকাল যথেষ্ট জানিয়া খেলা-ধুলায় বিনষ্ট করিবেন না এবং শিশুগণের ন্যায় আখরোট-মোনাক্কা লইয়া বিনিময় করিবেন না। অবশেষে অনুতপ্ত হইতে হইবে, কিন্তু তখন আর কোনই লাভ হইবে না। সাবধান হওয়া উচিত।

পাঁচ বারের নামাজ জামায়াতের সহিত আদায় করা উচিত এবং হালাল-হারাম পার্থক্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য। শরার মালিক হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই পরকালের উদ্ধার নির্ভর করে। অস্থায়ী লজ্জৎ ও ধ্বংসশীল নেয়্মত সমূহের প্রতি যেন আপনার লক্ষ্য না থাকে। আল্লাহ্পাকই সৎকার্য্য সমূহের সুযোগ প্রদানকারী।

১৪৪ মকতুব

হাফেজ মাহ্মুদ লাহোরীর নিকট লিখিতেছেন। ছয়ের ও ছুলুকের অর্থ এবং ছয়ের-এলাল্লাহ্ ও ছয়ের-ফিল্লাহ্, ইত্যাদির— ইহাতে বর্ণনা হইবে।

হজরত ছৈয়েদুল বশর (দঃ) যিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা হইতে পবিত্র, তাঁহারই অছিলায় আল্লাহ্পাক আপনাকে পূর্ণতার স্তর-সমূহের অশেষ উন্নতি প্রদান করুক।

দোস্তের বিষয় যাহা, আলোচিত হয়,
অতি মনোরম তাহা জানিবে নিশ্চয়।

ছয়ের-ছুলুক বা আত্মীক-ভ্রমণ, এল্মের তারতম্য মাত্র। যাহা 'কায়েফ'— কেমন, (যাহা বস্তুবোধক নহে, বরং অবস্থাবোধক) বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। 'হরকতে আয়নী'— কোথায়, (যাহা স্থানীয় তারতম্যবোধক) তাহার এ-স্থলে কোনই অবকাশ নাই। অতএব, 'ছয়ের-এলাল্লাহ্' এল্মের পরিবর্ত্তন মাত্র ; যথা— ইতর বস্তুগণের জ্ঞান লাভ হইতে উন্নতি করতঃ উচ্চতর বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্তি। তৎপর তাহা হইতে আরও উচ্চতর বস্তুর জ্ঞান লাভ ; এইভাবে উঠিতে উঠিতে সৃষ্ট-বস্তুসমূহের এল্ম বা জ্ঞান পূর্ণরূপে তিরোহিত

হওয়ার পর অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের জ্ঞান লাভ। এই অবস্থাকেই 'ফানা' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ ছয়ের ফিল্লাহ্ ও এল্‌মের পরিবর্দ্ধন, যাহা অবশ্যম্ভাবী মর্ত্তবা আল্লাহ্‌তায়ালার এছ্‌ম, ছেফাত, শান-এ'তেবার এবং পবিত্রতা গুণসমূহের উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ। অবশেষে এমন মর্ত্তবায় উপনীত হয়, যাহাকে কোন বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না ; ইঙ্গিতকৃতও হয় না এবং যাহা কোন নাম বা উপনাম ধরিয়া সম্বন্ধিত হয় না ; তাহাকে কেহ স্বীয় জ্ঞানে আনিতে পারে না ও অনুভবও করিতে পারে না। এই ছয়েরকেই 'বাকা' বলা হইয়া থাকে।

তৃতীয় ছয়ের— "ছয়ের আনিল্লাহ্-বিল্লাহ্" ইহাও এল্‌মের তারতম্য। উচ্চতম বস্তুসমূহের এল্‌ম বা জ্ঞান লাভ হওয়ার পর নিম্নে অবতরণ অর্থাৎ নিম্নতর বস্তুসমূহের জ্ঞান প্রাপ্তি ; তথা হইতে আরও নিম্নে এবং সর্ব্বনিম্নে, অবশেষে অবশ্যম্ভাবী বস্তু হইতে সৃষ্ট বস্তুসমূহে আসিয়া উপনীত হওয়া। এইরূপ ব্যক্তিকেই 'আরেফ' বা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী বলা হয়। যিনি আল্লাহ্‌কে লইয়া আল্লাহ্‌কে ভুলিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র সহিত আল্লাহ্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ; ইনিই প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত এবং মিলিত ও বিরহী ও নিকটবর্ত্তী আবার দূরবর্ত্তী।

চতুর্থ ছয়ের— সৃষ্ট-বস্তুসমূহের মধ্যে ভ্রমণ। ইহার অর্থ এই যে, প্রথম ছয়ের কর্ত্তৃক যে সমূহ সৃষ্ট বস্তুর বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, এখন আবার ক্রমে ক্রমে যেন তাহাদের স্মরণ আসিতে থাকে। অতএব এই চতুর্থ ছয়ের প্রথম ছয়েরের ঠিক যেন বিপরীত এবং তৃতীয় ছয়ের দ্বিতীয় ছয়েরের বিপরীত ; যথা— দৃষ্ট। ছয়ের-এলাল্লাহ্ ও ছয়ের-ফিল্লাহ্, আল্লাহ্‌তায়ালার বেলায়েত বা নৈকট্যলাভের জন্যই হইয়া থাকে মাত্র। যাহাকে 'ফানা' 'বাকা' বলা হয় এবং তৃতীয়, চতুর্থ ছয়ের, সৃষ্ট-জীবগণকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বানের জন্য হইয়া থাকে ; যাহা পয়গাম্বর (আঃ)-গণের জন্য বিশিষ্ট। তাঁহাদের সকলের প্রতি সাধারণতঃ এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির প্রতি বিশেষতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হউক।

যাঁহারা ইঁহাদের পূর্ণভাবে অনুসরণ করিবেন তাঁহারাও উক্ত মাকামের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা— আল্লাহ্‌পাক ফরমাইয়াছেন— "ইয়া রাছুলুল্লাহ্ আপনি বলিয়া দিন যে, ইহাই আমার পথ, আমি জ্ঞানচক্ষের উপর এই পথেই আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বান করি। আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণও (আহ্বান করিয়া থাকেন)"।

ইহাই আরম্ভ এবং শেষের কথা, শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহিত করণার্থে ইহা বর্ণনা করিলাম।

পিত্ত প্রবল ব্যক্তি তোরা—
শর্করা লও সাধকরি,
বাতিক যারা অন্ধ তারা
তাই তোরা লও পেট ভরি।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর দৃঢ় অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম বর্ষিত হউক।

১৪৫ মকতুব

মোল্লা আব্দুর রহমান মুফ্‌তীর নিকট নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বোজর্গগণ 'আলমে-আমর' হইতে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ আরম্ভ করেন, ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা হইবে।

আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর প্রশস্ত শরীয়তের প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। আমার এই দোওয়ার প্রতি যে ব্যক্তি 'আমীন' বলিবে তাহার প্রতি আল্লাহ্‌পাক রহম করুন। (আমীন)॥

নক্‌শবন্দীয়া মাশায়েখ্‌গণ আলমে-আমর (সূক্ষ্ম-জগত) হইতে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। আলমে-খল্‌ক (স্থুল-জগত)-এর ছয়ের উহার আনুষঙ্গিকরূপে অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য তরীকায় ইহার বিপরীত। অর্থাৎ তাহারা আলমে-খল্‌ক (স্থুল-জগত) হইতেই ছয়ের আরম্ভ করেন এবং উহা অতিক্রমের পর আলমে-আমরে পদক্ষেপ করতঃ জয্‌বার (আকর্ষণের) মাকামে উপনীত হন। এই হেতু নক্‌শবন্দীয়া তরীকাই অন্য সকল তরীকা হইতে নিকটবর্ত্তী তরীকা এবং অন্য তরীকার শেষ ইহাদের প্রারম্ভেই লাভ হইয়া থাকে।

অনুমান কর, দেখি গোলেস্তাঁ আমার,
বসন্তে হইবে ইথে, কিরূপ বাহার !

এই তরীকার কতিপয় তালেব, আলমে-আমর হইতে ছয়ের আরম্ভ করা সত্ত্বেও শীঘ্র 'তাছীর'[1] অনুভব করিতে পারে না এবং যে লজ্জত ও মাধুর্য্য জয্‌বার সূচনা ; তাহা তাহারা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম জগতের বস্তু হইতে স্থুল জগতের বস্তু প্রবল এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জগতের বস্তু দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতাই তাহার অনুভূতির প্রতিবন্ধক। যে পর্য্যন্ত না সূক্ষ্ম জগতের বস্তুগুলি সবল হইয়া পূর্ব্বের বিপরীত হয়, সে পর্য্যন্ত এই প্রতিবন্ধক থাকে। যিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধারী তাঁহার ঐ ক্ষমতাবলে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়াই এই তরীকানুযায়ী উল্লিখিত ব্যাধির চিকিৎসা এবং অন্য তরীকানুযায়ী প্রথমে নফ্‌ছের বিশুদ্ধি, তৎপর শরীয়তের অনুকূল কঠোরব্রত পালন ইত্যাদি ইহার প্রতিকার।

জানা আবশ্যক যে, বিলম্বে তাছীর প্রাপ্তি যোগ্যতার ন্যূনতাজ্ঞাপক নহে। অনেক পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ওয়াচ্ছালাম॥

১৪৬ মকতুব

শরফুদ্দিন হুসাইন বদখ্‌শীর নিকট নছিহতের বিষয় লিখিতেছেন।

বৎস শরফুদ্দিন হুসাইন ! তোমার পত্র পাইলাম। আল্লাহ্‌পাকের শোকর গোজারী যে, তুমি ফকীরগণের স্মরণ-সৌভাগ্য দ্বারা ভাগ্যবান আছ। যে ছবক লইয়াছ তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতঃ জীবনকাল সমুজ্জ্বল রাখিও ; এবং সুযোগ হারাইও না, যেন অস্থায়ী চাকচিক্য তোমাকে স্থানচ্যুত না করে, এবং ধ্বংসশীল সাজ-সজ্জা ইহার মাধুর্য্য নষ্ট না করে।

টীকা ঃ— ১। তাছীর=ফল, অর্থাৎ জেকেরের অনুভূতি।

মূল-উপদেশ মোর, শুনহে বালক,
এ গৃহ রঙ্গিন, আর তুমি নাবালক।

স্বীয় বান্দাগণের মধ্যে কাহাকেও যদি আল্লাহ্তায়ালা যৌবনের প্রারম্ভেই 'তওবা'[1] করিবার সুযোগ প্রদান করেন এবং তৎপ্রতি কায়েম রাখেন ; তাহা যে কত বড় নেয়মত তাহা বলাই বাহুল্য। বলা যাইতে পারে যে, পার্থিব সমুদয় নেয়মত ইহার তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের সম্মুখে শিশির বিন্দু তুল্য ; যেহেতু উক্ত নেয়মত আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ। যাহা ইহ-পরকালের যাবতীয় নেয়মত হইতে শ্রেষ্ঠ। "এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টিই উচ্চতম"— (কোরআন)। যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুগামী এবং হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অনুসরণকারী তাহার প্রতি ছালাম।

১৪৭ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ আশ্‌রাফ কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহার মধ্যে বর্ণনা হইবে যে, পার্থিব-বস্তু হইতে পৃথক হওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার সহিত মিলিত হওয়া, ইহার কোনটি অগ্রে ?

হজরত নবীয়ে করীম (দঃ)-এর অছিলায় আল্লাহ্পাক পূর্ণতার স্তর সমূহে তোমাকে অশেষ উন্নতি প্রদান করুক।

মাশায়েখগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'বিচ্ছিন্নতা' অগ্রে হয় ; তৎপর 'সম্মিলন' হয়। কেহ কেহ আবার 'সম্মিলন' অগ্রে হয় বলিয়াছেন ; তৃতীয় দল এ বিষয় মৌনতা অবলম্বন করিয়াছেন। হজরত আবু ছায়ীদ খার্‌রাজ (রাঃ) বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করিবে না, সে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবে না এবং যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবে না, সে পর্য্যন্ত মুক্তও হইবে না। জানিনা যে, কোন্‌টি অগ্রে" । লেখক বলিতেছে যে, 'বিচ্ছিন্নতা' ও 'সম্মিলন' একসঙ্গেই হইয়া থাকে। বিচ্ছিন্নতা ব্যতীত সম্মিলন এবং সম্মিলন ব্যতীত বিচ্ছিন্নতা সম্ভবপর নহে। ফলকথা 'কারণ' হিসাবে কোন্‌টি অগ্রে তাহাতেই সন্দেহ। অর্থাৎ কোন্‌টির কারণে কোন্‌টি হয়, তাহাই জানা আবশ্যক।

শায়খুল্ ইছলাম হরবী কোদ্দেছাছেরুরুহু বলিয়াছেন, "আল্লাহ্তায়ালার দিকই পুরোগামী হওয়া বাঞ্ছনীয়"। অবশ্য যাহারা বিচ্ছিন্নতা অগ্রে বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও উহার পুরোগামী হওয়ার বিরোধী নহেন। সম্মিলন হইতে তাঁহারা উহার পূর্ণ-বিকাশ অর্থ লইয়া থাকেন। তাহাতে সাধারণ বিকাশের অগ্রগামী হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। অতএব পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে বিচ্ছিন্নতা হয় এবং বিচ্ছিন্নতার পূর্ব্বে সাধারণ বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং জানা গেল যে, ইহা বাক্যের তারতম্য মাত্র। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দলের লক্ষ্য উচ্চতর ; যেহেতু তাঁহারা সামান্যকে ধর্ত্তব্য মনে করেন না। জানা আবশ্যক যে, এই সমাধান কর্ত্তৃক 'কাল' হিসাবেও কোন্‌টি যে অগ্রবর্ত্তী তাহাও প্রকট হইল। "বুঝিয়া লও"! আল্লাহ্ই সত্যের নির্দ্দেশক। বর্ণিত বিষয় যাহাই হউক না কেন, আমাদিগকে উক্ত 'বিচ্ছিন্নতা' ও 'সম্মিলনের' আবির্ভাব-স্থল হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত শ্রম বিফল।

টীকা ঃ— ১। তওবা=প্রত্যাবর্ত্তন, ক্ষমা-প্রার্থনা।

প্রথম মর্ত্তবাটি ছয়ের-এলাল্লাহ এবং দ্বিতীয়টি ছয়ের-ফিল্লাহের প্রতি নির্ভরশীল এবং এইউভয় ছয়ের কর্ত্তৃক বেলায়েত বা নৈকট্য ও তারতম্যানুযায়ী পূর্ণতার মর্ত্তবায় উপনীত হয়। অবশিষ্ট দুই ছয়ের অন্যকে পূর্ণতা প্রদানের অবস্থা অর্জ্জন ও খলকুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহ্বান করণার্থে হইয়া থাকে।

দুইটি চিৎকার দিয়া জানাইনু সবে,
গ্রামে যদি থাকে কেহ, সচেতন হ'বে !
ওয়াচ্ছালাম ॥

১৪৮ মকতুব

মোল্লা ছাদেক কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, যে ব্যক্তি তৃপ্ত— সে বঞ্চিত।

পর পর আপনার দুইখানা পত্র পাইলাম। প্রথম পত্রের মর্ম্মে বুঝিলাম যে, আপনি উদ্দিষ্ট বস্তু পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পত্রে বুঝিলাম যে এখনও কিছুই লাভ করেন নাই এবং তৃষ্ণাতুর-প্রায় আছেন। আল্লাহ্তায়ালার শোকর গোজারী যে, পরবর্ত্তী অবস্থাই ধর্ত্তব্য। জানিবেন যে— তৃপ্ত ব্যক্তিই বঞ্চিত, এবং যে নিজেকে বঞ্চিত জানিল প্রকৃতপক্ষে সেই— প্রাপ্ত।

আপনাকে বারংবার বলা হইয়াছে যে, সাবধান, পূর্ব্ববর্ত্তী মাশায়েখগণের রূহানিয়াত ও আত্মীক সাহায্য প্রাপ্তে প্রবঞ্চিত ও গর্ব্বিত হইবেন না। যেহেতু উক্ত ছুরত সমূহ প্রকৃতপক্ষে স্বীয় পীরের-লতিফা সমূহ, যাহা উক্ত ছুরত ধারণ করতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্য একদিকেই রাখা শর্ত্ত। বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মাত্র। আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে আমাদ্দিগকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয়তঃ পুনঃ পুনঃ আপনাকে তাকিদ করিয়া বলিয়াছি যে, পার্থিব কার্য্য সমূহের সূত্র সংক্ষেপ করিবেন ; যাহাতে অতি শীঘ্র কার্য্য সমাধা হয়। আবশ্যকীয় কার্য্য (আখেরাতের কার্য্য অর্থাৎ এবাদত) পরিত্যাগ করতঃ অনাবশ্যকীয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া দূরদর্শী জ্ঞানের কার্য্য নহে। কিন্তু কি করিব, আপনি যে স্বীয় ইচ্ছার অধীন ! অন্যের কথা আপনার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য্যকরী হয় না। এখন আপনিই জানেন, কথা পৌঁছান ব্যতীত বাহকের কোন দায়িত্ব নাই।

১৪৯ মকতুব

ইহাও মোল্লা ছাদেক কাবুলীর নিকট লিখিতেছেন। ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, আল্লাহ্তায়ালা কার্য্যসমূহকে যদিও আছবাবের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন ; তথাপি একটি ছামানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকার কারণ কি ?

ভ্রাতঃ মওলানা ছাদেক ! নিজেকে আশ্চর্য্য রকম ছামানের জগতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন ! আছবাব— ছামানের কর্ত্তা আল্লাহ্তায়ালা যদিও কার্য্যসমূহকে উহার প্রতি

ন্যস্ত করিয়াছেন, তথাপি নির্দ্দিষ্ট একটি ছামানের প্রতি চক্ষু সিবিত[১] করিয়া রাখার আবশ্যক কি ?

ওহে মন ! বন্ধ হয় যদি কোন দ্বার,
খুলিয়া দিবেন প্রভু অপর দুয়ার।

এইরূপ ক্ষুদ্র দৃষ্টি পরকালের সহিত মোটেই সম্বন্ধ রাখে না ; বিশেষতঃ আপনার মত (বিশিষ্ট) ব্যক্তির জন্য বিশেষ অশোভনীয়। ক্ষণেকের জন্য নিজের অবস্থার প্রতি দৃকপাত করতঃ ইহার কদর্য্যতা উপলব্ধি করা উচিত।

ফকিরী-বেশে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত বস্তুকে এরূপ অন্বেষণ— বিশেষ নিন্দনীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্য আপনার চক্ষে যেন অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া অনুমান হইতেছে। আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য আবশ্যক পরিমাণ চেষ্টা করা উচিত। নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তৎপ্রতি নিয়োজিত করা এবং উহার পিছনে জীবন নষ্ট করা বোকামী মাত্র। অবসর (জীবনকাল) যথেষ্ট জানা কর্ত্তব্য। যদি ইহাকে কেহ অনর্থক কার্য্যে ব্যয় করে, তবে তাহার প্রতি আফ্‌ছোছ ! শত সহস্র আফ্‌ছোছ !! সাবধান ! বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দেওয়াই বাহকের কর্ত্তব্য। লোকের কথায় দুঃখিত হইবেন না। তাহারা আপনার প্রতি যাহা ইঙ্গিত করিতেছে, যদি উহা আপনার মধ্যে না থাকে, তবে কোনই চিন্তার কারণ নাই। লোকে যদি কাহাকেও মন্দ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে ভাল হয় ; তবে উহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অবশ্য ইহার বিপরীত হওয়াই বিপদ্‌জনক। ওয়াচ্ছালাম ॥

১৫০ মকতুব

খাজা মোহাম্মদ কাছেমের নিকট ওয়াজেবুল্ অজুদ (অবশ্যম্ভাবী) জাত ব্যতীত আর কিছুই উদ্দেশ্য রাখা উচিত নহে, ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেছেন।

আপনার অনুগ্রহলিপি উপনীত হইয়া আনন্দিত করিল। আপনি পার্থিব অবস্থা এবং বাহ্যিক বিশৃঙ্খলায় মনঃক্ষুন্ন হইবেন না। ইহা এরূপ মূল্যবান নহে যে, ইহার জন্য মনঃক্ষুন্ন হয়। যেহেতু ইহ-জগত ধ্বংসের পথে। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত ; ইহাতে কষ্টই হউক বা শান্তিই হউক। আল্লাহ্‌তায়ালার অবশ্যম্ভাবী জাত ব্যতীত উদ্দেশ্য হইবার উপযোগী আর কিছুই নাই ; বিশেষতঃ— আপনার মত উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য। ইহা সত্ত্বেও যদি আপনি এ ফকীরকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন কার্য্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন, তাহা অনুগ্রহ ভাবিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ওয়াচ্ছালাম ॥

প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ সমাপ্ত

টীকাঃ— ১। সিবিত=সেলাই।